আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা।

(আয়ুর্ব্বেদ-মতে লাক্ষণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ।)

তৃতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

১৭ নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট "বন্দেমাতরম্ ঔষধালয়" হইতে-

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

AYURVEDA SHIKSHA

OR

PRACTICE OF MEDICINE.

BY

KAVIRAJ AMRITA LAL GUPTA KABIVUSAN.

1910.

এই খণ্ডের মূল্য ৯৲ টাকা মাত্র।

সতর্কতা।

"আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা" সম্পূর্ণ অভিনব গ্রন্থ। এইরূপ গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও মুদ্রিত হয় নাই, আইনানুসারে কেবলমাত্র আমিই ইহা মুদ্রিত করিবার অধিকারী; সুতরাং যদি কেহ ইহার নকল বা অংশবিশেষ মুদ্রিত করেন, তিনি আইনের আমলে আসিবেন।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

১৭ নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট, নিমতলা—কলিকাতা।

PRINTED BY SARAT CHANDRA CHAKRAVARTI,
AT THE KALIKA PRESS.
NO. 17, NANDAKUMAR CHAUHURY 2nd LANE,
CALCUTTA.

প্রথম সংস্করণের বক্তাপন।

যাঁহার শক্তি-বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইতেছে, সেই শক্তি-স্বরূপিণী জগন্মাতা জগদীশ্বরীর কৃপায় "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা তৃতীয়খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে স্বরভঙ্গ, হিক্কা, শ্বাস, বাতব্যাধি, উন্মাদ, অপস্মার, মূর্চ্ছা, আমবাত, বাতরক্ত, ঊরুস্তম্ভ, শূল, উদাবর্ত্ত, আনাহ, গুল্ম, হৃদ্রোগ, বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি, ব্রধ্ন, শ্লীপদ, কার্শ্য, স্থৌল্য, মেদ, শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, উপদংশ, লিঙ্গার্শ, ফিরঙ্গ (সিফিলিস্), গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসা-বিধি ও ঔষধ-প্রয়োগ-প্রণালী সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহু বিলম্বে গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে অবশ্যই গ্রাহকবর্গের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটে, কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া—তাঁহারা ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন, তাঁহাদের নিকট এরূপ আশা করিতে পারি। এই খণ্ডে যতগুলি রোগের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে বাতব্যাধি এবং উপদংশ ও ফিরঙ্গ (গর্ম্মি) এই তিনটি রোগই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অশীতিপ্রকার বাতব্যাধির লক্ষণভেদে চিকিৎসা-বিধি ও ঔষধ-প্রয়োগ-প্রণালী লিখিতে এবং উপদংশ ও সিফিলিসের পার্থক্যপ্রদর্শন করিতে যেমন অত্যধিক শ্রম-স্বীকার করিতে হইয়াছে, তেমনি সময় নষ্ট হইয়াছে, বিলম্বে গ্রন্থ-প্রকাশের ইহাই কারণ, আশাকরি, সহৃদয় গ্রাহকগণ আমার এই কৈফিয়তেই সন্তুষ্ট হইবেন।

উপদংশ ও সিফিলিস্ এই উভয় রোগের মধ্যে প্রভেদ কি, অথবা উভয় একই ব্যাধি কি না, কিম্বা ফিরঙ্গরোগই সিফিলিস্ কিনা, এই প্রশ্ন কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রদ্ধা-ভাজন কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, এম, এ, এল, এম, এস, বিদ্যানিধি কবিভূষণ মহাশয় এবং চিকিৎসা সম্মিলনী-সম্পাদক কলিকাতা প্রবাসী বহুদর্শী চিকিৎসক পূজনীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন মহাশয় এ সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমার মতের অনুকূল। ফলতঃ ইঁহাদের মতেও উপদংশ ও সিফিলিস্ স্বতন্ত্র ব্যাধি এবং ফিরঙ্গরোগই সিফিলিস্। বন্ধুবর স্বর্গীয় রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়েরও ঐ মত, তাঁহার জীবিতকালে একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎকৃত "আয়ুর্ব্বেদ-সোপান" নামক পুস্তক এখনও তাহার

সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে। তিনি ঐ পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"গরমি,—এরোগ প্রায় আধুনিক,—ফিরিঙ্গি-জাতিদ্বারা এদেশে আনীত। চরক-সুশ্রুতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে এ রোগের উল্লেখ নাই, পরবর্ত্তী সময়ের গ্রন্থে ফিরঙ্গরোগ নামে অভিহিত। কুস্থানে গমন ইহার একমাত্র কারণ। কলিকাতার স্থানে স্থানে যে সাধারণ প্রস্রাবের ঘর আছে, সেখানে অসাবধানে প্রসাবে বসিলেও হইতে পারে, ইহা স্ত্রী হইতে পুরুষে ও পুরুষ হইতে স্ত্রীতে সংক্রামিত হয়, এমন কি বংশানুক্রমে এরোগের ফলভোগ হইতে থাকে।"

ফলতঃ সিফিলিস্ রোগকেই বাঙ্গালায় গর্ম্মি ও সংস্কৃতে ফিরঙ্গ কহে, উপদংশ সিফিলিস্‌ও নহে বা গর্ম্মিও নহে, উহা পৃথক্ রোগ, ইংরাজীতে উহাকে নির্ব্বিষ সিফলিস্ বলা যাইতে পারে। এসম্বন্ধে যে সকল যুক্তি অবলম্বন করা হইয়াছে, পাঠকগণ "উপদংশ ও সিফিলিসের পার্থক্য" ইতি শীর্ষক অংশ পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারিবেন।

উপদংশ সিফিলিস্ উভয়ের জন্মস্থান একই,—উপদংশও জননেন্দ্রিয়ে-হয়, সিফিলিস্‌ও জননেন্দ্রিয়ে হয়, অথচ উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। উপদংশ নির্ব্বিষ, সিফিলিস্ সবিষ, উপদংশ স্থানিক, সিফিলিস্ সার্ব্বাঙ্গিক। সাধারণকথায় বলিতে গেলে যেন মাগুর ও শিঙ্গিমাছ আর কি! উভয়ই এঁদোপুকুরে—জন্মে, দেখিতেও উভয়ের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে, উভয়েরই কাঁটা আছে, উভয়েই দংশন করে, কিন্তু মাগুরের বিষ অতি সামান্য, ধর্ত্তব্যই নহে, উহাকে নির্ব্বিষ বলিলেই হয়, দংশন করিলে, দংশিতস্থানে মাত্র তাহার একটু প্রভাব প্রকাশ পায়, তাহাও অল্প সময়ের জন্য; কিন্তু শিঙ্গিমাছ দেখিলেই ভয় হয়, দংশন করিলেত কথাই নাই; তৎক্ষণাৎ আপাদ-মস্তক বিষে আচ্ছন্ন হয়, মনে হয় যেন সর্ব্বাঙ্গে কেহ বিষ ঢালিয়া দিয়াছে! দংশিতস্থান ফুলিয়া উঠে, মাথাধরে, জ্বর হয় ইত্যাদি। অথবা ঢোঁড়া ও কেউটের সহিতও উপমা হইতে পারে,—উভয়েরই গর্ত্তে বাস, উভয়ের আকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য বর্ত্তমান, অথচ ঢোঁড়াকে নির্ব্বিষ বলিলেই হয়, দংশন করিলে বড় জোর দংশিত স্থান ফুলিয়া উঠে ও চুলকায় এই মাত্র, কিন্তু কেউটে দংশন করিলে, আর রক্ষা নাই, জীবন সংশয়, তৎক্ষণাৎ তাহার বিষ সর্ব্বাঙ্গপরিব্যাপ্ত হয়, ফলে অনেকে অকালে শমনভবনে গমন করে। (এই দৃষ্টান্ত পুরুষের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য)।

পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে আমি দুইখানি পত্র পাই, পত্র-প্রেরকেরা উভয়েই আমার সমব্যবসায়ী ও বন্ধু। একজন লিখিয়াছেন,—পূর্ব্বে এদেশে আধুনিক সিফিলিস্‌রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না, কিন্তু উপদংশ আধুনিক সিফলিসের ন্যায় বিষাক্ত এবং সংক্রামক না হইলেও উভয়েই একজাতীয়। উপদংশের সেই জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণই —সিফিলিসরোগে বিদ্যমান। বোধ হয়, উপদংশরোগই ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংঘর্ষণে বর্ত্তমানে ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে।" তাঁহার এই মন্তব্যের উত্তরে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা অবিকল বামপৃষ্ঠায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল, ঐরূপ যুক্তি-প্রদর্শন করিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, "নানাজাতির সঙ্ঘর্ষণে উপদংশ বর্ত্তমানে ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে," ইহার অর্থ কি? সহস্র সহস্র শিঙ্গিমাছের মধ্যে মাগুর মাছ অথবা সহস্র সহস্র কেউটের মধ্যে ঢোঁড়া বাস করিলে কি কখনও তাহারা শিঙ্গিমাছ বা কেউটে সাপের বিষপ্রাপ্ত হয়?" পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই, ঐরূপ যুক্তি প্রদর্শনের পর বন্ধুবর বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া আমার সহিত একমত হইয়াছেন।

অপর বন্ধু কোন্ কোন্ রোগ সংক্রামক এবং কি প্রকারে সংক্রামিত হয়, তৎসম্বন্ধে "ভাবপ্রকাশ" হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "উপদংশও সংক্রামক রোগ।" তদুত্তরে আমি তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহার প্রথমাংশে উপরোক্ত মাছ ও সাপের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। শেষাংশে এই—

"ভাবপ্রকাশ" ভাবমিশ্রের রচিত নহে, সংগৃহীত। সুশ্রুতের নিদান স্থানে কুষ্ঠরোগে যে শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই ভাবমিশ্র "ভাবপ্রকাশে" উদ্ধৃত করিয়াছেন, উপদংশ সংক্রামক, একথার উল্লেখ সুশ্রুতে নাই, সুশ্রুত বলেন—

"প্রসঙ্গাৎ গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
একশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥"

"অর্থাৎ কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ (যক্ষ্মা) ও নেত্রাভিষ্যন্দ (চক্ষু উঠা) প্রভৃতি ঔপসর্গিক রোগসকল নানাপ্রকারে এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হয়। ঔপসর্গিক রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তির সহিত মৈথুন, একত্র ভোজন, এক

শয্যায় শয়ন, এক আসনে উপবেশন, কিম্বা সেই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির গাত্র-সংস্পর্শ, নিশ্বাস-গ্রহণ অথবা তাহাদের ব্যবহৃত বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন ব্যবহার করিলে, সেই সেই ঔপসর্গিক রোগ উৎপন্ন হয়।"

উপদংশ সংক্রামক,সুশ্রুতে তাঁহার উল্লেখ না থাকিলেও সংক্রামক রোগের নির্দ্দেশ কঠিন নহে। সবিষ রোগ প্রবল সংক্রামক, নির্ব্বিষ বা অল্প বিষযুক্ত রোগ তাদৃশ সংক্রামক নহে। উপদংশ নির্ব্বিষ ও অল্প সংক্রামক। উপদংশের সংক্রামকতা এত অল্প যে, সিফিলিসের সহিত উপমাই হয় না,উপদংশ ক্ষত বা স্ফোটক হইতে স্রাবিত রস বা পূয, অন্য অঙ্গে লাগিলে, বড়জোর সেই স্থানে কয়েকটা ফুস্কুরি মাত্র উৎপন্ন হইতে পারে।

সিফিলিস্ ও গণোরিয়ার ন্যায় পাপরোগ পূর্ব্বে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ছিল-না, সভ্যতাদৃপ্ত ইয়োরোপ হইতেই উহাদের আমদানী হইয়াছে, এই সত্যটুকু গ্রহণ করিয়া উহাদের উৎপত্তির কারণ বিবেচনা করিলে, উভয়েই আয়ুর্ব্বেদীয় নিদানাতিরিক্ত স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; আর তাহা হইলে সিফিলিসকে উপদংশ ও গণোরিয়াকে পিত্তজ মেহনামে অভিহিত করা কদাপি সঙ্গত বোধ হইবে না। (গণোরিয়ার বিস্তৃত বিবরণ চতুর্থখণ্ডে দ্রষ্টব্য)।

পরিশেষে বক্তব্য এই—মানুষ আশা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে ও আজীবন আশার ক্রীতদাস হইয়া থাকে। ফলতঃ আশাই মানুষকে নানাপ্রকার প্রলোভনে মুগ্ধ করে, আশাই সকল কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয়, আশাই সকল কর্ম্মের মূল, আশাই মানুষের প্রধান অবলম্বন ও সর্ব্বস্ব, আশাব্যতীত মানুষ একমুহূর্ত্তও বাঁচে না,—বাঁচিতে পারে না;—আমিও সর্ব্বপ্রকারে সেই আশারই বশীভূত। আমার আশা এই যে, "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা" দ্বারা আয়ুর্ব্বেদীয়-চিকিৎসার প্রসার-বৃদ্ধি হয় ও এক একখানি গ্রন্থ প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় বিরাজ করে; অকিঞ্চনের এই আশা কি কখনও ফলবতী হইবে?

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রথম সংস্করণের দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

সূচিপত্র।

৩য়খণ্ড।

(দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীর পত্রাঙ্কের সহিত এই সূচীর পত্রাঙ্কের মিল আছে)।

প্রতমকশ্বাসে—জ্বর-চিকিৎসা।

প্রতমকশ্বাসে—শ্লৈষ্মিকবিকার-চিকিৎসা।

বাতব্যাধি-চিকিৎসা।

বাতরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

বাতরোগে-আধ্মান এবং তজ্জনিত মল ও মূত্ররোধ-চিকিৎসা।

বাতরোগে-মূর্চ্ছা ও জ্ঞানলোপ-চিকিৎসা।

উন্মাদরোগ-চিকিৎসা।

আমবাত-চিকিৎসা।

বাতরক্তে—জ্বর-চিকিৎসা।

বাতরক্তে-গাত্রবেদনা-চিকিৎসা।

উরুস্তম্ভরোগ-চিকিৎসা।

উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে-জ্বর-চিকিৎসা।

ফিরঙ্গরোগে-আমবাত-চিকিৎসা

ফিরঙ্গরোগে-পিড়কা ও কুষ্ঠ-চিকিৎসা।

তৃতীয়খণ্ডের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

"আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার" প্রশংসা।

১। আয়ুর্ব্বেদে অভিজ্ঞ কলিকাতার খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম্, ডি মহোদয় লিখিয়াছেন—

"আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা" গ্রন্থখানি আপনার অসাধারণ চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। কবিরাজীমতে যে এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মুদ্রিত হইবে, তাহা কস্মিন্ কালে কল্পনাও করিতে পারি নাই। আপনি এইগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দেশের মহোপকার সাধন করিলেন। চিকিৎসা-সম্বন্ধে আপনার স্থান কত উচ্চে অবস্থিত, তাহা আপনার ব্যবসায়ী চিকিৎসকেরা নির্ণয় করিবেন, আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এই গ্রন্থে যেরূপ প্রত্যেক রোগের ও তদুপসর্গ সমূহের অবস্থাভেদে ঔষধ ও অনুপান ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে ইহা চিকিৎসা-জগতে অন্ধের যষ্টির ন্যায় ব্যবহৃত হইবে ও যুগান্তর উপস্থিত করিবে। ১৫।১।০৯।

২। ডাক্তারী ও কবিরাজী উভয়বিধ চিকিৎসায় অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র গুপ্ত এল, এম, এস মহাশয় এলাহাবাদ হইতে লিখিয়াছেন—

আমি অসংখ্য ধন্যবাদের সহিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা" নামক পুস্তকের প্রাপ্তি-স্বীকার করিতেছি। এই শ্রেষ্ঠ এবং বিজ্ঞ চিকিৎসক মহাশয় হিন্দুদিগের প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রকাশ করিতে গিয়া এক বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। গ্রন্থকার অতী সহজ ভাষায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত রত্ন সমূহ জনসাধারণের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন; এই গ্রন্থে রোগের চিকিৎসাপ্রণালী এবং তৎসঙ্গে ঔষধের নির্ব্বাচন, প্রয়োগ ও প্রস্তুত প্রণালী বিস্তৃতরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। চিকিৎসা-কার্য্যে রোগনির্ণয় ঔষধ-নির্ব্বাচন ও পথ্যাপথ্য নির্দ্দেশ করা চিকিৎসকের প্রধান কার্য্য, সুবিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয় প্রত্যেক রোগ নির্ণয়ের সহিত সেই রোগের ঔষধের নির্ব্বাচন, প্রয়োগপ্রণালী ও পথ্যাপথ্যের সুন্দররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার যেরূপ নিপুনতার সহিত গ্রন্থ প্রণয়ণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসার পাত্র এবং আমি নিঃসন্দেহচিত্তে বলিতেপারি, তিনি তুল্য বিজ্ঞতার সহিত ঐ কার্য্য সমাধা করিবেন। ইহাতে প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় বহুতর আবশ্যকীয় বিষয় সন্নিবেশিত হওয়াতে প্রত্যেক চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর হস্তেই ইহার একখানা পুস্তক থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ১২।৩।০৯।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার পরিশিষ্ট।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তি যে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা অনেকেই জানিতেন না। এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির আলোচনা করিয়া দেখাগেল, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তিও বিজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত। এতদিন আয়ুর্ব্বেদের যে সকল বিষয় অমীমাংসিত ছিল, এবারে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাহার সুমীমাংসা হইয়াছে। ইহা পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইতে হয়। যাঁহারা পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রভাব দর্শনে মোহিত হন, তাঁহারা নিজের পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্পত্তি কিরূপ মূল্যবান্ এবং তাহার অনাদর অসম্মান করিয়া কি মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন, তাহা এই গ্রন্থপাঠে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত আয়ুর্ব্বেদের তুলনা করিয়া অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিবেন। এই গ্রন্থের মূল্য ১৲ টাকা ও মাশুল ৵০ আনা।

প্রাচ্য বিজ্ঞান।

আমাদিগের শাস্ত্রমতে বিজ্ঞান শব্দে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক দ্বিবিধ জ্ঞান বুঝায়, কিন্তু ইংরাজীতে বিজ্ঞান-শব্দে তদ্বিপরীত অর্থ বুঝায়। পাশ্চাত্যজাতি মুক্তি কাহাকে বলে, তাহা জানেন না, তাঁহারা বিজ্ঞান-শব্দে চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি, রসায়ন বিজ্ঞান প্রভৃতি বুঝিয়া থাকেন। আমিও এই গ্রন্থে মুক্তিতত্ত্ব অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অংশ বাদ দিয়া ঐ সকল বিজ্ঞানের মূল কোথায়, তাহার আলোচনা করিয়াছি। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে, সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কিরূপ সূক্ষ্ম বিজ্ঞান নিহিত আছে, অথচ অনালোচনার ফলে আমরা তাহার কোন খোঁজ খবরই রাখি না এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ যখন যাহা বলেন, তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করি। ইহার মূল্য ॥০ আনা ও মাশুল এক আনা। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা প্রথম হইতে পরিশিষ্ট পর্য্যন্ত একত্র লইবেন, তাঁহারা বিনামূল্যে ইহার একখানি পাইবেন।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা।

তৃতীয় খণ্ড।

স্বরভঙ্গ-চিকিৎসা।

বাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ। বাতজনিত স্বরভঙ্গে রোগীর চক্ষু, মুখ, মল ও মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং ধীরে ধীরে গর্দ্দভের ন্যায় কর্কশ অথচ ভঙ্গস্বর নির্গত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ। পিত্তজনিত স্বরভঙ্গে রোগীর চক্ষু,মুখ ও মূত্র পীতবর্ণ হয় এবং স্বর নির্গত হইবার সময়ে (কথা কহিবার সময়ে) গলদেশে দাহ জন্মে।

শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ। শ্লেষ্মজনিত স্বরভঙ্গে রোগীর কণ্ঠদেশ প্রায় সর্ব্বদাই শ্লেষ্মা দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে বলিয়া কথা কহিবার শক্তি হ্রাস পায়; দিবাভাগে সূর্য্য-কিরণবশতঃ কফের অল্পতা হেতু রোগী অধিক কথা কহিতে সমর্থ হইয়া থাকে, কিন্তু রাত্রিকালে স্বররুদ্ধ হয়।

সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ। সন্নিপাত অর্থাৎ ত্রিদোষজনিত স্বরভঙ্গে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ক্ষয়জ স্বরভঙ্গের লক্ষণ। ধাতুক্ষয় জনিত স্বরভঙ্গে রোগীর কথা কহিবার সময়ে কণ্ঠদেশে বেদনা ও কণ্ঠদেশ হইতে ধূমনির্গমের ন্যায় বোধ হয় ও বাক্যের অল্পতা হইয়া থাকে।

মেদোজনিত স্বরভঙ্গের লক্ষণ। মেদোজনিত স্বরভঙ্গে রোগীর বাক্য কণ্ঠদেশেই লগ্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ রোগী অস্পষ্টভাবে কথা কহে, কফ ও মেদদ্বারা গলদেশ জড়িত থাকে এবং পিপাসা হয়।

স্বরভঙ্গের অসাধ্য লক্ষণ। ক্ষীণ (ক্ষয়রোগাক্রান্ত) কৃশ ও বৃদ্ধ-ব্যক্তির দীর্ঘকালস্থায়ী বা জন্মাবধি জাত স্বরভঙ্গ অসাধ্য। অতিশয় স্থূল (মেদ-যুক্ত) ব্যক্তির স্বরভঙ্গ এবং সান্নিপাতিক অর্থাৎ ত্রিদোষজ স্বরভঙ্গ অসাধ্য।

স্বরভঙ্গরোগের চিকিৎসা-বিধি।

স্বরভঙ্গরোগ হইলে স্বরবহা ধমনী দূষিত হয়, ধমনী কেন দূষিত হয়, অগ্রে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, মিলিত তিনদোষ (সন্নিপাত), মেদ এবং ধাতুক্ষয় দ্বারা স্বরবহা ধমনী দূষিত হইয়া থাকে। উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, বেদপাঠ, চীৎকার, কণ্ঠদেশে আঘাতপ্রাপ্তি প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া স্বরবহা ধমনীকে দূষিত করে। বিষপান বা পিত্তবর্দ্ধক বিবিধ দ্রব্যাদি সেবনে পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া ঐরূপ ধমনীকে দূষিত করিয়া স্বরভেদ উৎপাদন করে। সর্দ্দি, কাস, রাত্রিতে হিমলাগান, ও দধি প্রভৃতি শীতল দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবনদ্বারা শ্লেষ্মা প্রবল হওয়ায় পূর্ব্ববৎ ধমনী দূষিত হইলে ভাঙ্গা অস্পষ্ট স্বর নির্গত হয়। এইরূপ ত্রিবিধ দোষবর্দ্ধক কারণ মিলিত হইলে সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গ উৎপন্ন হয়। সন্নিপাতজ্বর, অতীসার, কাস প্রভৃতি রোগেও বাতাদি দোষ কুপিত হইলে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পায়। শ্বাসকাস বা কাসরোগে বায়ু, পিত্ত বা শ্লেষ্মা, অতীসারেও অবস্থাভেদে বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা বা ত্রিদোষ প্রকুপিত হয়, সুতরাং জ্বরাদিরোগে স্বরভঙ্গ হইলেও বাতাদি দোষের প্রকোপ-কারণ একমাত্র বুঝিতে হইবে। যক্ষ্মা, ক্ষয়কাস, বার্দ্ধক্য, শুক্রক্ষয়, এবং জ্বরাদি রোগের অসাধ্য লক্ষণে উল্লিখিত ধাতুক্ষয় হইতে এক প্রকার স্বরভঙ্গ প্রকাশ পায়, উহাকে ধাতুক্ষয়জন্য স্বরভঙ্গমধ্যে গণনা করা যায়। শরীরস্থ মেদ বৃদ্ধি হইলেও একপ্রকার স্বরভঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহা মেদপ্রধান স্থূলকায় ব্যক্তিরই প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ছয় প্রকার স্বরভঙ্গের চিকিৎসা করিবার সময় উহাদের সহিত অন্যান্য রোগ থাকিলে, তাহারও চিকিৎসা করা একান্ত কর্ত্তব্য, যেহেতু কোনও একটী মুখ্যরোগ আশ্রয় করিয়াই প্রায়শঃ ঐ পঞ্চবিধ স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। সর্দ্দি, কাস বা শ্বাসকাস প্রভৃতি রোগে স্বভাবতই স্বরভঙ্গ হয়, ইহার কারণ এই যে, স্বরবহা ধমনীর সহিত শ্বাসযন্ত্র

প্রভৃতির সম্বন্ধ রহিয়াছে, এরূপ অবস্থায় সর্দ্দি, কাস বা শ্বাসনিবর্ত্তক ঔষধ প্রদান একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ সর্দ্দি কাসনাশক ঔষধগুলি স্বরভঙ্গ নিবর্ত্তক। সুতরাং সর্দ্দি, কাস প্রভৃতি নষ্ট হইলে স্বরবহা ধমনীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। যক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস প্রভৃতি রোগ ক্ষয়জ স্বরভঙ্গের মূলীভূত কারণ; ক্ষয়রোগ নিবৃত্ত না হইলে কেবল স্বরভঙ্গ নিবর্ত্তক ঔষধদ্বারা উহার বিশেষ কোনও উপকার হয় না। সন্নিপাতজ্বর, ত্রিদোষজ অতীসার, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে দোষত্রয় কুপিত হইলে, যদিও স্বরভঙ্গ উৎপন্ন হয়, তথাপি মূলরোগ নষ্ট না হইলে কেবল গৌণ রোগনাশক ঔষধদ্বারা বিশেষ কোনও উপকার-লাভ হয় না। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, যদ্যপি মুখ্যরোগ নষ্ট হইলেই তাহার উপদ্রবভূত স্বরভঙ্গ নষ্ট হয়, তাহা হইলে উপদ্রবের জন্য পৃথক্ ঔষধ সেবনের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, মূলরোগ নষ্ট হইলেই সর্ব্বত্র উপদ্রব নষ্ট হয় না; অনেকস্থলে মূলরোগ কারণ এবং উপদ্রব সমূহ মূলরোগস্থিত বাতাদি দোষের কার্য্য বলিয়া মূলরোগনাশক ঔষধ সেবনে মূলরোগ নষ্ট হইলে উপদ্রব সমূহ সহজেই মন্দীভূত হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলে আবার তাহার অন্যথা ঘটে, যেমন বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে কেবলমাত্র মূলরোগ নাশক ঔষধ সেবনে উপদ্রব প্রশমিত হয় না, উপদ্রব প্রশমনের জন্য স্বতন্ত্র ঔষধের আবশ্যকতা হয়।

স্বরভঙ্গের চিকিৎসাকালে বাতিক, পৈত্তিক, ও শ্লৈষ্মিক প্রভৃতি স্বরভঙ্গ গলার স্বর দ্বারা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। বায়ুপ্রবল স্বরভঙ্গে রোগীর গলার স্বর ভগ্নবৎ প্রতীয়মান হয়, উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ বা চীৎকার দ্বারা গলার স্বরের যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তদ্দ্বারা বাতিক স্বরভঙ্গ নিরূপিত হইতে পারে। পৈত্তিক স্বরভঙ্গে কোন শব্দাদি উচ্চারণকালে গলায় জ্বালা বোধ হয়, ইহাই বিশেষ লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গে কণ্ঠস্বর কফরুদ্ধ অর্থাৎ চাপা বোধ হয়, বাক্য স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয় না; সাধারণতঃ সর্দ্দি প্রবল হইলে গলার স্বর যেরূপ হয়, শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গে ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্ষয়জ স্বরভঙ্গে গলার স্বর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ শব্দ উচ্চারিত হইত, ক্ষয়জনিত রোগ প্রবল হইলে তৎসঙ্গে গলার স্বর হ্রাস হয় এবং বাক্য উচ্চারণকালে গলায় বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। মেদোজ স্বরভঙ্গে গলার স্বর অনেকাংশে

শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গের ন্যায় অর্থাৎ অস্পষ্ট শব্দ নির্গত হইয়া থাকে ; স্বরের এই বিভিন্নতা দ্বারা অনেকাংশে বাতাদি দোষ নিরূপিত হইতে পারে।

শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গরোগে রোগীকে সাধারণতঃ শ্বাসরোগোক্ত শ্বাসকুঠাররস, শ্বাসভৈরব প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, ঐ সমস্ত ঔষধ সর্দ্দি, কাস এবং তজ্জনিত স্বরভঙ্গেও অত্যন্ত উপকারী। যে সমস্ত ঔষধ শ্লেষ্মনাশক ও সর্দ্দির পক্ষে বিশেষ উপকারী, সেই সমস্ত ঔষধ দ্বারা শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গের বিশেষ উপকার হয়। এতদ্ভিন্ন চব্যাদিচূর্ণ, ভৈরবরস প্রভৃতি ঔষধেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। রোগ পুরাতন হইলে ভার্গীগুড় প্রভৃতি ঔষধ সেবনে মহোপকার হয়। শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গে রোগীকে বিবিধ শ্লেষ্মনাশক পানীয় ও খাদ্য এবং যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এরূপ পথ্য প্রদান করিবে।

বাতিক স্বরভঙ্গে রোগীকে প্রথমতঃ গুড় ও গব্যঘৃত সহযোগে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। এই রোগে সৈন্ধবাদিযোগ, নিদিগ্ধাধি অবলেহ, শ্রীডামরানন্দাভ্র, বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতিক স্বরভেদে রোগী অতি কৃশ হইলে এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয় প্রভৃতি রোগে উপদ্রবস্বরূপ স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, মূলরোগ নিবারক ঔষধও তৎসঙ্গে প্রদান করা কর্ত্তব্য ; কারণ শ্বাস, কাস ও ক্ষয় প্রভৃতি মূলরোগ বিনষ্ট না হইলে স্বরভঙ্গ প্রায়শঃ দূরীভূত হয় না।

অন্যান্য রোগের উপদ্রবস্বরূপ কাস,শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইলে, যাহাতে মূলরোগ ও উপদ্রব উভয়ই বিনষ্ট হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করিলেই ক্ষয়কাসাদিজন্য স্বরভঙ্গে সমধিক উপকার পাওয়া যায়, স্বরভঙ্গের জন্য পৃথক্ ঔষধের প্রয়োজন হয় না। বাতিক কাসরোগে শ্রীডামরানন্দ, ভৈরবরস, তরুণানন্দরস, যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগে বৃহৎ বাসাবলেহ, শ্বাসকাসে ভার্গীগুড়, কণ্টকার্য্যাদ্যবলেহ বা শৃঙ্গীগুড়ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য ; কিন্তু যে সকল রোগের মুখ্য ঔষধদ্বারা স্বরবাহিনী ধমনীর কোন উপকার সাধিত হয় না, সেই সকল রোগে মুখ্যরোগের ঔষধ এবং বাতাদি দোষভেদে স্বরভঙ্গরোগের ঔষধ উভয়ই সেবন করান কর্ত্তব্য॥ অনেক স্থলে মূলরোগ নষ্ট হইলেও বাতিক বা পৈত্তিক স্বরভঙ্গ কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, ঐরূপ স্থলে স্বরভঙ্গ রোগোক্ত চিকিৎসানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পৈত্তিক স্বরভঙ্গে রোগীকে প্রথমাবস্থায় দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে এবং অজ-মোদাদিযোগ, শৃঙ্গীগুড়ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ ও পুরাতন অবস্থায় ব্যাঘ্রীঘৃত, ভৃঙ্গরাজাদ্য ঘৃত বা অবস্থাভেদে ব্রাহ্মীঘৃত সেবন করান যাইতে পারে, কিন্তু পৈত্তিক স্বরভঙ্গ কোনও রোগের উপদ্রব স্বরূপ প্রকাশ পাইলে, মূলরোগ নিবারক অথচ উপদ্রব শান্তিকারক ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। রক্তপিত্তরোগের পুরাতন অবস্থায় স্বরভঙ্গ হইলে, খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ, বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ প্রযোজ্য। রক্তার্শঃ ও রক্তপ্রদরাদি রোগে স্বরভঙ্গ হইলেও ঐ সমস্ত ঔষধদ্বারা উপকার হয়; কিন্তু বমন, হিক্কা, অতীসার, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে স্বর-ভঙ্গ হইলে, মূলরোগ নাশক ঔষধদ্বারা অনেকস্থলে ঐ রোগ বিনষ্ট হয়, কিন্তু মূলরোগ নষ্ট হইবার পরও ঐ স্বরভঙ্গ বিদ্যমান থাকিলে, স্বরভঙ্গ-চিকিৎসার নিয়মানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক মৃদুরেচক বা ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গরোগে যে দোষের প্রবলতা লক্ষিত হইবে, সেই দোষ-নাশক স্বরভঙ্গরোগের ঔষধ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গ-রোগে শ্লেষ্মা প্রবল হইলে শ্বাসভৈরব, ভার্গীগুড়, মৃগনাভ্যাদি অবলেহ প্রভৃতি এবং বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হইলে নিদিগ্ধাদি অবলেহ, বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে শৃঙ্গীগুড়ঘৃত, ভৃঙ্গরাজাদ্যঘৃত ও অন্যান্য যোগ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গ পুরাতন হইলে, বাতাদি দোষের প্রবলতা বিবেচনা করিয়া ঐ অবস্থায় সেবনোপযোগী ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। ধাতুক্ষয়জনিত স্বরভঙ্গ স্বভাবতঃ কষ্টসাধ্য, এই রোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গরোগের ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক রোগীকে সেবন করিতে দিবে; কিন্তু ক্ষয়কাস, যক্ষ্মা বা জ্বরাদিসংযুক্ত প্রমেহ প্রভৃতি রোগের প্রবলাবস্থায় মূল রোগের ঔষধ সেবন বিশেষ আবশ্যক, নচেৎ কেবল স্বরভঙ্গের ঔষধ সেবনদ্বারা স্থায়ী উপকার হয় না, মুখ্যরোগের উপদ্রবের ন্যায় উহার চিকিৎসা করা উচিত। অনেক স্থলে রোগের অল্পতা সত্ত্বে মূলরোগ নিবৃত্ত হইলে, উহা অনেকাংশে দূরীভূত হয়। যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাসাদি রোগে বৃহৎ বাসাবলেহ, রক্তপিত্তে কুষ্মাণ্ডাবলেহ, ক্ষয়কাসে বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র, তরুণানন্দরস প্রভৃতি যে সমস্ত ঔষধ বর্ণিত হইয়াছে,

ঐ সকল ঔষধ দ্বারাই ঐ সমস্ত রোগে উপদ্রবস্বরূপ স্বরভঙ্গ নিবৃত্ত হয়, যেহেতু ঐ সমস্ত ঔষধ স্বরবাহিনী ধমনী সংশোধক। স্বরভঙ্গের প্রবলতা লক্ষিত হইলেই বাতাদি দোষভেদে স্বরভঙ্গের জন্য পৃথক্ ঔষধ সেবন করাইবে। ধাতুক্ষয় জনিত অন্যান্য স্বরভঙ্গেও যক্ষ্মা, ক্ষয়কাস, বা শ্বাসকাস জনিত স্বরভঙ্গের ঔষধ অর্থাৎ শ্বাসকুঠার, শ্বাসভৈরব, ভার্গীগুড়, তরুণানন্দরস, বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র, বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি অবস্থানুসারে কার্য্যকারী; যেহেতু স্বরবহা ধমনীকে কর্ম্মক্ষম করিতে শ্বাস ও কাসরোগের ঔষধই প্রশস্ত।

মেদোজ স্বরভঙ্গরোগে কফজ স্বরভঙ্গের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শ্বাসকুঠার, শ্বাসভৈরব প্রভৃতি ঔষধও রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মেদোজ স্বরভঙ্গ পুরাতন হইলে মেদো-রোগনাশক ঔষধও প্রদান করা আবশ্যক, যেহেতু মেদ প্রবৃদ্ধ হইলে, ঐ স্বরভঙ্গ অতি কষ্টকর হয়।

উচ্চৈঃস্বরে বাক্যপ্রয়োগ, চীৎকার, ক্রন্দন ইত্যাদি কারণে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে রোগীকে কাকোল্যাদিগণ দ্বারা প্রস্তুত দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে, উহাদ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হয়, পুরাতন স্বরভঙ্গ রোগে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে রোগীকে ব্যাঘ্রীঘৃত বা ভৃঙ্গরাজাদ্য ঘৃত এবং বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে ও কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান থাকিলে ব্রাহ্মীঘৃত সেবন করিতে দিবে। ব্রাহ্মীঘৃত পৈত্তিক ও পিত্ত-শ্লেষ্মাশ্রিত কাসের পুরাতন অবস্থায় সেবন করাইলে অনেক স্থানে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

স্বরভঙ্গরোগে-ঔষধ।

পিপ্পল্যাদি যোগ। কফজ স্বরভঙ্গে রোগীর কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মাদ্বারা অব-রুদ্ধ বোধ এবং অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে গোমূত্র সহ সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদি যোগ। পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ ও শুঁঠ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

অজমোদাদি যোগ। পৈত্তিক স্বরভঙ্গে রোগীর মলমূত্রের পীতাভা

ও গলদেশে জ্বালা থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

অজমোদাদি যোগ। বনযমানী, হরিদ্রা, আমলা, যবক্ষার ও রক্তচিতা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা /০ আনা বা ৵০ আনা।

সৈন্ধবাদি যোগ। বাতিকস্বরভঙ্গরোগে রোগীর কর্কশস্বর এবং শরীরের কৃশতা ও কৃষ্ণবর্ণ আভা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

সৈন্ধবাদি যোগ। সৈন্ধব লবণ ও কুলপাতা সমভাগে পেষণ করিয়া ঘৃতে ভর্জ্জিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা।

চব্যাদি চূর্ণ। শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গে রোগীর কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মাদ্বারা রুদ্ধপ্রায়, অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ, সর্দ্দি, অরুচি এবং অন্যান্য উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজল সহ সেবন করাইবে।

চব্যাদি চূর্ণ। চই, অম্লবেতস, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মহাদা, তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন, রক্তচিতা, দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং পুরাতন ইক্ষুগুড় সকলের অর্দ্ধভাগ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ আনা।

শ্বাসকুঠার। শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গ বা মেদোজ স্বরভঙ্গে কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মাদ্বারা অবরুদ্ধ এবং অস্পষ্টবাক্য উচ্চারিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে আদার রস এবং সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিতে দিবে। শৈত্যক্রিয়া বশতঃ স্বরভঙ্গ হইলে ইহা প্রশস্ত।

শ্বাসকুঠার। প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসভৈরব রস। শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গে বা মেদোজ স্বরভঙ্গে কণ্ঠদেশ শ্লেষ্মা দ্বারা অবরুদ্ধ এবং অস্পষ্টবাক্য উচ্চারিত হইলে এই ঔষধ প্রযোজ্য। শৈত্যদ্রব্য ভোজনদ্বারা সর্দ্দি, কাস প্রবৃদ্ধ হওয়ায় স্বরভঙ্গ হইলে, ইহা প্রশস্ত। প্রতমক শ্বাসরোগে স্বরভঙ্গ হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

শ্বাসভৈরব রস। রস, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, চৈ ও রক্তচিতা; এই সকল দ্রব্য একভাগ এবং মরিচ দুই ভাগ লইয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

ভৈরবরস। শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গরোগে বা মেদোজ স্বরভঙ্গে অস্পষ্টবাক্য উচ্চারিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন কাস বা শ্বাসরোগে স্বরভঙ্গ হইলে, এই ঔষধ সেবনে কাস, শ্বাস ও তাহার উপদ্রব স্বরভঙ্গ প্রশমিত হয়। ইহা শ্লৈষ্মিককাস ও শ্লেষ্মবহুল প্রতমকশ্বাসে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—আদার রস ও সৈন্ধবলবণ বা উষ্ণজল।

ভৈরব রস। প্রস্তুতবিধি ২৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীডামরানন্দাভ্র। বাতিক স্বরভঙ্গরোগের পুরাতন অবস্থায় বা ধাতু-ক্ষয়জন্য স্বরভঙ্গে কর্কশ, ভাঙ্গা স্বর, এবং শরীরের কৃষ্ণাভা ও কাস, শ্বাস প্রভৃতি রোগে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতিক কাস ও তমকশ্বাস নাশক। অনুপান—আদার রস ও সৈন্ধবলবণ।

শ্রীডামরানন্দাভ্র। কৃষ্ণ অভ্রভস্ম ৮ তোলা, আমলকীর রসে ১ বার পেষণ করিয়া পুটে পাক করিবে এবং কণ্টকারী, বাসক, শালপাণী, বিল্বমূল, শোণাছাল, পারুলছাল, চাকুলে, বামনহাটী, আদা, রক্তচিতা, পিপুলমূল, গোক্ষুর, চই,আপাঙ, আলকুশী ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা রসদ্বারা ঐ অভ্রকে ভাবনা দিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ রতি হইতে ২ রতি।

ত্র্যম্বকাভ্র। বাতিক স্বরভঙ্গরোগের পুরাতন অবস্থায় কর্কশ, ভাঙ্গা-স্বর, শরীরের কৃশতা ও কৃষ্ণাভা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক কাস বা প্রতমক শ্বাসরোগে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে ইহা ব্যবস্থা করা যায়। ইহা কাস ও শ্বাসরোগ নাশক। অনুপান—আদা ও সৈন্ধবলবণ।

ত্র্যম্বকাভ্র। প্রস্তুতবিধি ২৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তরুণানন্দ রস। বাতিক স্বরভঙ্গে রোগীর বিকৃতস্বর প্রকাশ পাইলে এবং বাতিক কাসের পুরাতনাবস্থায় বা অন্যান্য রোগে বাতিক স্বরভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রতমক শ্বাসে স্বরভঙ্গ হইলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—বাবুই তুলসীপাতার রস ও সৈন্ধব লবণ অথবা আদার রস ও সৈন্ধবলবণ।

তরুণানন্দরস। প্রস্তুতবিধি ২১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র। শ্লৈষ্মিক কাস বা ধাতুক্ষয়জ স্বরভঙ্গ পুরাতন হইলে এবং বক্ষঃস্থলে প্রায়শঃ শ্লেষ্মাবদ্ধ হওয়ায় স্বরবিকৃতি হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ধাতুক্ষয়জনিত স্বরভঙ্গের সহিত কাস, উদরাময় বা কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে, ইহা ব্যবস্থা করা যায়। এই ঔষধ ধাতুবর্দ্ধক। অনুপান—পানের রস ও মধু।

বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র। রস, গন্ধক, সোহাগার খৈ, নাগেশ্বর, কর্পূর, জয়িত্রী, লবঙ্গ, তেজপত্র, ধুতুরাবীজ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, কৃষ্ণাভ্র ভস্ম ৮ তোলা এবং তালীশপত্র, মুথা, কুড়, জটামাংসী, দারুচিনী, ধাইপুষ্প, এলাইচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গজপিপ্পলী; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া পিপুলের ক্কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

মৃগনাভ্যাদি অবলেহ। শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গরোগের প্রবলাবস্থায় বক্ষঃস্থলে সর্দ্দিবোধ হইলে এবং সেই সর্দ্দি তরলভাবে কাসের ন্যায় নির্গত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শৈত্যক্রিয়াদ্বারা স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, ইহা ব্যবস্থা করা যায়; কিন্তু শ্লৈষ্মিক স্বরভঙ্গ রোগের পুরাতন অবস্থায় ব্যবস্থা করা উচিত নহে। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

মৃগনাভ্যাদি অবলেহ। কস্তূরী, ছোট এলাইচ, লবঙ্গ ও বংশলোচন; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি।

নিদিগ্ধিকাবলেহ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক, মেদোজ বা সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গরোগে রোগীর ভাঙ্গাস্বর প্রকাশ পাইলে এবং শ্বাস, কাস ও সর্দ্দি প্রভৃতি পুরাতন হইলে, রোগীকে এই অবলেহ সেবন করিতে দিবে। ইহা শ্বাস, কাস, সর্দ্দি প্রভৃতি রোগে স্বরভঙ্গনিবর্ত্তক। অনুপান-উষ্ণজল।

নিদিগ্ধিকাবলেহ। কণ্টকারী ১২॥০ সের, পিপুলমূল ৬।০ সের, রক্তচিতা ৩৵০ পোয়া এবং বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকে।/০ পাঁচছটাক; এই সমুদয় একত্র ১২৮ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া /৮ সের পুরাতন গুড় উহাতে মিশ্রিত করিবে এবং অগ্নিতে পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে, অনন্তর গাঢ় হইলে ঐ পাত্র নবতরণ করতঃ তৎক্ষণাৎ উহাতে পিপুল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, ইহাদের প্রত্যে-

কের চূর্ণ ৬৪ তোলা ও মরিচচূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে। শীতল হইলে মধু ৩২ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা বা ॥০ তোলা।

বৃহৎ বাসাবলেহ। বাতিক স্বরভঙ্গরোগে রোগীর ভগ্নস্বর এবং শরীরের কৃশতা থাকিলে অথবা যক্ষ্মা, ক্ষয়কাস ও রক্তপিত্তরোগে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। ঐ সমস্ত রোগে স্বরভঙ্গ থাকিলে, ইহা সেবনে তাহাও দূরীভূত হয়। অনুপান-উষ্ণজল।

বৃহৎ বাসাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভার্গীগুড়। বাতিক স্বরভঙ্গরোগে বা পুরাতন শ্লৈষ্মিক স্বরভেদে অথবা সান্নিপাতিক স্বরভেদে রোগীর স্বরবিকৃতি ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা অবরুদ্ধ থাকিলে, অথবা প্রতমক শ্বাসরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—উষ্ণজল।

ভার্গীগুড়। বামনহাটীর মূলের ছাল ১২॥০ সের, বিল্বছাল, শোণাছাল; গাম্ভারিছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে /১।০ সের এবং বস্ত্রখণ্ডে পোট্টলীবদ্ধ গোটা হরীতকী ১০০টা, একত্র ১১৬সের জলে পাক করিবে,২৯ সের অবশিষ্ট থাকিতে কাথ ছাকিয়া ঐ কাথের সহিত উক্ত গোটা হরীতকী এবং পুরাতন গুড় ১২॥০ সাড়ে বারসের একত্র পাক করিবে। গাঢ় হইলে পাত্র অগ্নি হইতে অবতরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা ও এলাইচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও যবক্ষার ৪ তোলা প্রদান করিয়া আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে উহাতে মধু ৪৮ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা—হরীতকী ১টা এবং অবলেহ ১ তোলা।

শৃঙ্গীগুড়ঘৃত। পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গরোগে পিত্তের প্রাধান্য থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতপিত্তাশ্রিত কাস, যক্ষ্মা এবং রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগেও অত্যন্ত উপকারী। বিশেষতঃ ঐ সকল রোগে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবনে সমধিক উপকার হয়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ বা উষ্ণজল।

শৃঙ্গীগুড়ঘৃত। কণ্টকারী, বৃহতী, বাসকছাল, গুলঞ্চ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা, শতমূলী ১২০ তোলা, বামনহাটী ৮০ তোলা, গোক্ষুর, পিপুলমূল প্রত্যেকে ৮ তোলা, পারুলছাল ২৪ তোলা; এই সমস্ত একত্র করিয়া ২৫ সের জলে সিদ্ধ করিবে, ৬।০ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উহাতে পুরাতনগুড় ৮০ তোলা, গব্য ঘৃত ৪০ তোলা, দুগ্ধ ৮০ তোলা, প্রদান করিয়া পাক করিবে। গাঢ় হইলে উহার সহিত কাকড়াশৃঙ্গী ২ তোলা, জাতীফল

৬ তোলা, তেজপাতা ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, কুড় ৪ তোলা, শুঁঠ ৭ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা, জয়িত্রী ১ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ প্রদান করিয়া আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে মধু ৮ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ২ তোলা।

ভৃঙ্গরাজাদ্য ঘৃত। পৈত্তিক স্বরভঙ্গের পুরাতন অবস্থায় বা পৈত্তিক কাসে রোগীকে এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে; কিন্তু রোগীর উদরাময়, উদরাধ্মান, বক্ষঃজ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ স্বরভঙ্গের সঙ্গে থাকিলে, ইহা সেবন করাইবে না। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

ভৃঙ্গরাজাদ্য ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—ভৃঙ্গরাজ, পদ্মগুড়ুচী, বাসক, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও কালকাসুন্দা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুলচূর্ণ /১ সের। মাত্রা ॥০ তোলা।

ব্রাহ্মী ঘৃত। শ্লৈষ্মিক বা পৈত্তিক স্বরভঙ্গরোগের পুরাতন অবস্থায় বাক্যের জড়তা থাকিলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উদরাময়, অজীর্ণ বা উদরাধ্মান থাকিলে, এই ঘৃত সেবন নিষেধ। ইহা স্মৃতিশক্তি ও বলবর্দ্ধক। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ব্রাহ্মীঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। মূল ও পত্রসহ ব্রহ্মীশাকের স্বরস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—হরিদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল, হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, ইক্ষুচিনি ও বচ; ইহাদের প্রত্যেকে দুই তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

ব্যাঘ্রী ঘৃত। বাতিক স্বরভঙ্গে বা সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গে বায়ু প্রবল থাকিলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োজ্য। উদরাময়, অজীর্ণ বা উদরাধ্মান বিদ্যমান থাকিলে, এই ঘৃত সেবন করাইবে না। পুরাতন বাতিক কাসরোগেও এই ঘৃত সেবনে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ব্যাঘ্রীঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—কণ্টকারী /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রাস্না, বেড়েলা, গোক্ষুর, শুঁঠ, পিপুল,

মরিচ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

স্বরভঙ্গরোগে—পথ্য।

স্বরভঙ্গ কোন ব্যাধির সহিত বিদ্যমান থাকিলে, তদনুসারে পথ্য প্রদান করিবে। সাধারণতঃ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, হংস বা কুক্কুট মাংসের যূষ, কচি-মূলা, মুগ, বুট প্রভৃতি ঘৃতপক্ক ডাইল স্বরভঙ্গরোগীর হিতকর। কিস্‌মিস্‌, পান, ঘৃত, গোলমরিচ, উষ্ণজল প্রভৃতি দ্রব্য রোগী সেবন করিতে পারে। দধি, তৈলপক্ক দ্রব্য, শীতল জল, অম্লদ্রব্য, আহারান্তে জলপান, অধিক বাক্য-কথন; এই সকল স্বরভঙ্গরোগে অহিতকর।

হিক্কা ও শ্বাস-চিকিৎসা।

হিক্কা পাঁচ প্রকার—অন্নজাহিক্কা, যমলাহিক্কা, ক্ষুদ্রাহিক্কা, গম্ভীরাহিক্কা ও মহাহিক্কা এবং শ্বাসও পাঁচপ্রকার যথা—মহাশ্বাস, ঊৰ্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, তমক-শ্বাস এবং ক্ষুদ্রশ্বাস।

অন্নজা হিক্কার লক্ষণ। অপরিমিত পান ও ভোজনদ্বারা বায়ু কফের সহিত সহসা প্রকুপিত হইয়া উর্দ্ধগামী হইলে, যে হিক্কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে অন্নজা হিক্কা কহে।

যমলা হিক্কার লক্ষণ। বায়ু কফের সহিত মিলিত হইলে, যে হিক্কা মস্তক ও গ্রীবাদেশ কাঁপাইয়া বিলম্বে এক সময় দুই বার উৎপন্ন হয়, তাহাকে যমলাহিক্কা কহে।

ক্ষুদ্রা হিক্কার লক্ষণ। বায়ু কফের সহিত মিলিত হইলে, যে হিক্কা জত্রুমূল হইতে বিলম্বে অল্পবেগে উত্থিত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রাহিক্কা কহে।

গম্ভীরা হিক্কার লক্ষণ। বায়ু কফের সহিত মিলিত হইলে, যে হিক্কা নাভিমূল হইতে উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে তৃষ্ণা, জ্বর বা অতীসার প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকে, তাহাকে গম্ভীরা হিক্কা কহে।

মহাহিক্কার লক্ষণ। বায়ু কফের সহিত মিলিত হইয়া, যে হিক্কা উৎপন্ন করে ও যাহাতে সর্ব্বশরীর কম্পিত এবং মস্তক, হৃদয়, প্রভৃতি মর্ম্ম-স্থান বিদীর্ণপ্রায় বোধ হয়, তাহাকে মহাহিক্কা কহে। এই হিক্কা পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয়।

ক্ষুদ্রশ্বাসের লক্ষণ। রুক্ষদ্রব্য সেবন, পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে কোষ্ঠা-শ্রিত বায়ু কুপিত হইয়া উর্দ্ধদিকে গমন পূর্ব্বক যে শ্বাস উৎপন্ন করে, তাহাকে ক্ষুদ্রশ্বাস কহে। এই শ্বাসে রোগীর পান ভোজনাদির ব্যাঘাত বা অঙ্গে বেদনা হয় না, এবং পরবর্ত্তী অন্যান্য শ্বাসের ন্যায় ইহা কষ্টকর নহে। এই শ্বাসে বায়ুর প্রবলতা লক্ষিত হয়।

তমকশ্বাসের লক্ষণ। বায়ু প্রতিলোমভাবে স্রোতঃসকলকে আশ্রয় করিয়া গ্রীবা ও মস্তকে বেদনা উৎপাদন করতঃ শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া সর্দ্দি উৎপাদন করে, এই অবস্থায় কফদ্বারা বায়ু আবৃত হইলে, ঘুরুঘুরু শব্দ-সহ তীব্রবেগে হৃদয়ের কষ্টজনক শ্বাস উৎপন্ন হয়, তখন রোগী শ্বাসের প্রবলবেগবশতঃ অন্ধকার দর্শন করে, কৃশ এবং পিপাসাযুক্ত হয় ও কাসের বেগ বশতঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, অপিচ হৃদয়স্থিত শ্লেষ্মা স্থানান্তরিত না হওয়া পর্য্যন্ত যথোচিত কষ্ট অনুভব করে। আবার ঐ শ্লেষ্মা স্থানান্তরিত হইলে কিছুকাল সুস্থ হয়। তখন কণ্ঠদেশ চুলকানবৎ বোধ এবং কষ্ট-সহকারে শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। শ্বাসের কষ্টে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে পারে না এবং বায়ু দ্বারা পার্শ্বে বেদনা উৎপন্ন হয়, রোগী উপবিষ্ট হইলে কথঞ্চিৎ সুখবোধ করে, উষ্ণদ্রব্য আকাঙ্ক্ষা করে। রোগীর চক্ষুদ্বয় ফুলা বোধ হয়, কপালে ঘর্ম্ম হয়, মুখ শুকাইয়া যায়, পুনঃ পুনঃ শ্বাস হয় এবং তাহার বেগে সর্ব্বশরীর চালিত হয়। এই তমকশ্বাস মেঘাগম, শীতলজল বা শীতলদ্রব্য এবং পূর্ব্বদিক হইতে আগত বায়ু দ্বারা ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য সেবনে বর্দ্ধিত হয়। এই প্রকার লক্ষণান্বিত তমকশ্বাস যাপ্য, কিন্তু নূতন হইলে কখনও কখনও সাধ্য হয়। তমকশ্বাস কফপ্রধান।

প্রতমক শ্বাসের লক্ষণ। পূর্ব্বোক্ত তমকশ্বাসের সহিত জ্বর, মূর্চ্ছা থাকিলে, তাহাকে প্রতমকশ্বাস কহে। এই প্রতমকশ্বাস উদাবর্ত্ত, আমাজীর্ণ,

বার্দ্ধক্য, ধূলি-সেবন এবং মল মূত্রাদির বেগধারণ বশতঃ উৎপন্ন ও অন্ধকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু শীতল দ্রব্যদ্বারা আশু প্রশমিত হয়। এই রোগে রোগীর অন্ধকারে প্রবেশবৎ বোধ হইয়া থাকে।

ছিন্নশ্বাসের লক্ষণ। ছিন্নশ্বাস অত্যন্ত কষ্টপ্রদ। এই রোগে সর্ব্বশরীর যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া শ্বাসত্যাগ হয়; এবং সমস্ত শরীরের বলসহকারে রোগী যেন শ্বাস পরিত্যাগ করে এইরূপ বোধ হয়। পরন্তু রোগীর হৃদয়চ্ছেদবৎ বেদনা, উদরে বন্ধনবৎ পীড়া, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, বস্তিস্থানে জ্বালা, অশ্রুপূর্ণ নেত্র, দুর্ব্বলতা, এক চক্ষুর রক্তিমা, চিত্তের চঞ্চলতা, প্রলাপ, মুখের শুষ্কতা, শরীরের বিবর্ণতা ও প্রলাপ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং সন্ধির বন্ধন বিমুক্তপ্রায় অবস্থায় রোগী শীঘ্রই প্রাণ পরিত্যাগ করে। এই শ্বাসে বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রবল এবং পিত্তের অনুবন্ধ থাকে।

ঊর্দ্ধশ্বাসের লক্ষণ। ঊর্দ্ধশ্বাসে রোগীর শ্বাস সর্ব্বদা ঊর্দ্ধগামী হয়; ঐ শ্বাসের বেগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অধোগামী হয় না, মুখের স্রোতঃসকল শ্লেষ্মাদ্বারা আচ্ছাদিত ও কুপিত বায়ুদ্বারা আক্রান্ত হয়, ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে রোগী ইতস্ততঃ দর্শন করে, চক্ষুদ্বয় চালিত হইতে থাকে, ও মোহ, বেদনা, দুর্ব্বলতা, প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হয়। রোগীর ঊর্দ্ধশ্বাস প্রবল হইলে অধোশ্বাস নিরুদ্ধ হয় এবং ঐ অবস্থায় মোহ উপস্থিত হইলে মৃত্যু ঘটে। এই শ্বাস বাতাশ্রিত।

মহাশ্বাসের লক্ষণ। বায়ু ঊর্দ্ধগত হইলে রোগী মত্ত বৃষের ন্যায় সর্ব্বদা গোঁ গোঁ শব্দযুক্ত শ্বাসত্যাগ করে এবং তাহার শাস্ত্রজ্ঞান নষ্ট ও বুদ্ধিভ্রংশ হয়, চক্ষু ইতস্ততঃ ঘূর্ণিত হইতে থাকে, চক্ষু ও মুখমণ্ডল স্তব্ধ অর্থাৎ ক্রিয়ারহিত হয়, দাস্ত ও প্রস্রাব বন্ধ এবং বাক্য উচ্চারণক্ষমতা লোপ হয় ও দূর হইতে শ্বাস কর্ণগোচর হয়। এই রোগে রোগী অতি দুর্ব্বল হয়, এবং শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে।

হিক্কা ও শ্বাস-চিকিৎসা-বিধি।

হিক্কারোগ শব্দার্থদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, অর্থাৎ হিক্ এইরূপ শব্দ উচ্চারিত হইয়া মুখ হইতে নির্গত হয়, এই জন্যই উহাকে হিক্কা কহে। হিক্কারোগে বায়ুরই প্রাধান্য থাকে, শ্লেষ্মা তাহার অনুগত থাকে, এবং তৎসহযোগে প্রাণ-

বায়ু ও উদানবায়ু হিক্‌শব্দ করিয়া উত্থিত হয়। এই শব্দ উচ্চারণকালে প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রসমূহ যেন মুখে আগতপ্রায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা এই চারি প্রকার হিক্কা উদরের স্থান বিশেষ হইতে উত্থিত হয়। ক্ষুদ্রহিক্কা জত্রু (বক্ষঃ এবং কণ্ঠদেশের সন্ধি-স্থান) আশ্রয় করিয়া উত্থিত হয়, গম্ভীরা হিক্কা নাভিদেশ হইতে উত্থিত হয়, অন্নজা, যমলা ও গম্ভীরাহিক্কার স্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। হিক্কারোগে এইরূপ সংপ্রাপ্তিভেদে ক্রিয়ার ভেদ হয়; কিন্তু শ্বাসরোগে সেইরূপ হয় না, ইহাই হিক্কা ও শ্বাসের প্রভেদ। শ্বাস ও হিক্কা এই উভয় রোগের সংপ্রাপ্তি ভিন্ন। শ্বাসরোগে ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। শ্বাসরোগে শ্বাসগ্রহণ-কালে বায়ু ফুস্‌ফুসে আগমন করে, পরে সমস্ত উদরে প্রবেশ করতঃ অন্যান্য বায়ুর ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। সমস্ত শ্বাসরোগেই বায়ু প্রবল হয়, এবং শরীরের যন্ত্রাদির ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে; নানাপ্রকার রোগবশতঃ ফুস্‌ফুসে বায়ুর গতির এইরূপ বিভিন্নতা হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই একই শ্বাসবায়ু মহাশ্বাস, ঊর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ ফুস্‌ফুস, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রের বা জ্বরাদি রোগের অবস্থানুসারে তমক বা ছিন্নশ্বাস উৎপন্ন করে এবং রোগ অসাধ্য হইলে, ঐ শ্বাসই আবার ঊর্দ্ধ ও মহাশ্বাসে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রকার একই শ্বাসরোগ অবস্থাভেদে পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ পরিশ্রম, বেগে গমন ও রুক্ষ দ্রব্যাদি ভোজন দ্বারা যে শ্বাসবায়ু প্রকুপিত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রশ্বাস কহে। বিবিধ কারণেই শ্বাসবায়ুর প্রবাহ-বশতঃ ক্ষুদ্রশ্বাস প্রকাশ পায়। জ্বরাদি রোগে যন্ত্রণা বশতঃ বা শিশুদিগের ফুস্‌ফুসে অল্প শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলেও ক্ষুদ্রশ্বাস প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; ফুস্‌ফুসে সর্দ্দি সঞ্চিত এবং শারীরিক যন্ত্রাদির বৈলক্ষণ্য হইলে বা বাতাদির রুক্ষতা বশতঃ ঐ সর্দ্দি ফুস্‌ফুস হইতে নির্গত না হইলে, তখন শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়; রোগী শয়ন করিতে কষ্ট বোধ করে, হৃদয়ে বেদনা ও মোহ উপস্থিত হয়। শ্লেষ্মা বক্ষঃস্থলে আবদ্ধ হওয়ায় বক্ষস্থলে ঘর্‌ঘর শব্দ ও কাসের বেগ এবং স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ঐ শ্বাস তমকশ্বাসে পরিণত হইল বুঝিতে হইবে। শিশুদিগের বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইলে ঐরূপ শ্বাসের লক্ষণ প্রায়শঃ প্রকাশ পায়। তমকশ্বাসে জ্বর

প্রকাশ পাইলে, ঐ শ্বাসই আবার প্রতমক শ্বাসে পরিণত হয়, কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রতমকশ্বাস আবার বিবিধ কারণে প্রবল হইলে, মৃত্যুর পূর্ব্বে ছিন্নশ্বাসরূপে পরিণত হইয়া থাকে, ছিন্নশ্বাস হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধশ্বাস ও মৃত্যু-কালে মহাশ্বাস হইতে পারে। উর্দ্ধশ্বাস ও মহাশ্বাস উপস্থিত হইলে ফুস্‌-ফুসে রক্তের ক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হয়; কিন্তু অন্যান্য শ্বাসে ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া তাদৃশ রোধ হয় না। অতএব উর্দ্ধশ্বাস ও মহাশ্বাসের চিকিৎসাকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন একান্ত কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্রশ্বাসে রোগীর শ্বাসযন্ত্র অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্‌ সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উহা যখন তমকশ্বাসে পরিণত হয়, তখন ফুস্‌ফুসের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য যন্ত্রগুলিরও ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটে, তজ্জন্য পার্শ্বে বেদনা এবং জ্বরাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং ক্ষুদ্রশ্বাস অপেক্ষা তমকশ্বাস কষ্টকর, আবার তমকশ্বাস অপেক্ষা ছিন্নশ্বাস আরও কষ্টকর, তবে ছিন্নশ্বাসে রোগীর জ্ঞান অনেকস্থলে লোপ হয় বলিয়া যন্ত্রণাবোধের ক্ষমতা থাকে না। ছিন্নশ্বাস অন্তিমকালে উর্দ্ধশ্বাস বা মহাশ্বাসে পরিণত হইয়া থাকে, কিন্তু ক্ষুদ্রশ্বাস সর্ব্বদা তমক, ছিন্ন বা উর্দ্ধশ্বাসে পরিণত হয় না, দৈহিক যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ বা রোগের প্রবল অবস্থায় কখন কখন উর্দ্ধশ্বাস বা মহাশ্বাসাদিতে পরিণত হয়। সামান্য সর্দ্দিকাস হইতেও, রুক্ষাদি ক্রিয়াবশতঃ তমকশ্বাস জন্মে। এই পাঁচ প্রকার শ্বাসের মধ্যে মহাশ্বাস, উর্দ্ধশ্বাস বা ছিন্নশ্বাস রোগীর বিপজ্জনক। শ্বাসের চিকিৎসাকালে বাহ্য লক্ষণ ও নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া শ্বাসের ভেদ নিরূপণ করিবে, কারণ অনেক স্থলে মহাশ্বাসই ভ্রমবশতঃ ছিন্ন ও উর্দ্ধশ্বাস বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সুতরাং রোগের উৎকট অবস্থায় শ্বাস প্রকাশ পাইলে, তখনই তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য; নচেৎ রোগী সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

অনেকস্থলে ২।৪ বার হিক্কা হইতে ক্রমশঃ শ্বাস প্রকাশ পাইয়া থাকে, ঐরূপ অবস্থায় হিক্কানিবর্ত্তক ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য; হিক্কারোগের চিকিৎসাকালে বাতাদি দোষের প্রকোপ বশতঃ কোন্‌ জাতীয় হিক্কা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা উচিত। অনেক স্থানে বমন বা রুক্ষ-ক্রিয়াদ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইলে হিক্কা প্রবল হয়; যাহা হউক যে কোন হিক্কা প্রকাশ পাইলে, কফ ও বায়ুনাশক উষ্ণবীর্য্য ঔষধ ও পথ্য রোগীকে

প্রদান করিবে। হিক্কারোগে বমন প্রবল থাকিলে, বাতপিত্ত নাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। অবস্থাভেদে ধূমপানাদি দ্বারাও অনেকস্থলে হিক্কার উপকার হয়। অন্নজা ও যমলা হিক্কা অনেকস্থানে ঔষধ প্রয়োগ ভিন্নও নিবৃত্ত হইতে দেখা যায়; কিন্তু অন্যান্য রোগে কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির ঐ সমস্ত হিক্কাই কষ্টকর হইয়া পড়ে, যাহা হউক অন্নজা হিক্কায় যতদূর সম্ভব শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ, বিস্ময়-উৎপাদন, শীতল জল গাত্রে সেচন, মনে অন্য চিন্তার উদ্রেক, নিয়মিত আহার, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ এবং স্বল্প পানীয় ও আহার্য্য হিতকর। সাধারণতঃ টাবালেবুর রস, মধু ও সৈন্ধবলবণ সহ সেবন করাইলেও অনেক উপকার হয়, অথবা পিপুল ও খেজুরের মাথী একত্র করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যমলাহিক্কারোগেও ঐ সমস্ত প্রদান করিবে, অবস্থা বিশেষে উহাদ্বারা উপকার না হইলে, ছাগদুগ্ধ সাধিত শুণ্ঠীক্ষীর রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে। ক্ষুদ্রাহিক্কা অনেক স্থানে শ্বাসের সহিত প্রকাশ পাইতে দেখা যায় অর্থাৎ শ্বাস ও হিক্কা এক সঙ্গে প্রকাশ পায়; আবার অনেক স্থানে পুনঃ-পুনঃ বমনের সহিতও প্রকাশ পাইয়া থাকে, এইরূপে ঐ হিক্কা বাতাশ্রিত বা শ্লেষ্মামিশ্রিত হইয়া প্রকাশ পায়। শ্বাসের সহিত ক্ষুদ্রাহিক্কা প্রকাশ পাইলে, ভার্গ্যাদিযোগ, শুণ্ঠ্যাদিচূর্ণ ও শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং বমনের সহিত অথবা বমনবেগ হ্রাস পাইলে, যে হিক্কা প্রকাশ পায়, তজ্জন্য চন্দ্রকান্তিরস, পিপ্পল্যাদ্য লৌহ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অনেক স্থানে সহজ অবস্থায় হিক্কা প্রকাশ পায়, তাহাতে হিঙ্গ্বাদ্য-ধূম অথবা মাষকলাইয়ের ধূম প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। অন্যান্য রোগের সহিত ঐ সমস্ত হিক্কা প্রকাশ পাইলে, রোগীর ধূমপান অসহ্য হয়, বিশেষতঃ যাহাদের ধূমপান অসহ্য, তাহাদিগকে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অনেক স্থানে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ হিক্কার ন্যায় উদ্গার প্রকাশ পায়, ঐ উদ্গার উপর্য্যুপরি ৩। ৪। বা ৫ পাঁচ দিন পর্য্যন্ত বা ততোধিক কাল বিদ্যমান থাকে, ঐ উদ্গার আবার সময় সময় যমলা হিক্কার ন্যায় এক সময় দুইবার উত্থিত হয় এবং উহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য জন্মে ও কোষ্ঠবদ্ধের সঙ্গে ঐ উদ্গার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, রোগীর আহার করিতে ইচ্ছা থাকে না, এইরূপ উদ্গার উর্দ্ধবাতকর্তৃক

প্রকাশ পায়, উহা বাতব্যাধি চিকিৎসার অন্তর্গত; সুতরাং এই স্থানে আলোচ্য নহে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পুনঃপুনঃ বমন দ্বারা হিক্কা প্রবল হইলে, বমননিবারক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। বমননিবারক চন্দ্রকান্তিরস, পিপ্পল্যাদ্য-লৌহ প্রভৃতি যে সমস্ত ঔষধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা বমন ও হিক্কা উভয় নিবর্ত্তক। কারণ বমন নিবৃত্তিকারক ঔষধ সকল বায়ু ও পিত্তনাশক, অতএব বমনের যে কোন অবস্থায় বায়ুপিত্তের আধিক্য থাকিলে, ঐ সমস্ত ঔষধই বিশেষ উপকারী। জ্বর, অতীসার বা অন্য কোন রোগে হিক্কা প্রকাশ পাইলে, বাতাদি দোষভেদে ঔষধ নিরূপণ করিবে অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মাশ্রিত কোন রোগে হিক্কা প্রকাশ পাইলে, ঐ রোগে শ্বাসও প্রায়শঃ প্রবল হয়, এইরূপ অবস্থায় শ্বাস ও হিক্কা উভয় নিবর্ত্তক শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ, ভার্গ্যাদিচূর্ণ, শুণ্ঠ্যাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে এবং কোনও রোগে বায়ু বা পিত্তের অথবা বাতপিত্তের প্রকোপ বশতঃ হিক্কা দৃষ্ট হইলে, পিপ্পল্যাদ্যলৌহ ও অন্যান্য যোগ প্রয়োগ করিবে। এই সমস্ত ঔষধ মহাহিক্কা গম্ভীরাহিক্কা প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করা যায়।

ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ শ্বাস উৎপন্ন হয়। মহাশ্বাস, ঊর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস প্রভৃতি সমস্ত শ্বাসরোগেই ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে উহার লক্ষণ অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ নিরূপিত করা যাইতেছে। সর্দ্দি কাস, নবজ্বর, বা সান্নিপাতিক জ্বররোগে বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলেও, শ্বাসের প্রবলতা লক্ষিত হয়, ঐরূপ অবস্থায় প্রথমতঃ ক্ষুদ্রশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং ঐ শ্লেষ্মা যাহাতে পরিপাক হয়, এইরূপ ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য; শ্লেষ্মার পরিপাক হইলে, শ্বাস, জ্বর ও কাসাদিও হ্রাস পাইয়া থাকে, এই অবস্থায় শ্বাসকুঠার, শ্বাসভৈরব-রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইলে উপকার হয়, কিন্তু উপবাসাদি রুক্ষক্রিয়া-বশতঃ সর্দ্দি বক্ষঃস্থলে শুষ্ক হইলে, রোগীর শ্বাসকালে এক প্রকার সন্ সন্ শব্দ হয়, ঐরূপ শব্দ হইলে রোগীর বক্ষঃস্থলস্থিত সঞ্চিত শ্লেষ্মা যাহাতে তরল হয়, তদ্রূপ ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

সন্নিপাত বা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের পরিণত অবস্থায় প্রায়শঃ শ্বাস লক্ষিত হয়,

ঐ শ্বাস নিবারণের জন্য শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ, ভার্গ্যাদি ক্বাথ প্রভৃতি সেবন করান কর্ত্তব্য। ঐ শ্বাস অনেক স্থানে উর্দ্ধ বা ছিন্নশ্বাসে পরিণত হইয়া থাকে, তখন কেবলমাত্র ঐ সকল ঔষধ দ্বারা রোগের নিবৃত্তি হয় না, সুতরাং শ্বাসচিন্তামণি, বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি প্রয়োগ করা আবশ্যক; শ্লেষ্মার প্রকোপানুসারে শ্বাস-বেগের সহিত অনেক স্থলে জ্ঞানের হ্রাস হয়, তখন বৃহৎ কফকেতু, শ্লেষ্ম-সুন্দররস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে শ্বাসের গতি কথঞ্চিৎ সাম্য হইলে এবং সম্যক্‌রূপে জ্ঞানের সঞ্চার না হইলে, রোগীকে শ্লেষ্মা নিঃসারক ঔষধ সেবন করাইবে। ফুস্‌ফুসস্থিত শ্লেষ্মা হ্রাস না হইলে, জ্ঞানের সঞ্চার হয় না অথচ ঐরূপ শ্বাসে মুহুর্মুহুঃ জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। সন্নিপাত জ্বরের ন্যায়, অপস্মার, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত, কাস, তমকশ্বাস প্রভৃতি বহুবিধ পীড়ার নূতন বা পুরাতন অবস্থায় বিকারভাব উপস্থিত হইলে, ফুস্‌ফুসে ঐরূপ ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং রোগীর জ্ঞান হ্রাস হয়। অতী-সার, বিসূচিকা, অলসক, উদর্দ্দ প্রভৃতি রোগের সাংঘাতিক অবস্থায় অপান বায়ুর ক্রিয়া রোধ হওয়ায় উর্দ্ধশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ ঐ সকল শ্বাসে উদরাধ্মান প্রকাশ পাইয়া ক্রমান্বয় শ্বাস বলবান্ হইতে থাকে; ঐরূপ অবস্থায় শ্বাসের মুখ্য ঔষধ দ্বারা শ্বাসনিবৃত্তি হয় না, যেহেতু উদরে বায়ু স্তম্ভিত হওয়ায় বায়ুর উর্দ্ধ ও অধোগামী ক্রিয়া একবারে লোপ হইয়া যায়; এমতাবস্থায় বায়ুর অনুলোমক ঔষধ প্রদান একান্ত কর্ত্তব্য, অর্থাৎ উদরে প্রলেপ, গুহ্যদেশে বর্ত্তিপ্রয়োগ বা নিরুহবস্তি প্রদান করিবে। শ্বাসের ঔষধও তৎকালে প্রদান করিলে শীঘ্রই উপকার পাওয়া যায়।

তমকশ্বাসরোগ সমধিক কষ্টপ্রদ, এই শ্বাসে রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হয়, সুতরাং যাহাতে আশু শ্বাস নিবৃত্তি হয়, সেই সমস্ত ঔষধ প্রদান না করিলে, রোগী অধীর হইয়া পড়ে, এই তমকশ্বাস নূতন হইলে এবং রোগী সবল থাকিলে প্রায়শঃ আরোগ্য হয়, কিন্তু পুরাতন হইলে, কোনও ঔষধে সমূলে বিনষ্ট হয় না, কেবল যাপ্য থাকে, যাহা হউক তমক শ্বাসরোগে বাতাদির হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিলে অনেক স্থানে পুরাতন অবস্থায়ও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

তমকশ্বাসের প্রথমাবস্থায় মহালক্ষ্মীবিলাস, এরণ্ডতৈল মিশ্রিত দশমূল কাথ, চন্দ্রামৃত রস, শ্বাসকুঠার বা দ্রাক্ষারিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ বাতশ্লেষ্মপ্রবল রোগীকে অবস্থাভেদে প্রদান করিলে, বিশেষ উপকার হয়; কিন্তু বাতপিত্তাধিক কৃশ ব্যক্তির পক্ষে ঐ সকল ঔষধ তাদৃশ কার্য্যকারী নহে; মহাশ্বাসারি লৌহ শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে), শ্বাসকাসচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ ঐ অবস্থায় সেবন করাইবে। বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির তমকশ্বাস পুরাতন অর্থাৎ এক-বৎসর অতীত হইলে ভার্গীগুড়, বসন্ততিলক, তরুণানন্দরস, মহা শ্বাসারি-লৌহ ও বৃহৎ বাসাবলেহ প্রভৃতি ঔষধ একান্ত প্রয়োজনীয়। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির পক্ষেও শ্বাসের পুরাতন অবস্থায় মহাশ্বাসারিলৌহ, শৃঙ্গীগুড়ঘৃত, চ্যবনপ্রাশ ও দশমূলষট্পলকঘৃত প্রভৃতি ঔষধ সমধিক উপকারী। শ্বাস-রোগের প্রত্যেক অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ আনুষঙ্গিক প্রকাশ পায়; এমতাবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধি কারক অথচ বাত-শ্লেষ্মার অনুলোমক এরণ্ডতৈল মিশ্রিত দশমূলকাথ, কনকাসব বা ভার্গী-গুড় প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। পূর্ব্বোল্লিখিত ঘৃত সেবন দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে অনেক স্থলে উপকার হয়; কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে শ্বাসবেগ প্রায়শঃ দূরীভূত হয় না, ইহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। এই শ্বাস রাত্রিতে শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; এমন কি রোগী শয়ন করিতে পারে না, বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করে। শীতকালে হিম লাগাইলে বা শীতল দ্রব্য ভোজনদ্বারা শ্বাসরোগী এরূপ উৎপীড়িত হয় যে, ক্রমশঃ ৫।৭ বা ১০ দিন পর্য্যন্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে, দিনে একটু সুস্থ থাকে, রাত্রিতে কষ্ট দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হয়। এইরূপ অবস্থা হইলে কনক ধুস্তুরার ধূম (কনক ধুতরার পাতা শুষ্ক করিয়া তাহা দ্বারা প্রস্তুত চুরুট) রোগীকে টানিতে দিলে ও চন্দ্রামৃতরস মধ্যে মধ্যে সেবন করাইলে অনেকাংশে আশু উপকার পাওয়া যায়; কিন্তু উহাদ্বারা রোগ সমূলে নষ্ট হয় না। নূতন বা পুরাতন তমকশ্বাসে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে বায়ুপিত্তাদিভেদে রোগীর শারী-রিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পুরাতন অবস্থায় রোগীর শ্বাসের বেগ কিছু হ্রাস হইলে বাসাচন্দনাদি তৈল বক্ষে মালিশ করিতে দিবে। তমকশ্বাস অতি পুরাতন অর্থাৎ তিন চারি বৎসরের হইলে,

এবং রোগী অত্যন্ত কৃশ হইলে, যাহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি পায় ও শ্লেষ্মা সহজে নির্গত হয়, এরূপ ঔষধ ও পুষ্টিকারক পথ্য প্রদান করা আবশ্যক। পুরাতন অবস্থায় ছাগলাদ্য ঘৃত, চ্যবন প্রাশ, বসন্ততিলক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ যাপ্য থাকে, শরীরের রক্ত ও বল বৃদ্ধি এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হয় ও রোগী অনেকাংশে উপকার বোধ করিয়া থাকে, সাধারণতঃ যে সমস্ত ঔষধ সর্দ্দি-নাশক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকর, সেই সমস্ত ঔষধ ও পথ্য দ্বারাই অতি পুরাতন শ্বাস অনেকাংশে নিবৃত্ত হয়।

তমকশ্বাসের সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে প্রতমক শ্বাস কহে। প্রতমকশ্বাসে জ্বরের জন্য জ্বরারি অভ্র, মহারাজবটী, জ্বরাশনিলৌহ প্রভৃতি ঔষধ বাতপিত্তাদি দোষভেদে অত্যন্ত উপকারী এবং শ্লেষ্মা ও কাস-লাঘবার্থ মহালক্ষ্মীবিলাস, বসন্ততিলকরস প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। তমকশ্বাসে জ্বর প্রবল হইলে, অনেক স্থানে ফুস্‌ফুসের ক্ষয় বশতঃ ঐ রোগ যক্ষ্মার লক্ষণে পরিণত হয়, ঐ অবস্থায় কাস ও শ্বাসবেগ প্রবল হইতে থাকে ও রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, সুতরাং যাহাতে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে না পারে, তৎপ্রতীকারার্থ প্রথম হইতেই রোগীকে পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান এবং যক্ষ্মারোগোক্ত কাঞ্চনাভ্র, বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র, বসন্ততিলক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়।

প্রতমক শ্বাসরোগে জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, শ্বাসের বেগ প্রায়শঃ নিবৃত্ত হয় না; যেহেতু ফুস্‌ফুসের ক্ষয়, বা ফুস্‌ফুসে রক্তশোধন ক্রিয়ার অভাব ঐরূপ সাংঘাতিক অবস্থায় পরিণত হয়, এইরূপ অবস্থায় কেবল সান্নিপাতিক জ্বর চিকিৎসার নিয়মানুসারে বৃহৎ কফকেতু, শ্বাসকুঠার, বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে), শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ও পঞ্চকোল কাথ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, জ্বরনিবারণার্থ সূচিকাভরণ বা বিষসংযুক্ত কোন ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয় নহে, তাহাতে শ্বাসের বেগ বর্দ্ধিত হইতে পারে। শ্বাসের বেগ হ্রাস হইলে অনেক স্থলে জ্বর ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে, শ্বাসাশ্রিত জ্বরের নূতনাবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় রস, কফকেতু প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে; জ্বর একটু পুরাতন হইলে জ্বরারি অভ্র, মহারাজবটী প্রভৃতি সেবন করাইবে।

ছিন্ন বা ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হইলে, মুখ্যরোগের উপর নির্ভর না করিয়া শ্বাসকেই মুখ্যরোগ মনে করিয়া তাহার চিকিৎসা করিবে। ঊর্দ্ধশ্বাস প্রবল হইলে, অধঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, এইরূপ অবস্থায় প্রায়শঃ রোগী মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। সবলব্যক্তির যে কোন নূতনরোগে ছিন্ন বা ঊর্দ্ধশ্বাস প্রকাশ পাইলে, বৃহৎ কফকেতু, শ্লেষ্মসুন্দর রস প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপকারী; যেহেতু বায়ুপিত্তের রুক্ষতা বশতঃ শ্লেষ্মার প্রকোপ ঐ সমস্ত ঔষধ সেবনে হ্রাস পাইয়া থাকে। শ্লেষ্মার নিবর্ত্তক ঐ সমস্ত ঔষধ তৎকালে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষেরই আশু নিবৃত্তিকারক। শ্বাসের বেগ প্রশমনার্থ শ্বাসচিন্তামণি, বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি, ভার্গ্যাদিকাথ প্রভৃতি ঔষধ ও বক্ষঃস্থলে স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই সকল ক্রিয়াদ্বারা শ্বাস কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, সবল রোগীকে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ফুস্‌ফুসস্থিত শ্লেষ্মা উদ্গীরণ করিবার চেষ্টা করিবে; কারণ বক্ষঃস্থলস্থিত শ্লেষ্মা উত্থিত না হইলে, রোগীর প্রাণ আশু বিনষ্ট হইতে পারে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা অনেক স্থানে ঐরূপ বিপদনাশক শ্বাস নিবৃত্ত হইয়াছে। তবে এইরূপ স্থলে চিকিৎসকের পারদর্শিতা এবং সাহসিকতার আবশ্যক। মহাশ্বাস উপস্থিত হইলে কোনক্রমেই তাহা দূরীভূত হয় না; তথাপি শ্লেষ্মার তরলতা সম্পাদক ক্বাথ ও বাহ্য ঔষধ অথবা বমনকারক তুত্থকযোগ শারীরিক বলানুসারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু দুর্ব্বল, শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও বিবিধ পুরাতন রোগে পীড়িত ব্যক্তিকে ঐরূপ বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে কোন ফলই হয় না; বরং রোগী যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ ঔষধের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে। যক্ষ্মা, তমকশ্বাস, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে শ্বাস পূর্ব্ব হইতেই প্রবল হয়, সেই জন্যই ঐ সমস্ত রোগে মৃত্যুর সময় নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য; তবে অন্যান্য বাহ্য লক্ষণ দ্বারা রোগীর মৃত্যু-চিহ্ন অনেকাংশে অবগত হওয়া যায়।

হিক্কা ও শ্বাসরোগে—ঔষধ।

ভার্গ্যাদিযোগ। ক্ষুদ্রা হিক্কা (বক্ষঃস্থলের সন্ধি হইতে বিলম্বে অল্প বেগে যে হিক্কা উদ্গত হয়) এবং যে হিক্কা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস প্রভৃতি রোগে

উপদ্রবরূপে প্রকাশ পায়, অথবা তমকশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। হিক্কা বা শ্বাসের সহিত কাস বিদ্যমান থাকিলে, উহা উপকারী। বালক, বৃদ্ধ, গর্ব্ভিণী সকলেরই সেব্য। অনুপান—উষ্ণ জল।

ভার্গ্যাদিযোগ। বামনহাটীর মূলের ছালচূর্ণ এবং শুঁঠচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—/০ আনা। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ৶০ আনা।

প্রবালযোগ। বাতপৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, উদরাময় প্রভৃতি রোগের উপদ্রবরূপে ক্ষুদ্রা বা গম্ভীরা হিক্কার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইবে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত হিক্কা স্থায়ী হইলে এবং হিক্কার সহিত অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা উপকারী। কেবলমাত্র হিক্কার বেগ প্রবল হইলেও ইহাতে উপকার হয়।

প্রবালযোগ। প্রবাল ভস্ম, শঙ্খ ভস্ম, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, গেরীমাটী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৶০ আনা।

চন্দনযোগ। বাতপৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, গ্রহণী, উদরাময় প্রভৃতি রোগের উপদ্রবরূপে ক্ষুদ্রহিক্কা, গম্ভীরাহিক্কা বা মহাহিক্কার বেগ প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। হিক্কারোগে এই ঔষধ অতি উত্তম। হিক্কার সহিত অন্যান্য উপদ্রব থাকিলে, তাহাও ইহাতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

চন্দন যোগ। শ্বেত চন্দন ঘসিয়া তাহার সহিত নারিকেলের ফুলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে ৶০ আনা বা ৵০ আনা মাত্রায় মুখে রাখিয়া সেবন করিতে দিবে।

তিক্তাযোগ। বাতিক বা বাতপৈত্তিক জ্বর, কাস ও অতীসার প্রভৃতি রোগে ক্ষুদ্রা বা গম্ভীরা হিক্কা প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

তিক্তাযোগ। কটুকীচূর্ণ ও স্বর্ণগৈরিক সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ আনা।

পিপ্পলীযোগ। পৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, অতীসার,

প্রভৃতি রোগে ক্ষুদ্রা বা গম্ভীরা হিক্কা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পলীযোগ। পিপুলচূর্ণ এবং খেজুরের মাথী সমপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ⁄০ আনা।

বিল্বাদিযোগ। তমকশ্বাসরোগে শ্বাসের বেগ প্রবল হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী, ইহা সেবনে দীর্ঘকালের তমকশ্বাস বিনষ্ট হয়।

বিল্বাদিযোগ। বিল্বপত্ররস, বাসকপত্ররস, সমূল সাদা ডানকুনীপাতার রস, এবং সর্ষপ তৈল একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১ তোলা বা ২ তোলা।

হরিদ্রাদিচূর্ণ। পুরাতন বা নূতন বা বাতপৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক যে কোন রোগে ছিন্নশ্বাস বা ক্ষুদ্রশ্বাস প্রকাশ পাইলে এবং কাস, ক্ষয় প্রভৃতি রোগে শ্বাসের বেগ থাকিলে, এই ঔষধ সার্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া সেবন করিতে দিবে, কিন্তু যে শ্বাস শীঘ্রই প্রাণনাশক, তাদৃশ শ্বাসে ইহা প্রয়োজ্য নহে। তমকশ্বাসে ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

হরিদ্রাদিচূর্ণ। হরিদ্রা, মরিচ, কিস্‌মিস্, পুরাতন গুড়, রাস্না, পিপুল, শঠীরপালো, এই এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ⁄০ আনা বা ৶০ আনা।

শুণ্ঠ্যাদিচূর্ণ। বাতশ্লেষ্মাশ্রিত কাস প্রভৃতি রোগের লক্ষণরূপে ক্ষুদ্রা-হিক্কা, গম্ভীরা হিক্কা, ছিন্নশ্বাস বা তমকশ্বাস প্রকাশ পাইলে এবং কাসের বেগকালে শ্লেষ্মা নির্গত না হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের কাস শুষ্ক এবং শ্বাসের বেগ প্রকাশ পায়, তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

শুণ্ঠ্যাদি চূর্ণ। শুঁঠ, ইক্ষুচিনি, বামন হাটীর ছাল এবং সৌবর্চ্চল লবণ ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৶০ আনা। বালকদিগের পক্ষে ⁄০ আনা।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। বাতশ্লৈষ্মিক বা শ্লৈষ্মিক জ্বর কাস প্রভৃতি রোগে, হিক্কা, ক্ষুদ্রশ্বাস, ঊর্দ্ধশ্বাস বা ছিন্নশ্বাস প্রবল হইলে অথবা তমকশ্বাসে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা বায়ুর অনুলোমক অর্থাৎ ঊর্দ্ধ বায়ুকে অধোগামী করে এবং বাতশ্লৈষ্মিক কাস, অরুচি ও সর্দ্দি প্রভৃতি বিদ্যমান

থাকিলে প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ শ্বাস ও কাসরোগে উৎকৃষ্ট, প্রতমক-শ্বাসে ও শ্লৈষ্মিক বিকারে অত্যন্ত উপকারী।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কনকধূম। তমকশ্বাসে রোগীর শ্বাসের বেগ নিরন্তর প্রকাশ পাইলে এই ধূম রোগীকে পান করিতে দিবে। তমকশ্বাসের নূতনাবস্থায় এই ধূমপানে শ্বাসের বেগ অল্পকালের মধ্যেই প্রশমিত হয়।

কনকধূম। কনকধূতুরার ফল, পাতা ও শাখা কুট্টিত করিয়া শুকাইয়া লইবে, পরে তামাকের ন্যায় উহার ধূম গ্রহণ করিবে।

হিঙ্গ্বাদ্যধূম। হিক্কারোগে নিয়ত হিকার বেগ প্রকাশ পাইলে, শ্বাসের প্রকোপকালে এই ধূম গ্রহণ করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বাদ্যধূম। হিং এবং মাষকলায়ের চূর্ণ সমান পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করত নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে রাখিয়া তাহার ধূম একটী নলদ্বারা গ্রহণ করাইবে।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ। তমকশ্বাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অথবা কাসের সহিত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শ্বাসের অনুবন্ধ থাকিলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ। গুলঞ্চ, বাসক, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপার্থ—কাকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মুথা কুড়, শঠী; মরিচ, ইক্ষুচিনি ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিলিত ৷৷০ তোলা প্রদান করিবে।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ (মতান্তরে)। তমকশ্বাসের নূতনাবস্থায় অথবা বাতজকাসে রোগীর শ্বাসের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ক্বাথ রোগীকে পিপুল-চূর্ণ সহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা কাস এবং শ্বাস উভয় প্রশমিত হয়।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ (মতান্তরে)। গুলঞ্চ, শুঁঠ, বামনহাটী, কণ্টকারী, তুলসীপাতা এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দশমূলক্বাথ। তমকশ্বাসরোগে শ্বাসের বেগ প্রবল হইলে এবং পার্শ্ব-

দেশ, পৃষ্ঠ, হৃদয়, প্রভৃতি স্থলে বেদনা থাকিলে, এই কাথ রোগীকে কুড়চূর্ণ অর্দ্ধ তোলাসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

দশমূল কাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভার্গ্যাদি ক্বাথ। প্রতমকশ্বাসে বা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, প্রভৃতি রোগে শ্বাসের বেগ অধিক হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ভার্গ্যাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ। তমকশ্বাসরোগের নূতন অবস্থায় শ্বাসের বেগ অধিক হইলে অথবা শ্বাসের সহিত কাসের বেগ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন বাতিক কাসে জ্বরাদি বিগুমান থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

কণ্টকার্য্যাদি অবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভার্গীগুড়। তমকশ্বাসে বা প্রতমকশ্বাসরোগে শ্বাসের নিরন্তর বেগ থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে তাহা হ্রাস পাইতে থাকে, শ্বাসরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। পুরাতন তমকশ্বাসেও এই ঔষধ সেবনে উপকার পাওয়া যায়, ইহা অগ্নিদীপক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

ভার্গীগুড়। প্রস্তুতবিধি ৫১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শৃঙ্গীগুড়ঘৃত। তমকশ্বাসরোগের পুরাতন অবস্থায় শ্বাসের বেগ অধিক হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। তমকশ্বাসরোগে শরীরের কৃশতা থাকিলে এবং বায়ু ও পিত্তপ্রধান শরীরে ইহা অত্যন্ত উপকারী। এতদ্ভিন্ন বাতিক ও পৈত্তিক কাস, উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত, স্বরভঙ্গ ও যক্ষ্মারোগে এই ঔষধ অত্যন্ত কার্য্যকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

শৃঙ্গীগুড়ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৫১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চ্যবনপ্রাশ। বায়ু বা পিত্তপ্রবল তমকশ্বাসে রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে অথবা পুরাতন শ্বাসরোগে শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে মধুসহ সেবন করিতে দিবে। বৃদ্ধব্যক্তির শ্বাস বা কাসরোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী, কিন্তু শ্বাসের সহিত জ্বর থাকিলে সেবন করাইবে না।

চ্যবন প্রাশ। প্রস্তুতবিধি ২৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রকান্তি রস। বাতপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্ম বা পিত্তপ্রধান জ্বর, অতীসার প্রভৃতি রোগে হিক্কা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে বমনাদি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে শশারবীজ বাটা ও স্তনদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

চন্দ্রকান্তি রস। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর, অতীসার প্রভৃতি রোগে হিক্কা প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বমনে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান - শশারবীজ এবং স্তনদুগ্ধ।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসচিন্তামণি। বাতশ্লেষ্মজ্বর অথবা সান্নিপাতিক জ্বর, অতীসার প্রভৃতি রোগে ঊর্দ্ধশ্বাস, ক্ষুদ্রশ্বাস বা ছিন্নশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং শ্বাসেরবেগ ক্রমশঃ প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে বহেড়াঘসা এবং স্তনদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

শ্বাসচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি। সান্নিপাতিক জ্বর, অতীসার, কাস প্রভৃতি রোগে ঊর্দ্ধ, ছিন্ন বা মহাশ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে বহেড়াঘসা ও স্তনদুগ্ধ বা শুঁঠ ও বামনহাটীর কাথের সহিত সেবন করাইবে।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)। তমকশ্বাস বা প্রতমকশ্বাস-রোগে শ্বাস প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে শুঁঠ ও বামনহাটীর কাথসহ সেবন করাইবে। নুতন বা পুরাতন তমকশ্বাস এবং নূতন প্রতমকশ্বাসে শ্বাসের প্রবলাবস্থায় জ্বরাদি বিদ্যমান থাকিলে, ইহা রোগীকে সেবন করাইলে উপকার হয়। পুরাতন শ্বাসরোগেও অনেক স্থলে উপকার পাওয়া যায়।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)। স্বর্ণসিন্দুর ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, তামা ১ তোলা এবং মনঃশিলা, কর্পূর, দারুচিনি,

তালীশপত্র, লবঙ্গ, স্বর্ণ ও মুক্তা ইহাদের প্রত্যেকে ॥০ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মর্দ্দন করিয়া কণ্টকারীর কাথে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

শ্বাসকুঠার রস। তমকশ্বাসরোগের নূতনাবস্থায় বা নূতন প্রতমক শ্বাসরোগে জ্বর, সর্দ্দি অথবা পার্শ্ববেদনা প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সন্নিপাত জ্বরে শ্বাস, কাস প্রভৃতি থাকিলে প্রয়োগ করা যায়। স্বরভঙ্গরোগেও এই ঔষধ উপকারী। অনুপান—শুণ্ঠী ও বামনহাটীর কাথ অথবা আদার রস। ইহা সন্নিপাত জ্বরাদিতে জ্ঞানহ্রাস হইলে নস্যরূপে প্রয়োগ করা যায়, এতদ্ভিন্ন সর্দ্দিজ্বর, সূর্য্যাবর্ত্ত, অর্দ্ধাবভেদক প্রভৃতি রোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শ্বাসকুঠার রস। রস, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, মনঃশিলা ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৬ তোলা, শুঁঠ ৬ তোলা ; সমস্ত চূর্ণ একত্র জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি। মতান্তরে—এই ঔষধে শুঁঠ ৩ তোলা, পিপ্পলী ৩ তোলা এবং মরিচ ৭ তোলা প্রদান করা যায়।

শ্বাসগজাঙ্কুশ। তমকশ্বাসের নূতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে এবং প্রতমকশ্বাসে জ্বরাদি উপদ্রব হ্রাস হইলে অথচ বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় শ্বাসের বেগ থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা তমক-শ্বাসে অতি উপকারী। অনুপান—বহেড়াঘসা এবং স্তনদুগ্ধ বা শুঁঠ ও বামনহাটীর কাথ।

শ্বাসগজাঙ্কুশ। স্বর্ণ ১ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, অভ্র ৩ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা, কর্পূর ৫ তোলা এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া বাসক, লবঙ্গ, শ্বেতচন্দন এবং মালতীপুষ্প ইহাদের প্রত্যেকের কাথে ৮ বার ভাবনা দিবে। বটী চণক (বুট) প্রমাণ।

শ্বাসকাসচিন্তামণি। তমকশ্বাসরোগের পুরাতন অবস্থায় এবং প্রতমক শ্বাসরোগে জ্বর, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি হ্রাস হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে, কৃশকায় ব্যক্তিকে অথবা বাতপিত্ত প্রবল ব্যক্তির নূতন শ্বাসরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

শ্বাসকাসচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ২৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)। বাতপিত্ত বা বাতশ্লেষ্ম প্রবল তমকশ্বাস এবং প্রতমকশ্বাসরোগে জ্বরাদি উপদ্রব হ্রাস হইলে, পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ অতি উপকারী।

শ্বাসচিন্তামণি (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ২৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বসন্ততিলক। তমকশ্বাসের নূতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে অথবা প্রতমকশ্বাসে জ্বর, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপদ্রব অল্প থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্ত প্রবল থাকিলে, কৃশকায় ব্যক্তির পুরাতন তমকশ্বাসে এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বসন্ততিলক। প্রস্তুতবিধি ২৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহা শ্বাসারিলৌহ। নূতন বা পুরাতন তমকশ্বাসরোগে অথবা নূতন বা পুরাতন প্রতমক শ্বাসরোগে জ্বর, পার্শ্বশূলাদি উপদ্রব হ্রাস হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্ত প্রবল ব্যক্তির শ্বাসরোগে অথবা নূতন শ্বাসরোগে জ্বরাদি উপদ্রব না থাকিলে কিম্বা বাতশ্লেষ্ম প্রবল ব্যক্তির পুরাতন শ্বাসরোগে এই ঔষধ তুল্য কার্য্যকারী। ইহা রক্তপিত্ত, পুরাতন জ্বর, কাসরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—বহেড়া ঘসা ও স্তনদুগ্ধ।

মহাশ্বাসারি লৌহ। প্রস্তুতবিধি ২৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কনকাসব। নূতন বা পুরাতন তমকশ্বাসরোগে রোগীর সর্দ্দি, পার্শ্ব-বেদনা, কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সন্ধ্যাকালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রবল রোগীর পক্ষে এই ঔষধ অতি উপকারী। বায়ু এবং পিত্ত প্রবল সবল রোগীরও ইহা সেবনে উপকার হয়।

কনকাসব। রৌদ্রে শুষ্ক মূল, পত্র, ফল এবং শাখা সহিত ধুতুরা ৩২ তোলা, বাসক-মূলেরছাল ৩২ তোলা, যষ্টিমধু, পিপুল, কণ্টকারী, নাগেশ্বর, শুঁঠ, বামনহাটী এবং তালীশপত্র ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, ধাইফুল ১২৮ তোলা, দ্রাক্ষা ১৬০ তোলা এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া একটী সুবৃহৎ পাত্রে রাখিবে এবং জল ১২৮ সের, ইক্ষুচিনি ১২॥০ সের ও মধু ৬।০ সের প্রদান করিয়া ঐ পাত্রের মুখ এরূপ ভাবে বন্ধ করিয়া রাখিবে যেন বায়ু পাত্রাভ্য-

ভরে প্রবেশ না করে, এইরূপে ১ মাস রাখিয়া ঐ পাত্রের মুখ খুলিয়া উহার দ্রবাংশ ছাঁকিয়া কাচপাত্রে পূর্ণ করত মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

দশমূলষট্‌পলক ঘৃত। তমকশ্বাস বা প্রতমকশ্বাসরোগে জ্বরাদি উপদ্রব হ্রাস হইলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঘৃত উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে। যাহার অগ্নি সবল এবং কোষ্ঠবদ্ধ তাহার পক্ষে এই ঘৃত সেবন আবশ্যক। ইহা পুষ্টিকারক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অথচ বাতশ্লেষ্ম-নিবর্ত্তক।

দশমূল ষট্‌পলক ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ২৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাসাচন্দনাদি তৈল। তমকশ্বাসের পুরাতন অবস্থায় এবং পুরাতন প্রতমকশ্বাসে রোগীর জ্বরাদি উপদ্রব অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইলে, বাতপিত্তাধিক রোগীকে এই তৈল গাত্রে বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে মালিশ করিতে দিবে। বাত-শ্লেষ্মাধিক বা পিত্তশ্লেষ্মাধিক কৃশ ব্যক্তিকেও ইহা মালিশ করান যাইতে পারে। জীর্ণজ্বর, ক্ষয়কাস ইত্যাদি রোগেও ইহা উপকারী।

বাসাচন্দনাদি তৈল। প্রস্তুতবিধি ২৩৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রতমকশ্বাসে—জ্বরচিকিৎসা।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব। প্রতমকশ্বাসে রোগীর জ্বর অত্যন্ত প্রবল হইলে এবং শ্বাস ও জ্বরবেগে, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে, এই ঔষধ দিনে ২।১ বার এবং রাত্রিতে ২।১ বার মাত্র পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। শ্বাসরোগে জ্বর অতি প্রবল না হইলে ইহা সেবন করাইবে না। বায়ুর রুক্ষ অবস্থায় কস্তূরীর পরিবর্ত্তে কর্পূর প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ কস্তূরী ভৈরব। প্রস্তুতবিধি ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুঞ্জয় রস। প্রতমকশ্বাসরোগে জ্বর প্রবল হইলে, এই ঔষধ পানের রস এবং মধু সহ রোগীকে দিনে ও রাত্রে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে আদার রস এবং সৈন্ধব লবণসহ সেবন করাইবে।

মৃত্যুঞ্জয় রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরারি অভ্র। প্রতমক শ্বাসরোগে জ্বরের মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বায়ু ও শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির জ্বরে কাস ও শ্বাস উভয় প্রবল হইলে ইহা সেবন করান যায়। বাতশ্লেষ্ম বা শ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির প্রতমক শ্বাসে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বাতাধিক ব্যক্তিকেও প্রতমক শ্বাসে জ্বরের অবস্থা ভেদে ইহা ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান আদার রস এবং মধু।

জ্বরারি অভ্র। প্রস্তুতবিধি ৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরাশনিলৌহ। প্রতমক শ্বাসে জ্বরের অল্পাবস্থায় এবং শ্লেষ্মা হ্রাস হইলে. এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা শ্বাসরোগীর পুরাতন জ্বরে অত্যন্ত উপকারী। বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার পাওয়া যায় এবং শ্বাস রোগীর প্রমেহাদি বিদ্যমান থাকিলে তাহাও ইহাতে দূরীভূত হয়।

জ্বরাশনি লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহারাজ বটী। প্রতমক শ্বাসে জ্বরের মধ্যাবস্থায় বা অল্পাবস্থায় এবং শ্বাসবেগ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্বাসরোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে অথবা প্রমেহ, কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও ইহা রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে। এই ঔষধ অতি পুষ্টিকর।

মহারাজ বটী। প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রতমকশ্বাসে—শ্লৈষ্মিকবিকার-চিকিৎসা।

পঞ্চকোল ক্বাথ। প্রতমকশ্বাসে রোগীর শ্বাস এবং তৎসঙ্গে জ্বর, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল এবং শ্লৈষ্মিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ অল্পঅল্প মাত্রায় সৈন্ধব লবণ সহ রোগীকে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চকোল ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কফকেতু রস। প্রতমকশ্বাসে রোগীর সহসা শ্লেষ্মা প্রবল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা শ্বাসের প্রবলতা ও তৎসঙ্গে জ্বর, পার্শ্বশূলাদি দৃষ্ট হইলে, এই

ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সর্দ্দি ও জ্বরনাশক। অনুপান—আদাররস ও মধু।

কফকেতুরস। সোহাগার খৈ, পিপুল, শঙ্খভস্ম ও বিষ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া আদার রস দ্বারা ৩ দিন ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ কফকেতু। প্রতমকশ্বাসে শ্বাস প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, বক্ষঃস্থলে বেদনা, পার্শ্ববেদনা, নাড়ীর গতির বিপর্য্যয়, বিশেষতঃ শরীরের ও হস্ত পদাদির শীতলতা, দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্বাসের বিপর্য্যয় হইলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—তালের বাগুড়ার রস ও মধু।

বৃহৎ কফকেতু। প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মসুন্দর রস। প্রতমকশ্বাসে রোগীর জ্বর, শ্বাস প্রভৃতি প্রবল হওয়ায় পার্শ্বশূল বা বক্ষঃস্থলে বেদনা ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার আধিক্য লক্ষিত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

শ্লেষ্মসুন্দর রস। প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিক্কারোগে—পথ্য।

হিক্কারোগ জ্বরাদির সহিত প্রকাশ পাইলে, মুখ্যরোগের নিয়মানুসারে পথ্য প্রদান করিবে। সাধারণতঃ হিক্কারোগে মৃদুবিরেচক পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। জ্বরাদি হ্রাস হইলে রোগীকে লঘু পথ্য দিবে। জ্বরে হিক্কা, বমন প্রবল থাকিলে ও জ্বর ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিলে তখন অন্নপথ্যের উপযুক্ত সময়। এইরোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, গোধূম (ময়দা), পুরাতন কুলথ-কলায়ের যূষ, পটোল, কচিমুলা, রসুন প্রভৃতি তরকারী, লাবপক্ষী ও জাঙ্গল-প্রাণীর মাংস যূষ এই সকল হিতকর। যে সমস্ত দ্রব্য কোষ্ঠশুদ্ধিকর অথচ অগ্নিবর্দ্ধক, তাহাই এই রোগে পথ্য প্রদান করিবে। হিক্কার প্রবলাবস্থায় উষ্ণজল পান করা কর্ত্তব্য। হিক্কারোগীর শীতলজল পান, রুক্ষ এবং শীতল দ্রব্য সেবন, মাষকলায়, অম্লদ্রব্য, তৈলভর্জ্জিত দ্রব্য প্রভৃতি একবারে পরিত্যাগ করা উচিত।

শ্বাসরোগে—পথ্য।

মহাশ্বাস, ঊর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস প্রভৃতি জ্বরাদিরোগের সহিত প্রকাশ পাইলে, মূলরোগানুসারে পথ্যপ্রদান করিবে। তমকশ্বাস ও প্রতমকশ্বাস রোগে রোগীকে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, কুলথকলায় ও কাঁচামুগ প্রভৃতির যূষ, বেতোশাক, ক্ষুদ্র নটেশাক, জীবন্তীশাক, কচিমূলা, পটোল, বেগুন, তেলাকুচা ও রসুন প্রভৃতি তরকারী এবং শশক, তিত্তিরী, লাব, কুক্কুট ও মৃগ প্রভৃতির মাংসযূষ, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, উষ্ণজল প্রভৃতি দ্রব্যের পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। কফ ও বায়ুনাশক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অন্ন ও পানীয় এইরোগে হিতকর। দিবানিদ্রা শ্বাসরোগীর পক্ষে প্রশস্ত। দন্তধাবন, পথপর্য্যটন, ভারবহন, ধূলি, স্ত্রীসহবাস, তৈলভাজা দ্রব্য, মাষকলায়, আলু, সর্ষপ এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য এই রোগে পরিত্যাজ্য।

বাতব্যাধি-চিকিৎসা।

অশীতিপ্রকার বাতরোগের নাম।

শিরোগ্রহ (মস্তকে বেদনা), শরীরের অল্প কৃশতা, অত্যন্ত জৃম্ভা, হনুগ্রহ, জিহ্বাস্তম্ভ, গদ্গদতা, মিনমিনত্ব, মূকত্ব, বাচালতা, প্রলাপ, রসজ্ঞানাভাব, বধিরতা, কর্ণনাদ, ত্বক্‌শূন্যতা (স্পর্শজ্ঞানাভাব), অর্দ্দিত, মন্যাস্তম্ভ, বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, ঊর্দ্ধবাত, আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, বাতাষ্ঠীলা, প্রত্যষ্ঠীলা, তূণী, প্রতিতূণী, অগ্নিবৈষম্য, আটোপ (উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ), পার্শ্বশূল, ত্রিকশূল, মুহুর্ম্মূত্রণ, মূত্রবন্ধ, মলের গাঢ়তা, মলের অপ্রবৃত্তি (দাস্তবন্ধ), গৃধ্রসী, কলায়খঞ্জতা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, ক্রোষ্টুশীর্ষক, খল্লী (খাইলধরা), বাতকণ্টক, পাদহর্ষ, পাদদাহ, দণ্ডক নামক আক্ষেপ, বাতপিত্তজন্য-আক্ষেপ, দণ্ডাপতানক, অভিঘাতজাক্ষেপ, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুস্তম্ভ, কুব্জক, অপতন্ত্র, অপতানক, পক্ষাঘাত, খিলাঙ্গ, কম্প, স্তম্ভ, ব্যথা, তোদ (সূচিকাদ্বারা বিদ্ধবৎ বেদনা), ভেদ, স্ফূরণ, রুক্ষতা, কার্শ্য, কৃষ্ণবর্ণতা,

শীতাভাব, লোমহর্ষ, অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গবিভ্রংশ, শিরাসঙ্কোচ, অঙ্গশোষ, ভীরুত্ব, মোহ, চলচিত্ততা, নিদ্রানাশ, স্বেদোনাশ, বলহানি, শুক্রক্ষয়, রজোনাশ, গর্ভনাশ ও ভ্রম; সাধারণতঃ এই অশীতিপ্রকার বাতরোগ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অশীতিপ্রকার বাতরোগের লক্ষণ।

শিরোগ্রহের লক্ষণ। কুপিতবায়ু রক্তকে আশ্রয় করিয়া শিরোধারক অর্থাৎ মস্তক-আশ্রিত গ্রীবাগত শিরাসমূহকে রুক্ষ, বেদনাযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ করিলে, তাহাকে শিরোগ্রহ কহে। এই রোগ অসাধ্য।

জৃম্ভার লক্ষণ। কুপিত বায়ুদ্বারা একবার শ্বাস গৃহীত হইয়া পুনরায় বেগে পরিত্যক্ত হইলে, এবং তৎসহ অলসতা ও নিদ্রার ভাব থাকিলে, তাহাকে জৃম্ভা (হাই) কহে।

হনুগ্রহের লক্ষণ। জিহ্বা-মার্জ্জন, শুষ্কদ্রব্য-ভক্ষণ, অথবা আঘাতাদিবশতঃ গণ্ডদেশের বায়ু প্রকুপিত হইয়া হনুদ্বয়কে অধঃস্খলিত করত মুখকে বিবৃত কখন বা মুখ বন্ধ (দন্তকপাট বন্ধ) করে, তাহাকে হনুগ্রহ কহে। এই রোগ উৎপন্ন হইলে অতি কষ্টে চর্ব্বণ ও বাক্যোচ্চারণ হয়।

জিহ্বাস্তম্ভের লক্ষণ। বাগ্‌বাহিনীশিরাস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া জিহ্বাকে স্তম্ভিত করিলে, তাহাকে জিহ্বাস্তম্ভ কহে। এই রোগ উৎপন্ন হইলে রোগী কোন দ্রব্য পান বা বাক্য উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হয়।

মূকত্ব, মিন্মিনত্ব ও গদ্‌গদতার লক্ষণ। কফের সহিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া শব্দবাহিনী শিরাসমূহকে আচ্ছাদিত করত মূকত্ব (বাক্‌রোধ), মিন্মিনত্ব (সানুনাসিক বর্ণোচ্চারণ অর্থাৎ নাকীসুরে অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ) এবং গদ্‌গদত্ব অর্থাৎ ঈষৎ ব্যক্তবাক্যোচ্চারণ এই তিন প্রকার রোগ উৎপাদন করে।

প্রলাপের লক্ষণ। বিবিধকারণে বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় রোগীর অসংলগ্ন নিরর্থক বাক্য উচ্চারিত হইলে, তাহাকে প্রলাপ কহে।

রসাজ্ঞানের লক্ষণ। অন্নভোজন কালে মধুর, তিক্ত, কটু প্রভৃতি রস জিহ্বায় অনুভূত না হইলে, তাহাকে রসজ্ঞানাভাব (রসাজ্ঞান) কহে।

কর্ণনাদের লক্ষণ। কুপিত বায়ু কর্ণের স্রোত আশ্রয় করিলে ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ প্রভৃতির শব্দ কর্ণে শ্রবণ করা যায়, তাহাকে কর্ণনাদ কহে।

বাধির্য্যের লক্ষণ। কেবল কুপিত বায়ু বা শ্লেষ্মযুক্ত বায়ু শব্দবহ-স্রোতকে আচ্ছাদিত করিয়া যখন অবস্থান করে, তখন বাধির্য্য অর্থাৎ বধিরতা জন্মে।

ত্বক্‌শূন্যতার লক্ষণ। কোনদ্রব্য স্পর্শকালে সেই বস্তুর শীতলতা, উষ্ণতা, মৃদুতা, কাঠিন্য অনুভূত না হইলে, তাহাকে ত্বক্‌শূন্যতা অর্থাৎ স্পর্শজ্ঞানাভাব কহে।

অর্দ্দিতের লক্ষণ। অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, অতি কঠিন দ্রব্য-ভোজন, হাস্য, হাই তোলা, ভারবহন, গ্রীবাদি বিপরীতভাবে রাখিয়া শয়ন বা উপবেশন, এই সকল কারণে মস্তক, নাসা, ওষ্ঠ, চিবুক, ললাট ও চক্ষু প্রভৃতি স্থানস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া মুখমণ্ডলের বক্রতা উৎপাদন করে, তাহাকে অর্দ্দিত রোগ কহে। এই রোগে মুখের অর্দ্ধাংশ বক্র হয়, গ্রীবা বক্র হয়, মস্তক কম্পিত হয়, বাক্‌রোধ জন্মে ও নেত্র, নাসিকা, ভ্রূ, গণ্ড প্রভৃতির বিকৃতি অর্থাৎ বেদনা, স্ফুরণ ও বক্রভাবাদি দৃষ্ট হয় এবং যে পার্শ্বে অর্দ্দিত প্রকাশ পায়, সেই পার্শ্বেই গ্রীবাদিতে বেদনা অনুভূত হয়।

অর্দ্দিতরোগের অসাধ্য লক্ষণ। যে অর্দ্দিতরোগী কৃশকায় ও চক্ষুর নিমেষ শূন্য এবং অস্পষ্টবাক্য উচ্চারণ করে, তাহার রোগ আরোগ্য হয়-না; অথবা তিন বৎসর অতীত হইলে বা মুখ, নাসিকা ও চক্ষুর্দ্বয় হইতে স্রাব হইলে এবং রোগী কম্পিত হইলে তাহার রোগ অসাধ্য।

মন্যাস্তম্ভের লক্ষণ। দিবানিদ্রা অথবা অসমান স্থানে শয়ন বা উপ-বেশন বশতঃ গ্রীবাদির বিকৃতি হইলে অথবা পার্শ্বের দিকে মুখ ফিরাইয়া উর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ বা সমীপস্থ দ্রব্য নিরীক্ষণ করিলে বায়ু শ্লেষ্মাদ্বারা অবরুদ্ধ হয় এবং গ্রীবার পশ্চাৎভাগস্থিত মন্যানামক শিরাকে আশ্রয় করিয়া মন্যা-স্তম্ভ উৎপাদন করে।

বাহুশোষের লক্ষণ। স্কন্ধদেশস্থিত বায়ু স্কন্ধদেশস্থিত বন্ধনসমূহকে শোষণ করিলে, স্কন্ধদেশের শুষ্কতা বশতঃ বেদনার সহিত বাহুশোষরোগ উপস্থিত হয়।

অববাহুকের লক্ষণ। কুপিতবায়ু বাহুস্থিত শিরাসমূহকে সঙ্কুচিত করিয়া অববাহুকরোগ উৎপাদন করে।

বিশ্বচীরোগের লক্ষণ। হস্তের তালু হইতে হস্তের পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত অঙ্গুলিস্থিত যে সমস্ত কণ্ডরা অর্থাৎ বৃহৎস্নায়ু আছে, কুপিতবায়ু তাহাদিগকে দূষিত করিয়া বাহুর আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়া নষ্ট করিলে তাহাকে বিশ্বচী কহে।

ঊর্দ্ধবাতের লক্ষণ। কফ এবং অপানবায়ুদ্বারা সমানবায়ুর অধোগমন ক্রিয়ার রোধবশতঃ অধিক উদ্গার হইলে তাহাকে ঊর্দ্ধবাত কহে।

আধ্মানের লক্ষণ। কুপিত বায়ুদ্বারা উদর পরিপূর্ণ হইলে, গুড়্ গুড়্ শব্দ, অত্যন্ত বেদনা এবং জলপূর্ণ চামড়ার থলের ন্যায় উদর বোধ হয়, তাহাকে আধ্মান কহে।

প্রত্যাধ্মানের লক্ষণ। কফদ্বারা অবরুদ্ধ বায়ু পার্শ্বদেশ এবং হৃদয় ব্যতীত আমাশয়ে যে আধ্মান জন্মায়, তাহাকে প্রত্যাধ্মান কহে।

বাতাষ্ঠীলার লক্ষণ। নাভির নিম্নভাগে বর্ত্তুল পাষাণ খণ্ডের ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত ও উন্নত গ্রন্থি (গাঁইট) উৎপন্ন হইলে এবং উহা কখনও সঞ্চরণশীল কখনও বা নিশ্চল অনুমিত হইলে, তাহাকে বাতাষ্ঠীলা কহে; এইরোগে মলমূত্ররোধ হয়।

প্রত্যষ্ঠীলার লক্ষণ। উক্ত বাতাষ্ঠীলারোগে যদ্যপি নাভির নিম্নভাগে বেদনার সহিত তির্য্যক্ ভাগে গ্রন্থি উত্থিত হয় ও রোগীর অধোগত বায়ু, মল এবং মূত্র অবরুদ্ধ হয়, তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা কহে।

তূণীর লক্ষণ। পক্কাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উপস্থিত হইয়া যদি অধোগমন করে এবং সেই বেদনা যদি মলদ্বারে অথবা জননেন্দ্রিয় বা যোনিদেশে অধিক লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে তূণী কহে।

প্রতিতূণীর লক্ষণ। জননেন্দ্রিয় বা গুহ্যদেশ হইতে বেদনা প্রকাশ পাইয়া যদি প্রতিলোমভাবে অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে পক্বাশয়ে বা মূত্রাশয়ে ধাবিত হয়, তাহাকে প্রতিতূণী কহে।

ত্রিকশূলের লক্ষণ। নিতম্বের অস্থিদ্বয়ের এবং পৃষ্ঠবংশের অস্থি-দ্বয়ের মিলিত স্থানকে ত্রিক কহে। উহার কোন সন্ধিতে বেদনা হইলে, তাহাকে ত্রিকশূল কহে।

মুহুর্মূত্রণ, মূত্রবন্ধ ও মলের অপ্রবৃত্তির লক্ষণ। যদ্যপি বায়ু বস্তিদেশে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে সম্যক্ প্রকারে মূত্র নির্গত হয়, কিন্তু বায়ু প্রতিলোমভাবে বস্তিদেশকে আশ্রয় করিলে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ বা মূত্ররোধ উপস্থিত হয়, ইহাই বস্তিবাতের লক্ষণ। বস্তিগত বায়ুদ্বারা অধোগত বায়ুর রোধ হইলে মলের অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ দাস্ত বন্ধ হইয়া থাকে।

গৃধ্রসীর লক্ষণ। কুপিতবায়ু প্রথমতঃ নিতম্ব আশ্রয়পূর্ব্বক তাহার বেদনা ও স্তব্ধতা উৎপাদন করে, তৎপর ঐ স্থান স্পন্দিত হয়, অনন্তর রোগ ক্রমশঃ উরু, কটি, পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্ঘা ও পদদ্বয় আশ্রয় করে, তখন সেই সকল স্থানেও বেদনা, স্তব্ধতা এবং স্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে, ইহাকে গৃধ্রসী কহে। গৃধ্রসী দ্বিবিধ। বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিক।

বাতিক গৃধ্রসীর লক্ষণ। গৃধ্রসীরোগে কেবলমাত্র বায়ুর আধিক্য থাকিলে, গৃধ্রসীতে উৎকট বেদনা, দেহের বক্রতা, জানু, জঙ্ঘা ও উরুসন্ধির অত্যন্ত স্তব্ধভাব এবং স্ফুরণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

বাতশ্লেষ্মান্বিত গৃধ্রসীর লক্ষণ। গৃধ্রসীরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে শরীর ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা, মুখ হইতে লালাস্রাব ও অন্নে অরুচি এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

খঞ্জতা ও পঙ্গুতার লক্ষণ। কটিদেশাশ্রিত বায়ু কুপিত হইয়া যদি একটি উরুর মহাস্নায়ুর আক্ষেপ জন্মায়, তাহা হইলে তাহাকে খঞ্জ অর্থাৎ খোঁড়া কহে ; এবং কুপিত বায়ু দুইটি উরুদেশের মহাস্নায়ুকে আক্রমণ করিয়া গমনাগমন ক্রিয়া একবারে লোপ করিলে, তাহাকে পঙ্গু কহে।

কলায়খঞ্জের লক্ষণ। গমন করিবার সময় যে ব্যক্তির সমস্ত শরীর কম্পিত হয় এবং খোঁড়ার ন্যায় গতি হয়, তাহাকে কলায়খঞ্জ কহে।

ক্রোষ্টুকশীর্ষের লক্ষণ। বাতরক্ত জনিত শোথ যদ্যপি জানুর মধ্যে প্রকাশ পাইয়া অত্যন্ত বেদনা উৎপাদন করে ও জানুদেশ স্থূল হয়, বিশেষতঃ ঐ শোথস্থান শৃগালের মস্তকের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে, তাহা হইলে তাহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ কহে। ইহাকে চলিত কথায় শিবামুণ্ড কহে।

খল্লীর লক্ষণ। পদ, জঙ্ঘা, উরু এবং হস্তের মূলদেশস্থ শিরা মোচড়ানকে খল্লী অর্থাৎ খাইলধরা কহে।

বাতকণ্টকের লক্ষণ। বিষমভাবে পদবিক্ষেপ বশতঃ অথবা শ্রম-দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইয়া পায়ের গোড়ালিতে বেদনা উৎপাদন করিলে, তাহাকে বাতকণ্টক কহে।

পাদদাহের লক্ষণ। কুপিতবায়ু পিত্ত ও রক্তসহ মিলিত হওয়ায় পদদ্বয়ে দাহ উৎপন্ন হইলে বিশেষতঃ নিরন্তর ভ্রমণে ঐ দাহ বর্দ্ধিত হইলে তাহাকে পাদদাহ কহে।

পাদহর্ষের লক্ষণ। কফ ও বায়ুর প্রকোপ বশতঃ পদদ্বয় ঝিন্ ঝিন্ বেদনাযুক্ত, স্পর্শজ্ঞানরহিত ও রোমাঞ্চিত হইলে, তাহাকে পাদহর্ষ কহে।

আক্ষেপের সামান্য লক্ষণ। পুনঃপুনঃ সঞ্চরণশীল কুপিতবায়ু ধমনীসমূহকে আশ্রয় করিয়া গজারোহী ব্যক্তির শরীরের ন্যায় রোগীর শরীরকে দোলিত (চালিত) করিলে, তাহাকে আক্ষেপ বলা যায়। এই আক্ষেপক রোগ চতুর্ব্বিধ। (১) দণ্ডাপতানক (২) অন্তরায়াম অর্থাৎ ধনুস্তম্ভ বিশেষ। (৩) বহিরায়াম অর্থাৎ ধনুস্তম্ভ বিশেষ ও (৪) অভিঘাতজ আক্ষেপ।

দণ্ডাপতানকের লক্ষণ। শ্লেষ্মাশ্রিতবায়ু যদি সমস্ত ধমনীকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে দেহ দণ্ডবৎ স্তম্ভিত হয়, তাহাকে দণ্ডাপতানক কহে। ইহা আক্ষেপকের অন্তর্গত।

অভ্যন্তরায়ামের লক্ষণ। যখন অঙ্গুলি, গুল্ফ, জঠর, হৃদয়, বক্ষঃ এবং গলদেশ আশ্রিত বায়ু ঐ সকল স্থানের শিরা ও কণ্ডরা (মহতীশিরা)

সমূহকে সঙ্কুচিত করে, তখন রোগীর চক্ষুর্দ্বয় ও হনুদ্বয়ের স্তব্ধতা, পার্শ্বদ্বয়ে ভগ্নবৎবেদনা, কফবমন এবং অভ্যন্তর ভাগ ধনুকের ন্যায় অবনত হয়, তাহাকে অন্তরায়াম কহে। ইহাতে রোগীর সম্মুখভাগ ধনুকের ন্যায় নত হয়। ইহা আক্ষেপকের অন্তর্গত।

বহিরায়ামের লক্ষণ। বিবিধ কারণবশতঃ বায়ু অত্যন্ত কুপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মন্যা এবং পৃষ্ঠদেশস্থিত শিরা, স্নায়ু ও বৃহৎ ধমনী সমূহকে শোষণকরত পৃষ্ঠভাগ অবনত করে এবং রোগীর বক্ষঃস্থলে, কটীদেশে ও উরুদেশে ভগ্নবৎ বেদনা অনুভূত হয়, ইহাকে বহিরায়াম কহে। ইহাতে বিপরীত ভাবে পৃষ্ঠদেশ ধনুকের ন্যায় নত হয়। ইহা আক্ষেপকের অন্তর্গত।

ধনুস্তম্ভের লক্ষণ। যে রোগে রোগীর শরীর বায়ুদ্বারা ধনুকের ন্যায় অবনত হয়, তাহাকে ধনুস্তম্ভ কহে। ধনুস্তম্ভরোগে দেহের বিবর্ণতা, চিবুকের স্তব্ধতা, শিথিলতা ও চৈতন্য-লোপ হইলে, রোগী দশ রাত্রির অধিক বাঁচে না।

অন্তরায়াম ও ধনুস্তম্ভের প্রভেদ। অন্তরায়ামে অঙ্গুলি প্রভৃতির শিরাসমূহের আক্ষেপ ও নেত্রের স্তব্ধতা হয়। ধনুস্তম্ভে কেবলমাত্র শরীর ধনুর ন্যায় অবনত হয়, কিন্তু উভয়রোগেই রোগীর অন্তঃশরীর অর্থাৎ ক্রোড়দেশ অবনত হইয়া থাকে।

কুব্জের লক্ষণ। কুপিত বায়ুদ্বারা যদি হৃদয় বা পৃষ্ঠদেশ উন্নতপ্রায় বোধ হয় এবং ঐ স্থানে বেদনা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাকে কুব্জ কহে।

কুব্জ, অন্তরায়াম ও বহিরায়ামের প্রভেদ। অন্তরায়ামে শরীরের সম্মুখভাগ (ক্রোড়দেশ) ধনুকবৎ অবনত হয়, বহিরায়ামে পশ্চাৎভাগ (পৃষ্ঠদেশ) ধনুকের ন্যায় অবনত হয়, কিন্তু কুব্জরোগে হৃদয় বা পৃষ্ঠ উন্নত হয়।

দণ্ডক। কেবলমাত্র কুপিত বায়ু দ্বারা পাণি, পাদ পৃষ্ঠ, নিতম্ব আক্রান্ত হইয়া স্তম্ভিত হইলে এবং শরীর দণ্ডের ন্যায় স্তব্ধ এবং পুনঃ পুনঃ

আক্ষিপ্ত বা চালিত হইলে, তাহাকে দণ্ডক বাতব্যাধি কহে, এই রোগ অসাধ্য। ইহা আক্ষেপের অন্তর্গত।

অভিঘাতজাক্ষেপ। আঘাতজন্য আক্ষেপ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত আক্ষেপের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা আক্ষেপের অন্তর্গত।

অপতন্ত্রকের লক্ষণ। স্বীয়কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পক্বাশয় হইতে উর্দ্ধদিকে গমনপূর্ব্বক হৃদয়, মস্তক ও শঙ্খদ্বয়কে পীড়িত করত শরীরকে ধনুকের ন্যায় অবনত করে এবং আক্ষেপ ও মোহ জন্মায়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত কষ্টের সহিত শ্বাস পরিত্যাগ করে। রোগীর চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত ও স্তব্ধ হয়, কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ হয় এবং জ্ঞান-লোপ হয়, এই সমস্ত লক্ষণ অপতন্ত্ররোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগ আক্ষেপের অবস্থান্তর।

অপতানকের লক্ষণ। অপতানক বাতব্যাধিরোগে রোগীর দর্শন-শক্তি এবং জ্ঞান নষ্ট হয়। কণ্ঠদেশ হইতে কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ উচ্চা-রিত হইয়া থাকে। বায়ু দ্বারা হৃদয় আবৃত হইলে, রোগী এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বায়ু অপসারিত হহলে পুনরায সুস্থ হয়। গর্ভপাত, অত্যধিক শোণিতস্রাব বা অভিঘাতজন্য অপতানকরোগ অসাধ্য। এইরোগ আক্ষেপের অবস্থান্তর।

পক্ষাঘাতের লক্ষণ। কুপিত বায়ু শরীরের অর্দ্ধাংশ (বামহস্ত, বাম-পদ ও অন্যান্য বামাংশ বা দক্ষিণ হাত, দক্ষিণ পা এবং শরীরের অন্যান্য দক্ষিণাংশ অথবা কটির নিম্নদেশস্থ অর্দ্ধভাগ বা কটির উর্দ্ধদেশস্থ অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া শিরা ও স্নায়ু সমূহকে শোষণ করে এবং সন্ধির বন্ধনের শিথিলতা উৎ-পাদন পূর্ব্বক সেই বাম বা দক্ষিণ ভাগ একেবারে অকর্ম্মণ্য করে এবং সেই সকল স্থান স্পর্শশক্তি-রহিত হয়, তাহাকে একাঙ্গবাত বা পক্ষাঘাত কহে।

পক্ষাঘাতের বাতাদিদোষনিরূপণ। পিত্তসংযুক্ত বায়ুদ্বারা পক্ষা-ঘাত হইলে দাহ, সন্তাপ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফসংযুক্ত বায়ুদ্বারা পক্ষাঘাত হইলে শীতবোধ, শোথ (হস্ত পদাদিতে ফুলা), দেহের ভারবোধ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পক্ষাঘাতের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। কেবল বায়ুদ্বারা পক্ষাঘাত হইলে, তাহা কষ্টসাধ্য। কফ বা পিত্তসংযুক্ত বায়ু দ্বারা পক্ষাঘাত হইলে তাহা সাধ্য; কিন্তু ধাতুক্ষয়বশতঃ পক্ষাঘাতরোগ অসাধ্য। গর্ভিণী, সূতিকারোগাক্রান্তাস্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, ক্ষীণ এবং রক্তক্ষয়রোগীর পক্ষাঘাতও অসাধ্য।

সর্ব্বাঙ্গবাতের লক্ষণ। সর্ব্বশরীরস্থিত ব্যানবায়ু কুপিত হইয়া গাত্রের স্ফুরণ ও ভগ্নবৎ বেদনা, সন্ধিসমূহে বেদনা ও কম্পন প্রকাশ পাইলে, তাহাকে সর্ব্বাঙ্গবাত কহে।

অন্যান্য বাতের লক্ষণ। এস্থলে যে আশীপ্রকার বাতরোগের লক্ষণ বর্ণিত হইল, তদ্ব্যতীত হেতু এবং স্থানবিশেষে আরও অনেকপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতরোগ উৎপন্ন হয়। কম্প, ব্যথা, কেশের অল্পতা, খালিত্ব (টাক), আটোপ (উদরের গুড়্ গুড়্ শব্দ), পার্শ্বশূল, দান্তবন্ধ, মলকাঠিন্য, স্তব্ধতা, রুক্ষতা, কৃশতা, শীতবোধ, রোমাঞ্চ, তোদ (সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা), ভেদ (বিদীর্ণবৎ-বেদনা), অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গশুষ্কতা, চিত্তচাঞ্চল্য, মোহ, নিদ্রাল্পতা, স্বেদনাশ, বলহানি, ভীরুতা ও সঙ্কোচ, এই সকল বাতরোগে, বায়ু, পিত্ত, ও শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই সকল লক্ষণদ্বারা দোষের নির্ণয় ও চিকিৎসা করিবে। ঐ সমস্ত বাতরোগ গৌণ অর্থাৎ প্রায়শঃ অন্যান্য রোগের সঙ্গে উপদ্রবরূপে প্রকাশ পায়।

স্থানভেদে কুপিতবায়ুর লক্ষণ।

কোষ্ঠগত বাতের সাধারণ লক্ষণ। কুপিতবায়ু কোষ্ঠদেশকে আশ্রয় করিলে মল ও মূত্রের রোধ, কুচ্‌কি ফুলা ও কুচ্‌কিতে বেদনা, হৃদ্রোগ, অর্শ, পার্শ্বশূল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। আমাশয়, অগ্ন্যাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, রক্তা-শয়, হৃদয়, উণ্ডুক ও ফুস্‌ফুস্ এই সকল স্থানকে কোষ্ঠ বলে। ঐ সকল যন্ত্র ও স্থানগত বায়ু প্রকুপিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বস্তিগত বাতের লক্ষণ। বায়ু প্রতিলোমভাবে বস্তিকে আশ্রয় করিলে, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ বা মূত্ররোধ হয়।

আমাশয়গত বাতের লক্ষণ। নাভি ও স্তনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তীস্থানকে আমাশয় কহে। তত্রস্থ বায়ু কুপিত হইলে, হৃদয়, পার্শ্ব, উদর ও নাভিদেশে বেদনা, পিপাসা, উদ্গারাধিক্য, অত্যন্ত দাস্ত, বমন, কাস, কণ্ঠশোষ (গলা-শুকাইয়া যাওয়া) এবং শ্বাসরোগ উপস্থিত হয়।

পক্বাশয়গত বাতের লক্ষণ। পক্বাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে, উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ, বেদনা, বায়ুর স্তব্ধতা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মল ও মূত্রের রুদ্ধতা, উদরে-বন্ধনবৎ পীড়া এবং ত্রিকস্থানে বেদনা জন্মে।

পক্বাশয়গত বাতের অপর লক্ষণ। পক্বাশয় বা গুহ্যদেশস্থিত বায়ু কুপিত হইলে মল, মূত্র ও অধোগত বায়ুর অবরোধ, শূল, উদরাধ্মান, অশ্মরী ও শর্করা উৎপন্ন হয় এবং জঙ্ঘা, উরু, ত্রিক, পার্শ্ব, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা জন্মে। কোন কোন গ্রন্থকার গুহ্যগত বায়ুর এই সকল লক্ষণ নির্ণয় করেন, কিন্তু নিদানের টীকাকার মাধবকর পক্বাশয়গত বাতের এই লক্ষণ নিরূপিত করিয়াছেন এবং তাহাই যুক্তিযুক্ত।

শ্রোত্রাদিগত বাতের লক্ষণ। শ্রোত্র অর্থাৎ নাসা, কর্ণ প্রভৃতিগত বায়ু কুপিত হইলে ইন্দ্রিয়শক্তি (শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি) নষ্ট করে।

শিরাগত বাতের লক্ষণ। শিরাগত বায়ু কুপিত হইলে বেদনা, শূল, শিরার আকুঞ্চন ও স্থূলতা জন্মে এবং পূর্ব্বোক্ত অন্তরায়াম, বহিরায়াম, খল্লী, কুব্জতা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

স্নায়ুগত বাতের লক্ষণ। স্নায়ুগতবায়ু কুপিত হইলে, শূল, পূর্ব্বোক্ত আক্ষেপক রোগ, কম্প এবং দেহের স্তব্ধতা উৎপন্ন হয়।

সন্ধিগত বাতের লক্ষণ। সন্ধিগত বায়ু কুপিত হইলে, সন্ধির বন্ধন-সকল শিথিল এবং শোথ ও শূল উৎপন্ন হয়।

ত্বকগত বা রসগত বাতের লক্ষণ। কুপিতবায়ু রসগত হইলে, চর্ম্মের রুক্ষতা, প্রস্ফুটিততা, স্পর্শজ্ঞানাভাব, কর্কশতা, কৃষ্ণাভা এবং ত্বকের বিস্তৃতির ভাব প্রকাশ পায়।

রক্তগত বাতের লক্ষণ। কুপিত বায়ু রক্তগত হইলে, শরীরে অত্যন্ত

বেদনা, দেহের সন্তাপ, বিবর্ণতা ও কৃশতা প্রকাশ পায় এবং আহারে অরুচি, শরীরে ব্রণের উৎপত্তি ও ভোজনান্তে শরীর স্তব্ধ হয়।

মাংসগত বাতের লক্ষণ। কুপিতবায়ু মাংসগত হইলে, দেহের গুরুতা, স্তব্ধতা এবং দণ্ডদ্বারা আহতবৎ বা মুষ্ট্যাঘাতবৎ বেদনা অনুভব হয়, পরন্তু শরীর বেদনাযুক্ত ও নিশ্চলবৎ হইয়া থাকে।

মেদোগত বাতের লক্ষণ। কুপিতবায়ু মেদকে আশ্রয় করিলে উক্ত মাংসগত বাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ শরীরে গ্রন্থি, ব্রণ এবং অল্প বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অস্থিগত বাতের লক্ষণ। কুপিতবায়ু অস্থিকে (হাড়) আশ্রয় করিলে অস্থি বা পর্ব্বসন্ধি সমূহে বেদনা, শূল, মাংসক্ষয়, বলহ্রাস, অনিদ্রা ও সর্ব্বদা বেদনা প্রকাশ পায়।

মজ্জাগত বাতের লক্ষণ। মজ্জাগতবাতের লক্ষণ অস্থিগত বাতের ন্যায়। ইহা কদাচিৎ প্রশমিত হয়।

শুক্রগত বাতের লক্ষণ। কুপিতবায়ু শুক্রকে আশ্রয় করিলে অতি শীঘ্র শুক্রক্ষরণ বা শুক্রস্তম্ভন হয় এবং স্ত্রীলোকের অকালে ৩।৫।৬।৭ মাসে গর্ভপাত অথবা গর্ভ শুষ্ক হইয়া যায়।

পিত্ত বা শ্লেষ্মসংযুক্ত কুপিত বায়ুর লক্ষণ।

পিত্তাশ্রিত প্রাণবায়ুর লক্ষণ। প্রাণবায়ু পিত্তকে আশ্রয় করিলে বমন ও দাহ উপস্থিত হয়।

কফাশ্রিত প্রাণবায়ুর লক্ষণ। প্রাণবায়ু কফকে আশ্রয় করিলে, শরীরের দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, তন্দ্রা, ও মুখের বিরসতা প্রকাশ পায়।

পিত্তাশ্রিত উদান বায়ুর লক্ষণ। উদানবায়ু পিত্তকে আশ্রয় করিলে, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও ক্লান্তি প্রকাশ পায়।

কফাশ্রিত উদান বায়ুর লক্ষণ। উদানবায়ু কফাশ্রিত হইলে, ঘর্ম্মরোধ, বিষাদ, অগ্নিমান্দ্য ও শীত প্রকাশ পায়।

পিত্তাশ্রিত সমান বায়ুর লক্ষণ। সমানবায়ু পিত্তাশ্রিত হইলে ঘর্ম্ম, দাহ, শরীরের উষ্ণতা ও মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কফাশ্রিত সমান বায়ুর লক্ষণ। সমানবায়ু কফাশ্রিত হইলে মল ও মূত্ররোধ এবং গাত্রহর্ষ উৎপন্ন হয়।

পিত্তাশ্রিত অপান বায়ুর লক্ষণ। অপানবায়ু পিত্তাশ্রিত হইলে, শরীরের দাহ, গাত্রের উষ্ণতা, ও রক্তপ্রস্রাব হয়।

কফাশ্রিত অপান বায়ুর লক্ষণ। অপানবায়ু কফাশ্রিত হইলে, শরীরের অধোভাগে ভারবোধ এবং শীতবোধ হয়।

পিত্তাশ্রিত ব্যান বায়ুর লক্ষণ। ব্যানবায়ু পিত্তাশ্রিত হইলে, গাত্রদাহ ও ক্লান্তি জন্মে।

কফাশ্রিত ব্যান বায়ুর লক্ষণ। ব্যানবায়ু কফাশ্রিত হইলে, শরীরস্তম্ভ, দণ্ডকবাতব্যাধি, শূল ও শোথ জন্মে।

বাতব্যাধির অসাধ্য লক্ষণ। পক্ষাঘাতাদি বাতরোগে বিসর্প, দাহ, বেদনা, মূর্চ্ছা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এবং রোগীর শরীর অতি কৃশ হইলে, তাহার রোগ অসাধ্য। শোথ, স্পর্শশক্তির হীনতা, অঙ্গে ভঙ্গবৎ বেদনা, কম্প, উদরাধ্মান এবং বেদনাধিক্য থাকিলে সেই বাতরোগী বিনষ্ট হয়।

বাতরোগ-চিকিৎসা বিধি।

বাতজনিতরোগ সমূহকে বাতব্যাধি কহে। চরকে বাতব্যাধি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যথা—সামান্যজ ও নানাত্মজ। সামান্যজ বাতব্যাধি অর্থাৎ—বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা মিলিতভাবে বা এক একটী প্রকুপিত হইয়া জ্বর, অতীসার প্রভৃতি উৎপাদন করে, এই জন্যই উহা সামান্য বাতরোগমধ্যে গণ্য। নানাত্মজ বাতব্যাধি অর্থাৎ আক্ষেপাদি—ঐ সমস্ত বাতরোগ কেবল পিত্ত বা শ্লেষ্মাদ্বারা অথবা মিলিত পিত্তশ্লেষ্মদ্বারা উৎপন্ন হয় না, ঐ রোগে সর্ব্বত্রই বায়ুর অনুবন্ধ থাকে। গাত্রবেদনা শিরঃশূল,

পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি বাতের লক্ষণ জ্বরাদিরোগের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলেও তাহারা জ্বরারম্ভক দোষের প্রকোপ বশতঃ প্রকাশ পায় বা উৎপৎস্যমান জ্বরাদি প্রকাশ করে, কিন্তু তাহাতে বায়ুর প্রধানতা পরিলক্ষিত হয় না। যদিও বাতোল্বন সন্নিপাত বা বাতশ্লেষ্মোল্বন সন্নিপাত প্রভৃতি জ্বররোগে আক্ষেপ-কাদি বাতের লক্ষণ প্রধানরূপে পরিলক্ষিত হয়, তথাপি, উহাকে জ্বর না বলিয়া বাতব্যাধি বলা যাইতে পারে না, কারণ আক্ষেপ, মত্ততা ও বুদ্ধিভ্রংশ প্রভৃতি জ্বরের আনুসঙ্গিক লক্ষণমাত্র, জ্বর-নিবৃত্তির সঙ্গেই ঐ সমস্ত উপদ্রব হ্রাস হইয়া যায় অথবা উপদ্রবনাশক ঔষধদ্বারা আক্ষেপাদি সহজেই হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু মূলরোগ জ্বর হ্রাস হয় না। তদ্রূপ আক্ষেপক প্রভৃতি বাত প্রবল হইলে, বিশেষ চিকিৎসাভিন্ন তাহা দূরীভূত হয় না। অধিকন্তু অনেকস্থলে তাহারা বরং অন্যান্য উপসর্গসহ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া রোগীর প্রাণনাশ করিয়া থাকে। বাতরোগকে শাস্ত্রকারগণ স্থান ও লক্ষণ অনুসারে অশীতিভাগে বিভাগ করিয়াছেন। এই অশীতিপ্রকার বাতরোগ শরীরের শিরা, ধমনী ও আশয়ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা,—শিরা ও স্নায়ুগত বায়ু কুপিত হইলে, আক্ষেপকের অন্তর্গত দণ্ডাপতানক, অভ্যন্তরায়াম, বহিরায়াম * ও সাধারণতঃ আক্ষেপরোগ, খল্লী (খাইলধরা), কুব্জতা ও শরীরে বেদনা উৎপন্ন হয়। আমাশয়গতবায়ু কুপিত হইলে, হৃদয়, পার্শ্ব, উদর ও নাভিদেশে বেদনা দাস্ত, বমন ও শ্বাস প্রভৃতি বিসূচিকারোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেকে বিসূচিকাকে পৃথক্‌রোগ মনে করেন, কিন্তু তাহা নহে, বিসূচিকা বাতরোগমধ্যে গণ্য। পক্বাশয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে মল ও মূত্ররোধ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও উদরাধ্মান প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বিসূচিকায়ও প্রকাশ পাইয়া থাকে; সুতরাং ঐ রোগ আমাশয় ও পক্বাশয়গত কুপিত বায়ুদ্বারা উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন অশ্মরী, মূত্রঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগও পক্বাশয়গত কুপিত বায়ু-দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পক্বাশয়গত বায়ুনাশক ঔষধ সেবনেই ঐ-সমস্ত রোগ দূরীভূত হয়। সন্ধিগত বায়ু কুপিত হইলে, আমবাতাদি রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহাতে শোথ ও শূল উৎপন্ন হয়। শুক্রগত বায়ুর প্রকোপ বশতঃ শুক্রস্রাব বা গর্ভপাত প্রভৃতি হইয়া থাকে, এইরূপ

কুপিত বায়ু দ্বারা দেহে বিবিধ রোগ প্রকাশ পায়। এই সমস্ত বাত-রোগের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং দীর্ঘকাল চিকিৎসাসাপেক্ষ ও কতকগুলি প্রায়শঃ অসাধ্য।

এক্ষণে দেখা যাউক কি কারণে বায়ু প্রকুপিত ও বাতরোগ উৎপন্ন হয়। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দোষত্রয় সমস্ত মানব-শরীরেই বিদ্যমান, তবে শরীরভেদে বাতাদির হ্রাস বৃদ্ধি—এই মাত্র প্রভেদ। কষায়, কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য এবং অপরিমিত, রুক্ষ ও লঘুদ্রব্য আহার, পূর্ব্বদিক হইতে আগত বায়ু সেবন, সন্তরণ, আঘাত, হিমলাগান, মৈথুনাদি বশতঃ ধাতুক্ষয়, মল ও মূত্রাদির বেগ ধারণ. কামবেগ, শোক, চিন্তা, ভয়, অত্যন্ত রক্তস্রাব, মাংসের ক্ষীণতা, অতিরিক্ত বমন, অত্যন্ত বিরেচন, আমদ্বারা শিরা-সমূহের অবরোধ, উপদংশদ্বারা রক্তবিকৃতি ও দূষিত প্রমেহ বা গণোরিয়া ; এবং স্বভাবতঃ বর্ষাকাল, শীতকাল, আহার জীর্ণ হওয়ার পর এবং দিবা ও রাত্রির শেষভাগ প্রভৃতি, বায়ু-বৃদ্ধির যে সমস্ত মুখ্যকারণ ও সময় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সেই সমস্ত কারণে ও সময়ে বায়ুর প্রকোপ হইলে, শারীরিক যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমবশতঃ বাতরোগের উৎপত্তি হয়। এস্থলে প্রশ্ন এই—কষায়, কটু ও তিক্তাদি দ্রব্য-সেবন বায়ু-বৃদ্ধির কারণরূপে সর্ব্বদাই বিদ্যমান, এমতাবস্থায় সর্ব্বদাই বাতরোগ উৎপন্ন হয় না কেন? তাহার উত্তর এই—জন্মাবধি যেমন আহার বিহার অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় না। তবে তাহার অন্যথা ঘটিলেই রোগ উৎপন্ন হয়।

সাধারণতঃ বায়ুর প্রকোপ-বৃদ্ধির মুখ্যকারণ ভিন্নও অনেকস্থলে গৌণ-কারণে অর্থাৎ প্রমেহ, বহুমূত্র ও শুক্রক্ষয়াদি বশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া বাতরোগ উৎপন্ন হয়। স্ত্রীলোকের সূতিকারোগে বা অত্যধিক রজঃস্রাব-বশতঃ বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হয় এবং তজ্জন্য বাতজ বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপবাস, রাত্রিজাগরণ ও কঠিন পরিশ্রম প্রভৃতি কারণেও অনেক স্থানে দুর্ব্বল ব্যক্তির সহসা বায়ুজনিতরোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এইরূপ স্বভাবতঃ বৃদ্ধকালে বা বিবিধরোগ বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন রোগ উৎপাদন করিয়া

থাকে। বৃদ্ধকালে যে বায়ুরোগ জন্মে, তাহা বয়সের পরিণত অবস্থায় বায়ুর আধিক্যবশতঃ অসাধ্য।

আক্ষেপক। আক্ষেপক বাতব্যাধি বিবিধকারণে উৎপন্ন হয়, যে সমস্ত কারণে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে, পূর্ব্বোল্লিখিত সেই সমস্ত কারণই এই রোগের নিদান বুঝিতে হইবে। এই রোগ উৎপন্ন হইলেই প্রথমাবস্থায় হাত পায়ে খিলধরা ও জ্ঞানলোপ প্রভৃতি নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মার প্রবলতা বিদ্যমান থাকে, রোগী উঠিতে বসিতে অক্ষম হয়, এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রথমতঃ বাতশ্লেষ্মনিবর্ত্তক ঔষধ প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। যেহেতু আক্ষেপে বায়ুর সহিত শ্লেষ্মা ও পিত্ত সংযুক্ত থাকে, সুতরাং আক্ষেপের প্রথমাবস্থায় তৈল, ঘৃতাদি প্রয়োগ করিলে রোগী অচিরাৎ বিপন্ন হইতে পারে; অতএব ঐ অবস্থায় স্বর্ণকস্তূরী, বৃহৎ কস্তূরী ভৈরব, বাতকুলান্তক বা চতুর্ভুজ রস প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। আক্ষেপরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মা এতদূর প্রবল হয় যে, বাতোল্বন বা বাতশ্লেষ্মোল্বন সন্নিপাত জ্বরের অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু জ্বররোগীর ন্যায় জ্বর অনুভূত হয় না, অজ্ঞানভাব বা জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইলে অথবা শরীর শীতল হইলে, স্বর্ণকস্তূরী বা চতুর্ভুজ রস প্রভৃতি ঔষধ দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। শ্লেষ্মার অত্যধিক প্রকোপবশতঃ রোগীর জ্ঞানলোপ হইলে, বৃহৎকস্তূরীভৈরব প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আক্ষেপ প্রবল হইলেও পিত্তাধিক শরীরে বাতকুলান্তক ও চতুর্ভুজ সেবন করিতে দেওয়া যায়। এই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা শ্লেষ্মার বা পিত্তের আংশিক হ্রাস হইলে, পশ্চাৎ শাম্বনস্বেদ প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রথম আক্রমণে ঐ স্বেদ প্রয়োগদ্বারা অনেকস্থানে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না, কিন্তু শ্লেষ্মা ও পিত্তের আধিক্য কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে ঐ স্বেদ সমধিক উপকারী। "মাষবলাদি পাচন" তৎসঙ্গে সেবন করাইলে আরও উপকার হয়।

উর্দ্ধগত বায়ুর বিকৃতি বশতঃ মাথার ভার, দৃষ্টিলোপ, শিরঃকম্প প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ লক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা যথেষ্ট উপকার হয়। গাত্রবেদনা ও শরীর অসার বোধ হইলে, বাত-

গজাঙ্কুশ বা মহাবাতগজাঙ্কুশ এই সঙ্গে প্রয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য দশমূল বা রাস্নাদশমূলকাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে। আক্ষেপের প্রথমাবস্থায় রোগীকে সাগু অথবা যবমণ্ড সেবন করানই কর্ত্তব্য, শীতলদ্রব্য বা অন্নভোজন ও স্নান প্রভৃতি পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক। এইরূপ চিকিৎসাদ্বারা বায়ু ও শ্লেষ্মার লাঘব হইলে, উক্ত পথ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দুগ্ধের সহিত সাগু বা যবমণ্ড প্রয়োগ করিবে; কিন্তু রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে, মাংসযূষ প্রয়োগ করা আবশ্যক; নচেৎ দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে, এই সময় ঔষধেরও পরিবর্ত্তন করা একান্ত কর্ত্তব্য; নিতান্ত প্রয়োজন বোধ করিলে, ঐ সমস্ত ঔষধের মধ্যে ২।১টী ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এই রোগ উৎপন্ন হওয়ার পর ২।৩ বা ৫ সপ্তাহ অতীত হইলে এবং রোগীর শ্লেষ্মার লাঘব ও অন্নাহার সহ্য হইলে, বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, বাত নিস্থদন রস, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, যোগরাজগুগ্‌গুলু, বাতারি রস, আমবাতারি গুগ্‌গুলু বা বাতারি গুগ্‌গুলু অথবা বাতগজেন্দ্রসিংহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থা-ভেদে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। এই সময় মধ্যে মধ্যে রাস্নাদশমূলকাথ বা দশমূলকাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে, ইহা দ্বারা কোষ্ঠ-শুদ্ধি হইয়া থাকে। যোগরাজগুগ্‌গুলু সেবনে কুপিত মল নিঃসৃত হয় এবং বায়ু অনুলোম হইয়া থাকে। যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধ বা সহজে দাস্ত পরিষ্কার হয় না, তাহাদিগকে উভয়বিধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। গাত্রে বেদনা থাকিলে বাতগজেন্দ্রসিংহ ও বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ সেবন অতি আবশ্যক। অবস্থাবিশেষে গাত্রবেদনা ও তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে অথবা শরীর সমধিক দুর্ব্বল হইলে, বাতনিস্থদন প্রয়োগ করা আবশ্যক, কিন্তু বায়ুর সহিত পিত্তাধিক্য লক্ষণ সমূহ বিদ্যমান থাকিলে, বাতকুলান্তক প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বায়ুর প্রবলতা বশতঃ অধিক আক্ষেপ পরিলক্ষিত হইলে, ত্রৈলোক্য-চিন্তামণি বিশিষ্ট অনুপানে সেবন করিতে দিবে। প্রমেহ, বহুমূত্র, ধাতু-ক্ষয় প্রভৃতি রোগে শরীর দুর্ব্বল হইলে এবং ঐ সমস্ত কারণে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ আক্ষেপ প্রকাশ পাইলে, উহা দুগ্ধসহ সেবনে বিশেষ উপকার

হয়, কিন্তু বায়ুর সহিত শ্লেষ্মার প্রকোপ প্রকাশ পাইলে, আদার রস বা তালের শাখার রস প্রভৃতির সহিত সেবন করাইবে। কেবলমাত্র বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হইলে, ত্রিফলার জল সহযোগে সেবন করিতে দিবে। এই-রূপ বিভিন্ন অনুপানে সেবন করাইলে উহাদ্বারা যাবতীয় রোগ দূরীভূত হয়। আক্ষেপরোগ ৫।৬ মাস অতীত অথবা বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হইলে, তৈল ও ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা সমধিক উপকার হয়। বলাতৈল, বায়ুচ্ছায়া-সুরেন্দ্রতৈল, কুব্জপ্রসারিণী তৈল বা ত্রিশতী প্রসারিণীতৈল অবস্থাবিশেষে অতি উপকারী। বায়ু ও পিত্তাধিক্য অবস্থায় বলাতৈল, বা বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্র-তৈল উপকারী, বিশেষতঃ মেহ, বহুমূত্র সূতিকাদোষ ও সমধিক রক্তস্রাব জনিত আক্ষেপরোগে ঐ সমস্ত তৈল মহৌষধ। যাহাদের বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রবল অথচ ঐ সমস্ত রোগ বিদ্যমান নাই, তাহাদের পক্ষে কুব্জপ্রসারণীতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারণীতৈলমর্দ্দন বিশেষ আবশ্যক। রোগ প্রবল হইলে হংসাদি-ঘৃত মালিশ করা কর্ত্তব্য, এই অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে বিষ্ণুতৈল প্রতিদিন ২০।৩০ ফোঁটা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাইলে আরও উপকার হয়, তৎসঙ্গে অপরাহ্ণে ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, প্রাতে যোগরাজগুগ্গুলু বা বাতারিগুগ্গুলু প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রমেহরোগ থাকিলে ত্রৈলোক্য-চিন্তামণির পরিবর্ত্তে যোগেন্দ্ররস সমধিক উপকারী। নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে মাথায় ত্রিশতীপ্রসারণী বা মধ্যমনারায়ণতৈল অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। এই অবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান একান্ত কর্ত্তব্য।

আক্ষেপক বাতব্যাধির অত্যন্ত পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ ১ বৎসর বা ১॥ বৎসর অতীত হইলে ঐ সমস্ত তৈল মালিশ এবং ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস, চিন্তামণিরস, চতুর্ম্মুখ, ছাগলাদ্য ঘৃত বা বৃহৎছাগলাদ্যঘৃত অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

অন্তরায়াম ও বহিরায়াম। সাধারণতঃ আক্ষেপকবাতে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, অন্তরায়াম ও বহিরায়ামেও প্রায় সেই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, যেহেতু অন্তরায়াম ও বহিরায়াম আক্ষেপকের প্রকারভেদমাত্র। অন্তরায়াম ও বহিরায়ামবাতব্যাধি শিরাগত বায়ুর কার্য্য। সুতরাং আক্ষেপক বাতের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করা উচিত। ইহাতে অজ্ঞানতা ও আক্ষেপ

লক্ষিত হইলে, প্রথমে চতুর্ভুর্জরস, বাতকুলান্তক বা স্বর্ণকস্তুরী প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে। অজ্ঞানতা বশতঃ রোগীকে ঔষধ সেবন করাইতে না পারিলে তীক্ষ্ণ নস্য অর্থাৎ মহেন্দ্রসূর্য্যরস বা মরিচাদিনস্য প্রয়োগ করিয়া রোগীর জ্ঞান সঞ্চার হইলে, ঐ সমস্ত ঔষধ প্রদান করিবে, অথবা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ২।১ বার বা বৃহৎ কফকেতু সময় সময় সেবন করাইবে। অনেক স্থানে রোগীকে পুনঃ পুনঃ সংজ্ঞাহীন হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রথমাবস্থায় নস্যাদি প্রয়োগ দ্বারা জ্ঞান-সঞ্চার হইলে এবং ঐ সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে, পুনরায় অজ্ঞানতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না অর্থাৎ রোগীর কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞানসঞ্চার হইয়া থাকে। এইরূপে জ্ঞানসঞ্চার হইবামাত্র ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে অজ্ঞানতা ও আক্ষেপ দীর্ঘকাল পরে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত ঔষধ সেবন ও মহারাস্নাদিকাথ বা দশমূলকাথ সেবন করান আবশ্যক ; অবস্থা বিশেষে রাস্নাদশমূল কাথ এরণ্ডতৈলের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপভাবে ৭।৮।১০ দিন বা ২।৩ সপ্তাহ অতীত ও দোষের লাঘব হইলে, রোগীকে অন্নপথ্য এবং বল অথচ পুষ্টিকারক অন্যান্য পথ্য ও উষ্ণজলে স্নান ব্যবস্থা করিবে এবং অন্নপথ্য প্রদান করিবার পর পূর্ব্বোক্ত আক্ষেপকের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য, বাতারিগুগ্‌গুলু বা যোগরাজ গুগ্‌গুলু প্রভৃতি প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে ও অন্যান্য ঔষধ পূর্ব্বোক্ত অনুপান সহযোগে সেবন করিতে দিবে। রোগ ক্রমশঃ পুরাতন হইলে সর্ব্বাঙ্গে কুব্জপ্রসারণী বা ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল মালিশ করিতে দিবে ; অবস্থাবিশেষে শরীর অত্যন্ত কৃশ ও বায়ু বা পিত্তাধিক হইলে, বিশেষতঃ প্রমেহ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান থাকিলে, বলাতৈল বা বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল রোগীকে মর্দ্দন করিতে দিবে। রোগীর বয়স অধিক হইলে বৃহৎমাষতৈল প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ত্রৈলোক্য চিন্তামণি, চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ বা যোগেন্দ্ররস অবস্থাবিশেষে সেবন করিতে দেওয়া আবশ্যক। এই রোগ অতি পুরাতন অর্থাৎ ১।২ বৎসর অতীত হইলে বৃহৎছাগলাদ্যঘৃত বা নকুলাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

দণ্ডক ও দণ্ডাপতানক। দণ্ডাপতানকরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্য

থাকে, সুতরাং বাতশ্লেষ্মজনিত বিকার প্রবলভাবে প্রকাশ পায়, কিন্তু দণ্ডক বাতব্যাধিতে কেবলমাত্র বায়ুরই প্রবলতা থাকে। এই দুই প্রকার বাত-ব্যাধির মধ্যে দণ্ডাপতানক কষ্টসাধ্য। আক্ষেপকরোগে যে সমস্ত ঔষধ নিরূপণ করা হইয়াছে, দণ্ডাপতানকের প্রথমাবস্থায় সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগী জ্ঞানশূন্য হইলে, প্রথমে নস্য প্রয়োগ দ্বারা চৈতন্য উৎপাদন করিয়া, তৎপরে আক্ষেপকরোগের ন্যায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ২।৩ সপ্তাহ অতীত হইলে এবং অন্নপথ্য সহ্য হইলে, যোগরাজ গুগ্‌গুলু, আমবাতারি-গুগ্‌গুলু, ত্রৈলোক্য চিন্তামণি এবং স্বেদ-প্রদান প্রভৃতি যে সমস্ত ঔষধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে। এই রোগে শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে অবস্থাবিশেষে রসোনপিণ্ডও প্রয়োগ করা যায়। দণ্ডকবাতব্যাধি রোগে বায়ুনাশক ঔষধ অর্থাৎ ত্রৈলোক্যচিন্তামণি বা চিন্তামণি, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক বাতারিগুগ্‌গুলু এবং পুরাতন অবস্থায়, তৈলমর্দ্দন ও ঘৃত সেবন দ্বারা যদিও উপকার হয়, তথাপি দেশ কাল পাত্র অনুসারে সাধারণতঃ আক্ষেপক চিকিৎসার নিয়মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বটিকা কাথ বা গুগ্‌গুলুসেবন এবং তৈলমর্দ্দন রোগীর অবস্থানুসারে আবশ্যক হইতে পারে, সুতরাং দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া সেই সমস্ত ব্যবস্থা করিবে।

ধনুস্তম্ভ। ধনুস্তম্ভরোগেও অন্তরায়ামের ন্যায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগ অন্তরায়াম অপেক্ষা কষ্টসাধ্য। ধনুস্তম্ভরোগে অনেক স্থলে জ্ঞানলোপ হইতে দেখা যায়। অজ্ঞান হইলে জ্ঞানসঞ্চারার্থ মহেন্দ্রসূর্য্যরস বা মরিচাদি নস্য প্রয়োগ দ্বারা রোগীর জ্ঞান উৎপাদন করিয়া অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ধনুস্তম্ভরোগে অনেক স্থলে ঔষধ ও নস্যাদি দ্বারাও জ্ঞান-সঞ্চার হয় না এবং ঐ সকল রোগীকে কোন ক্রমেই ঔষধ সেবন করান যায় না, এরূপ দেখা গিয়াছে; এমতাবস্থায় ঐ সকল রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মরিচাদিনস্য বা মহেন্দ্রসূর্য্যরস প্রভৃতি প্রয়োগ এবং প্রলেপাদি দ্বারা জ্ঞান-সঞ্চার হইলে, আক্ষেপকরোগের চিকিৎসার ন্যায় বাতকুলান্তক, চতুর্ভুজরস বা স্বর্ণকস্তূরী প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। ত্রৈলোক্যচিন্তামণি এই অবস্থায় দিনে ২।১ বার মাত্র সেবন ও পুনঃ পুনঃ স্বেদপ্রদান করা অতি আবশ্যক। এই রূপে ১ সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহ অতীত এবং অজ্ঞানতা ক্রমশঃ হ্রাস হইলে,

রোগীকে পুষ্টিকর খাদ্য ও অন্নপথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। উষ্ণজল শীতল করিয়া স্নান ও পান করিতে দিবে। অন্নাহার করিতে আরম্ভ করিলে প্রত্যহ যাহাতে ২।৩ বার দাস্ত পরিষ্কার হয়, এরূপ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ প্রদান করা আবশ্যক; এই অবস্থায় ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, চিন্তামণি বা যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে সেবন ও কুব্জপ্রসারিণীতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারিণী-তৈল সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে, অতি কৃশ ও দুর্ব্বল রোগীকে ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎছাগলাদ্যঘৃত প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে, ঘৃতসেবনকালে বিরেচনার্থ যোগরাজগুগ্‌গুলু বা বাতারিগুগ্‌গুলু প্রভৃতি সেবন করাইবে না; যেহেতু ঘৃতসেবনদ্বারাই কোষ্ঠ-শুদ্ধি ও বায়ুর অনুলোম হয়। এই ধনুস্তম্ভরোগ কষ্টসাধ্য। এই রোগে যথাবিধি স্নান, আহার ও ঔষধসেবন এবং তৈলমর্দ্দন নিতান্ত আবশ্যক। যেহেতু এই রোগ একটু হ্রাস হইয়া পুনরায় প্রবল হইতে দেখা যায়। ধনুস্তম্ভরোগী উৎকট শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কার্য্য একেবারে পরি-ত্যাগ করিবে।

কুব্জতা। কুব্জতা নামক বাতব্যাধিতে বহিরায়ামের ন্যায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। বহিরায়ামে যে সমস্ত ঔষধ পূর্ব্বে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এই রোগেও সেই সমস্ত ঔষধ ও স্বেদ উপযুক্ত সময় প্রদান করিবে এবং কুব্জবিনোদরস, সিংহনাদ গুগ্‌গুলু, বা ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু ব্যবস্থা করিবে। ঐ সকল ঔষধে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে বৃহৎসিংহনাদগুগ্‌গুলু ২ দিন অন্তর প্রাতে সেবন করাইবে ও কুব্জপ্রসারিণীতৈল, বৃহৎ সৈন্ধবাদিতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল রোগীর পৃষ্ঠদেশে মালিশ করিতে দিবে। রোগীর অন্নাহার সহ্য হইলে উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা দ্বারা স্নান এবং উষ্ণজল পান ব্যবস্থা করিবে।

অপতন্ত্রক। অপতন্ত্রক বাতব্যাধি ধনুস্তম্ভের ন্যায় কষ্টপ্রদ। এই রোগে আক্রান্ত হইলে, রোগীর জ্ঞানলোপ এবং অতিকষ্টে শ্বাসক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া থাকে ও রোগী অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করে। অপতন্ত্রক রোগের ন্যায় ধনুস্তম্ভে তাদৃশ অব্যক্ত শব্দ উচ্চারিত হয় না। এই রোগে শ্বাস প্রশ্বাস-

বাহিনী ধমনী বাতশ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত হইলে উহার কার্য্য রুদ্ধ হয়, সুতরাং রোগী অচেতন হইয়া হস্তপদাদি ক্ষেপণ করে ; অতএব প্রথমতঃ জ্ঞান-সঞ্চার জন্য মরিচাদিনস্য বা মহেন্দ্রসূর্য্যরস প্রভৃতি তীক্ষ্ণনস্য প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। জ্ঞান-সঞ্চার হইলে বায়ু ও শ্লেষ্মজনিত বিকারনাশক চতুর্ভুজরস বা বাতকুলান্তক প্রদান করা নিতান্ত প্রয়োজন। আবশ্যক হইলে, স্বর্ণকস্তুরী বা বৃহৎ কস্তুরীভৈরব প্রভৃতি ঔষধও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বায়ুর আধিক্য থাকিলে, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি দিনে ২।১ বার ও রাত্রে ১ বার সেবন করাইবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা রোগীর আক্ষেপ এবং মোহ মন্দীভূত হইলে, রোগীকে স্বেদপ্রদান ও আক্ষেপক চিকিৎসোক্ত অন্যান্য কাথ, বটিকা ও রসোনপিণ্ড সেবন করিতে দিবে। ১০।১২ দিন অতীত হইলে, অন্নপথ্য প্রদান করিয়া কোষ্ঠশোধক যোগরাজগুগ্গুলু বা বাতারিগুগ্গুলু ব্যবস্থা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে, রোগীকে ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল বা কুব্জ-প্রসারণী তৈল মালিশ এবং ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, চিন্তামণি বা যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। রোগীর মেহ বা অন্যান্য উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

অপতানক। অপতানক বাতব্যাধিতে অপতন্ত্রকের ন্যায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগ উৎপন্ন হইলে, তীক্ষ্ণনস্য প্রদানদ্বারা জ্ঞান-সঞ্চার এবং পূর্ব্ববৎ ঔষধ প্রদান করিবে। দোষের হ্রাস হইলে রোগীকে মাংস যুষ সহ অন্ন পথ্য প্রদান ও উষ্ণজলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে। পুরাতন অবস্থায় পূর্ব্ববৎ তৈলমর্দ্দন ও ঘৃতসেবন আবশ্যক। এই রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে প্রায়শঃ আরোগ্য হইতে দেখা যায় না; সুতরাং প্রথমাবস্থায় অতি যত্নসহকারে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। গর্ভপাত, শোণিত-স্রাব বা অভিঘাতজন্য অপতানক বাতব্যাধি অসাধ্য হইলেও যত্নপূর্ব্বক তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

পক্ষাঘাত। প্রমেহ, বহুমূত্র, সূতিকা, উদরাময়, শোণিতস্রাব বা শোণিত বিকৃতি প্রভৃতি নানাকারণে কালক্রমে পক্ষাঘাত প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। পক্ষাঘাত রোগে বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইলে সহসা বাতজনিত

বিকার উপস্থিত হয়. এইরূপ বিকার লক্ষিত ও রোগীর জ্ঞানরহিত হইলে রোগীকে পূর্ব্ববৎ মহেন্দ্রসূর্য্যরস বা তুরঙ্গাদিনস্য প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং জ্ঞানসঞ্চার হইলে চতুর্ভুজরস, বাতকুলান্তক, স্বর্ণকস্তুরী বা বাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ পূর্ব্ববৎ প্রদান করিবে। এই অবস্থায় সর্ব্বশরীরে শাল্বনস্বেদ প্রয়োগ ও মাষবলাদিকাথ প্রাতে সেবন ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। জ্ঞান-সঞ্চার হইলে রোগীর যাহাতে পুনরায় জ্ঞানলোপ না হয়, তাদৃশ চিকিৎসা প্রথমতঃ কর্ত্তব্য। অন্নপথ্য সহ্য না হওয়া পর্য্যন্ত এইভাবে চিকিৎসা করিবে। অনন্তর অন্নপথ্য সহ্য হইলে, রোগীকে বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ বা বাতনিসূদনরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পক্ষাঘাতরোগ বেদনা রহিত হইলে একেবারে অসাধ্য হয়। পূর্ব্বোক্ত ঔষধ যথানিয়মে প্রয়োগকালে রোগীকে দিনে অন্নাহার ও রাত্রিতে রুটী পথ্য দিবে। রোগীর জ্বর অনুভূত হইলে, বাতনিসূদনরস, বাতগজাঙ্কুশ এবং মহাপিপ্পল্যাদ্য কাথ প্রয়োগ করিবে ও তৎসঙ্গে স্নানবন্ধ রাখিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, বিরেচনযোগ্য ব্যক্তিকে সপ্তাহে ২। ১ বার বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু এবং প্রত্যহ প্রাতে রসোনপিণ্ড ও বৈকালে বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ সেবন করাইবে। বৃহৎসৈন্ধবাদ্যতৈল বা কুব্জ-প্রসারণীতৈল প্রতিদিন মালিশ করাইয়া উষ্ণজল দ্বারা শরীর ধৌত করাইবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা অনেক স্থানে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু প্রমেহ, বহুমূত্র, উদরাময় বা সূতিকারোগ প্রভৃতি কারণে অর্দ্ধাঙ্গবাত প্রকাশ পাইলে, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ঔষধ সেবন না করাইয়া বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ, বাতনিসূদনরস বা বাতগজেন্দ্রসিংহ সেবন করিতে দিবে। প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে তজ্জন্য যোগেন্দ্ররস, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর দিনে ১ বার মাত্র প্রয়োগ করা আবশ্যক। বাতের জন্য সৈন্ধবাদ্যতৈল বা কুব্জপ্রসারণীতৈল, পূর্ব্ববৎ রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে; কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে প্রাতে যোগরাজগুগ্‌গুলু ব্যবস্থা করিবে।

পক্ষাঘাত ২। ৩ মাস গত হইলে এবং অবস্থান্তর পরিলক্ষিত না হইলে, রোগীকে রসোনাষ্টক, বাতারিগুগ্‌গুলু, বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, জ্বর বিদ্যমান না থাকিলে প্রাতে বৃহৎ বাতারিতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল ২। ৩ ঘণ্টা মালিশ করাইয়া স্নান করাইবে এবং

বৈকালে হংসাদিঘৃত ২। ১ ঘণ্টা মর্দ্দন করিতে দিবে। প্রমেহদোষ বা শুক্র-ক্ষয় বশতঃ শরীর দুর্ব্বল হইলে, দুর্ব্বলতানাশক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক; যেহেতু প্রমেহদোষ ও তজ্জনিত দুর্ব্বলতা হ্রাস না হইলে, কোনও ঔষধে তাদৃশ উপকার হয় না।

পক্ষাঘাতরোগ ৬। ৭ মাস বা ১ বৎসর অতীত হইলে অথচ অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে, রোগীর বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অবস্থার উপর দৃষ্টিপ্রদান করা কর্ত্তব্য। রোগের এইরূপ পুরাতন অবস্থায় শরীরের হ্রাস বৃদ্ধি, জ্বর, মেহ, রক্তদুষ্টি, মূত্রকৃচ্ছ্র, শরীরে স্পর্শজ্ঞানাভাব, রাত্রিতে নিদ্রার অভাব ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি অবস্থার উপর লক্ষ্যরাখা আবশ্যক অর্থাৎ ঐ সমস্ত লক্ষণ বিশেষরূপে অবগত হইয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিবে। শরীরে পূর্ব্ববৎ মেদোভাব বা শরীরের স্থূলতা অনুভূত হইলে, রসোনকল্ক ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া সেবন করিতে দিবে, অনন্তর দোষের হ্রাস হইলে রসোনাষ্টক সেবন করাইবে, কিন্তু মেহদোষে প্রস্রাবে জ্বালা বা অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে অথবা রোগীর শরীর বাতপিত্তপ্রধান হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। এই অবস্থায় অন্যান্য ঔষধ-সেবন ও গাত্রে তৈল বা ঘৃত মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে।

যাহাদের শরীর বাতপিত্তাধিক ও কৃশ তাহাদের শুক্রস্রাব ও প্রস্রাবে জ্বালা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে অথবা স্ত্রীলোকের সূতিকাদোষ বশতঃ পক্ষাঘাত প্রকাশ পাইলে, অতি বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ কোনও উপকার হয় না। প্রমেহ ও শুক্রক্ষয়াক্রান্ত অথবা বায়ুপিত্তপ্রধান, কৃশ অথচ বয়ঃস্থ ব্যক্তির পক্ষাঘাত প্রকাশ পাইলে এবং পুরাতন অবস্থায় অন্যান্য ঔষধে বিশেষ উপকার না হইলে, মাষবলাদিতৈল বা মহামাষতৈল-মালিশ এবং বৃহৎছাগলাদ্যঘৃত বা অশ্বগন্ধাঘৃত, চতুর্ম্মুখরস বা যোগেন্দ্ররস সেবন করিতে দিবে।

সূতিকাজনিত পক্ষাঘাতরোগে শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় মহাকুক্কুটাদ্যতৈল বা মাষবলাদিতৈল গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে। অনেকস্থলে রোগ পুরাতন হইলে, বৃহৎসৈন্ধবাদিতৈল, কুব্জপ্রসারণী তৈল বা হংসাদি ঘৃত মালিশদ্বারাও উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ুপিত্তাধিক

শরীরে বিশেষতঃ দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে তৈলপ্রয়োগই প্রশস্ত। সূতিকাদোষ-জনিত পক্ষাঘাতরোগ অসাধ্য হইলেও সূতিকারোগে জ্বরাদি দোষ হইতে যে পক্ষাঘাত হয়, তাহা অসাধ্য নহে। প্রসবান্তে অত্যধিক রক্তঃ স্রাবাদি দোষে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ পক্ষাঘাত হইলে, সেই পক্ষাঘাতই অসাধ্য। শোণিতস্রাব বা গর্ভপাত জনিত পক্ষাঘাতে আক্রান্তা রোগিণীর শরীর সবল হইলে, অনেকস্থলে তাহার রোগ সাধ্য হয়। বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষাঘাত কোনমতেই একেবারে বিনষ্ট হয় না, ঐ পক্ষাঘাতই উহাদের প্রাণনাশক হয়। পুরুষের ষাট বৎসর অতীত হইলে এবং স্ত্রীলোকের ৪০ বৎসর অতীত হইলে, পক্ষাঘাতরোগ প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না; কিন্তু শরীর সবল হইলে আবার কখন কখন আরোগ্য হইতেও দেখা যায়, পক্ষাঘাত-রোগে শরীরের ঊর্দ্ধভাগ বা নিম্নভাগ আক্রান্ত হইলে, রোগ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়।

সর্ব্বাঙ্গবাত। সর্ব্বাঙ্গবাতে সন্ধিতে বেদনা ও ভঙ্গবৎপীড়া অনুভূত হয় এবং রোগী ক্রমশঃ কার্য্যাক্ষম হয়। সর্ব্বাঙ্গবাতের প্রথমাবস্থায় বিশেষ উপদ্রব না থাকিলে, শাম্বনস্বেদ বা শঙ্করস্বেদ প্রদান করিবে, কিন্তু সন্ধিস্থানে বেদনা অধিক হইলে বাতাধিক, কৃশ ও বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে উহা প্রযোজ্য নহে। প্রথমাবস্থায় স্বেদপ্রয়োগ যেরূপ আবশ্যক, বাতনাশক বাতগজাঙ্কুশ, রসোনাষ্টক, বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু, আমবাতারিবটিকা, রাস্নাদশমূল বা মহা-রাস্নাদিকাথ প্রয়োগও সেইরূপ আবশ্যক। জ্বর থাকিলে তজ্জন্য বাতনিসূদন-রস ও মহাপিপ্পল্যাদ্য কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় মধ্যাহ্নে অন্নাহার বন্ধ করিয়া রুটী, মাংসযূষ বা মুদগযূষ ও রাত্রিতে যবমণ্ড (বার্লি) সেবন করিতে দিবে। অনন্তর এইরূপ চিকিৎসাদ্বারা বেদনা হ্রাস হইয়া আসিলে রোগীকে দিনে অন্নাহার ও রাত্রিতে রুটীসেবন ব্যবস্থা করিবে। এই সময়ে রসোনাষ্টক, বাতগজাঙ্কুশ বা আমবাতারি বটিকা প্রভৃতি ঔষধসেবন এবং পূর্ব্ববৎ স্বেদপ্রদান করা আবশ্যক। কারণ এই সকল ঔষধে প্রত্যহ ২।১ বার কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বেদনা আপনিই হ্রাস হইতে থাকে।

অনন্তর বেদনাহ্রাস হইলে, রোগীর সর্ব্বশরীরে বৃহৎসৈন্ধবাদিতৈল বা স্বল্পপ্রসারণীতৈল মালিশ করিতে দিবে এবং রসোনপিণ্ড বা যোগরাজগুগ্গুলু

প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে সেবন করাইবে। বাতাধিক্য অবস্থায় বৃহৎ বাত-গজাঙ্কুশ বা বাতনিসূদন রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য বর্ত্তমান থাকিলে ও রোগী তীক্ষ্ণবিরেচনযোগ্য বিবেচিত হইলে সিংহ-নাদ গুগ্‌গুলু সপ্তাহে ২।১ বার সেবন এবং পূর্ব্বনিয়মে প্রত্যহ অন্যান্য ঔষধ সেবন করাইবে। প্রতিদিন উষ্ণজল শীতল করিয়া সেই জলে স্নান করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ অথবা বৃহৎ চিন্তামণি, বা ত্রৈলোক্য চিন্তামণি প্রভৃতি বাতপিত্তাধিক্যে সেবন ও বৃহৎবাতারিতৈল বা কুব্জপ্রসারিণীতৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে। রোগীর প্রমেহ, বহুমূত্র বা অন্য কোন রোগ বিদ্যমান থাকিলে, তজ্জন্য ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য; এরূপভাবে দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিলে রোগী মুক্তিলাভ করিতে পারে। পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীরে যে দোষ প্রবল থাকে, তদনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

হনুগ্রহ। হনুগ্রহরোগে রোগী অতিকষ্টে চর্ব্বণ করিতে ও কথাবলিতে পারে। কোন দ্রব্য চর্ব্বণ করিবার সময় এই রোগ সহসা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। রোগী পূর্ব্বে ইহার কারণ কিছুই অনুভব করিতে পারে না; এমন কি হাসিতে হাসিতে এই উৎকোট রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং রোগীর দন্ত-কপাট বন্ধ হয়। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র নস্য প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে উপকার হয়, তৎপরে নারদীয়মহালক্ষ্মী-বিলাস বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে অথবা রোগীর ঊর্দ্ধ এবং অধোহনুতে প্রসারিণীতৈল, কুব্জপ্রসারিণীতৈল, ত্রিশতী-প্রসারিণীতৈল বা বৃহৎমাষতৈল মালিশ করিয়া স্বেদপ্রদান করিবে ও ঊর্দ্ধ হনুকে ঊর্দ্ধদিকে এবং অধোহনুকে নিম্নদিকে বিস্তৃত করিবে। তৎপর পিপুল ও আদা সমভাগে বাটিয়া উষ্ণজলসহ সেবন করাইয়া বমন করাইবে; ইহা দ্বারা দোষের লাঘব হইলে স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস, নারদীয়মহালক্ষ্মীবিলাস বা রসো-নাষ্টক প্রয়োগ করিবে অথবা এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া দশমূলকাথ সেবন করিতে দিবে। এই নিয়মে ঔষধ সেবন করাইলে দোষ অনেকাংশে হ্রাস হয়। প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ দোষের হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে অন্নাহার না করাইয়া লঘুপথ্য সেবন করিতে দিবে ও প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধির ব্যবস্থা

করিবে। ৩।৪ সপ্তাহ অতীত হইলে বাতপিত্তাধিক রোগীর মস্তকে ও হস্ত-দেশে প্রসারিণীতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল মালিশ করিতে দিবে। অবস্থা-বিশেষে ষড়বিন্দুতৈলদ্বারা নস্য প্রদান করা যায়। কিন্তু নস্য প্রয়োগ সমস্ত অবস্থায় কর্ত্তব্য নহে। রোগ পুরাতন হইলে পুষ্পরাজপ্রসারিণী তৈল মর্দ্দন ও চিন্তামণি বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। রাত্রিতে সুনিদ্রা না হইলে মধ্যমনারায়ণতৈল মাথায় মালিশের ব্যবস্থা করিবে। অপরাহ্নে ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎছাগলাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিবে। এই ঘৃত সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বিরেচনার্থ অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা হয় না।

মূকত্ব, মিন্‌মিনত্ব ও গদ্‌গদতা। মূকত্ব, মিন্‌মিনত্ব ও গদ্‌গদতা-রোগে কুপিতবায়ু শব্দবাহিনী শিরাসকলকে আচ্ছাদিত করিয়া ঐ সকল রোগ উৎপাদন করে। রোগের প্রথম অবস্থায় মরিচাদিনস্য বা সৈন্ধবাদিনস্য প্রয়োগ করিবে, যেহেতু নস্যদ্বারা শব্দবাহিনী শিরাসকল সংশোধিত হয়, ইহা অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। তদনন্তর নস্যপ্রয়োগ দ্বারা অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে, বৃহৎ মহালক্ষ্মীবিলাস বা মহালক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে) সেবন করিতে দিবে। রোগীকে স্নিগ্ধ দ্রব্যাদি সেবন ও মাথায় তৈলমর্দ্দন করিতে দিবে না। দোষ প্রশমন না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে কোষ্ঠ-শুদ্ধি থাকে, এরূপ লঘুপথ্য অর্থাৎ দুগ্ধসহযোগে যবমণ্ড (বার্লি) বা সাগু সেবন করিতে দিবে। দেশ, কাল, বয়স ও রোগীর অবস্থানুসারে বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হইলে, প্রথমাবস্থায় উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা দ্বারা মাথা ধৌত করান উচিত এবং ২।৩ দিন পরে দোষের লঘুতা বিবেচনা করিয়া মাথায় ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল বা মধ্যমনারায়ণ তৈল মর্দ্দন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য ; কিন্তু প্রথমাবস্থায় বায়ুর অত্যন্ত রুক্ষতা ভিন্ন এরূপ ব্যবস্থা কুত্রাপি সমীচীন নহে। সাধারণতঃ রোগের পুরাতন অবস্থায়ই এইরূপ ঔষধ প্রদান করা যুক্তিযুক্ত। নূতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে, পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবন এবং কল্যাণ লেহ বা রসোনপিণ্ড সেবন করিতে দিবে। এই সমস্ত ঔষধ দ্বারা বাক্যের জড়তার লাঘব হয় এবং শারীরিক বল বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রোগ পুরাতন হইলে মহালক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে) এবং স্বল্প

ছাগলাদ্য ঘৃত, সারস্বতঘৃত বা নকুলাদ্য ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বায়ু ও পিত্তাধিক শরীরে নকুলাদ্য ঘৃত বা ছাগলাদ্য ঘৃত এবং বাতশ্লেষ্মপ্রবল অবস্থায় সারস্বত ঘৃত বা স্বল্প ছাগলাদ্য ঘৃত ব্যবস্থা করিবে। ত্রিশতীপ্রসারিণী তৈল বা পুষ্পরাজপ্রসারিণী তৈল অবস্থাভেদে স্নানের পূর্ব্বে মর্দ্দন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যহ উষ্ণজল শীতল করিয়া সেই জলে রোগীকে স্নান করান আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত বাক্যের জড়তা দূরীভূত না হয়, তাবৎ এই নিয়মে ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করিবে।

অর্দ্দিত। অর্দ্দিতরোগ অতি কঠিন। এই রোগের প্রথমাবস্থায় বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। রোগারম্ভে দোষের বলাবল নিরূপণ করিয়া মরিচাদিনস্য বা তুরঙ্গাদিনস্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। নস্যপ্রয়োগকালে বমন হইলেও তাহাতে রোগের অনেক লাঘব হয়। প্রথমাবস্থায় কেবলমাত্র নস্যপ্রয়োগ দ্বারা দোষের লাঘব হয় মাত্র, কিন্তু রোগ একবারে দূরীভূত হয় না, সুতরাং ঐ অবস্থায় সেবনের জন্য বৃহৎ নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস (মতান্তরে) বা মাষবলাদিক্বাথ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। পিত্তাধিক ব্যক্তির শ্লেষ্মা হ্রাস হইলেই দশমূলাদ্য ঘৃত ছাগলাদ্য ঘৃত, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত অথবা নকুলাদ্য ঘৃত সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত বটিকা ও ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। অধিকন্তু তৎসহযোগে রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে যোগরাজ গুগ্গুলু অথবা এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপে রাস্নাদশমূল ক্বাথ সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। এরূপ অবস্থায় রোগীকে মধ্যাহ্নে অন্ন এবং রাত্রিতে দুগ্ধসহ রুটী ব্যবস্থা করিবে। রোগী চর্ব্বণ করিতে অক্ষম হইলে, দুগ্ধসহযোগে যবমণ্ড বা সাগু দেওয়া যাইতে পারে। শ্লেষ্মার হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত তৈলমর্দ্দন বা শীতল জলে স্নান করিতে দিবে না। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঔষধ সেবন দ্বারা শ্লেষ্মার হ্রাস হইলে, মস্তকে পুষ্পরাজপ্রসারিণীতৈল, ত্রিশতীপ্রসারিণী তৈল বা বৃহৎমাষতৈল অবস্থা বিশেষে মর্দ্দন ও ত্রৈলোক্যচিন্তামণি বা যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, পূর্ব্বোক্ত তৈল এবং ছাগলাদ্য ঘৃত, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত বা দশমূল ঘৃত রোগীকে

সেবন করাইবে এবং বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে ষড়বিন্দুতৈলের নস্য প্রয়োগ করিবে।

মন্যাস্তম্ভ। মন্যাস্তম্ভের প্রথমাবস্থায় গ্রীবাদেশে প্রবল বেদনা থাকিলে, শঙ্করস্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কুক্কুটের ডিম্বের দ্রবাংশ লবণ ও পুরাতন ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া উষ্ণকরত মর্দ্দন করিতে দিবে অথবা পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন পূর্ব্বক আকন্দ পাতা বা এরণ্ডপত্র তদুপরি স্থাপিত করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। এই অবস্থায় সেবনের জন্য বাতগজাঙ্কুশ বা মহাবাত-গজাঙ্কুশ প্রভৃতি ব্যবস্থা করা আবশ্যক। স্বেদ-প্রদান এবং ঔষধসেবনদ্বারা গ্রীবাদেশস্থিত বেদনা অনেকাংশে দূরীভূত হয়। রোগীর জ্বরভাব লক্ষিত হইলে, বাতগজাঙ্কুশ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, উহাদ্বারা জ্বর ও বাত উভয়ই হ্রাস হয়। আমবাতারিবটিকা বা যোগরাজগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য এই অবস্থায় প্রয়োগ করা আবশ্যক। ঐ সকল ঔষধ দ্বারা দোষের হ্রাস এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে রোগ সহজে দূরীভূত হয়। রোগের প্রবল অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত বটিকা এবং ভেদক ঔষধ অর্থাৎ আমবাতারি বটিকা ও যোগরাজ গুগ্‌গুলু উভয়ই সেবন করিতে দিবে। মন্যাস্তম্ভ রোগে অবস্থাবিশেষে রসোনাষ্টক বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড রোগীকে সেবন করাইলে এবং গ্রীবায় বৃহৎসৈন্ধবাদ্যতৈল, স্বল্পপ্রসারিণীতৈল বা কুব্জপ্রসারিণীতৈল মর্দ্দন করিতে দিলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির পক্ষে রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড প্রভৃতি সেবন ও ঐ সমস্ত তৈলমর্দ্দন উভয়ই প্রযোজ্য। রোগের প্রথমাবস্থায় শীতল জলে স্নান ও মাথায় তৈলমর্দ্দন নিষিদ্ধ। জ্বরভাব লক্ষিত হইলে বা বেদনার আধিক্য থাকিলে, অন্নাহার বন্ধ করিয়া রুটী বা যবমণ্ড অর্থাৎ বার্লি সেবন করিতে দিবে। বেদনা না থাকিলে ও শ্লেষ্মার হ্রাস হইলে মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রে রুটী খাইতে দিবে। পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্ত প্রবল হইলে রোগীকে দুই বেলাই অন্ন-পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। সহ্য হইলে মাথায় তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা দ্বারা স্নান করাইবে।

বাহুশোষ। বাহুশোষ বাতব্যাধিতে স্কন্ধদেশস্থ বায়ু স্কন্ধের বন্ধনকে

শোষণ করে, এবং অংশবন্ধনীর শুষ্কতাহেতু বাহুশোষরোগ প্রকাশ পায়। ঐ রোগে বেদনা থাকে এবং ঐ বেদনা সময় সময় প্রবল হয় ও সময় সময় হ্রাস হয়, আবার অবস্থাবিশেষে একবারে লোপ হয়। বেদনা লোপ হইলে, বাহুর স্পর্শশক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে হ্রাস হইতে থাকে। রোগের প্রথমাবস্থায় বেদনা থাকিলে, বাতগজাঙ্কুশ বা মহাবাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ ও ব্যাধিস্থানে শঙ্করস্বেদ প্রদান করিবে। ধুতুরাপাতা বা আকন্দপাতা হস্তে বেষ্টন করিয়া স্বেদ প্রয়োগ ও পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার হয়। রোগীর জ্বরভাব থাকিলে, বাতগজাঙ্কুশ, বাতগজকেশরী বা বাতনিসূদন ও মহাপিপ্পল্যাদ্য কাথ এবং অবস্থাবিশেষে রাস্নাসপ্তক বা মহারাস্নাদিকাথ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে, রাস্না দশমূলকাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে এবং অন্নাহার বন্ধ করিয়া রুটী, যবমণ্ড প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। এইরূপ চিকিৎসায় বেদনা অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইলে, মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে আটার রুটী খাইতে দিবে। এই অবস্থায় হস্তে বৃহৎসৈন্ধবাদ্যতৈল, স্বল্পপ্রসারণীতৈল বা কুব্জপ্রসারণীতৈল মালিশ এবং বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, রসোনপিণ্ড বা বাতারিগ্‌গুলু প্রভৃতি অবস্থাভেদে সেবন করাইবে। ফলতঃ যাহাতে প্রত্যহ ২। ৩ বার কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, এরূপ ঔষধের ব্যবস্থাকরা একান্ত কর্ত্তব্য। উল্লিখিত ঔষধে দাস্ত না হইলে যোগরাজগুগ্‌গুলু বা আমবাতারিবটিকা প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। বাতাধিক ও বৃদ্ধব্যক্তিকে বৃহৎমাষতৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। ক্ষীণ ও বৃদ্ধব্যক্তিকে আবশ্যক হইলে, ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত সেবন করান যাইতে পারে, কিন্তু বায়ুর প্রকোপ বশতঃ হাত শুষ্ক হইলে পূর্ব্বাহ্নে পূর্ব্বোক্ত তৈল ও অপরাহ্নে হংসাদিঘৃত বাহুতে মর্দ্দন করিতে দিবে, ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার হয়। এই সময় অশ্বগন্ধাঘৃত সেবন করাইলে আরও উপকার পাওয়া যায়। এই অবস্থায় রোগীর মাথায় তৈল-মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজল শীতল করত সেই জলে রোগীকে স্নান করাইবে ও পুষ্টিকারক দ্রব্য সেবন করিতে দিবে।

অববাহুক। অববাহুকবাতব্যাধির প্রথমাবস্থায় পূর্ব্ববৎ শঙ্করস্বেদ এবং অবস্থাবিশেষে অন্যান্য স্নিগ্ধস্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই রোগে বালুকা প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা রুক্ষস্বেদপ্রদান কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বাবস্থায় স্নিগ্ধস্বেদ প্রয়োগ

করা বিধেয়। বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে বাতগজাঙ্কুশ, বাতারিগুগ্‌গুলু বা রসোনাষ্টক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। মাষবলাদি কাথ অবস্থাবিশেষে প্রাতে একবার মাত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য প্রত্যহ, আমবাতারিগুগ্‌গুলু বা যোগরাজগুগ্‌গুলু সেবন করাইলে ২। ৩ বার দাস্ত হইয়া বিশেষ উপকার হয়। এইরূপ ভাবে চিকিৎসা করিয়া উপকার লক্ষিত হইলে ২। ৩ সপ্তাহ পরে রসোনপিণ্ড, বাতনিসূদনরস বা বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তিকে যোগরাজগুগ্‌গুলু, ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু বা পথ্যাদিগুগ্‌গুলু এবং বাতগজকেশরী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির শ্লেষ্মার হ্রাস হইলে, প্রাতে কুব্জপ্রসারণীতৈল, বৃহৎবাতারিতৈল বা বৃহৎসৈন্ধবাদিতৈল ও অপরাহ্নে হংসাদিঘৃত মর্দ্দন করিতে দিবে। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তিকে মাষতৈল, মহামাষতৈল বা মাষবলাদি তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বা কৃশ হইলে অশ্বগন্ধা ঘৃত সেবন করান কর্ত্তব্য। স্বল্পছাগলাদ্য ঘৃত প্রয়োগ দ্বারাও উপকার হয়। রোগের পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্তাধিক ব্যক্তিকে চতুর্ম্মুখ বা চিন্তামণি অপরাহ্নে সেবন করিতে দেওয়া আবশ্যক এবং পূর্ব্বোক্ত তৈল অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করা উচিত। নূতনাবস্থায় শীতল জলে স্নান ও গাত্রে তৈলমর্দ্দন নিষিদ্ধ। দুগ্ধ অল্প পরিমাণে পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

বিশ্বচী। বিশ্বচীরোগ উৎপন্ন হইলে, বাহুর আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি ক্রিয়া একবারে লোপ হয়। এইরোগ কাহারও একবাহুতে, কাহারও বা দুই বাহুতেও প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। এইরোগে অববাহুকরোগের ন্যায় কাথ এবং প্রয়োজন হইলে স্বেদ-প্রয়োগ করিবে। সর্ব্বাবস্থায় স্বেদপ্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না। রাস্নাদশমূলকাথ বা রাস্নাসপ্তককাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে বিশেষ ফল দর্শে। বাতশ্লেষ্মাধিক্য শরীরে বাতগজাঙ্কুশ, মহাবাতগজাঙ্কুশ, স্বল্প রসোনপিণ্ড বা রসোনাষ্টক প্রয়োগ করা আবশ্যক। জ্বর ও গাত্র-বেদনার হ্রাস না হইলে, বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ বা বাতনিসূদন প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে এবং স্নান ও তৈলমর্দ্দন বন্ধ করিবে। বিজ্বরাবস্থায় রোগস্থানে পুরাতন এরণ্ডতৈল মর্দ্দন করাইয়া উষ্ণজলদ্বারা ঐস্থান ধৌত করাইবে। এই নিয়মে ঔষধ-প্রয়োগে রোগ অনেকাংশে হ্রাস পাইলে, রোগীকে বৃহৎ

সৈন্ধবাদিতৈল বা কুব্জপ্রসারণীতৈল মালিশ এবং বিরেচনার্থ যোগরাজ-গুগ্‌গুলু বা ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু সেবন করিতে দিবে। হস্তে বেদনা বা ভার বোধ হইলে, বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ, বাতারিগুগ্‌গুলু, বাতগজকেশরী বা রসোন-পিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ বাতপিত্তাদি দোষের হ্রাস বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় প্রাতে বৃহৎবাতারিতৈল, মহামাষতৈল, মাষবলাদিতৈল প্রভৃতির মধ্যে যে কোনও একটী এবং বৈকালে হংসাদি ঘৃত রোগীকে মর্দ্দন করিতে দিবে। রোগীর শরীর বায়ু বা পিত্তাধিক হইলে অশ্বগন্ধাঘৃত বা স্বল্পছাগলাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিবে, উহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে সমধিক উপকার হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে অন্নাহার বন্ধ করিয়া আটা বা সুজির রুটী এবং পুরাতন অবস্থায় মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে দুগ্ধ ও রুটী খাইতে দিবে। বাতপিত্তাধিক ব্যক্তিকেও ঐরূপ পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

গৃধ্রসী। গৃধ্রসীরোগে কুপিতবায়ু প্রথমতঃ নিতম্বদেশকে আশ্রয় করে, পরে রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ উরু, কটি, পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্ঘা ও পদদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় নিতম্বস্থানে বেদনা ও স্তব্ধতা প্রতীয়মান হয়, সুতরাং রোগীকে কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অথচ অগ্নিদীপক ঔষধ অর্থাৎ রাস্নাসপ্তক বা রাস্নাদশমূল কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া উপর্য্যুপরি সপ্তাহকাল সেবন করিতে দিবে এবং বাতগজাঙ্কুশ, মহাবাতগজাঙ্কুশ, ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু বা বৃহৎসিংহনাদগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। গৃধ্রসীরোগে বায়ু এবং অবস্থাভেদে শ্লেষ্মসংযুক্ত বায়ু প্রকুপিত হয়। কেবলমাত্র বায়ু প্রকুপিত হইলে, পথ্যাদিগুগ্‌গুলু বা ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু সেবন করাইলে উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু শ্লেষ্মাশ্রিত বায়ু প্রকুপিত হইলে, আভাদ্যচূর্ণ, পুনর্ণবাদিচূর্ণ, অজমোদাদিবটক, বাতগজাঙ্কুশ, মহাবাতগজাঙ্কুশ, ত্রয়োদশাঙ্গ-গুগ্‌গুলু বা অবস্থাবিশেষে রসোনাষ্টক অথবা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। বেদনা অত্যন্ত প্রবল হইলে, বৈকালে রসোনপিণ্ড, রসোনাষ্টক বা আমবাতারিবটিকা প্রভৃতি ঔষধ সেবন এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, প্রত্যহ প্রাতে পথ্যাদি গুগ্‌গুলু, বৃহৎসিংহনাদগুগ্‌গুলু বা বাতারি-গুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রত্যেক অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধি

থাকা নিতান্ত আবশ্যক। রোগ পুরাতন হইলে এবং বেদনা পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইলে, বৃহৎসৈন্ধবাদ্যতৈল, স্বল্পপ্রসারণীতৈল, কুব্জপ্রসারণীতৈল বা নকুলাদ্যতৈল মর্দ্দন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ ও বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ, বাতবিধ্বংসনরস অথবা বাতগজকেশরী পূর্ব্ববৎ রোগীকে দোষভেদে ব্যবস্থা করিবে। এই সমস্ত ঔষধ ও তৈল অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিলে, প্রায়শঃ অন্যকোনও ঔষধের প্রয়োজন হয় না। বায়ুপ্রধান বা ক্ষীণ ব্যক্তির অনেকদিন হইতে এই রোগ প্রকাশ পাইলে, যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠ-শুদ্ধি হয়, এরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিবে এবং প্রাতে মহামাষ বা বৃহৎ মাষ-তৈল ও বৈকালে হংসাদিঘৃত মর্দ্দন এবং অপরাহ্ণে অশ্বগন্ধাঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাইবে। ঐ ঘৃতদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য অন্য কোন ঔষধ সেবনের আবশ্যকতা হয় না।

খঞ্জতা ও পঙ্গুতা। কটিদেশস্থ বায়ু কুপিত হইলে, একটী উরুর মহাস্নায়ুসমূহের আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং তাহাতে রোগী খোঁড়া হইয়া থাকে, ইহাকে খঞ্জ কহে। দুইটী উরুর মহাস্নায়ুসমূহের আক্ষেপ হইলে রোগী একেবারে চলৎশক্তিহীন হয়, ইহাকে পঙ্গু কহে। এই দুইটী একই জাতীয় রোগ, সুতরাং একই ঔষধে আরোগ্য হইতে পারে। খঞ্জ এবং পঙ্গুরোগের প্রথমাবস্থায় শঙ্করস্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং রাস্নাসপ্তক বা রাস্নাদশমূল কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে। এই অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে, যোগরাজগুগ্গুলু, ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্গুলু, সিংহনাদগুগ্গুলু, বৃহৎসিংহনাদগুগ্গুলু বা বাতারিগুগ্গুলু প্রভৃতি রেচক ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। ফলতঃ রোগীর যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠ-শুদ্ধি হয়, এইরূপ ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। বাতগজাঙ্কুশ বা মহা-বাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যায়। কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে এবং বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে আমবাতারিবটিকা, রসোনাষ্টক, রসোন-পিণ্ড বা যোগরাজ গুগ্গুলু প্রভৃতি মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রত্যহ সেবন করাইবে। এইরূপভাবে স্বেদ এবং ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইলে, বৃহৎসৈন্ধবাদ্যতৈল, কুব্জপ্রসারণী তৈল, বৃহৎবাতারিতৈল বা নকুলাদ্যতৈল মর্দ্দন করিতে দিবে এবং পূর্ব্বোক্ত বটিকা ও গুগ্গুলু সংযুক্ত ঔষধ পূর্ব্ববৎ সেবন

করাইবে। রোগ কঠিন হইলে, অপরাহ্নে হংসাদিঘৃত মর্দ্দন করা আবশুক। রোগের পুরাতন অবস্থায় বাতাধিক দুর্ব্বল ব্যক্তিকে অশ্বগন্ধা ঘৃত বা স্বল্প-ছাগলাদ্য ঘৃত প্রত্যহ উষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন এবং মহামাষ তৈল, বৃহৎ মাষ তৈল বা মাষবলাদি তৈল মালিশ করিতে দিবে। অনেক স্থানে রোগ পুরাতন হইলেও নূতনাবস্থার লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ সমস্ত তৈল প্রয়োগ করিবে। উপদংশদোষে অনেকস্থলে রক্ত নিস্তেজ হওয়ায় খঞ্জতা বা পঙ্গুতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে ; ঐ অবস্থায় অন্য কোনও ঔষধ সেবন না করাইয়া প্রথমতঃ শারিবাদ্যবলেহ ও অমৃতাদ্য ঘৃত বা অনন্তাদ্যঘৃত ক্রমশঃ ২।৩ মাস উপর্য্যুপরি সেবন করাইবে। উহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ঐ ঔষধ সেবনান্তে পূর্ব্বোক্ত তৈল অবস্থাভেদে মালিশ করিতে দিবে। উপদংশজনিত বাতরোগ পুরাতন হইলে দীর্ঘকাল র্য্যন্ত রক্তশোধক ঔষধ সেবন এবং ঋতুবিশেষে গাত্রে তৈল মর্দ্দন করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে অন্নাহার বন্ধ করিয়া আটা, ময়দা বা সুজীর রুটী ভক্ষণ করিতে দিবে। বাতাধিক কৃশ ব্যক্তিকে মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন এবং রাত্রিতে রুটী ব্যবস্থা করিবে। রোগীর জ্বর থাকিলে, অন্নাহার একবারে বন্ধ করিবে। পুরাতন অবস্থায় স্নান ও অন্নাহার ব্যবস্থা করিবে, অনন্তর সহ্য হইলে রাত্রিতে দুগ্ধ ও রুটী খাইতে দিবে।

কলায়খঞ্জ। কলায়খঞ্জরোগীর গমনকালে শরীর কম্পিত হয়। এই রোগেরও পূর্ব্বোল্লিখিত খঞ্জরোগের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে, বিশেষতঃ এই রোগ একটু পুরাতন হইলে, রোগীকে অশ্বগন্ধা ঘৃত, ছাগলাদ্য ঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত সেবন করিতে দিবে এবং খঞ্জরোগের ন্যায় পথ্যপ্রদান, স্নান ও তৈলমর্দ্দন ব্যবস্থা করিবে। উপদংশ হইতে এই রোগ প্রকাশ পাইলে, পূর্ব্ববৎ ঘৃত সেবন ও তৈল মালিশ করিতে দিবে। এই রোগের পুরাতন অবস্থায় মস্তকে মধ্যমনারায়ণ, ত্রিশতীপ্রসারণী বা পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে।

ক্রোষ্টুকশীর্ষ। ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগে জানুরমধ্য শোথে পরিপূর্ণ হয় এবং

ঐ স্থান শৃগালের মাথার ন্যায় দৃষ্ট হয়, এইজন্যই উহাকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ বা শিবামুণ্ড কহে। রোগের প্রবলাবস্থায় জানুর নিম্ন ও ঊর্দ্ধভাগ ক্রমশঃ সরু হইতে থাকে। বায়ু দ্বারা ঐ স্থানের রক্তের ক্রিয়া রুদ্ধ ও কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে, এই জন্যই রোগের প্রথমাবস্থায় বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। শরীর সবল থাকিলে ও তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ সহ্য হইলে, রোগীকে বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু সপ্তাহে ২।৩ দিন সেবন করিতে দিবে। উহাদ্বারা বিরেচন হইলে অনেক উপকার হয়। অবস্থাভেদে শোথ প্রবল হইলে, জলৌকা দ্বারা বা যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই স্থানের রক্তমোক্ষণ করিবে। রক্তমোক্ষণে যাহাতে শিরাচ্ছেদ না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। অনন্তর রোগীকে প্রতিদিন পথ্যাদিগুগ্গুলু, শিবা গুগ্গুলু বা বৃহৎ যোগরাজগুগ্গুলু, পুনর্নবাগুগ্গুলু বা অমৃতাগুগ্গুলু অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। এই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগে প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়। জানুর শোথ অর্থাৎ ফুলা হ্রাস হইলে, অলম্বুষাদ্যচূর্ণ, আভাদ্যচূর্ণ, পুনর্নবাদ্যচূর্ণ, অজমোদাদিবটক প্রভৃতি ঔষধ এবং প্রাতে আভাদ্যচূর্ণ বা অলম্বুষাদ্যচূর্ণ সহযোগে রাস্নাদশমূলকাথ অথবা মহারাস্নাদিকাথ সেবন করিতে দিবে। ঐ দুইটী কাথের সহিত আভাদ্যচূর্ণ বা অলম্বুষাদ্যচূর্ণ ব্যবস্থা করিলে পৃথক্‌রূপে ঐ সকল চূর্ণ সেবন করাইবার প্রয়োজন হয় না। এই নিয়মে চিকিৎসাদ্বারা শোথ হ্রাস পাইলে, বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল বা মহাপিণ্ডতৈল হাটুতে মর্দ্দন করিতে দিবে। যে পর্য্যন্ত জানুস্থিত শোথ ও বেদনা একেবারে হ্রাস না হয়, তাবৎ তৈলমর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে, বাতরাজ তৈল বা বাসারুদ্র তৈল মর্দ্দন ও প্রত্যহ প্রাতে বৃহৎ যোগরাজগুগ্গুলু বা শিবাগুগ্গুলু সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় প্রাতে অন্নাহার ও রাত্রে গমের রুটী বা সুজির রুটী সেবন করিতে দিবে। জ্বর থাকিলে অন্নাহার বন্ধ করিয়া রুটী পথ্য দিবে। জ্বর অধিক থাকিলে বার্লি বা সাগু পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমাবস্থায় দুগ্ধ প্রদান করিবে না। রোগ পুরাতন হইলে, নির্জ্জল দুগ্ধ অল্পমাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে মাংসযূষ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

খল্লী। খল্লী (খাইল) উৎপন্ন হইলে, পাদ, জঙ্ঘা প্রভৃতি স্থানের

শিরায় মোচড় উপস্থিত হইয়া থাকে। এই রোগ অনেক স্থানে রস, রক্তাদি ধাতুর স্রাববশতঃ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়; এইজন্য বিসূচিকারোগে এবং প্রসূতির বায়ুর আধিক্য বশতঃ কোন কোন স্থলে এই খাইলধরা প্রকাশ পায়। এই রোগ উৎপন্ন হইলে প্রথমতঃ দার্ব্বাদিমর্দ্দন বা কুষ্ঠাদ্যমর্দ্দন প্রয়োগ করিবে অথবা কুষ্ঠাদ্যতৈল বা দার্ব্বাদিতৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকিলে, ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু বা যোগরাজ গুগ্‌গুলু এবং বৃহৎ বাত-গজাঙ্কুশ বা বাতনিসূদনরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ চিকিৎসাদ্বারা খাইলধরা হ্রাস পাইয়া থাকে। সূতিকাশ্রিত বা রস, রক্তাদি ক্ষয়বশতঃ খল্লীরোগের প্রথম অবস্থায় কুষ্ঠাদ্যতৈল বা দার্ব্বাদিতৈল মালিশ করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে, বলাশৈরেয়-তৈল, বলাতৈল, হংসাদিঘৃত, মহাকুক্কুটমাংসতৈল, ত্রিশতী-প্রসারণীতৈল বা মহামাষতৈল মালিশ এবং শরীর অতি দুর্ব্বল হইলে, অশ্বগন্ধাঘৃত অথবা বৃহৎছাগলাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিবে। সূতিকাদোষে এইরোগ উৎপন্ন হইলে, সূতিকারোগের চিকিৎসানুসারে তৈলপ্রয়োগদ্বারাও অনেক উপকার হয়।

বাতকণ্টক। বাতকণ্টকরোগে গুল্‌ফ অর্থাৎ গোড়ালিতে বেদনা অধিক হয়। এই রোগ উৎপন্ন হইলে, রোগী অতিকষ্টে গমনাগমন করে। প্রথমাবস্থায় রোগীর বেদনাস্থানে স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কোষ্ঠবদ্ধ বা দাস্ত স্বাভাবিক পরিষ্কার থাকিলে, রসোনপিণ্ড বা মহা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে গোড়ালিতে বৃহৎসৈন্ধবাদি-তৈল বা বিজয়ভৈরব তৈল মালিশ করিতে দিবে। কিন্তু রোগীর উদরাময় থাকিলে রসোনপিণ্ড না দিয়া রামবাণরস, রাজবল্লভরস বা বাতগজেন্দ্রসিংহ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। উদরাময়াক্রান্ত রোগীকে ঐ সমস্ত ঔষধের সঙ্গে অলম্বুষাদ্যচূর্ণ বা আভাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি সেবন করাইলে আরও ভাল হয়। উহাদ্বারা উদরাময় ও বেদনা উভয় নিবৃত্ত হয়। উদরাময় নিবৃত্ত হইলে, পূর্ব্বোক্ত রসোনপিণ্ড সেবন করান যাইতে পারে। বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য-তৈল বা মহাবিজয়ভৈরব তৈল প্রয়োগে সকল অবস্থায়ই উপকার সাধিত হয়। রোগ পুরাতন এবং শিরা সঙ্কুচিত হইলে, যখন গোড়ালির বেদনা হ্রাস

হইয়া আইসে, তখন কেবলমাত্র রসোনতৈল, মূলকাদ্যতৈল, বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল, মহাবিজয়ভৈরব বা বাতরাজতৈল মালিশ করা যাইতে পারে। বৃদ্ধব্যক্তির পুরাতনরোগে মহামাষতৈল বা সপ্তপ্রস্থমাষতৈল প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। প্রথমাবস্থায় রোগীকে মধ্যাহ্নে অন্নাহার ও রাত্রিতে গমের রুটী ভক্ষণ এবং উষ্ণজল শীতল করিয়া সেই জলে স্নান করিতে দিবে। কোনও শীতল দ্রব্য সেবন করাইবে না। দুগ্ধ, দধি, অম্লদ্রব্য সেবন একবারে নিষিদ্ধ। পুরাতন অবস্থায় সহ্য হইলে অবস্থাভেদে রাত্রিতে অন্ন বা লুচি খাইতে দিবে।

পাদদাহ। বায়ু ও পিত্ত রক্তের সহিত সংযুক্ত হইলে, পাদদেশে দাহ জন্মাইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় নাগকেশরের কাঁটা পেষণপূর্ব্বক শতধৌত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাদদেশে লেপন এবং দশমূলকাথদ্বারা পাদদেশ ধৌত করিবে অথবা মসূরডাইল পেষণ পূর্ব্বক জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে পদে লেপন করিবে অথবা কেবলমাত্র ননী বা মাখন পায়ে লেপন করিয়া অগ্নির উত্তাপ প্রদান করিবে। এই সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা পায়ের দাহ অনেকাংশে দূরীভূত হয়। অনন্তর রোগীকে গুড়ূ-চ্যাদিলৌহ বা অমৃতাদি গুগ্‌গুলু প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, গুড়ূচ্যাদিঘৃত সেবন এবং গুড়ূচ্যাদিতৈল বা বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিতৈল পাদদেশে মালিশ করিতে দিবে। এই রোগে দূরস্থানে গমনাগমন ও পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন করা উচিত নহে।

পাদহর্ষ। এই রোগ উৎপন্ন হইলে, পাদদেশের স্পর্শশক্তির হ্রাস হয় ও পা ঝিন্ ঝিন্ করিতে থাকে। রোগের প্রথমাবস্থায় বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, বাতারিগুগ্‌গুলু বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। পুরাতন হইলে অথবা বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির পক্ষে বৃহৎসৈন্ধবাদিতৈল, কুব্জপ্রসারণীতৈল অথবা হংসাদিঘৃত মর্দ্দন অতি উপকারী। বৃহৎমাষতৈল বা মহামাষ তৈল প্রয়োগেও অনেক স্থলে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু তৈল ও ঘৃত প্রয়োগ করিলেও বাতনাশক আভ্যন্তরিক ঔষধসমূহ অবস্থাবিশেষে সেবন করান কর্ত্তব্য। প্রমেহ বা অন্যান্য রোগে শরীর অত্যধিক দুর্ব্বল

হইলে ছাগলাদ্য ঘৃত বা বৃহৎছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি ঔষধ অবশ্য সেবন করিতে দিবে।

তূণী। এই রোগে পক্বাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উত্থিত হইয়া অধোদেশে গমনপূর্ব্বক মলদ্বারে বা জননেন্দ্রিয়ে রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে অগ্নিবর্দ্ধক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অজমোদাদি-বটক, বৈশ্বানরচূর্ণ বা পিপ্পল্যাদিক্বাথ প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে এবং স্বল্প প্রসারিণীতৈল দ্বারা অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে। এইরূপ চিকিৎ-সায় কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে তূণীরোগ অনেকাংশে হ্রাস হয়। অনন্তর রোগ পুরাতন হইলে চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখরস এবং ছাগলাদ্য ঘৃত সেবন করিতে দিবে। ঘৃত সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে রোগের অনেক লাঘব হয়। এই রোগ অনেক স্থলে কিছুদিন নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে; সুতরাং যে পর্য্যন্ত রোগ সমূলে বিনষ্ট না হয়, তাবৎ পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় অগ্নিদীপক পথ্য প্রদান করিবে। দধি, অম্ল ও শীতল দ্রব্য কখনও প্রদান করিবে না।

প্রতিতূণী। এই রোগে মলদ্বার হইতে বেদনা প্রতিলোম ভাবে উর্দ্ধে পক্বাশয়াভিমুখে গমন করিয়া থাকে। প্রতিতূণী রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে জ্বরবিকারোক্ত পিপ্পল্যাদিচূর্ণ, অজমোদাদিবটক বা হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি পায়, এরূপ ঔষধ ও ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল, স্বল্প প্রসারিণী তৈল বা অন্যান্য তৈলদ্বারা পিচকারী প্রয়োগ করিবে। রোগ পুরাতন হইলে ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি ঔষধ উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখরস পুরাতন অবস্থায় সেবনে উপকার পাওয়া যায়। তূণী ও প্রতিতূণীরোগে একরূপ পথ্য প্রদান করিবে।

ত্রিকশূল। এই রোগে ত্রিকস্থানে প্রবল বেদনা হয়। প্রথমাবস্থায় বেদনা হইলে, বালুকা গরম করিয়া অথবা বনঘুটিয়ার অগ্নিতে কাপড়ের পুটলী গরম করিয়া স্বেদপ্রদান করা কর্ত্তব্য। তৎসঙ্গে ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু, যোগরাজগুগ্‌গুলু, অজমোদাদিবটক অথবা বৈশ্বানরচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ

অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিবে। কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে সৈন্ধবাদিতৈল, বৃহৎ সৈন্ধবাদিতৈল বা মহাবিজয়ভৈরবতৈল মালিশ করিয়া স্বেদ প্রদান করা উচিত।

বাতাষ্ঠীলা। এই রোগে নাভির অধোভাগে গোলপাষাণখণ্ডবৎ গ্রন্থি উৎপন্ন হইয়া মল ও মূত্ররোধ করিয়া থাকে। ইহাতে প্রথমতঃ হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ বা বচাদিচূর্ণ (মতান্তরে) প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই সকল ঔষধ সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বেদনা হ্রাস পাইতে থাকে। রোগ কঠিন হইলে রোগীর উদরে তারপিনতৈল বা অন্যান্য বাতঘ্ন তৈল মাখাইয়া উষ্ণজলপূর্ণপাত্রে রোগীকে বসাইবে এবং অবস্থাভেদে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে। বেদনা নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত চূর্ণ প্রয়োগ করা উচিত। বাতাষ্ঠীলারোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক। এই রোগ কিছুকাল নিবৃত্ত থাকিয়া আহারের অনিয়মে পুনরায় প্রবল হইয়া থাকে, সুতরাং বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। গুল্মরোগোক্ত এবং আনাহরোগোক্ত কাঙ্কায়নগুড়িকা, হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবনে বাতাষ্ঠীলা অনেকাংশে হ্রাস হইয়া থাকে। এই রোগে দাস্তবন্ধ হইলে হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি বা ত্রিকটুকাদ্যা বর্ত্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে ঘৃত সেবন ও তৈল মালিশ দ্বারা অনেক উপকার হয়। ইহাতে রোগীকে সর্ব্বদা লঘুপাক অন্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

প্রত্যষ্ঠীলা। বাতাষ্ঠীলা যদ্যপি বেদনাযুক্ত হইয়া তির্য্যগ্‌ভাবে উত্থিত হয় এবং রোগীর অধোবায়ু, মল ও মূত্র অবরুদ্ধ হয়, তবে তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা কহে। এই রোগের চিকিৎসাবিধি বাতাষ্ঠীলার ন্যায়। ইহাতে অতি কষ্ট-দায়ক বেদনা হয়। হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ বা বচাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবনে অনেকাংশে ঐ বেদনার লাঘব হইয়া থাকে। এই রোগে মল ও মূত্র অবরুদ্ধ হয়, সুতরাং রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি এবং প্রস্রাব না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ বেদনা কোনমতে হ্রাস হয় না। এমতাবস্থায় মলপ্রবর্ত্তক হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি বা ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি এবং মূত্রকারক বটপত্রীপ্রলেপ বা বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ প্রভৃতি প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোগের প্রবলাবস্থায় বর্ত্তি ও প্রলেপ

প্রয়োগ করিয়া ঐ সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে তৈল ও ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে। এই রোগে লঘু পথ্য প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ঊর্দ্ধবাত। এই রোগে নাভিস্থিত সমান বায়ুর অধোগমন ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় উদ্গার উত্থিত হইয়া থাকে এবং এই উদ্গারই হিক্কার ন্যায় পুনঃপুনঃ প্রকাশ পায়। রোগের প্রথমাবস্থায় অগ্নিদীপক অথচ মৃদু বিরেচক হিঙ্গ্বাদ্য-চূর্ণ বা শুণ্ঠ্যাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই বিরেচক ঔষধ সেবনেই রোগী আশু উপকার বোধ করে, এই সঙ্গে বায়ুর অনুলোমক চতুর্ম্মুখ বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করান কর্ত্তব্য। রোগীর অত্যন্ত কৃশতা ও বায়ুর আধিক্য প্রকাশ পাইলে, পুষ্টিকারক এবং বাতঘ্ন পথ্য ও ঔষধ প্রদান করিবে। এইরূপ অবস্থায় ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎছাগলাদ্য ঘৃত অতি উপকারী। যে সকল দ্রব্যে কোষ্ঠবদ্ধ হইতে পারে, এরূপ দ্রব্য সেবন করা নিতান্ত গর্হিত। রোগীর উদরে বিষ্ণুতৈল বা মধ্যম-বিষ্ণুতৈল মর্দ্দন করিলে উপকার হয়। এই রোগ সামান্য ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা একবার নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, সুতরাং যত্ন-পূর্ব্বক চিকিৎসা করা আবশ্যক।

আধ্মান। আধ্মান পক্বাশয়গত বায়ুর কার্য্য। আধ্মানের সঙ্গে অন্যান্য উপদ্রবও প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিসূচিকা, অলসক, বিলম্বিকা, ত্রিদোষ জ্বর ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে সচরাচর আধ্মান প্রকাশ পাইতে দেখাযায়। আধ্মান উপস্থিত হইলে মল ও মূত্ররোধ হয়। রোগ প্রকাশ পাইলে, অগ্নিদীপক ঔষধ এবং উদরে তারপিণতৈল মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। রোগ প্রবল হইলে মলদ্বারে ত্রিকট্বাদ্যাবর্ত্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কোনস্থলে উদরে দারুষট্ক প্রলেপ বা যবপ্রলেপ, কোনও স্থলে অবস্থা-বিশেষে উভয়বিধ প্রলেপ ও বস্তিপ্রয়োগ, আবার কোন স্থলে চতুর্ম্মুখ বা চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ ও সবল শরীরে মৃদুরেচক বা তীক্ষ্ণ বিরেচক নারাচ চূর্ণ বা মহানারাচচূর্ণ, আধ্মানে প্রয়োগ করা যায়। সাধারণতঃ আধ্মানে অগ্নিমুখচূর্ণ বা হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ প্রভৃতি অগ্নিদীপক ঔষধই প্রয়োগ করা

কর্ত্তব্য। যখন বায়ুর প্রবলতা বশতঃ আগ্মান প্রবল হয় এবং জ্বরাদি বিদ্যমান থাকে, তখন উহা বাতব্যাধি নামেই অভিহিত হয়, এইরূপ অবস্থায়ও দারুষট্‌ক প্রলেপ বা যবপ্রলেপ প্রভৃতি প্রয়োগ এবং উদরে তারপিণ তৈল বা অন্য বাতঘ্ন তৈল মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে। রোগ কঠিন হইলে অবস্থানুসারে বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নারাচচূর্ণ বা মহানারাচ চূর্ণ প্রভৃতি বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে। ঔষধ দ্বারা দাস্ত হইলে, রোগীকে লঘুপাক পথ্য প্রদান এবং প্রত্যহ হিঙ্গ্বাষ্টচূর্ণ, চতুর্ম্মুখ বা চিন্তামণি প্রভৃতি অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় অগ্নিপ্রদীপনার্থ হিঙ্গ্বাষ্টচূর্ণ হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ বা অগ্নিমুখচূর্ণ এবং কেবলমাত্র বায়ু বা বাতপিত্তের প্রকোপ থাকিলে, চতুর্ম্মুখরস বা চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় যাবৎ ক্ষুধাবোধ না হয়, তাবৎ লঙ্ঘন প্রদান করিবে। অনন্তর ক্ষুধাবোধ হইলে, সাগু বা মুগযুষ প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। আগ্মান একবারে হ্রাস হইলে এবং অগ্নি উদ্দীপিত হইলে, পুরাতন তণ্ডুলের অন্নপথ্য প্রদান করিবে। অন্নপথ্য প্রদান করিলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে; সুতরাং সাবধানে অন্নপথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

প্রত্যাগ্মান। আমাশয়গত বায়ু কফদ্বারা প্রকুপিত হইয়া প্রত্যাগ্মানরোগ জন্মায়। প্রত্যাগ্মানে আমাশয় স্ফীত হয় এবং পার্শ্ব ও হৃদয় ভিন্ন অন্যান্য স্থানে আগ্মানের অন্যান্য লক্ষণসকল প্রকাশ পাইতে দেখাযায়। এই প্রত্যাগ্মানরোগেরও আগ্মানের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। প্রথমতঃ বমন করাইয়া অগ্নিদীপক ঔষধ এবং উষ্ণজলের স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রত্যাগ্মানে রোগীর প্রধানতঃ প্রবল আগ্মান ও শ্বাসক্রিয়া বলবতী হয়। সুতরাং প্রবল আগ্মান নিবৃত্ত না হইলে যতই শ্বাসনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা হউক কিছুতেই উপকার হয় না। প্রত্যাগ্মান প্রবল হইলে, দারুষট্‌ক প্রলেপ বা যবপ্রলেপ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া উদরে প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলেই বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু প্রত্যাগ্মানে আগ্মান অত্যন্ত প্রবল হইলে, মূত্রসংজননার্থ বিম্বিকাদ্য প্রলেপ বা অন্যান্য প্রলেপ বস্তিদেশে প্রয়োগ এবং লিঙ্গে বা যোনিতে উত্তর বস্তি প্রয়োগ

করিবে। এই অবস্থায় দাস্তবন্ধ হইতে পারে; সুতরাং বর্ত্তিপ্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রত্যাধ্মান ও আধ্মান যুগপৎ প্রকাশ পাইলে, রোগ অতি প্রবল হয়। এই উভয় একসঙ্গে প্রকাশ পাইলে, উদরে তারপিণতৈল বা বাতঘ্নতৈল মালিশ করিয়া উষ্ণজলদ্বারা স্বেদপ্রদান করিবে অথবা উষ্ণ-জলপূর্ণ পাত্রে রোগীকে বসাইবে। এই অবস্থায় স্বেদ, প্রলেপ ও বর্ত্তি প্রদান একান্ত কর্ত্তব্য। রোগের প্রথমাবস্থায় বাহ্য ঔষধপ্রয়োগ যেরূপ আবশ্যক; চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি বাতানুলোমক আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন করানও অবস্থাবিশেষে সেইরূপ কর্ত্তব্য। রোগীর প্রস্রাব এবং কোষ্ঠ-শুদ্ধি হইলে, রোগের হ্রাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় রোগীকে হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ, অগ্নিমুখচূর্ণ বা হিঙ্গ্বষ্টক প্রভৃতি অগ্নিদীপক ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত রোগীর আধ্মানহ্রাস অথবা অগ্নিসবল না হয়, তাবৎ রোগীকে লঙ্ঘন প্রদান করিবে। রোগীর ক্ষুধা হইলে, সাগু পথ্য দিবে। অনন্তর ক্ষুধাবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও ব্যঞ্জন পথ্য প্রদান করিবে।

আমাশয়গত বাত। নাভি ও স্তনের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে আমাশয় কহে। আমাশয়স্থ বায়ু প্রকুপিত হইলে হৃদয়, পার্শ্ব, উদর, ও নাভিদেশে বেদনা, পিপাসা, উদ্গার, বিসূচিকা, ভেদ, বমন, কাস ও শ্বাস, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমাশয়োত্থিত প্রত্যাধ্মানরোগে বায়ু প্রকুপিত হইলে, যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, আমাশয়স্থিত বাতরোগে তাহা হইতে অনেক ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়; কিন্তু তাহা হইলেও প্রত্যাধ্মানের চিকিৎসার সহিত আমাশয়গত বাতের চিকিৎসার সামঞ্জস্য আছে। প্রত্যাধ্মানরোগে বায়ুরই প্রকোপ অধিক পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু আমাশয়স্থ বাতে কফ ও বায়ু উভয়ই প্রকুপিত হয় ও তজ্জন্য বিসূচিকারোগের বহুবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমাশয়গত বাতে বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে হৃদয়, পার্শ্ব, প্রভৃতি স্থানে বেদানা, কাস ও শ্বাস অধিক হয়; কিন্তু বায়ুর আধিক্য থাকিলে, আধ্মান প্রবল হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই রোগের প্রথমাবস্থায় বিসূচিকা-রোগের ন্যায় সাধারণ অগ্নিদীপক ও পাচক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, এবং রোগীকে লঙ্ঘন প্রদান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। লঙ্ঘনান্তে বৃহৎ অগ্নিমুখ-

চূর্ণ বা ভাস্করলবণ প্রভৃতি অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই রোগে অবস্থাবিশেষে আমাশয়ে উষ্ণস্বেদ প্রদান এবং বমনকারক বা তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ সেবন করান যায়। আমাশয়গত বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় শ্বাসাদি প্রবল হইলে এবং প্রত্যাধ্মানের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রাগুক্ত প্রত্যাধ্মানের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে ও মূত্রসংজননার্থ বিম্বিকাম্ব-প্রলেপ বা অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। দাস্তবন্ধ হইলে, হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি বা ত্রিকট্বাদ্যাবর্ত্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই রোগে চিত্রকাদিচূর্ণ, অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, অগ্নিদীপক হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ বা স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে এবং তদ্দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে, বমনকারক ঔষধ বিবেচনার সহিত সেবন করাইয়া বমন করাইবে। অনন্তর *বিল্বাদ্যকাথ বা বচাদ্যকাথ রোগীকে ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে* প্রথমতঃ লঙ্ঘন তৎপরে অগ্নিদীপক ঔষধদ্বারা আমাশয় সংশোধিত হইলে রোগীকে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে। কফপ্রবলরোগীর এই ঔষধ প্রয়োগে অগ্নিবৃদ্ধি না হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাতাধিক ব্যক্তিকে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। কিন্তু যে সকল ব্যক্তির স্বভাবতঃ দাস্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে বিরেচক ঔষধ কখনও প্রয়োগ করিবে না, যেহেতু এই আমাশয়গত বাতরোগে স্বভাবতঃ দাস্ত হইতে পারে। রোগীর অগ্নি সবল হইলে, অন্নভোজনের উপযুক্ত সময়। তখন রোগীকে পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন ও মুদ্গযুষ প্রভৃতি পথ্য দিবে।

পক্বাশয়গত বাত। আমাশয়ের নিম্নে এবং মূত্রাশয়ের ঊর্দ্ধভাগে পক্বাশয় অবস্থিত। এই পক্বাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে আধ্মান, উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ, উদরে বেদনা, বায়ুর স্তব্ধতা, মূত্রকৃচ্ছ্রতা এবং মল ও মূত্রের রুদ্ধতা প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং এই রোগে লক্ষণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ সেবন এবং বাত তৈল মর্দ্দন করাইয়া স্বেদপ্রদান করা কর্ত্তব্য। মূত্ররোধ হইলে, বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ বা বটপত্রীপ্রলেপপ্রয়োগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রকাশ পাইলে, বস্তিগতবাতের ন্যায় মূত্রকারক ঔষধদ্বারা চিকিৎসা করিবে। মূত্ররোধ হইলে, নারাচচূর্ণ, ত্রিবৃতাদি বটিকা এবং হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি

বা ফলবর্ত্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উদরে আধ্মান থাকিলে, যব-প্রলেপ বা দারুষট্‌ক প্রলেপ প্রদান এবং চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। উদরে বেদনা ও উদর বায়ুপূর্ণ অনুভূত হইলে, মুহুর্মুহুঃ উষ্ণজলের স্বেদ-প্রদান এবং হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ বা বৈশ্বানরচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বিবিধরোগেও পক্বাশয়গত বায়ু আনুষঙ্গিক প্রকুপিত হইয়া থাকে। জ্বর, অজীর্ণ, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে পক্বাশয়গত বায়ু প্রকুপিত হয়। আবার অনেকরোগে পক্বাশয়গত বায়ুর প্রকোপের সহিত আমাশয়গত বায়ুও প্রকুপিত হইয়া থাকে, সুতরাং পক্বাশয়গত বায়ুর প্রকোপ দূরীকরণার্থ সর্ব্বাগ্রে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। বিসূচিকারোগে স্থানগত বায়ুই প্রকুপিত হয়। পক্বাশয়গত বায়ু প্রকুপিত হইলে, অনেক স্থলে বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়গত বায়ু কুপিত হয়। যে স্থলে অন্যান্য লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ না পায়, সেই স্থলে এরণ্ডতৈলদ্বারা পিচকারী দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, বায়ু-প্রবল ব্যক্তিকে স্নিগ্ধবিরেচক মহামাষতৈল, বৃহৎমাষতৈল বা ছাগলাদ্য-ঘৃত সেবন করাইবে। জলবায়ুদোষ, রুক্ষ বা তীক্ষ্ণদ্রব্যভোজন ও ধাতুক্ষয় প্রভৃতি বহুবিধ কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং ঐ সমস্ত কারণ যাহাতে দূরীকৃত হয়, তদ্রূপ নিয়মপ্রতিপালন এবং চিন্তামণি, চতুর্ম্মুখ বা যোগেন্দ্ররস ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত বায়ুর হ্রাস না হয়, তাবৎ বায়ুর অনুলোমক অথবা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ ও পথ্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বস্তিগত বাত। বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়গত বায়ু কুপিত হইলে, মূত্র-রোধ বা পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে। অন্যান্য কারণে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ উৎপন্ন হইলে বস্তিগত বায়ু প্রকুপিত হয়। এই অবস্থায় বস্তিশোধনার্থ নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিয়া সাতদিন পরে আবার অনুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। পুনঃ পুনঃ মূত্রবন্ধ হইলে বলাদ্যচূর্ণ দুগ্ধসহ বা পথ্যাদিচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। রোগীর একেবারে মূত্রবন্ধ হইলে, যবক্ষারচূর্ণ ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিতে দিবে এবং কুমড়ার বীজ বা শশার বীজ পেষণ করিয়া মূত্রাশয়ের উপরিভাগে লেপ প্রদান করিবে, কিম্বা আমলা পেষণ করিয়া মূত্রাশয়ের উপর প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার

সাধিত হয়। বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ বা বটপত্রীপ্রলেপ দ্বারাও অনেকস্থলে উপকার পাওয়া যায়। বিশেষ আবশ্যক হইলে পুরুষের লিঙ্গ বা স্ত্রীলোকের যোনির মধ্যে উত্তরবস্তি প্রদান করিবে। উত্তর বস্তি প্রয়োগের পূর্ব্বে নিরূহবস্তি প্রদান আবশ্যক। এই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা মূত্র সরলভাবে নির্গত হইলে, রোগীর বস্তিস্থানে বিষ্ণুতৈল বা মধ্যমবিষ্ণুতৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করিতে দিবে। মূত্রাশয়ে বেদনা থাকিলে ত্রিফলালৌহ দুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বস্তিগতবাতে বাতানুলোমক বিবিধ শীতল দ্রব্য সেবনে রোগীর উপকার হয়। চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধ নূতন ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার বস্তিগত বায়ুরোগেই উপকারী।

গুহ্যগত বাত। গুহ্যগতবাতরোগে মল ও মূত্ররোধ, উদরে বেদনা, আধ্মান, অশ্মরী ও শর্করা প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং জঙ্ঘা, উরু, ত্রিক, পার্শ্ব, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা অনুমিত হয়। পূর্ব্বোক্ত পক্বাশয়গত বাতের নিয়মানুসারে এই রোগের চিকিৎসা করিবে। বস্তিগত বাতে যে সমস্ত ঔষধ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাও অবস্থানুসারে প্রয়োগকরা যাইতে পারে। গুহ্যগত বাতের উদাবর্ত্তরোগের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিলেও উপকার হয়। উদাবর্ত্ত রোগের বাতনাশক ঔষধদ্বারা পক্বাশয়গত বাতরোগের চিকিৎসা পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, গুহ্যগত বাতেও সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

হৃদ্‌গত বাত। হৃদয়গতবাতরোগে মরিচচূর্ণসংযুক্ত পদ্মগুড়ূচী অথবা অশ্বগন্ধাদিচূর্ণ বা দেবদার্ব্বাদিচূর্ণ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া উষ্ণজলসহ রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে।

শ্রোত্রগত বাত। বায়ু কর্ণগত হইলে, কর্ণাভ্যন্তরে বিবিধ শঙ্খঘণ্টাদির শব্দ শ্রুত হয় এবং তৎসহ শ্লেষ্মা প্রবল হইলে কর্ণের অভ্যন্তরে বেদনা ও মাথাভার প্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রব প্রকাশ পায়, অতএব বাতশ্লেষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, মহালক্ষ্মীবিলাসরস সেবন ও বৃহৎদশমূলতৈল মাথায় মর্দ্দন করা একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু কেবলমাত্র বায়ুর প্রকোপ পরিলক্ষিত হইলে,

চিন্তামণিরস ও বৃহৎছাগলাদ্য ঘৃত সেবন এবং মধ্যমনারায়ণতৈল মর্দ্দনে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। কর্ণাভ্যন্তরে জলাদি প্রবেশ বা অন্যদোষে বধিরতা প্রকাশ পাইলে, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস বা মহালক্ষ্মীবিলাসরস প্রভৃতি ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। কর্ণরোগে সেই সকল চিকিৎসা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে। কর্ণগত বাতরোগে মস্তকে তৈলমর্দ্দন, শীতলজলে স্নান এবং বায়ুনাশক অন্ন ও পানীয় অতি উপকারী।

শিরাগত বাত। শিরাগতবাতরোগ বাহ্যায়াম, অন্তরায়াম, খঞ্জী ও কুব্জতা প্রভৃতি বাতরোগের অন্তর্গত, অর্থাৎ শিরাসমূহ আশ্রয় করিয়াই ঐ সমস্ত বাতরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল রোগের চিকিৎসা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

স্নায়ুগত বাত। কুপিত বায়ু স্নায়ুসমূহকে আশ্রয় করিলে শূল, আক্ষেপ, কম্প বা দেহের স্তব্ধতা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিবিধবাত রোগে স্নায়ুগতবায়ুর প্রকোপবশতই শূল, আক্ষেপ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পক্ষাঘাত ও সর্ব্বাঙ্গগত বাতরোগে দেহের স্তব্ধতা প্রায়শঃ প্রবল হয়, সুতরাং বুঝিতে হইবে, ঐ সমস্ত বাতরোগে কুপিত বায়ু স্নায়ুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এজন্য ঐ সমস্ত রোগের চিকিৎসাই স্নায়ুগত বায়ুর চিকিৎসামাত্র। সাধারণতঃ স্নায়ুগত বাতরোগে শূলাধিক্য প্রকাশ পাইলে, বাতগজাঙ্কুশ, বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ, বাতশৈলেন্দ্ররস, বৃহৎসৈন্ধবাদিতৈল অত্যন্ত উপকারী। স্নায়ুগত বাতরোগে কম্পপ্রবল হইলে, দ্বিগুণাখ্যরস, বাতারিরস, নকুলাদ্যতৈল প্রভৃতি ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই প্রকার স্নায়ুগতবাতে হস্ত পদাদি অঙ্গের আক্ষেপ প্রবল হইলে, বাতকুলান্তক, ও চতুর্ভুজরস, এবং পুরাতন অবস্থায় বলাতৈল, বলাশৈরেয়তৈল বা মহামাষতৈল প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। স্নায়ুগতবাতে দেহের স্তব্ধতা হইলে, শাম্বনস্বেদ, শঙ্করস্বেদ, মাষবলাদিকাথ, রসোনাষ্টক, রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। স্নায়ুগত বায়ুর প্রকোপবশতঃ আক্ষেপ, কম্প বা শূলাদি কোনও রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ঐসকল রোগের কোন একটী ঔষধ প্রয়োগে স্নায়ুগত অন্যান্য উপসর্গেরও উপকার হয়। এই

সকল বাতের নূতন অবস্থায় বিবিধ কাথ, বটিকা, স্বেদ-প্রয়োগ ও পুরাতন অবস্থায় ঘৃতসেবন এবং সর্ব্বাঙ্গে তৈল বা ঘৃতাদিমর্দ্দন একান্ত প্রয়োজনীয়।

সন্ধিগত বাত। কুপিত বায়ু সন্ধিকে আশ্রয় করিলে সন্ধির বন্ধন সমস্ত শিথিল এবং সন্ধিস্থানে শূল ও সন্ধিস্থান স্ফীত হয়। প্রমেহাশ্রিত আমবাত ও ক্রোষ্টুকশীর্ষ প্রভৃতি রোগে এইরূপ বেদনা ও শোথ অধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাহা হউক সন্ধিস্থানে শোথ ও শূল প্রভৃতি প্রবল হইলে, বিবিধ প্রলেপ, ইন্দ্রবারুণিকাদিযোগ, আমবাতারি বটিকা, রসোনাষ্টক, রসোনপিণ্ড, বা যোগরাজগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধদ্বারা সমধিক উপকার পাওয়া যায়। রোগের পুরাতন অবস্থায়, মহাবিজয়ভৈরবতৈল বা বৃহৎ সৈন্ধবাদিতৈল অতি উপকারী।

রসগত বাত। কুপিতবায়ু রসাশ্রিত হইলে, সর্ব্বাঙ্গে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা এবং শরীরে বর্ণের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রসাশ্রিত বাতে যেসমস্ত লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, আমবাতেও সেই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। রসাশ্রিত বাতরোগে শঙ্করস্বেদ বা বালুকা স্বেদ, প্রভৃতি প্রদান এবং বাতগজাঙ্কুশ, মহাবাতগজাঙ্কুশ বা রামবাণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। পুরাতন অবস্থায় বিজয়ভৈরবতৈল, মহাবিজয়ভৈরবতৈল বা বৃহৎসৈন্ধবাদ্যতৈল প্রভৃতি গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে।

রক্তগত বাত। কুপিত বায়ু রক্তগত হইলে, শরীরে অত্যন্তবেদনা, সন্তাপ, দেহের বিবর্ণতা, অরুচি, শরীরে ব্রণোৎপত্তি এবং ভোজন করিলে শরীরের স্তব্ধতা প্রভৃতি যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, বাতরক্তাদিরোগেও সেই সমস্ত লক্ষণ অনেকাংশে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উভয়রোগের মধ্যে প্রভেদ আছে। বায়ু রক্তগত হইলে, গাত্রে শীতললেপ প্রদান এবং যে স্থানে ব্রণ উৎপন্ন হয়, সেই স্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। সিংহনাদগুগ্‌গুলু প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ এবং অমৃতাদ্যগুগ্‌গুলু ও অশ্বগন্ধাতৈল এই রোগে অতি উপকারী।

মাংসগত বাত। মাংসগত বাতরোগে দেহের গুরুতা, স্তব্ধতা ও মুষ্ট্যাঘাতবৎ অত্যন্ত বেদনা এবং বেদনাযুক্ত স্থানের নিশ্চলতা প্রকাশ

পায়। এই রোগে সিংহনাদগুগ্‌গুলু বা অন্যান্য বিরেচক ঔষধ প্রত্যহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, বিরেচনার্থ মাষতৈল, মহামাষতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল, উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিতে দিলে অসাধারণ উপকার হয়।

মেদোগত বাত। মেদোগত বাতরোগে মাংসাশ্রিত বাতের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং এই রোগে শরীরের স্থানে স্থানে গ্রন্থি, ব্রণ এবং অল্প বেদনা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় শোণিতশোধক অথচ তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। বিরেচন ভিন্ন এই বাত কোনও মতে প্রশমিত হয় না। বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে শরীরের গ্রন্থিসকল নরম হয় এবং ব্রণস্থানের বেদনা অনেকাংশে হ্রাস পাইতে থাকে।

অস্থিগত বাত। অস্থি ও মজ্জাগত বাতরোগে অস্থি ও পর্ব্বসমূহে বেদনা, মাংসক্ষয় ও বল হ্রাস পায়। এই রোগ অতি কঠিন। এই রোগে ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল বলাতৈল বা অশ্বগন্ধাতৈল প্রভৃতি অবস্থানুসারে গাত্রে মর্দ্দন এবং অশ্বগন্ধাঘৃত বা ছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি রোগীকে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে।

মজ্জাগত বাত। অস্থিগত বাতরোগের ন্যায় মজ্জাগত বাতরোগের চিকিৎসা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল, সপ্তশতিক-প্রসারণীতৈল, একাদশ শতিকপ্রসারণীতৈল, বলাতৈল বা অশ্বগন্ধাতৈল এবং হংসাদিঘৃত প্রভৃতি বাতাদি দোষভেদে রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। এই রোগে অশ্বগন্ধাঘৃত, ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি সেবনে বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

শুক্রগত বাত। শুক্রগত বাতে রোগীর গাত্রে কেতকাদ্যতৈল মালিশ এবং বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত, অমৃতপ্রাশঘৃত বা বৃহৎছাগলাদ্যঘৃত সেবন করান কর্ত্তব্য। যোগেন্দ্ররস, চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধ অনুপান-বিশেষে সেবন করাইলেও উপকার পাওয়া যায়। শুক্রগতবাতরোগে রোগীকে দুগ্ধ, ছাগমাংসযূষ প্রভৃতি শুক্রবর্দ্ধক পথ্য প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। যে সমস্ত দ্রব্য তৃপ্তিসম্পাদক, তাহাও অবস্থাভেদে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

শিরোগ্রহ। শিরোগ্রহরোগে শিরোধারক শিরাসমূহের রুক্ষতা এবং তাহাতে বেদনা ও কৃষ্ণাভা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরোগ কষ্টসাধ্য। রোগের প্রথমাবস্থায় লক্ষ্মীবিলাস, নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মী-বিলাসরস বা মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, দশমূলকাথে এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। যেহেতু কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে শিরোগ্রহ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া থাকে। কোষ্ঠ-শুদ্ধির জন্ত প্রাতে যোগরাজগুগ্‌গুলু সেবন করাইলে, আরও উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে বৃহৎদশমূলতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল মস্তকে মালিশ করিতে দিবে, কিন্তু বায়ুর আধিক্য থাকিলে, উহার পরিবর্ত্তে স্বল্পপ্রসারণীতৈল বা পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈল মালিশ করান কর্ত্তব্য। ষড়বিন্দু তৈলের নস্ত প্রয়োগদ্বারা অনেক স্থলে মহান্ উপকার হয়। বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত বা ময়ূরাদ্যঘৃত এই রোগে সমধিক উপকারী। শিরোগ্রহের বিশেষ চিকিৎসা শিরোরোগে দ্রষ্টব্য।

জৃম্ভা। বায়ু দ্বারা পুনঃ পুনঃ জৃম্ভা অর্থাৎ হাই উত্থিত হইয়া থাকে। এইরোগে শুঠ্যাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিবে এবং সুকোমল শয্যায় রোগীকে শায়িত করাইবে। রোগীর গাত্রে কটুতৈল মর্দ্দন বা তাহাকে মধুরদ্রব্য ভোজন করাইলেও সমধিক উপকার হয়। অনেকস্থলে ইচ্ছানুরূপ তাম্বুল ভক্ষণদ্বারাও জৃম্ভা নিবৃত্তি হইতে দেখা যায়।

রসাজ্ঞান। রসাজ্ঞান অর্থাৎ তিক্ত, অম্ল প্রভৃতি রসজ্ঞানের অভাব। এই রোগ হইলে রোগীর জিহ্বায় সৈন্ধবাদ্যচূর্ণ মর্দ্দন করিতে দিবে। এরূপ ভাবে মর্দ্দন করাইবে, যেন জিহ্বার ময়লা সম্যক্ প্রকারে দূরীভূত হয়। রসা-জ্ঞানরোগে পিত্তাধিক ব্যক্তির জিহ্বায় কিরাতাদিচূর্ণ ঘর্ষণ এবং শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির জিহ্বায় আদাররস ঘর্ষণ করিলে রোগীর কটুতিক্তাদিরস বোধ হয়।

সুপ্তবাত। সুপ্তবাত অর্থাৎ ত্বক্‌শূন্যতা। স্পর্শজ্ঞানশূন্যতায় যে স্থানে স্পর্শশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হইবে, সেই স্থানের রক্তমোক্ষণ করিবে এবং তৎপর তৈল ও সৈন্ধবলবণ একত্র করিয়া অঙ্গারাগ্নিতে প্রদান করিলে, তাহা হইতে যে ধূম উত্থিত হইবে, সেইধূম রোগীর ব্যাধিস্থানে লাগাইবে।

কিন্তু পক্ষাঘাতাদিরোগে ঐরূপ স্পর্শজ্ঞানের অভাব হইলে, অন্যকোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া সেই রোগের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে এবং ঝিন্ ঝিন্ প্রভৃতি বাতরোগেও স্পর্শজ্ঞানাভাব হইলে, সেই রোগের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে।

পিত্তাশ্রিত প্রাণবায়ুদ্বারা বমন, দাহ প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত রোগে বাতপিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক অথচ পিত্তনাশক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। উদানবায়ু পিত্তকে আশ্রয় করিলেও দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়; সুতরাং এইরোগেও পূর্ব্ববৎ বায়ু ও পিত্তনাশক চিকিৎসা করিবে। উদানবায়ু কফাশ্রিত হইলে রোগীর ঘর্ম্মাভাব, বিষণ্ণতা, অগ্নিমান্দ্য ও শীত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই রোগে বাতশ্লেষ্মনাশক ঔষধ সেবন্ করিতে দিবে। এইরূপ পিত্ত বাতাশ্রিত অথবা বায়ু পিত্তাশ্রিত হইলে, বাতপিত্তনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বায়ু শ্লেষ্মাশ্রিত অথবা শ্লেষ্মা বাতাশ্রিত হইলে, বাতশ্লেষ্মনিবর্ত্তক চিকিৎসা করিবে। এই প্রকার বমন, দাহ, বিষণ্ণতা, ভ্রম, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ যে রোগের সঙ্গে প্রকাশ পায়; সেই রোগের সহিত তাহারও চিকিৎসা করিবে। বমনে কোনস্থলে মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য, আবার যেস্থলে দাস্ত প্রবল থাকে, সেস্থলে পিত্তনাশক অথচ ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। দাহ-রোগে কোনস্থলে পিত্তনাশক মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়; আবার অতীসারাদিরোগে পিত্তনাশক ধারক ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয়। সাধারণতঃ বাতরোগের নূতনাবস্থায় স্বেদপ্রয়োগ, বটিকা. অবলেহ, ক্বাথ প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। জ্বর, কাস প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় যেরূপ তৈল, ঘৃত প্রয়োগ করিতে হয়, বাতরোগেরও পুরাতন অবস্থায় সেই-রূপ তৈল ঘৃতাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বৃদ্ধ বা পরিশ্রমাসক্ত ব্যক্তির শরীরে বায়ুর রুক্ষতাবিনাশের জন্য সচরাচর তৈলাদি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহাদের বটিকা, ক্বাথ প্রভৃতি অনেক সময় আবশ্যক হয় না। ছাগলাদ্যঘৃত, বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত, অমৃতপ্রাশঘৃত বা অশ্বগন্ধাঘৃত প্রভৃতি কতক-গুলি ঔষধ প্রমেহান্বিত, ক্ষীণধাতু, কৃশ ও দুর্ব্বলব্যক্তির স্বভাবতঃ বাতাধিক্য অবস্থায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যেহেতু স্নেহদ্রব্য ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যদ্বারা তাহাদের

অভাব পূরণ করা যায় না। অনেকস্থলে বায়ু ভিন্নরোগ দ্বারা প্রকুপিত হইয়া থাকে। প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে অত্যধিক রস, রক্তাদি ধাতুর ক্ষয়বশতঃ শরীরে বায়ুর আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ সমস্ত রোগে মূলরোগনাশক ঔষধদ্বারা বায়ু প্রশমিত হয় না; তজ্জন্য পৃথক্ বায়ুনাশক ঔষধ সেবন করাইতে হয়। প্রমেহ হইতে ধাতুক্ষয়বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইলে, বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত বা অমৃতপ্রাশঘৃত অতি উপকারী। মূত্রকৃচ্ছ্র বা মূত্রাঘাতরোগে বায়ু প্রকুপিত হইলে, চতুর্ম্মুখ বা যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

সোমরোগে মূত্রাধিক্যবশতঃ শরীর বাতাধিক হইলে, বায়ুপ্রশমক তৈল ঘৃত ও বটিকা প্রয়োগ করিবে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রোগে বায়ুর প্রকোপ হইলে বায়ুর শান্তিকারক ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। আবার অনেক রোগের ঔষধ মূলীভূতরোগ নষ্ট করিয়া বায়ুর শমতা উৎপাদন করে। যথা—জ্বর, কাস, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় তৈল, ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ জ্বর ও কাস প্রভৃতি দূরীভূত করিয়া শরীরস্থ বায়ুর শমতা জন্মায়। কোন কোন রোগে উপসর্গীভূত বায়ু এতদূর প্রবল হয় যে বায়ু প্রশমিত না হইলে, সেই মূলরোগ একবারে দূরীভূত হয় না। বাতজ অর্শঃ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ ও অধোগত অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠস্থ বায়ু হ্রাস না হইলে কোনমতে ঐ রোগ প্রশমিত হয় না। অতএব বায়ু যে রোগের সঙ্গে যেরূপ-ভাবে অবস্থান করে, সেইরূপভাবে তাহার প্রশমনার্থ ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। শ্লেষ্মাশ্রিত বায়ুরোগে যে সমস্ত ঔষধ প্রযুক্ত হয়, পিত্তাশ্রিত বায়ুর ঔষধ তাহা হইতে ভিন্ন, আবার রসাশ্রিত বায়ুর যে ঔষধ, রক্তাশ্রিত বায়ুর ঔষধ তাহা অপেক্ষা ভিন্ন, রক্তাশ্রিত বায়ুর যে ঔষধ, শুক্রাশ্রিত বায়ুর ঔষধ তাহা হইতে অন্যরূপ, এইরূপ শিরোগত বায়ুর যে ঔষধ বক্ষোগত বায়ুর ঔষধ তাহা অপেক্ষা অন্যপ্রকার এবং বক্ষোগত বায়ুর ঔষধ হইতে আমাশয়গত বায়ুর, আমাশয়গত বায়ুর ঔষধ হইতে পক্কাশয়গত বায়ুর, পক্কাশয়গত বায়ুর ঔষধ হইতে বস্তিগত বায়ুর ঔষধ অনেকাংশে স্বতন্ত্র। এইরূপ শিরা, স্নায়ু প্রভৃতিগত বায়ুর পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ নিরূপণ করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

বাতব্যাধিরোগে—ঔষধ।

দশমূলক্কাথ। আক্ষেপক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, সর্ব্বাঙ্গবাত, হনুস্তম্ভ, মূকত্ব, মিন্‌মিনত্ব, মন্যাস্তম্ভ ও শিরোগ্রহ প্রভৃতি বাতরোগের প্রথম অবস্থায় রোগীর ইন্দ্রিয়ের বিকলতা দৃষ্ট হইলে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, এই ক্কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে এরণ্ডতৈল অল্পপরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে।

দশমূলক্কাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রাস্নাসপ্তক। একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত,বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জতা এবং শিরা ও স্নায়ুগতবাতের প্রথমাবস্থায় রোগীর হস্ত, পদ বা অন্যান্য অঙ্গে বেদনা, ভারবোধ বা তৎসঙ্গে জ্বরভাব থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিবে।

রাস্নাসপ্তক। রাস্না, গুলঞ্চ, সোন্দাল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্ণবা; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা,শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—শুঁঠচূর্ণ।০আনা।

রাস্নাদশমূল। একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, বাহুশোষ, অববাহুক, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জতা, কুব্জতা এবং শিরা ও স্নায়ুগত বাতরোগের প্রথম অবস্থায় হস্ত, পদাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হ্রাস অথবা বেদনা বা ভারবোধ হইলে, এই ক্কাথ রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ঐ ক্কাথের সহিত এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া লইবে।

রাস্নাদশমূল। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঁঠ এবং দেবদারু; এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

স্বল্পরাস্নাদি ক্কাথ। অর্দ্দিত, শিরঃশূল ও মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি বাত-রোগের প্রথমাবস্থায় এই ক্কাথ রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

স্বল্পরাস্নাদি ক্বাথ। রাস্না, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, এরণ্ডমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

মহারাস্নাদি ক্বাথ। একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গগতবাত, বাহুশোষ, বিশ্বচী, অববাহক, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জতা, কুব্জতা, গাত্রকম্প, অর্দ্দিত, হনুস্তম্ভ, এবং ক্রোষ্টুকশীর্ষ প্রভৃতি বাতরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের বিকলতা, শরীর ভার বা অসাড়বোধ অথবা বেদনা প্রভৃতি থাকিলে, এই ক্বাথের সহিত শুন্ঠীচূর্ণ, বক্ষ্যমাণ আভাগ্নচূর্ণ বা অলম্বুষাগ্নচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মহারাস্নাদি ক্বাথ। রাস্না, এরণ্ডমূল, বাসকছাল, দুরালভা, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, মুথা, শুঁঠ, আতইষ, হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, মৌরী, ধনে, পুনর্ণবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, পিপুল, বিস্তারকবীজ, শতমূলী, বচ, ঝিণ্টী, চই, বৃহতী ও কণ্টকারী; এই সকল দ্রব্য সমভাগ রাস্না ২ ভাগ, এই ২৮ ভাগ দ্রব্য মিলিত ২ তোলা পরিমাণে লইয়া ৩২ তোলা জলে পাক করিবে; ৪ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ ৮ তোলা থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ করিবে।

মাষাদি ক্বাথ। পক্ষাঘাত অথবা সর্ব্বাঙ্গগতবাতরোগের প্রথমাবস্থায় এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; বায়ু এবং শ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় যাবৎ শরীরে বেদনা বিদ্যমান থাকে, তাবৎ এই ক্বাথ সেবন করাইবে।

মাষাদি ক্বাথ। মাষকলাই, শূকশিম্বীবীজ, এরণ্ডমূল ও বেড়েলা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ হিং ৵০ আনা ও সৈন্ধবলবণ ৵০ আনা।

মাষবলাদি ক্বাথ। একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, মন্যাস্তম্ভ ও অর্দ্দিত প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর ইন্দ্রিয়বিকল এবং শরীরের জড়তা লক্ষিত হইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মাষবলাদি ক্বাথ। মাষকলায়, বেড়েলামূল, শূকশিম্বীবীজ, গন্ধতৃণ, রাস্না, অশ্বগন্ধামূল, ও এরণ্ডমূল; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—হিং ২ রতি এবং সৈন্ধব লবণ ।০ আনা।

তগরাদি ক্বাথ। প্রলাপরোগে রোগী নিরর্থক বাক্য উচ্চারণ করিলে তাহাকে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

তগরাদি ক্বাথ। তগরপাদুকা, ক্ষেৎপাপড়া, সোঁদাল, মুথা, কটুকী, বেণারমূল, অশ্বগন্ধা,

ব্রাহ্মী, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, শঙ্খপুষ্পী; বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ভূতিকাদ্যক্বাথ। আমাশয়গতবাতে রোগীর হৃদয় ও পার্শ্বদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং তজ্জন্য বমন, উদ্গার প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

ভূতিকাদ্য ক্বাথ। গন্ধতৃণ, হরীতকী, শঠী, ও কুড়; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

বিল্বাদ্যক্বাথ। আমাশয়গতবাত প্রবল হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর দাস্ত, বমন, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

বিল্বাদ্য ক্বাথ। বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু ও শুঁঠ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বচাদিক্বাথ। আমাশয়গত বায়ু প্রকুপিত হইয়া হৃদয়, পার্শ্বদেশ ও উদর প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অম্লোদ্গার উৎপাদন করিলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বচাদি ক্বাথ। বচ, আতইষ, পিপ্পলী ও বিট্ লবণ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ইন্দ্রবারুণিকাযোগ। সন্ধিস্থিত বায়ুর প্রকোপহেতু রোগীর সন্ধি-স্থলে বেদনা এবং সন্ধিস্ফীত হইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে।

ইন্দ্রবারুণিকা যোগ। রাখালশসার মূল, পিপুল ও পুরাতন গুড়; সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ।৹ আনা বা ॥৹ তোলা।

রসোনকল্ক। পক্ষাঘাত ও সর্ব্বাঙ্গগতবাত প্রভৃতি রোগে বাত ও শ্লেষ্মা প্রবল হইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। অনুপান—দুগ্ধ বা তিলতৈল।

রসোনকল্ক। শোধিত রসুন শিলায় পেষণ করিয়া প্রথম দিন ।৹ আনা, ২য় দিন ॥৹ তোলা, এইরূপে প্রতিদিন বৃদ্ধি করতঃ ৭ দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইবে।

শাল্বনস্বেদ। আক্ষেপক, একাঙ্গবাত (পক্ষাঘাত), সর্ব্বাঙ্গবাত, বাহুশোষ, অববাহুক ও ধনুস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগে আক্ষেপ, স্পর্শশক্তির অভাব, হস্ত, পদাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তিহ্রাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই স্বেদ রোগীর গাত্রে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে। রোগের আরম্ভকাল হইতে যে পর্য্যন্ত ঐরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন না হয়, তাবৎ স্বেদপ্রদান করা আবশ্যক। পক্ষাঘাতরোগে এই স্বেদ অতি উপকারী।

শাল্বনস্বেদ। কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ, বংশলোচন, মুগাণী, মাষাণী, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, কাকড়াশৃঙ্গী, পদ্মকাষ্ঠ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কিস্‌মিস্, জীবন্তী, যষ্টিমধু, দেবদারু, হরিদ্রা, শ্বেতঅপরাজিতার মূল, আকন্দমূল, গোক্ষুর, তগরপাদুকা, মুথা, দারুচিনি, রেড়ীর মূল, রক্ত কাঞ্চনের ছাল, কয়েৎবেল, বাবলার ছাল, গণিয়ারী, কাশের মূল, পাথরচুণারপাতা, সাঁচিশাক, হুড়্‌হুড়ে, পুনর্ণবা, কুড়, কাপাসবীজ, শূকশিম্বীবীজ, শত-মূলী, বকছাল, তেউড়ীমূল, শটী, ঝাঁটী মূল, শ্বেতবেড়েলারমূল, যবধান, কুল, কুলথকলাই, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী; এই সকল দ্রব্য একত্র কুট্টিত করিয়া লইবে। এই সকল দ্রব্যের সমান বরাহ মাংস, অভাবে কচ্ছপের মাংস বা তদভাবে ছাগমাংস লইবে, অনন্তর সমস্ত একত্র করিয়া সমস্তের আটগুণ জল এবং পাতিলেবু, কাগজীলেবু, গোড়ালেবু, ছোলঙ্গলেবু, কমলালেবু, অম্লবেতস, কুল, দাড়িম ও তেঁতুল, ইহাদের প্রত্যেকে ৬ তোলা, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ ইহাদের প্রত্যেকে ১৮ তোলা, ঘৃত /।০ পোয়া, তিলতৈল /।০ পোয়া, এরণ্ডতৈল /।০ পোয়া কাঁজি /২ সের, দধির মাত /২ সের, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করিবে, মাংস অর্দ্ধসিদ্ধ হইলে পাত্র হইতে ঐ সমস্ত দ্রব্যের কিয়দংশ লইয়া ভেরেণ্ডা বা রেড়ীপাতায় বেষ্টন করিয়া যথাসম্ভব উষ্ণ থাকিতে স্বেদ দিতে থাকিবে। সর্ব্বাঙ্গগত বাতরোগে ২।৩ জনে এক সময় রোগীকে স্বেদপ্রদান করিবে। স্বেদদ্রব্য শীতল হইলে উহা পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় গরম ও পাতায় বেষ্টন পূর্ব্বক স্বেদ দিবে। স্বেদ প্রস্তুত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। অনেকে মাংসসিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত অন্যান্য দ্রব্য মিশাইয়া পুনর্ব্বার সিদ্ধ করিয়া তদ্দারা স্বেদ প্রদান করেন। যাহা হউক মাংস এবং ঐ কাকোল্যাদিদ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিয়া স্বেদ দিলেও তাহাতে গুণের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

শঙ্করস্বেদ। কুব্জতা, মন্যাস্তম্ভ, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, ত্রিকশূল ও সন্ধিগত প্রভৃতি বাতরোগে স্থান-বিশেষে প্রবল বেদনা এবং বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে, এই স্বেদ প্রদান করিবে; কিন্তু বেদনা অল্প থাকিলে এবং স্পর্শ-হীনতা লক্ষিত হইলে স্বেদপ্রদান করিবে না। বাতাধিক বা রুক্ষ ব্যক্তির

পক্ষে এই স্বেদ প্রযোজ্য নহে। হস্ত, পদ, অঙ্গুলি, গুল্‌ফ, স্কন্ধ ও কটি প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রবল হইলে এবং আমরসের প্রবলতা অনুভূত হইলে, এই স্বেদ অতি উপকারী। রোগীর যাবৎ বেদনা হ্রাস না হয়, তাবৎ প্রতিদিন স্বেদ প্রদান করিবে। আমরসযুক্ত বাত অর্থাৎ আমবাতেই এই স্বেদ প্রশস্ত, তথাপি দেশ, কাল অনুসারে বা অবস্থাবিশেষে বাতেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শঙ্করস্বেদ। কার্পাসবীজ, কুলথকলাই, তিল, যবধান, লালভেরেণ্ডার মূল, মসিনা, পুনর্ণবা, শণবীজ এবং শজিনাবীজ, এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যতগুলি দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা সমভাগে একত্র কুট্টিত ও কাঁজিতে সিক্ত করিয়া দুইটী পুটুলী প্রস্তুত করিবে। অনন্তর একটী হাড়ীতে কাঁজিপূর্ণ করিয়া তাহার মুখে বহুচ্ছিদ্র বিশিষ্ট একখানা শরা বসাইয়া সন্ধিস্থানে লেপ দিবে এবং ঐ শরার উপর দুইটী পুটুলী স্থাপন করিবে। তৎপর কাঁজি উষ্ণ হইয়া যখন উহার তাপে পুটুলী উষ্ণ হইবে, তখন এক একটী পুটুলী দ্বারা ক্রমান্বয় স্বেদ-প্রদান করিবে। একটী পুটুলী শীতল হইলে, উহা শরায় রাখিয়া অন্য পুটুলী দ্বারা স্বেদ দিবে।

শুণ্ঠ্যাদিচূর্ণ। বায়ুদ্বারা পুনঃ পুনঃ জৃম্ভা প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

শুণ্ঠ্যাদি চূর্ণ। শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, যমানী ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

বলাদ্যচূর্ণ। বস্তিগতবাতরোগে রোগীর বস্তিদেশ আক্রান্ত হইলে এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প প্রস্রাব, প্রস্রাবে যন্ত্রণা বা প্রস্রাব সহসা বন্ধ হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগেও অনেকস্থলে অতি উপকারী।

বলাদ্য চূর্ণ। বেড়েলা, গোড়াচক্র ও দারুচিনি ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান চিনি মিশ্রিত করিবে। মাত্রা চারি আনা।

পথ্যাদিচূর্ণ। বস্তিগত বাতরোগে রোগীর বস্তিদেশে বেদনা, পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব, প্রস্রাবে যন্ত্রণা, সহসা প্রস্রাব বন্ধ হওয়া, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ

পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, কশ্মরীরোগেও এই ঔষধ সেবনে উপকার হয়। অনুপান—মধু।

পথ্যাদি চূর্ণ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও লৌহভস্ম, এই সকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০আনা।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ। বাতাষ্ঠীলা, প্রত্যষ্ঠীলা, আমাশয়গতবাত, পক্বাশয়গত বাত, ঊর্দ্ধবাত, তূণী, প্রতিতূণী এবং আধ্মান প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর উদর ফাঁপা বা কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ। হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, বিটলবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, জীরা ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ৭ ভাগ; এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া লইবে। মাত্রা ৵ আনা।

নারাচচূর্ণ। আধ্মানরোগে এবং পক্বাশয়গতবাতে রোগীর উদর ফাপা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। আধ্মানে বিরেচনার্থ এই ঔষধ প্রদান করা যায়। কিন্তু বিষ্টব্ধতা জন্য আধ্মানরোগে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ভোজনের পূর্ব্বে মধুসহ সেব্য।

নারাচচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহানারাচচূর্ণ। আধ্মাননামক বাতরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, বিরেচনার্থ এই ঔষধ রোগীকে শীতলজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত বিরেচক, সুতরাং বিষ্টব্ধজনিত আধ্মানরোগে প্রয়োজ্য নহে।

মহানারাচচূর্ণ। হরীতকী, সোঁদাল, আমলকী, দন্তী, কট্‌কী, সিজ, তেউড়ীমূল ও মুথা ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ১৬ সের, পাকশেষ /২ সের, ছাকিয়া ঐ ক্বাথে খোসা এবং মধ্যপাত রহিত নূতন জৈপালবীজ ৮ তোলা বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, যখন গাঢ় হইবে, তখন ঐ জৈপাল গ্রহণ করিবে, এরূপে বিশুদ্ধ জৈপাল ৮ তোলা, শুণ্ঠী ৩ তোলা, মরিচ ২ তোলা, রস ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা (কজ্জলী ৪ তোলা) লইয়া যথানিয়মে জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। আধ্মানরোগে হৃদয়, পার্শ্ব ও পক্বাশয়ে অত্যন্ত বেদনা, উদর বায়ুপূর্ণবোধ এবং প্রত্যাধ্মানরোগে অগ্নি অত্যন্ত দুর্ব্বল, আমাশয়ে

বেদনা ও আগ্মানভাব লক্ষিত হইলে বা আমাশয়গতবাতে এই চূর্ণ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গুষ্টক চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ। আগ্মানরোগে, উদর বায়ুদ্বারা পরিপূর্ণ, হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং প্রত্যাগ্মানরোগে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ-বশতঃ আমাশয়ে বিবিধ কষ্টবোধ হইলে বা আমাশয়গত বাতরোগে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বচাদ্যচূর্ণ। বাতাষ্ঠীলারোগে উদরে বেদনা, মল ও মূত্ররোধ এবং প্রত্যষ্ঠীলারোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণ জলসহ সেবন করাইবে।

বচাদ্যচূর্ণ। বচ, হরীতকী, হিং, সৈন্ধবলবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে)। বাতাষ্ঠীলারোগে নাভির অধোদেশে বেদনা এবং প্রত্যষ্ঠীলারোগে ঐ বেদনা ঊর্দ্ধদিকে গমন করিলে বা অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। আমাশয়গত বাতে ও আগ্মানে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা বাতরোগে স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণাপেক্ষা অধিক উপকারী, বিশেষতঃ গুল্মশূলনাশক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে)। বচ ২ ভাগ, হিং ১ ভাগ, বিট্‌লবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, রক্তচিতা ৭ ভাগ ও কুড় ৮ ভাগ, এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵ আনা বা ।০ আনা।

বৈশ্বানরচূর্ণ। তূণীরোগে পক্বাশয় হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বেদনা, মলদ্বার ও লিঙ্গ বা যোনিমূলে বেদনা এবং প্রতিতূণীরোগে মলদ্বার বা জননে-ন্দ্রিয় হইতে ঊর্দ্ধদিকে পক্বাশয় বা মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং পক্বাশয়গত বাতরোগে, গুহ্যগতবাতে ও ত্রিকশূলে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা মৃদুবিরেচক অথচ বাতানুলোমক।

বৈশ্বানর চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভাস্করলবণ। আমাশয়গতবাতের যাবতীয় লক্ষণ অর্থাৎ উদর, নাভি ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে।

ভাস্করলবণ। প্রস্তুতবিধি ৩৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদিচূর্ণ। তূণীরোগে পক্বাশয় হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত তীব্র-বেদনা এবং মলদ্বার ও লিঙ্গমূলে বেদনা অথবা প্রতিতূণীরোগে মলদ্বার বা জননেন্দ্রিয় হইতে উর্দ্ধভাগে পক্বাশয় বা মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বেদনা উত্থিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে ঈষদুষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিদীপক ও আমপাচক।

পিপ্পল্যাদিচূর্ণ। পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, ছোটএলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, রেণুকা, জীরা, বামনহাটী, ঘোড়ানিমের ফল, হিং, কট্‌কী, শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ, আতইষ ও মূর্চ্চামূলী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

অশ্বগন্ধাদিচূর্ণ। হৃদয়গতবাতে হৃদয়বেদনা এবং বিবিধ যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অশ্বগন্ধাদিচূর্ণ। অশ্বগন্ধাচূর্ণ, বহেড়াচূর্ণ এবং পুরাতন ইক্ষুগুড়; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ আনা।

দেবদার্ব্বাদিচূর্ণ। হৃদয়স্থিতবাতে হৃদয়বেদনা এবং অন্যান্য যন্ত্রণা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

দেবদার্ব্বাদি চূর্ণ। দেবদারু এবং শুঁঠ এই উভয় দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

চিত্রকাদিচূর্ণ। আমাশয়গতবাতে পার্শ্ব, উদর, হৃদয় ও নাভিমূলে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

চিত্রকাদি চূর্ণ। রক্তচিতা, আকনাদি, কট্‌কী, আতইষ ও হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা।

বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ। আমাশয়গতবাতে,পার্শ্ব, নাভিমূল ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োজ্য। এই রোগ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে, যখন রোগীর অন্যান্য উপসর্গ অর্থাৎ দাস্ত, বমন, পিপাসা প্রভৃতি উপস্থিত হয়, তখনও ইহা সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৩৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সৈন্ধবাদিচূর্ণ। বাতিক রসাজ্ঞানরোগে জিহ্বায় কোন পদার্থের স্বাদ অনুভূত না হইলে, এই চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিতে দিবে।

সৈন্ধবাদিচূর্ণ। সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ এবং অম্লবেতস, এই সকল দ্রব্য সম-ভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—দুই আনা।

কিরাতাদিচূর্ণ। পৈত্তিক রসাজ্ঞানের প্রবলাবস্থায় জিহ্বায় পদা-র্থের স্বাদ অনুভূত না হইলে, এই চূর্ণ জিহ্বায় প্রদান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করিবে।

কিরাতাদিচূর্ণ। চিরতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, বচ, ব্রাহ্মী, পলাশবীজ, স্বর্জ্জিকাক্ষার, কৃষ্ণ-জীরা, পিপুল, পিপুলমূল, রক্তচিতা, শুঁঠ এবং মরিচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—দুই আনা।

অলম্বুষাদ্যচূর্ণ। ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগের প্রথমাবস্থায় জানুদেশস্থ গ্রন্থিস্ফীত এবং তাহাতে অসহ্য বেদানা হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতকণ্টকরোগেও প্রয়োজ্য।

অলম্বুষাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আভাদ্যচূর্ণ। জানুস্থিত গ্রন্থি স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত হইলে ক্রোষ্টুক-শীর্ষরোগের প্রথমাবস্থায় এই চূর্ণ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা গৃধ্রসী, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ ও বাতকণ্টকরোগের প্রথমাবস্থায় অতি উপ-কারী।

আভাদ্যচূর্ণ। বাবলামূলের ছাল, রাস্না, গুলঞ্চ, শতমূলী, শুঁঠ, শুল্‌ফা, অশ্বগন্ধা, ধনে, শোধিত বিস্তারকবীজ, যমানী ও বনযমানী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—দুই আনা হইতে চারি আনা।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ। ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগের প্রথমাবস্থায় জানুর মধ্য স্ফীত এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদানা হইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গৃধ্রসীরোগেও ইহা অতি উপকারী।

পুনর্ণবাদি চূর্ণ। পুনর্ণবা, গুলঞ্চের পালো, শুঁঠ, শুল্‌ফা, শোধিত বৃদ্ধদারকবীজ, শঠী এবং মুণ্ডিরী; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা।

অজমোদাদিচূর্ণ ও বটক। ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগে জানুমধ্যে তীব্রবেদনা এবং তূণী,প্রতিতূণী, গৃধ্রসী, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, বাতকণ্টক, সন্ধিস্থিতবাত, হৃদ্রোগ ও বস্তিগত বেদনা প্রভৃতি রোগের প্রথম এবং মধ্যাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা সন্ধিগত ও অস্থিগত তীব্রবাত বিনষ্ট হয়। আমবাতরোগেও এই ঔষধ অতি উপকারী। শরীরের কোন স্থানে আঘাত লাগিলে বা কোনস্থান ভগ্ন হওয়ায় দীর্ঘকালপর্য্যন্ত বেদনা স্থায়ী হইলে, এই ঔষধে তাহাও বিনষ্ট হয়। বাতশ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে ইহা অতি উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

অজমোদাদিচূর্ণ ও বটক। যমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, রক্তচিতা, শুল্‌ফা, সৈন্ধব ও পিপ্পলীমূল, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, শুঁঠচূর্ণ ৮০ তোলা, শোধিত, বিস্তারকবীজ ৮০ তোলা ও হরীতকী ৪০ তোলা, এই সমুদয় চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—দুই আনা বা চারি আনা, ইহাকে অজমোদাদিচূর্ণ কহে। অজমোদাদি বটকে সমস্ত চূর্ণের সমান পুরাতন ইক্ষুগুড় লইবে। প্রথমতঃ পুরাতন গুড়ে কিঞ্চিৎ উষ্ণজল প্রদান পূর্ব্বক অগ্নিতে দ্রবীভূত করত নামাইয়া তাহার সহিত সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বটক প্রস্তুত করিবে।

বাতারিগুগ্‌গুলু। খঞ্জতা, পঙ্গুতা, গৃধ্রসী, বিশ্বচী, অববাহুক,কলায়-খঞ্জ ও পাদহর্ষ প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত ও ধনুস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগেও মধ্য বা তৃতীয়াবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ঔষধ মৃদুবিরেচক সুতরাং বাতিক, পৈত্তিক,বাতপৈত্তিক অথবা বাতশ্লৈষ্মিক শরীরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আমবাতেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

বাতারিগুগ্‌গুলু। শোধিত গন্ধক, গুগ্‌গুলু, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া এরণ্ডতৈল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

যোগরাজগুগ্গুলু। অববাহুক, বাতকণ্টক, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, খল্লী, ত্রিকশূল, অর্দ্দিত, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, মন্যাস্তম্ভ, আক্ষেপক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুস্তম্ভ, কুব্জতা, অপতন্ত্রক ও সন্ধিগতবাত প্রভৃতি রোগে, এই ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী। ঐ সমস্ত রোগের প্রথম, মধ্য এবং অবস্থাভেদে তৃতীয়াবস্থায় রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে ও সায়াহ্নে বা অবস্থাভেদে একবার সেবন করিতে দিবে। সন্ধিগত, মজ্জাগত এবং কোষ্ঠগতপ্রভৃতি বাত রোগে এই ঔষধ সেবন করান যায়। হস্ত, পদ, পৃষ্ঠ, কটিদেশ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানের বেদনা ইহাতে শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। এই ঔষধে বাতাশ্রিত পুরাতন জীর্ণজ্বরেরও উপকার হয়। ইহা বাতশ্লেষ্মা, বাতপিত্ত বা বাতপ্রবল শরীরে তুল্য গুণকারী এবং বাতানুলোমক, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও মৃদুবিরেচক। অনুপান—উষ্ণজল।

যোগরাজগুগ্গুলু। প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ যোগরাজগুগ্গুলু। ক্রোষ্টুকশীর্ষ, সন্ধিবাত, একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, গৃধ্রসী, ত্রিকশূল, বিশ্বচী, বাতকণ্টক, কুব্জতা, সন্ধিবাত ও অববাহুক প্রভৃতি রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অবস্থাভেদে ঐসকল রোগের তৃতীয়াবস্থায় এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। ঐসকল রোগ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ অন্যান্য ঔষধের সহিত প্রত্যহ প্রাতে একবারমাত্র সেবন করান কর্ত্তব্য। অনেকস্থলে ইহা যথারীতি সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং শরীর-পুষ্টি ও বলবর্দ্ধিত হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ যোগরাজগুগ্গুলু। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা বহেড়া, আকনাদি, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বনযমানী, বচ, হিং, ধনে, গজপিপ্পলী, ছোটএলাইচ, শঠী, ধনে, বিট্‌লবণ, সৌবর্চ্চলবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপুলমূল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, লৌহ, ধূনা, গোক্ষুর, রাস্না, আতইষ, শুঁঠ, যবক্ষার, অম্লবেতস, রক্তচিতা, কুড়, চৈ, মহাদা, দাড়িম, এরণ্ডমূল, অশ্বগন্ধা, তেউড়ীমূল, কুলশুঁঠ, দেবদারু, হরিদ্রা, কট্‌কী, মূর্ব্বা, বলাডুমুর, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, শঙ্খভস্ম, যমানী, বাসকছাল ও অভ্র, এই

সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে, অনন্তর সর্ব্বচূর্ণ সমান শোধিত নূতন গুগ্‌গুলু ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া উহার সহিত সমস্ত মিশ্রিত চূর্ণ অল্প অল্প পরিমাণে মিশাইবে এবং ঘৃত দ্বারা পেষণ করিবে ও ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

সিংহনাদগুগ্‌গুলু। কুব্জতা, একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, সন্ধিগতবাত ও মাংসগতবাত প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

সিংহনাদ গুগ্‌গুলু। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথ ২৪ তোলা, শোধিত গন্ধক ৮ তোলা, শোধিত গুগ্‌গুলু ৮ তোলা ও এরণ্ডতৈল ৬৪ তোলা, এই সকল একত্র করিয়া একটি লৌহপাত্রে পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে, ঔষধ অবতরণ করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু। কুব্জতা, একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, সন্ধিগতবাত ও কটিস্থিতবাত প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ ব্যাধির প্রথমাবস্থায় উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং শরীর সবল থাকিলেই এই ঔষধ প্রয়োগকরিবে, কারণ, ইহা তীব্রবিরেচক। প্রত্যহ সহ্য না হইলে, সপ্তাহে ২ দিন সেবন করাইবে। ইহা আমবাত, উরুস্তম্ভ ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি রোগে অত্যন্ত উপকারী। বাতরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ একান্ত কর্ত্তব্য। অন্যান্য গুগ্‌গুলু সেবনে উপকার না হইলে, ইহা ব্যবহারে দাস্ত পরিষ্কার হয় এবং বায়ু অনুলোম হইয়া থাকে। ইহা বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করাইবে।

বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্‌গুলু। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের, জল ৯৬ সের, শেষ ২৪ সের। এই ক্বাথ ছাকিয়া লইয়া উহার সহিত শোধিত গুগ্‌গুলু ৬৪ তোলা ও সর্ষপতৈল /২সের প্রদান করিয়া যথানিয়মে পাক করিবে, পাকাবসানে শুঁঠ, পিপ্পলী-মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গুলঞ্চের পালো, রক্তচিতা, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, গজপিপুল, ওল, মানকচু, রস ও গন্ধক, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং শোধিত সহস্র জৈপালবীজচূর্ণ উহাতে প্রদান করিবে। মাত্রা /০ আনা হইতে ৵০ আনা।

অমৃতাগুগ্‌গুলু। কুপিতবায়ু রক্তগত হইলে এবং দেহের বিবর্ণতা, অত্যন্ত বেদনা, দেহের উত্তাপ, জ্বালা ও স্থানে স্থানে ব্রণের উৎপত্তি প্রভৃতি

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্ত, বাতরক্ত, কুষ্ঠ ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। রক্তগত বায়ুর মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ বায়ু রুক্ষতা প্রাপ্ত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বায়ু বিবিধকারণে স্তম্ভিত হইলে, ইহা প্রযোজ্য নহে। অনুপান—উষ্ণজল।

অমৃতাগুগ্‌গুলু। গুলঞ্চ /৬ সের, পরিষ্কার গুগ্‌গুলু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পুনর্ণবা ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের, জল ৬৪সের, পাক শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ ছাকিয়া পুনরায় অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে, গাঢ় হইলে পাত্র অবতরণ করিয়া উষ্ণাবস্থায় দন্তীমূল, রক্তচিতা, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গুলঞ্চের পালো, দারুচিনি, এবং বিড়ঙ্গশাস, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা ও তেউড়ীমূলচূর্ণ ২ তোলা উহাতে প্রদান পূর্ব্বক আলোড়ন করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু। অববাহুক, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, ত্রিকশূল, সন্ধিগতবাত, অস্থিগতবাত, মজ্জাগতবাত, স্নায়ুগতবাত ও কটিশূল প্রভৃতি রোগে বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে। বাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বিশেষতঃ যাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, বাতনাশক ও বলকারক। অনুপান—উষ্ণজল।

ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু। আভা (বণিক্ দ্রব্য বিশেষ) অশ্বগন্ধা, হবুষ (অভাবে ধনে), গুলঞ্চের পালো, শতমূলী, গোক্ষুর, শোধিত বিদ্ধারকবীজ, রাস্না, শুল্‌ফা, শঠী, যমানী এবং শুঁঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ। সর্ব্বসমান শোধিত নূতন গুগ্‌গুলু এবং গুগ্‌গুলের অর্দ্ধাংশ গব্য ঘৃত। প্রথমে ঘৃত দ্বারা গুগ্‌গুলু পেষণ পূর্ব্বক পরে তাহার সহিত অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

পথ্যাদিগুগ্‌গুলু। ক্রোষ্টুকশীর্ষ ও গৃধ্রসী প্রভৃতি বাতরোগের মধ্যাবস্থায় ও খঞ্জরোগের নূতনাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ইহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, রোগীর বিশেষ উপকার হয়। এই ঔষধ বলকারক। বাতের নূতনাবস্থায় আমদোষ বিদ্যমানে সর্ব্বত্র সমান উপকার হয় না। কিন্তু মধ্যাবস্থায় অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

পথ্যাদিগুগ্‌গুলু। হরীতকী ১০০ শত, বহেড়া ২০০ শত, আমলকী ৪০০, পরিষ্কৃত

গুগ্গুলু ২ সের, একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিয়া বত্রিশ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে, অনন্তর লৌহপাত্রে ঐ ক্বাথ পাক করিবে ও ঘন হইলে পাত্র নামাইয়া উহাতে বিড়ঙ্গ, দন্তীমূল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, গুলঞ্চের পালো, পিপুল, তেউড়ীমূল, শুঁঠ ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ৷৷০ তোলা।

শিবাগুগ্গুলু। ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগে জানুদেশ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে এবং কটিশূল ও গৃধ্রসী প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে রোগীর দাস্ত হইলেই বিশেষ উপকার হয়। অন্যান্য ঔষধ সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলেও এই ঔষধ সেবন করাইলে অধিক উপকার পাওয়া যায়। ইহা আমবাতরোগেও মহান্ উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

শিবাগুগ্গুলু। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা, জল ১৬সের, পাকশেষ ৪ সের। এই ক্বাথ ছাকিয়া তাহাতে এরণ্ডতৈল ১৬ তোলা এবং শোধিত গন্ধক-চূর্ণ ৬ তোলা প্রদান করিয়া পাক করিবে। পাকাবসানে চূর্ণীকৃত শোধিত গুগ্গুলু ১৬ তোলা ও রাস্না, বিড়ঙ্গ, মরিচ,পিপুল, দন্তী, জটামাংসী শুঁঠ ও দেবদারু; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা প্রদান পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা ৷৷০ তোলা।

রসোনাষ্টক। অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, একাঙ্গবাত (পক্ষাঘাত), সর্ব্বাঙ্গবাত, গৃধ্রসী, অববাহুক, ও বিশ্বচী, প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে এবং কটিশূল ও পৃষ্ঠশূলরোগে এই ঔষধ অতি উপকারী। ইহা ক্রমশঃ এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন সেবন করাইলে, ঐ সমস্ত রোগে সমধিক উপকার হয়। ইহা উষ্ণবীর্য্য, সুতরাং সকলদেশে সকল ঋতুতে সমান কার্য্যকারী নহে। হেমন্ত এবং শীত ঋতুতে এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়, বর্ষাকালে এবং বসন্ত ঋতুতে প্রয়োগে মধ্যবিধ উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু শরৎ এবং গ্রীষ্মকালে অথবা রক্তবিকৃতি বা উপদংশজনিত বাতরোগে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ঔপসর্গিক প্রমেহরোগেও এই ঔষধ অপ্রযোজ্য। অনুপান—ভেরেণ্ডারমূলের ক্বাথ বা উষ্ণজল।

রসোনাষ্টক। শোধিত রশুন ১২ তোলা এবং হিং, জীরা, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৵০ আনা মিশ্রিত করিবে।

রসোনপিণ্ড। অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, একাঙ্গবাত অর্থাৎ

পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, গৃধ্রসী, উরুস্তম্ভ, অববাহুক, বিশ্বচী, মন্যাস্তম্ভ, পাদহর্ষ, বাহুশোষ, বাতকণ্টক, কুব্জতা, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, শিরাগত বাত, সন্ধিগত বাত, পৃষ্ঠগত বাত ও কটিশূল প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বায়ু বা শ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে অথবা হস্তপদাদি অঙ্গ শুষ্ক হইলে, রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা উষ্ণবীর্য্য, সুতরাং শ্লেষ্মা দ্বারা বায়ুর স্তব্ধতা প্রতীয়মান হইলে অতি উপকারী। বাতব্যাধিরোগে বায়ু রুক্ষ-ভাবাপন্ন বলিয়া ইহাদ্বারা তাদৃশ উপকার হয় না। শীত এবং হেমন্ত ঋতুতে ইহা ব্যবহারে সমধিক উপকার পাওয়া যায়, বর্ষা ও বসন্তকালে প্রয়োগে মধ্যবিধ উপকার হয়, শরৎ ও গ্রীষ্মকাল স্বভাবতঃ উষ্ণ, সুতরাং ঐ সময় উহা ব্যবহারে তাদৃশ উপকার হয় না, তবে আমবাতরোগে সকল সময়ই প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু উপকারের হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। রশুন আমরস-পাচক, সুতরাং আমবাতে সর্ব্বঋতুতেই উপকারী। দূষিত অর্থাৎ ঔপসর্গিক প্রমেহ বা উপদংশাশ্রিত বাতরোগে ইহা প্রযোজ্য নহে।

রসোনপিণ্ড। শোধিতরসুন ১২॥০ সের খোসারহিত পেষিত তিল ৩২ তোলা এবং হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাজিমাটী, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সাম্ভারলবণ, কর্কচলবণ, গুল্‌ফা; কুড়, পিপুলমূল, রক্তচিতা, বনযমানী, যমানী ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, এই সমুদয় মিশ্রিত করিয়া একটী ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া তাহাতে তিলতৈল ১ সের ও কাঁজি /২ সের প্রদান করিবে এবং ঐ পাত্র ষোলদিন ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক ঔষধ বাহির করিবে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন কাঁজি, তৈল ও সমস্ত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া এরণ্ড পত্রে বেষ্টনপূর্ব্বক ধান্যরাশির মধ্যে ষোলদিন রাখিয়া পরে ঘৃতপাত্রে রাখিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

মহারসোনপিণ্ড। অপতন্ত্রক, অর্দ্দিত, একাঙ্গবাত বা পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, গৃধ্রসী, অববাহুক, বিশ্বচী, বাতকণ্টক, বাহুশোষ, গৃধ্রসী, কুব্জতা, মন্যাস্তম্ভ ও অপতানক প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। এতদ্ভিন্ন ইহা কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, শিরঃশূল, স্নায়ুগতবাত ও গ্রন্থিবাত প্রভৃতি রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মা বা শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, সেবন করান যায়। বায়ুদ্বারা দেহ রুক্ষ হইলেও দেশ এবং কালভেদে এই

ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় শ্লেষ্মা এবং অপক্করসের পরিপাক না হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এতদ্ভিন্ন মেহদোষ থাকিলেও এই ঔষধ সেবনে উপকার হয়, কিন্তু ঐ সমস্ত বাত, রক্তদোষ বা দুষিত মেহ হইতে উৎপন্ন হইলে অথবা বাতের সহিত মূত্রকৃচ্ছ্রতা থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করিবে না। পিত্তপ্রধান দেহেও এই ঔষধ তত উপকারী নহে, আমবাতরোগে এই ঔষধ অতি উৎকৃষ্ট। ইহা বল, পুষ্টি ও চক্ষুর জ্যোতিবর্দ্ধক।

মহারসোন পিণ্ড। শোধিত রসুন ৮০০ তোলা (১২॥০ সের), খোসারহিত পেষিত তিল ৪০০ তোলা (৬।০ সের), গব্যতক্র ১৬ সের, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, চই, রক্তচিতা, গজপিপুল, বনযমানী, দারুচিনি, এলাইচ ও পিপুলমূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ৬৪ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা, কুড়চূর্ণ ৩২ তোলা, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ৩২ তোলা, মধু ৩২ তোলা, শিলাপেষিত আদা ৩২ তোলা, ঘৃত ৬৪ তোলা, তিলতৈল ৬৪ তোলা, শুক্ত (কাঁজি বিশেষ) ১৬০ তোলা, শ্বেতসর্ষপ ৩২ তোলা, রাইসর্ষপ ৩২ তোলা, ও হিং ২ তোলা এবং বিট্ লবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সাম্ভারলবণ ও করকচলবণ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। রসুনের সহিত সমস্ত চূর্ণদ্রব্য, পিষ্ট তিল, কাঁজি, ঘৃত ও মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া একটী ঘৃতপাত্রে রাখিবে, অনন্তর ধান্যরাশির মধ্যে ১২ বার দিন রাখিয়া ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। মাত্রা ॥০ বা ৷৹০ আনা।

বাতগজাঙ্কুশ। একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, অববাহুক, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ ও স্নায়ুশূল প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় শরীরের স্তব্ধতা ও শরীরের কোনস্থানে বেদনা প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লেষ্মাদ্বারা বায়ুর স্তব্ধতা অথবা বাতরোগে জ্বর, গাত্রবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধে বিশেষ উপকার হয়। বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ইহাতে তাদৃশ উপকার হয় না। অনুপান—এরণ্ডমূলের রস ও সৈন্ধবলবণ অথবা আদাররস ও মধু।

বাতগজাঙ্কুশ। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাবাতগজাঙ্কুশ। একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, কলায়খঞ্জতা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, গৃধ্রসী, বিশ্বচী, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ,

অববাহুক এবং অন্যান্য বাতরোগে বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা প্রকাশ পাইলে অথবা বাতশ্লেষ্মা দ্বারা শরীরের স্তব্ধতা দৃষ্ট হইলে- এই ঔষধ সেবন করাইবে। বাত-রোগে সর্ব্বশরীরের জড়তা প্রকাশ পাইলে, ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—এরণ্ডমূলের কাথ ও সৈন্ধবলবণ।

মহাবাতগজাঙ্কুশ। অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, তাম্র, রস, গন্ধক, হরিতাল, বামনহাটী, শুণ্ঠী, ঘেড়েলা, ধনে, কট্‌ফল, হরীতকী ও বিষ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া পিপুলের কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ। একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, গৃধ্রসী, বিশ্বচী, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, অববাহুক, খঞ্জতা, পঙ্গুতা ও স্নায়ুশূল প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—এরণ্ডমূলের রস এবং সৈন্ধবলবণ।

বৃহৎবাতগজাঙ্কুশ। রস, গন্ধক, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ (মতান্তরে রৌপ্য), কান্তলৌহ, তাম্র, হরিতাল, স্বর্ণ, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনে, কট্‌ফল, বিষ, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, মরিচ, ও সোহাগারখৈ এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ ১ ভাগ ও হরিতকীচূর্ণ ২ ভাগ। সমস্ত দ্রব্য মিলিত করিয়া, মুণ্ডিরী এবং নিশিন্দাপাতার রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বাতগজেন্দ্রসিংহ। কুব্জতা, সন্ধিবাত, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, বাহুশূল, অববাহুক ও মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বাতশ্লেষ্মাধিক অথবা বাতাধিক ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতে ইহা অতি উপকারী। অনুপান—এরণ্ডমূলের রস ও সৈন্ধবলবণ।

বাতগজেন্দ্রসিংহ। প্রস্তুত বিধি ৩৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতারিরস। আক্ষেপক, অপতন্ত্রক ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি বাতরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় এবং সর্ব্বাঙ্গবাত, অববাহুক, বিশ্বচী ও কুব্জতা প্রভৃতি বাত-রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় রোগীর হস্তপদাদি অঙ্গের স্তব্ধতা, অসাড়ভাব, স্পর্শহীনতা ও বেদনা প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। কটিশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি রোগে অথবা যে সকল ব্যক্তির বাতের প্রকোপবশতঃ হাত, পা শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং রোগী উঠিতে, বসিতে

অক্ষম, তাহাদিগের পক্ষে ইহা অতি উপকারী। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরণ্ডতৈল মালিশ করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। রোগীর দাস্ত হইলে, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণদ্রব্য ভোজন করিতে দিবে। অনুপান—শুঁঠ-চূর্ণ এবং এরণ্ডমূলের কাথ।

বাতারিরস। রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, ত্রিফলা ৩ তোলা, রক্তচিতা ৪ তোলা ও শোধিত গুগ্‌গুলু ৫ তোলা। গুগ্‌গুলু এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন পূর্ব্বক অন্যান্য চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনরায় এরণ্ড তৈলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১০ রতি।

আমবাতারি বটিকা। একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, অববাহুক, গৃধ্রসী, বিশ্বচী, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, পাদহর্ষ, বাতকণ্টক, বাহুশোষ, মন্যাস্তম্ভ, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কুব্জতা, ত্রিকশূল, পৃষ্ঠশূল ও সন্ধিগতবাত প্রভৃতি রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। ঐ সমস্ত বাতরোগে যাহাদের কোষ্ঠ-শুদ্ধি হয় না এবং হস্ত, পদাদি ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা বিদ্যমান, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। বাতের অল্প আক্রমণবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং রোগী হাটিতে, বসিতে কষ্টবোধ করিলে, ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। যকৃৎ বা প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধতা এবং তজ্জনিত পাণ্ডু অথবা কামলা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে দাস্ত পরিষ্কার হয় এবং প্লীহা, যকৃৎ ও পাণ্ডু বা কামলা হ্রাস পাইতে থাকে। গুল্ম এবং শূলাদিরোগেও ইহা অতি উপকারী।

আমবাতারি বটীকা। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তুতেভস্ম, সোহাগারখৈ ও সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ। মিলিত সকল দ্রব্যের দ্বিগুণ শোধিত গুগ্‌গুলু ও গুগ্‌গুলুর সিকিভাগ তেউড়িমূল এবং রক্তচিতাচূর্ণ। ঘৃতদ্বারা গুগ্‌গুলু মর্দ্দন পূর্ব্বক অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার ঘৃতদ্বারা পেষণ করিবে। বটী ১০ দশরতি।

রামবাণরস। বায়ু অপকরসসহ মিলিত হইলে, সর্ব্বশরীরে বেদনা, জরভাব এবং শরীরভার হইয়া থাকে। সাধারণতঃ রসগত বায়ুর যে লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরসগত বায়ুর লক্ষণ নহে। আমরসগত বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—আদা ও বেলপাতার রস।

রামবাণরস। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্প লক্ষ্মীবিলাসরস। শিরোগ্রহ, অর্দ্দিত, ও কর্ণগতবাতরোগের প্রথমাবস্থায় মাথার ভার, শরীর ভারবোধ ও মনের অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বায়ুর রুক্ষাবস্থায় বা রোগ পুরাতন হইলে, ইহাদ্বারা বিশেষ কোন উপকার হয় না। অনুপান—নিশিন্দাপাতা এবং আদার রস ও মধু।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাসরস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস। শিরোগ্রহ, মূকত্ব, মিন্মিনত্ব, অর্দ্দিত, কর্ণগত বাত ও হনুস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় মাথার ভার, বাক্যের অস্পষ্টতা ও শরীরের জড়তা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লেষ্মাশ্রিত বায়ুরোগেই ইহা সমধিক উপকারী, কিন্তু কেবলমাত্র বায়ুর প্রবলতা থাকিলে অর্থাৎ পুরাতন অবস্থায় ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়াযায় না। অনুপান—নিশিন্দাপাতাররস এবং আদার রস ও মধু। বায়ুর আধিক্য থাকিলে, এই ঔষধে স্বর্ণ ৷৹ অর্দ্ধ তোলার পরিবর্ত্তে ১ তোলা প্রয়োগ করিবে।

মহালক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস। অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, হনুস্তম্ভ, মূকত্ব, মিন্মিনত্ব ও শিরোগ্রহ প্রভৃতি বাতরোগের প্রথমাবস্থায় বায়ু শ্লেষ্মাশ্রিত হইলে, মাথার ভার, বাক্যের জড়তা, শ্রবণশক্তির হ্রাস, গ্রীবাদেশে বেদনা এবং ভারবোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাবৎ ঐ সমস্ত উপদ্রব হ্রাস না হয়, তাবৎ এই ঔষধ সেবন করাইবে। বাতব্যাধিরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—আদাররস ও মধু।

বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস। রস, গন্ধক, জয়িত্রী, জাতীফল, কর্পূর, স্বর্ণ, রূপা, হরিতাল, দস্তা, সীসা, তামা, কস্তূরী, মুক্তা, প্রবাল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ধুতুরাবীজ ও বিস্তারকবীজ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং অভ্র ২ ভাগ, এই সমুদয় একত্র করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

লক্ষ্মীবিলাসরস। শিরোগ্রহ, মূকত্ব, মিন্মিনত্ব, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক,

অপতানক, কর্ণগতবাত ও হনুস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগের মধ্যাবস্থায় মাথার ভার, বাক্যের জড়তা, শরীরের শুষ্কতা, অস্পষ্টবাক্য উচ্চারণ এবং গ্রীবার সঙ্কোচ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা উর্দ্ধগত বায়ু এবং শ্লেষ্মার উৎকৃষ্ট ঔষধ। কফাশ্রিত বায়ু রোগেও এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান-পানের রস ও মধু বা নিশিন্দাপাতার রস ও মধু।

লক্ষ্মীবিলাসরস। অভ্র ৮ তোলা, রস, গন্ধক, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কৃষ্ণধুতুরাবীজ, হিজলবীজ, গোক্ষুর, বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ, জাতীফল, জয়িত্রী এবং কর্পূর, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণ চারি আনা (মতান্তরে ১ তোলা) সমস্তচূর্ণ একত্র করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত)। অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, দণ্ডাপতানক, আক্ষেপক, মূকত্ব ও মিন্‌মিনত্ব প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর বায়ুর রুক্ষতা অথবা শ্লেষ্মাশ্রিত বায়ুর লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শুদ্ধবাত অথবা শ্লেষ্মাশ্রিত বাত এই উভয় বাতরোগেই ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অপস্মার ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক ও অপতানক প্রভৃতি বাতরোগীর প্রমেহ ও শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি দোষ থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার হয়। অনুপান—পানেররস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত)। অভ্র ৮ তোলা, রস ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বঙ্গ-৪ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা, জাতীফল ৪ তোলা, জয়িত্রী-৪ তোলা, স্বর্ণ ৪ তোলা, ধুস্তুরবীজ ২ তোলা, সিদ্ধিবীজ ২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, প্রবাল ২ তোলা, মুক্তা ২ তোলা, দস্তা ২ তোলা, রাজপট্ট ২ তোলা, সীসা ২ তোলা, রূপা-২ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, রসসিন্দূর ৪ তোলা, ও স্বর্ণসিন্দূর ৮ তোলা এই সমুদয় একত্র করিয়া, পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

কুব্জবিনোদরস। কুব্জতা, পার্শ্বশূল, কটিশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি রোগের নূতনাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, গাত্রে বেদনা বা ভারবোধ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল)

কুঞ্জবিনোদরস। রস, গন্ধক, হরীতকী, হরিতাল, বিষ, কটুকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধবোল ও শোধিত জৈপালবীজ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজরসে, মনসাসিজের রসে ও আকন্দমূলের রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

লঘ্বানন্দরস। পিত্তাশ্রিত বায়ুরোগে রোগীর ভ্রম, দাহ, গাত্রের উষ্ণতা, ক্লান্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বায়ুর শুদ্ধ বা অশুদ্ধাবস্থায় দেশ ও কালভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ভৃঙ্গরাজেররস ও মধু।

লঘ্বানন্দরস। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা ও সোহাগারখৈ ৪ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে, পরে ভৃঙ্গরাজরসে ৫ বার ও দাড়িমের রসে ৫ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রত্তি।

গগণাদি বটী। পিত্তাশ্রিত বায়ুরোগে দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও গাত্রের উষ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ শ্বেতচন্দন এবং কর্পূরের জলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

গগণাদিবটী। অভ্র, রস, গন্ধক, তাম্র (অসহ্যে রূপা), মুণ্ডলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করত যষ্টিমধুর কাথে মর্দ্দন করিবে, অনন্তর বাসকের রস ও কিস্‌মিসের কাথ দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করত ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে এবং ঘৃত ও মধু সহযোগে বটী করিবে। মাত্রা ১০ রত্তি।

দ্বিগুণাখ্যরস। কম্পবাতরোগে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ বিনাকারণে কম্পিত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং তাহার গাত্র যাহাতে বায়ু স্পর্শ না করে, এরূপভাবে নির্ব্বাতস্থানে রাখিবে; কারণ সাধারণতঃ বাতস্পর্শে কম্পবাত প্রবল হয়। এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধ, ঘৃত এবং ইক্ষুচিনিসহ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে। অনুপান—আদাররস বা পানেররস ও মধু।

দ্বিগুণাখ্যরস। শোধিত গন্ধক ২ তোলা এবং শোধিত রস ৪ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া মৃদু অগ্নিতে নাড়িবে এবং উষ্ণ হইলে নামাইয়া উহার সহিত হরীতকী চূর্ণ ৬ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা প্রথম দিন ১ রত্তি দিবে, অনন্তর প্রতিদিন ১ রত্তি মাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া ২১ রত্তি পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিবে।

মহারাজেশ্বররস। রক্তাশ্রিত বাতরোগের নূতনাবস্থায় শরীরের বেদনা, তাপ, আহারে অরুচি এবং ভোজনান্তে শরীরের স্তব্ধতা প্রভৃতি অনুমিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বেড়েলাররস ও মধু।

মহারাজেশ্বর রস। রসসিন্দুর, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণসিন্দূর, স্বর্ণ, প্রবাল, রূপা, কাঁসা ও হরিতাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক আদাররসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ৪ প্রহর গজপুটে পাক করিবে, অনন্তর বেড়েলার রসে মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার ৪ প্রহর পুটপাক করিবে। বটী ৩ রতি।

তালকেশ্বররস। অস্পর্শাখ্য বাতরোগে রোগীর স্পর্শশক্তির হীনতা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিয়া ছায়ায় উপবেশন করা উচিত। অনুপান—জল।

তালকেশ্বর রস। রসসিন্দুর ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, শোধিত সিদ্ধিপত্র চূর্ণ ৮ ভাগ এবং পুরাতনগুড় সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ লইয়া দুই আনা পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে।

চতুর্ম্মুখরস। আক্ষেপক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অপতন্ত্রক, অপতানক, দণ্ডক, দণ্ডাপতানক, ধনুস্তম্ভ, পক্ষাঘাত, বাহুশোষ, অববাহুক, তূণী, প্রতিতূণী, উর্দ্ধবাত, আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, পক্বাশয়গত বাত, বস্তিগত বাত ও গুহ্যগত বাত প্রভৃতি রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল ও মধুসহ অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ বায়ুর রুক্ষাবস্থায় প্রয়োজ্য, কিন্তু শ্লেষ্মাশ্রিত বাতে প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে। ইহা সেবনে বায়ু অনুলোম হয় এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। উর্দ্ধবাত, আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, পক্বাশয়গতবাত, বস্তিগতবাত ও গুহ্যগত বাতের নূতনাবস্থায় প্রাতে বা মধ্যাহ্নেও এই ঔষধ সেবন করান যায়।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণিরস। আক্ষেপক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অপতন্ত্রক, অপতানক, দণ্ডক, ধনুস্তম্ভ, আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, পক্বাশয়গত বাত, বস্তিগত বাত, গুহ্যগত বাত, তূণী, প্রতিতূণী, উর্দ্ধবাত ও কর্ণগতবাত প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে হরীতকী, আমলা ও

বহেড়াভিজান জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা শ্লেষ্মাশ্রিত বাতেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বায়ু রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে, এই ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার হয়। আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, পক্বাশয়গতবাত, বস্তিবাত, তূণী ও প্রতিতূণী প্রভৃতি বাতরোগের নূতনাবস্থায় প্রাতে বা মধ্যাহ্নেও সেবন করান যাইতে পারে।

চিন্তামণিরস। প্রস্তুতবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগেন্দ্ররস। পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গ বাত, ধনুস্তম্ভ ও বস্তিগত বাত প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পক্ষাঘাতাদি বাতরোগে প্রমেহদোষ থাকিলে, তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ রসাদি ধাতুবর্দ্ধক, সুতরাং বল ও পুষ্টিকারক। উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও অপস্মার প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া ভিজানজল ও ইক্ষুচিনি।

যোগেন্দ্ররস। স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা এবং স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা ও বঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকে ॥০ তোলা, এই সকল একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক এরণ্ডপত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া উদ্ধৃত করিবে। বটী ২ রতি।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ। পক্ষাঘাত, ধনুস্তম্ভ, আক্ষেপ, অপতানক, দণ্ডাপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম ও আধ্মান প্রভৃতি বাতরোগে বায়ু এবং পিত্তের আধিক্য থাকিলে, অপরাহ্নে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বায়ুর রুক্ষাবস্থায় সেবন করাইবে না। অনুপান—হরীতকী, আমলা এবং বহেড়াভিজান জল।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ। স্বর্ণসিন্দূর ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা ও স্বর্ণ ॥০ তোলা; একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক এরণ্ডপত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। পক্ষাঘাত, দণ্ডক, দণ্ডাপতানক, অপতানক, অপতন্ত্রক ও অর্দ্দিত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু অত্যন্ত রুক্ষ এবং পিত্ত প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তাশ্রিত

বাতরোগেও এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল এবং মধু।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাবাতচিন্তামণি। পক্ষাঘাত, দণ্ডক, দণ্ডাপতানক, অপতন্ত্রক, অপতানক, বাহুশোষ, অববাহুক, কলায়খঞ্জ ও কম্পবাত প্রভৃতি বাতরোগ পুরাতন এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা পিত্তাশ্রিত বায়ুরোগে অত্যন্ত উপকারী। অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে, ইহাতে মহান্ উপকার হয়। এই ঔষধ অত্যন্ত বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক। অনুপান—হরীতকী, আমলা এবং বহেড়াভিজানজল ও মধু।

মহাবাতচিন্তামণি। রূপা ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, পিত্তল ৩ তোলা, কাঁসা ৪ তোলা, সীসা ৫ তোলা, প্রবাল ৬ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ৭ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, লৌহ ৯ তোলা, বঙ্গ ১০ তোলা, তীক্ষ্ণলৌহ ১১ তোলা, স্বর্ণ ১২ তোলা ও মুক্তা ১৩ তোলা; এই সকল একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

রসরাজরস। পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, ধনুষ্টঙ্কার, হনুস্তম্ভ, বাধির্য্য ও ভ্রম প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে, এই ঔষধ গব্যদুগ্ধ ও চিনিসহ সেবন করিতে দিবে। উদরাময়াদিরোগে শারীরিক দুর্ব্বলতা হইতে বাতরোগ উৎপন্ন হইলে, ইহা উৎকৃষ্ট।

রসরাজরস। রসসিন্দূর ৮ তোলা, অভ্র ২ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা, এই সমুদয় একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক তাহার সহিত লৌহ, রূপা, বঙ্গ, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ, জয়িত্রী এবং ক্ষীরকাকোলী; ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

অশ্বগন্ধাঘৃত। পক্ষাঘাত, বাহুশোষ, অববাহুক, খঞ্জতা, পঙ্গুতা ও মাংসগত বাত প্রভৃতি বাতরোগের তৃতীয়াবস্থায় রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা শারীরিক বল, পুষ্টি ও বীর্য্যবর্দ্ধক। অনুপান— উষ্ণদুগ্ধ।

অশ্বগন্ধাঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—নূতন সরস

অশ্বগন্ধা /৮ সের, ৬৪ জল সের, শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—অশ্বগন্ধা /১ সের। পাকাবসানে ছাকিয়া লইবে। মাত্রা।০ আনা, ॥০ তোলা বা ১ তোলা।

দশমূলাদ্যঘৃত। অর্দ্দিত, আক্ষেপ, অপতানক, মূকত্ব, মিন্মিনত্ব, বাহুশোষ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় স্নান ও আহার যথারীতি সহ্য এবং পিত্তের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ উষ্ণদুগ্ধসহ অপরাহ্নে সেবন করাইবে।

দশমূলাদ্য ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—বিল্ব-ছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্ট-কারী এবং গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /৬সের, জল ৪৮সের, শেষ ১২ সের। গব্যদুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—জীবক (অভাবে গুলঞ্চ), ঋষভক (অভাবে বংশলোচন), মেদ (অভাবে অশ্বগন্ধা), মহামেদ (অভাবে অনন্তমূল), কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টি-মধু, ঋদ্ধি (অভাবে গোরক্ষচাকুলে), বৃদ্ধি (অভাবে বেড়েলা); এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা।

ছাগলাদ্যঘৃত। অপতন্ত্রক, অপতানক, কর্ণগত বাত, খঞ্জতা, কলায় খঞ্জতা, গৃধ্রসী, কুব্জতা, মূকত্ব, মিন্মিনত্ব, কর্ণশূল, পক্ষাঘাত ও অববাহুক প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় স্নান, আহার সহ্য হইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্ম প্রধান ব্যক্তির বায়ুদ্বারা শ্লেষ্মা রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে বা বাতপিত্তপ্রধান রোগীর পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপ-কারী। যাহাদের স্মৃতিশক্তির অল্পতা এবং শরীর অতি দুর্ব্বল, তাহাদের পক্ষে ক্ষয়কাস, যক্ষ্মা ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগেও এই ঘৃত অতি উপকারী। কিন্তু অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ থাকিলে কখনও প্রয়োগ করিবে না। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ছাগলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—চর্ম্ম, শৃঙ্গ ও নখাদি বিহীন নপুংসক ছাগের মাংস (পোট্টলীবদ্ধ) /৬। সের এবং বিল্বছাল, শোণা-ছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দশ ছটাক, একটী পাত্রে রাখিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে এবং ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে। গব্যদুগ্ধ চারি সের। শতমূলীরস চারি সের। কল্ক-দ্রব্য—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি

ও যষ্টিমধু; এই সকল সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—চারি আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা বা এক তোলা।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত। পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গ বাত, আক্ষেপক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, দণ্ডক, দণ্ডাপতানক, ধনুস্তম্ভ, অপতন্ত্রক, অপতানক, বাধির্য্য, খঞ্জতা, কুব্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জতা, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, খল্লী, হনুস্তম্ভ, গৃধ্রসী, অববাহুক, বাহুশোষ, শিরোরোগ, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, বাতাশ্রিত চক্ষুরোগ, বাতকণ্টক, আঢ্যবাত, হস্তকম্প, শিরঃকম্প ও জিহ্বাস্তম্ভ প্রভৃতি যাবতীয় বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী। বায়ুর রুক্ষতাপ্রযুক্ত রোগীর যখন শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও কৃশ হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকে বা প্রমেহ, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি বাতাশ্রিত হইয়া শরীর একেবারে শ্রমবিমুখ হয়, সেই অবস্থায় এই ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। পক্ষাঘাতাদি বাতরোগে যখন বায়ু রুক্ষ হয় এবং বিবিধকারণে শ্লেষ্মা রুক্ষতা প্রাপ্ত হয়, তখন এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এতদ্ভিন্ন পিত্তাশ্রিত বাতরোগেও এই ঘৃত সেবনে মহান্ উপকার সাধিত হয়। বায়ুর প্রকোপবশতঃ মস্তক, চক্ষু, কর্ণ ও জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে ফলদর্শে। প্রমেহরোগে শুক্রক্ষয়বশতঃ বায়ু কুপিত হইলে, এই ঘৃত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। হস্ত, পদাদি কোনক্রমে ভগ্ন ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ সেই সকল স্থানের ক্রিয়া হ্রাস পাইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। জঙ্ঘা, পার্শ্ব ও মস্তক আশ্রিত বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ উপকারী।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—। শৃঙ্গ, নখ ও চর্ম্মাদিবিহীন নপুংসক ছাগের মাংস ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। নূতন সরস অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বেড়েলা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। শতমূলীর রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুদ্গিপুষ্প, মুথা, রক্তচন্দন, রাস্না, মুগাণী, মাষাণী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, তেজপাতা, শতমূলী, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, ধনে,

মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িমখোসা, দেবদারু, রেণুক, এলবালুক, বিড়ঙ্গ ও জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকের চারি তোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে এবং শীতল হইলে ইক্ষুচিনি /২ সের মিশ্রিত করিবে। ইক্ষুচিনি এক সময় সমস্ত না মিশাইয়া অংশানুসারে আবশ্যক-মত মিশাইয়া লইলে ঘৃত হীনবীর্য্য হয় না। নচেৎ অল্প দিনেই হীন বীর্য্য হইয়া যায়। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা।

নকুলাদ্যঘৃত। অর্দ্দিত, পক্ষাঘাত, মূকত্ব, মিন্‌মিনত্ব ও বাধির্য্য প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এবং অন্যান্য উর্দ্ধজত্রুগত বাতরোগে এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। হস্তকম্প, শিরঃকম্প প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকারী। অপস্মাররোগে ইহা ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়।

নকুলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—নকুল মাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। মাষকলায়/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪সের। শতমূলীর রস /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এলাইচ, দারুচিনি. তেজপাতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা ও অনন্তমূল ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা।

হংসাদিঘৃত। একাঙ্গবাত অর্থাৎ পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, অববাহুক, বাহুশোষ, মন্যাস্তম্ভ, কুব্জতা, সন্ধিবাত, হস্ত পদাদিগতবাত ও ঝিন্‌ঝিনেবাত, প্রভৃতি রোগে এই ঘৃত রোগীকে মর্দ্দন করিতে দিবে। ঐ সমস্ত বাতরোগে ইহা মহৌষধ। হস্ত পদাদি অঙ্গ অসাড় বা সঙ্কুচিত হইলে, এই ঘৃত সেই স্থানে প্রত্যহ মর্দ্দন করিতে দিবে।

হংসাদিঘৃত। পুরাতন গব্যঘৃত চারি সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। চারিটী হাঁসের মাংস, জল ৬৪সের, শেষ ১৬সের। কল্কদ্রব্য—এরণ্ডমূল, বৃহতী, সৈন্ধব, গুল্‌ফা, জাতীফল, লবঙ্গ, জয়িত্রী, আফিং, ধুতুরামূল, বেড়েলা, সমুদ্রফেণা, শুঁঠ. পিপুল, মরিচ, আগরকাষ্ঠ, মুথা, কৃষ্ণজীরা, জীরা, বচ, তালীশপত্র ও কুড় ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। পাক সম্পন্ন হইলে, অল্প জল থাকিতে ছাকিয়া এরণ্ডতৈল ৩২ তোলা, কেচুয়ার ক্ষীর ৩২ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ২ তোলা প্রদান করিবে ও পুনঃ ছাকিয়া লইবে।

চতুঃস্নেহ। আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, অস্থিগতবাত, মজ্জা-

গতবাত ও কম্পবাত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় শরীরের শিথিলতা লক্ষিত হইলে, অন্যান্য স্নেহ মালিশ করিবার পূর্ব্বে এই স্নেহ মর্দ্দন করিতে দিবে। ইহা প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়।

চতুঃস্নেহ। তিলতৈল চারি সের। গব্যঘৃত চারি সের। বরাহ, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীর চর্ব্বি, চারি সের। বরাহ, কচ্ছপাদি প্রাণীর হাড় কুট্টিত করত জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যস্থ মজ্জা /৪ সের; এই সমস্ত একত্র করিয়া লইবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের, কুলথকলাই /১ সের, শজিনামূলের ছাল ৪০ তোলা, অড়হর ৪০ তোলা, রাস্না ১৬ তোলা, রক্তচিতা ১৬তোলা, বিশ্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল-ছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সুরা, কাঁজি, অম্লদধি, সৌবীর, এবং তুষোদক; ইহা-দের প্রত্যেকে চারি সের। কুলশুঁঠ /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। দাড়িম্বরস /৪, মহাদার রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু; এই ১০টী সমভাগে মিলিত ৪৮ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক যথানিয়মে স্নেহপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

রসোনাদ্যতৈল। গ্রন্থিবাত, পৃষ্ঠবাত, রসবাত অর্থাৎ হস্ত বা পদের কোন স্থানে রসবদ্ধ হইলে তজ্জনিত বেদনা এবং কোনস্থান ভগ্ন ও সেই স্থানের বেদনা দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে, এই তৈল অতি উপকারী। ইহা পান এবং মালিশ উভয় প্রকারেই ব্যবস্থা করা যায়। রসদোষে কোনস্থান স্ফীত হইলে ইহাদ্বারা উপকার হয়।

রসোনাদ্য তৈল। তিলতৈল চারি সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। রসোনের স্বরস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রসোন /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

মূলকাদ্যতৈল। উৎকটগ্রন্থিবাত, সন্ধিগতবাত ও রসবাত প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল রোগীকে মর্দ্দন ও পান করিতে দিবে।

মূলকাদ্য তৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। মূলার স্বরস /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের। দধি /৪ সের। কল্কদ্রব্য—বেড়েলা, রক্তচিতা, সৈন্ধব, পিপুল, আত-ইষ, রাস্না, চৈ, অগুরু, রক্তচিতা, রক্তচন্দন, বচ, কুড়, গোক্ষুর, শুঁঠ, কুড়, শঠী, বেলছাল, শুলফা, তগরপাদুকা ও দেবদারু; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

কুব্জপ্রসারিণীতৈল। অন্তরায়াম, বহিরায়াম, কুব্জতা, অপতন্ত্রক, সর্ব্বাঙ্গবাত, পঙ্গুতা, গৃধ্রসী, অর্দ্দিত, গ্রন্থিবাত, হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, খঞ্জতা,পাদহর্ষ, কলায়খঞ্জ ও শিরোগ্রহ প্রভৃতি বাতরোগের, পুরাতন অবস্থায় এই তৈল ২।৩ ঘণ্টা মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজলদ্বারা সেই স্থান ধৌত করিবে। বাতব্যাধিরোগের পুরাতন অবস্থায় যখন বায়ু রুক্ষতা প্রাপ্ত হয় এবং শ্লেষ্মা হ্রাস পাইতে থাকে, সেই সময় এই তৈল মালিশ করা কর্ত্তব্য। এই তৈল সাধারণতঃ সর্ব্ববিধবাতরোগেই উপকারী।

কুব্জপ্রসারিণীতৈল। তিলতৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—গন্ধভাদুলে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধির মাত ১৬ সের। কাঁজি ১৬ সের, গোদুগ্ধ ৩২ সের। কল্কদ্রব্য—রক্তচিতা, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বচ, শুল্‌ফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপুল, গন্ধভাদুলে, জটামাংসী ও রক্তচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথা-নিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

স্বল্পপ্রসারিণীতৈল। কুব্জতা, পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, মন্যাস্তম্ভ, বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, বাতকণ্টক, খল্লী, পাদহর্ষ, ত্রিকশূল, স্নায়ুগতবাত ও সন্ধিবাত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বিবিধকারণে শ্লেষ্মার শুষ্কতা থাকিলে অর্থাৎ বায়ুদ্বারা শরীর রুক্ষ হইবার পূর্ব্বে এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। বায়ু রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে, নূতনা-বস্থায়ও এই তৈলপ্রয়োগে উপকার হয়। এই তৈল দ্বারা তূণী, প্রতিতূণী প্রভৃতি বাতরোগে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে। ইহা দশমূলীকাথ বা রাস্নাদি কাথের সহিত বিরেচনার্থ প্রয়োগ করা যায়।

স্বল্পপ্রসারিণীতৈল। এরণ্ডতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য-গন্ধভাদুলে /৮ সের, জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল। বহিরায়াম, অন্তরায়াম, কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, হৃৎশূল, সন্ধিগতবাত, অর্দ্দিত, কুব্জতা, পক্ষাঘাত, মন্যাস্তম্ভ, বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জ, বাতকণ্টক, পাদহর্ষ, ও ত্রিকশূল প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় শ্লেষ্মার স্তব্ধতা দৃষ্ট হইলে

অথবা বায়ু রুক্ষতাপ্রাপ্ত না হইলে, এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। অনেক স্থলে, ইহা দ্বারা অসাধারণ উপকার হয়। যাহাদের শরীর শ্লেষ্মাধিক ও বায়ু তাদৃশ রুক্ষতাপ্রাপ্ত হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তির এই তৈল প্রয়োগে মহোপকার দর্শে। বাতাধিক ব্যক্তিরও রোগ নূতন হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা আমরস পাচক, সুতরাং ঐ সমস্ত বাতরোগে অন্যান্য তৈল প্রয়োগের পূর্ব্বে অর্থাৎ শরীর সম্পূর্ণ রুক্ষ না হইতে এই তৈল প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। শরীরের সন্ধিস্থানে বা হস্ত পদাদিতে বেদনা থাকিলে, এই তৈল মালিশ করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে, ঐ বেদনা অত্যল্প-কালের মধ্যেই দূরীভূত হইয়া থাকে।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল। এরণ্ডতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্য-দ্রব্য—শুল্ফা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কাঁজি /৮ সের। দধির মাত /৮ সের। কল্কদ্রব্য—সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, রাস্না, শুল্ফা, যমানী, সাজিমাটী, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সৌবর্চ্চল-লবণ, বিট্‌লবণ, বচ, বনযমানী, গন্ধভাদুলে, কুড়, যষ্টিমধু, এবং পিপ্পলী; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বলাতৈল। আক্ষেপক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, সূতিকাশ্রিত পক্ষাঘাত, প্রমেহ বা শুক্রক্ষয়জনিত পক্ষাঘাত, অপতানক, দণ্ডাপতানক ও স্নায়ুগতশূল প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীর বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, এই তৈল মালিশ করিতে দিবে। স্ত্রীলোকের সূতিকাদোষ হইতে আক্ষেপকাদি বায়ুরোগ বা অপস্মার, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে, এই তৈলে মহোপকার দর্শে। স্তনদুগ্ধ শুষ্ক হইলে, প্রসূতিকে এই তৈল সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে। বৃদ্ধ এবং সুখী বা বাতপিত্তাধিক কৃশব্যক্তির পক্ষেও

বলাতৈল। তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথ্যদ্রব্য—বেড়েলামূল ১৬ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১৬ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। কুলশুঁঠ ও কুলথকলায় সমভাগে মিলিত ১৬ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। কল্কদ্রব্য—সৈন্ধব, অগুরু, শ্বেতধূনা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, পিণ্ডতগরমূল, শ্যামালতা, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা,

শুল্ফা, পুনর্নবা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগাণী, মাষাণী, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, কাকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ,পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি. দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টি মধু; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া একটী মাটীর কলসীর মধ্যে রাখিবে।

পুষ্পরাজপ্রসারিণীতৈল। খঞ্জতা, পঙ্গুতা, শিরোগতবাত, অর্দ্দিত, হনুস্তম্ভ, কর্ণগতবাত ও বাহুশোষ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শিরোগতবাত, অর্দ্দিত, হনুস্তম্ভ ও কর্ণগতবাত প্রভৃতি রোগে এই তৈলের নস্যগ্রহণ এবং বাতাধিক ব্যক্তির মস্তকে এই তৈল মালিশ করিলে সমধিক উপকার হয়। পক্ষাঘাত ও রক্তগত বাত-রোগেও এই তৈল উপকারী। এই তৈল মালিশ এবং নস্য উভয় প্রকারেই প্রয়োগ করা যায়।

পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্য-দ্রব্য—গন্ধভাদুলে ১২৷৷৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধার মূল ১২৷৷৹ সাড়েবার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্য বা মাহিষদুগ্ধ ১৬ সের। জলপদ্মের রস /৪ সের। শতমূলীর রস ৪ সের। কল্কদ্রব্য—শুলফা, পিপুল, এলাইচ, কুড়, কণ্টকারী, শুঁঠ, যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপাণী, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, তেজপত্র, রাস্না, বচ, কুড়, যমানী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, নিসিন্দা, বেড়েলা, রক্তচিতা, গোক্ষুর, মৃণাল ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথা-নিয়মে তৈল পাক করিবে।

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল। আক্ষেপক, কম্পবাত, অন্তরায়াম, বহি-রায়াম, সূতিকাশ্রিতবাত, পক্ষাঘাত, প্রমেহরোগে শুক্রক্ষয়াদিজনিত পক্ষাঘাত, অপতানক, দণ্ডাপতানক স্নায়ুশূল ও বাহুশোষ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বাতপিত্ত প্রবল থাকিলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে। অপস্মার ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগে এই তৈল রোগীর মস্তকে মালিশ করা কর্ত্তব্য।

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল। তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথ্যদ্রব্য—বেড়েলা ১২৷৷৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকে /১৷৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, দেবদারু, শৈলজ, সৈন্ধবলবণ,

বচ, কাকোলী, পদ্মকাষ্ঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তগরপাদুকা, গুলঞ্চ, মুগাণী, মাষাণী, শতমূলী, অনন্ত-মূল, শ্যামালতা, শুল্‌ফা ও পুনর্ণবা, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

মাষতৈল। অর্দ্ধাঙ্গ (পক্ষাঘাত), সর্ব্বাঙ্গবাত, অপতানক, আঢ্য-বাত, আক্ষেপক, বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, খল্লী, বাতকণ্টক ও পাদহর্ষ প্রভৃতি বাতরোগে এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। বাতদ্বারা কোন স্থান সঙ্কুচিত বা হস্ত, পদাদি অসাড়বোধ হইলে, এই তৈল প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ শরীর শিথিলবোধ হইলে, এই তৈল মালিশে বিশেষ উপকার দর্শে।

মাষতৈল। তিলতৈল চারি সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—মাষ-কলাই, যবধান, মসিনা, ঝিণ্টী, শূকশিম্বীবীজ, গোক্ষুর, শোণাছাল ও কণ্টকারী, ইহাদের প্রত্যেকে /৸৶০ চৌদ্দছটাক, জল ৫৬ সের, শেষ ১৪ সের। কার্পাসবীজ, বদরীবীজ, শণ-বীজ ও কুলত্থকলায়, ইহাদের প্রত্যেকে/১৸০ পৌনে দুই সের, জল ৫৬ সের, শেষ ১৪ সের। নপুংসক ছাগমাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—পদ্মগুড়ুচী, কুড়, সৈন্ধবলবণ, রাস্না, পুনর্ণবা, এরণ্ডমূল, পিপ্পলী, শুল্‌ফা, বেড়েলা, গন্ধভাদুলে, জটামাংসী ও কটুকী, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

মহামাষতৈল। বিশ্বচী, গৃধ্রসী, পক্ষাঘাত, কুব্জতা, সর্ব্বাঙ্গবাত, বাহুশোষ, খঞ্জ, কলায়খঞ্জ, অর্দ্দিত, অববাহুক ও কর্ণগত প্রভৃতি বাতরোগ পুরাতন হইলে এবং হস্ত, পদাদির অসাড়জ্ঞান, শরীরের সঙ্কোচ বা বাতদোষে কোনস্থান শুষ্কতাপ্রাপ্ত হইলে, এই তৈল রোগীর ঐ সমস্ত স্থানে মালিশ করিতে দিবে। বায়ু এবং পিত্তের প্রকোপ অবস্থায় বয়স্ক বা বৃদ্ধব্যক্তির যখন অন্যান্য ঔষধে বিশেষ উপকার হয় না, তখন এই তৈল মালিশ দ্বারা অশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। এই তৈল, মূকত্ব, মিন্‌মিনত্ব ও শিরঃ-শূল প্রভৃতি রোগে নস্যরূপে ও পক্বাশয়াদিগত বাতে পিচকারীরূপে প্রয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য উষ্ণদুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।

মহামাষতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—মাষকলাই /৪ সের, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকে /৷৶০ দশছটাক এবং পুটলীবদ্ধ

নপুংসক ছাগমাংস /৩৷৹ পৌনে চারি সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শূকশিম্বী, এরণ্ডমূল, শুলফা, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, উদ্ভিদলবণ, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মঞ্জিষ্ঠা, চৈ, চিতা, কট্‌ফল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপ্পলীমূল, রাস্না, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ ও শঠী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা প্রদানপূর্ব্বক যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বৃহৎ মাষতৈল। বিশ্বচী, গৃধ্রসী, পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, খঞ্জ, কলায়খঞ্জ, অর্দ্দিত, কুব্জতা, অপতানক, অন্তরায়াম ও বহিরায়াম প্রভৃতি বাত-রোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে এবং হস্ত, পদাদি শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিলে, এই তৈলদ্বারা মহান্ উপকার সাধিত হয়। কোন-স্থান অসাড় হইলে, এই তৈল সেই স্থানে মালিশ করিতে দিবে। হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, মূকত্ব, মিন্‌মিনত্ব ও শিরোগ্রহ প্রভৃতি বাত-রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈলের নস্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পক্বাশয়গত বাত, তুনী, প্রতিতুনী, কুব্জতা ও পৃষ্ঠবাত প্রভৃতি রোগে এই তৈলেরদ্বারা পিচকারী প্রয়োগ করিবে এবং বিরেচনার্থ উহা দুগ্ধসহ সেবন করাইবে। পক্ষাঘাতাদিরোগে ইহা সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে দিবে এবং অবস্থাবিশেষে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাইবে। বাতব্যাধিরোগে এই তৈল অতি উপকারী।

বৃহৎ মাষতৈল। তিল তৈল /৪ সে। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—মাষ-কলাই /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বেড়েলা /২সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের, রাস্না/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বেলছাল. শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। যবধান, শুষ্কবদরী ও কুলথকলায়, এই তিনটি সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। নপুংসক ছাগমাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। গব্য দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রাস্না, আলকুশীবীজ, সৈন্ধব-লবণ, শুলফা, এরণ্ডমূল, মুথা, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি বৃদ্ধি, বেড়েলা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

নকুলতৈল। কটিশূল, পৃষ্ঠশূল, ক্রোষ্টুকশীর্ষ, গ্রন্থিবাত, একাঙ্গবাত,

বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা ও কলায়খঞ্জ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে, রোগীর গাত্রে এই তৈল মালিশ করিতে দিবে। অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অর্দ্দিত, মূকত্ব, মিন্‌মিনত্ব প্রভৃতি উর্দ্ধগত বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল নস্যরূপে ও মর্দনে প্রয়োগ করিবে। তূণী, প্রতিতূণী এবং পক্বাশয়গতবাত প্রভৃতি রোগে, এই তৈলদ্বারা পিচকারী দিবে। বায়ুপ্রবল অবস্থায় শিরঃকম্প বা গাত্রকম্প থাকিলে, এই তৈল মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে। আমবাত-রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

নকুলতৈল। এরণ্ডতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—নকুল-মাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহারা সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের কাঁজি /৪ সের। দধির মাত /৪ সের। কল্কদ্রব্য—যষ্টিমধু, জীরা, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, শুলফা, যমানী, মরিচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, মরিচ, গজপিপ্পলী, সচললবণ, বনযমানী, বেড়েলা, বচ, পিপুলমূল, শৈলজ ও জটা-মাংসী ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, এই সমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল। ধনুস্তম্ভ, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অর্দ্দিত, মূকত্ব, মিন্‌মিনত্ব ও উর্দ্ধগত বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈলের নস্য প্রদান করিবে এবং ইহা মস্তকে মালিশ করিতে দিবে। পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গ-বাত, বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, কলায়খঞ্জ, খল্লী, মাংসগতবাত, অস্থিগতবাত এবং মজ্জাগতবাত প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল মালিশ করাইয়া রোগীকে স্নান করিতে দিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু এবং শ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে, এই তৈল সমধিক উপকারী। উন্মাদ, অপস্মার, প্রভৃতি রোগেও ইহা মালিশ করা যাইতে পারে। দৈবাৎ হস্ত, পদাদি ভগ্ন হইলে এবং সেই স্থানের বেদনা ও ফুলা হ্রাস হইয়া যদি পূর্ব্ববৎ ক্ষমতা না হয়, তাহা হইলে এই তৈল মালিশে বিশেষ উপকার হয়।

ত্রিশতিপ্রসারিণীতৈল। তিলতৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্য-

দ্রব্য—মূল, পত্র ও শাখা সহিত নূতন সরস গন্ধভাদুলে ১২॥ সাড়েবারসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে /১। সোয়াসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধির-মাত ৬৪ সের। অম্ল কাঁজি ৩২ সের। কল্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, আদা ৪০ তোলা, শোধিত ভেলার মুটি ৩০ টা (অসদ্ভাবে রক্তচন্দন) পিপুলমূল, রক্তচিতা, যবক্ষার, সৈন্ধব-লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, মঞ্জিষ্ঠা, গন্ধভাদুলে ও যষ্টিমধু, ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা। যথা-নিয়মে তৈল পাক করিবে।

মাষবলাদিতৈল। অববাহুক, বাহুশোষ, পক্ষাঘাত, হনুস্তম্ভ, খঞ্জতা ও মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগ পুরাতন হইলে বিশেষতঃ বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে। পুরাতন প্রমেহাশ্রিত বিবিধ বাতরোগে এই তৈল উপকারী। যাহাদের শরীর স্বভা-বতঃ কৃশ এবং দুর্ব্বল বা যাহারা বিবিধ রোগে দীর্ঘকাল পীড়িত থাকিয়া আরোগ্য হইয়াছে অথচ বাতাধিক্যবশতঃ শরীর কৃশ, দুর্ব্বল কিম্বা কম্পিত হয়, তাহাদের পক্ষে এই তৈল প্রশস্ত।

মাষবলাদি তৈল। তিল তৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। মাষকলাই, /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বেড়েলা /২ সের, জল ১৬ সের শেষ /৪ সের। রাস্না /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। গন্ধভাদুলে /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। শুল্ফা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। দধির মাত /৪ সের। গোদুগ্ধ চারি সের। লাক্ষা /২ দুই সের, জল ১৬ সের শেষ /৪ চারি সের। কাঁজী /৪ চারি সের। শতমূলীর রস দুই সের। ভূমি- কুষ্মাণ্ডেররস দুই সের। কল্কদ্রব্য—শুল্ফা, মৌরী, মেথী, রাস্না, গজপিপ্পলী, মুথা, অশ্বগন্ধা, বেণারমূল, যষ্টিমধু, শালপাণী, চাকুলে, বেড়েলা ও ভুঁইআমলা; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বৃহৎ বাতারিতৈল। একাঙ্গবাত (পক্ষাঘাত), সর্ব্বাঙ্গবাত, কুব্জতা, বাহুশোষ, অববাহুক, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কলায়খঞ্জ, পাদহর্ষ, ঝিন্‌ঝিন্‌বাত, সন্ধি-গতবাত এবং ত্রিকশূল প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে, যাহাদের শরীরে শ্লেষ্মদোষ বর্ত্তমান অথবা শ্লেষ্ম দ্বারা বাতাদির

স্তব্ধতা বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষে এই তৈল অতি উপকারী। শরীরের কোন স্থান ঝিন্‌ঝিন্ বেদনাযুক্ত বা একেবারে অসাড় হইলে অথবা গ্রন্থিবাত বা পৃষ্ঠবাতাদি রোগে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বৃহৎ বাতারিতৈল। তিলতৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্কাথ্য-দ্রব্য—সরস গন্ধভাদুলে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কবুতরমাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। রাজহাঁসের মাংস /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪। মাষ কলাই /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। আদার রস /৪ সের। কাঁজি ৩২ সের। কল্কদ্রব্য—বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, পুনর্ণবা, বেলছাল, তালমূলী, চাঁপাছাল, কলারমূল, শিমুলছাল, আমছাল, ভেরেণ্ডামূল, বচ, কেতকীমূল, আমরুল, নীলোৎপলমূল, বনআদা, ভৃঙ্গরাজ ও ডেহুয়াছাল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা লইয়া যথাবিধি তৈল পাক করিবে।

অশ্বগন্ধাতৈল। রক্তগত বাতরোগে শরীরের কৃশতা এবং কৃষ্ণাভা ও অন্যান্য লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই তৈল প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। পক্ষাঘাত ও সর্ব্বাঙ্গগত বাতরোগের অতি পুরাতন অবস্থায় প্রমেহ বা রক্তদোষ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন বাতাধিক ব্যক্তির কৃশতা বা শুক্রক্ষয়াদিদোষ থাকিলে এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। স্ত্রীলোকের প্রদর বা যোনিগত রোগাদি এবং পুরুষের রক্তপিত্তাদি রোগে এই তৈল মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বাতঘ্ন অথচ বলকারক ও পুষ্টিজনক।

অশ্বগন্ধাতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্কাথ্যদ্রব্য—অশ্বগন্ধা ১২॥০ সাড়েবারসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—স্থূল-মৃণাল, শালুক, সূক্ষ্মমৃণাল, পদ্মবীজকোষ, মালতীপুষ্প, বালা, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, পদ্মের কেশর, অশ্বগন্ধা, পুনর্ণবা, দ্রাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, কণ্টকারী, এলাইচ, এলবালুক, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের লইয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

হিমসাগরতৈল। পিত্তাশ্রিতবাতে রোগীর অত্যন্তদাহ, শরীরের কৃশতা এবং সমধিক দুর্ব্বলতা বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। পিত্তাধিক ও ক্ষীণশুক্রব্যক্তির পক্ষেও এই তৈল অত্যন্ত উপকারী। এতদ্ভিন্ন

যে সকল বাতপিত্তাধিক ব্যক্তির একাঙ্গ শুষ্ক হইয়াছে অথবা যে সকল ব্যক্তি হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, মূকত্ব, পঙ্গু বা ক্ষয়রোগাক্রান্ত, তাহাদের পক্ষেও এই তৈল অতি উপকারী। শ্লেষ্মাধিক বা বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে এই তৈল কখনও প্রয়োগ করিবে না। ইহা অত্যন্ত শৈত্যগুণবিশিষ্ট; বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির মাথায় মর্দ্দন করিলে সহসা জ্বর এবং গাত্র-বেদনা প্রভৃতি হইবার একান্ত সম্ভাবনা।

হিমসাগরতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। শতমূলীর রস /৪ সের। ভূমিকুষ্মাণ্ডরস /৪ সের অভাবে ক্বাথ /৪সের। কুষ্মাণ্ডের রস/৪সের। আমলকীররস /৪ সের। শিমুলমূলের রস /৪ সের, গোক্ষুর /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কদলী-মূলের রস /৪ সের। ডাব নারিকেলের জল /৪ সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, বালা, শৈলজ, যষ্টি-মধু, দেবদারু, নখী, বচ, খট্টাশী, পিড়িংশাকের ফুল, তেজপাতা, কুন্দুরুখোটী, লালুকা, শতমূলী, লোধ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জয়িত্রী, মৌরী, শঠী, রক্তচন্দন, গেঠেলা ও কপূর; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

মধ্যমনারায়ণতৈল। পক্ষাঘাত, কুব্জতা, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, খঞ্জতা, পঙ্গুতা ও কলায়খঞ্জ প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর বায়ুপ্রবল হইলে এবং তজ্জনিত নিদ্রার অভাব ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই তৈল তাহার মাথায় এবং সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে দিবে। অবস্থা-বিশেষে এই তৈল ৩০।৪০ ফোঁটা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাও যাইতে পারে। হনুস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, অর্দ্দিত, অন্তরায়াম ও বহিরায়াম প্রভৃতি বাত-রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈলের নস্য প্রদান করা যায়। পক্বাশয়গত-বাত, তূণী ও প্রতীতূণী প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই তৈল দ্বারা পিচকারী দেওয়া যাইতে পারে। সর্ব্ববিধ বাতরোগেই এই তৈল প্রয়োগ করা যায়।

মধ্যমনারায়ণতৈল। তিলতৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, বিল্বমূলছাল, পারুলছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, গোরক্ষচাকুলে, নিমছাল, শোণাছাল, পুনর্ণবা, গন্ধভাদুলে ও গণিয়ারী; ইহাদের প্রত্যেক /১। সোয়া সের,

জল ৬৷১৬ ছয়মণ ষোলসের, পাকশেষ ১৷৪ একমণ চব্বিশসের। শতমূলীর রস ১৬ সের গোদুগ্ধ ১৷৪ সের। কল্কদ্রব্য—বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শিলাজতু, সৈন্ধবলবণ, অশ্বগন্ধা, বেড়েলামূল, রাস্না, শুলফা, দেবদারু, মুগাণী, মাষাণী, শালপাণী, চাকুলে ও তগরপাদুকা, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

মধ্যমবিষ্ণুতৈল। পক্ষাঘাত, কুব্জতা, বিশ্বচী, গৃধ্রসী, খঞ্জতা ও কলায়খঞ্জ প্রভৃতি বাতরেগের পুরাতন অবস্থায়, নিদ্রার অভাব, শরীরের ক্ষীণতা, কোষ্ঠ-বদ্ধতা ও হস্তাদি অঙ্গে শক্তির অভাব প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল রোগীর মাথায় ও গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। আধ্মান, পক্বাশয়গত-বাত, বস্তিগতবাত, তুণী ও প্রতিতুণী প্রভৃতি বাতরোগে এই তৈল উদরে মালিশ করিতে দিবে। পুরাতন অবস্থায় অবস্থাবিশেষে ইহাদ্বারা পিচ্‌কারী দেওয়া যাইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা ও পক্বাশয়গত বাতাদি রোগে এই তৈল উষ্ণদুগ্ধ সহ ৩০।৪০ ফোঁটা মাত্রায় পান করিতে দিবে। প্রমেহ, বাতরক্ত এবং পাণ্ডু, প্রভৃতি রোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মধ্যম বিষ্ণুতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—শতমূলী, শালপাণী, চাকুলে, শটী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীমূল, নাটাকরঞ্জ-মূল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও ঝাঁটিমূল, ইহাদের প্রত্যেকে /১৷ সোয়াসের অর্থাৎ ৮০ তোলা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ /৮ সের। ছাগদুগ্ধ /৮ সের। শতমূলীর রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শুলফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শালপাণী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও রাস্না ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বাতরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

বৃহৎ পিপ্পল্যাদি ক্বাথ। পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, কুব্জতা ও মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগে জ্বর প্রবল হইলে, এই ক্বাথ রোগীকে প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিতে দিবে। রোগীর বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে, এই ক্বাথ অতি উপকারী।

বৃহৎ পিপ্পল্যাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণকস্তূরী। পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, মন্যাস্তম্ভ, আক্ষেপক, অপতানক ও কুব্জতা প্রভৃতি বাতরোগে জ্বর এবং বাতজনিত বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতাশ্রিত জ্বর এবং উপদ্রবনাশক। অনুপান—আদাররস ও মধু।

স্বর্ণকস্তূরী। প্রস্তুতবিধি ৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতনিসূদনরস। পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গগতবাত, কুব্জতা ও ধনুস্তম্ভ প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে বাতাশ্রিত মধ্যবিধ বা অল্পজ্বর দূরীভূত হয়। অনুপান—আদার রস ও সৈন্ধবলবণ।

বাতনিসূদনরস। স্বর্ণ, রৌপ্য, অভ্র, লৌহ, রসসিন্দূর, কস্তূরী, স্বর্ণমাক্ষিক, কাংস্য, সীসা, হরিতাল, বঙ্গ, হরীতকী, কাকড়াশৃঙ্গী, বচ, ধনে, কট্‌ফল, বিষ, কর্পূর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জাতীফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা ও সৈন্ধব; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ, স্বর্ণসিন্দুর ৪ ভাগ, এই সমস্ত একত্র করিয়া বামনহাটীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৪ রতি।

বাতগজকেশরী। পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, ধনুস্তম্ভ, গ্রন্থি-বাত ও সন্ধিবাত প্রভৃতি রোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে এবং সেই জ্বর অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ঐসমস্ত বাতরোগের পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় বাতশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে এবং জ্বরবিদ্যমান না থাকিলেও, ইহা সেবনে উপকার হয়। অনুপান—নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

বাতগজকেশরী। রস, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, রূপা ও হরিতাল; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা, বামনহাটী, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনে, কট্‌ফল, ও হরীতকী; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে- ১ তোলা, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণসিন্দুর, বিষ, ইহাদের প্রত্যেকের ।।০ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মর্দ্দন করিয়া পানের রসে ৭ বার, নিসিন্দাপাতার রসে ৭ বার এবং ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

বাতরোগে—আধ্মান এবং তজ্জনিত মল ও মূত্ররোধ-চিকিৎসা।

ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি। আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, ঊর্দ্ধবাত, পক্কাশয়গতবাত

এবং বস্তিগতবাত প্রভৃতি রোগে রোগীর উদরাধ্মান ও মলমূত্ররোধ হইলে, এই বর্ত্তি তাহার গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। আধ্মান ভিন্ন কেবলমাত্র মল ও মূত্ররোধ হইলেও, এই বর্ত্তি প্রয়োগ করা যায়। ইহাদ্বারা কুপিত মল নির্গত হয়।

ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফলবর্ত্তি। আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, বস্তিবাত এবং পক্কাশয়গতবাত প্রভৃতি রোগে উদরাধ্মান এবং মল ও মূত্ররোধ হইলে, এই বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। যেসমস্ত বাতরোগীর উদরাধ্মানভিন্নও মল ও মূত্ররোধ হয়, তাহাদিগকেও এই বর্ত্তি প্রদান করা যায়। ইহাদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

ফলবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৩৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি। আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, বস্তিবাত, পক্কাশয়গতবাত ও গুহ্যগত বাত প্রভৃতি রোগে উদরাধ্মান এবং মল ও মূত্ররোধ হইলে, এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। আধ্মানভিন্ন মল ও মূত্ররোধ হইলেও, এই বর্ত্তি প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দারুষট্‌কপ্রলেপ। আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, পক্কাশয়গত বাত এবং আমাশয়গত বাত প্রভৃতি রোগের প্রবলাবস্থায় উদর ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর আমাশয়ে প্রয়োগ করিবে।

দারুষট্‌ক প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যবপ্রলেপ। আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, পক্কাশয়গত বাত ও আমাশয়গত-বাতরোগের প্রবলাবস্থায় উদর ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর উদরে প্রদান করিবে।

যবপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বারিস্বেদ। প্রত্যাধ্মান, তূণী, প্রতিতূণী বা বস্তিগত বাতরোগের আক্রমণবশতঃ রোগীর মল ও মূত্ররোধ হইলে, প্রত্যহ অর্দ্ধঘণ্টা বা এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা বস্তিগত বাত ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে।

বারিস্বেদ। বাতরোগীর আমাশয়ে বা পক্বাশয়ে স্ফীতি বা বেদনা হইলে, একটী বৃহৎ পাত্র উষ্ণ জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে রোগীকে বসাইয়া রাখিবে এবং স্ফীতি বা বেদনা নিবারিত হওয়ার পূর্ব্বে ঐ উষ্ণ জল শীতল হইয়া আসিলে শীতল জল অপসারিত করিয়া পুনরায় ঐ পাত্রে উষ্ণজল প্রদান করিবে।

নিরূহবস্তি। তূণী, প্রতিতূণী, পক্বাশয়গতবাত ও বস্তিগত বাত প্রভৃতি রোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, তাহাকে নিরূহবস্তি প্রয়োগ করিবে। এই নিরূহবস্তি (পিচ্‌কারী), প্রয়োগ দ্বারা ক্রমশঃ রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি করিবে। পক্ষাঘাতাদিরোগেও নিরূহবস্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

নিরূহবস্তি। আধসের উষ্ণজলে এক ছটাক বা অর্দ্ধ পোয়া এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিবে এবং রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া পিচকারী দ্বারা ঐ সমস্ত জল গুহ্যদেশে আস্তে আস্তে প্রবেশ করাইবে। এইরূপে তৈলাক্ত জল নিঃশেষিত হইলে পিচকারী বাহির করিয়া কিছুক্ষণ অর্থাৎ ২।৩ মিনিট গুহ্যদেশ এরূপ ভাবে সংবৃত করিয়া রাখিবে, যাহাতে তৈলাক্ত জল নির্গত হইতে না পারে, অনন্তর ছাড়িয়া দিলে কোষ্ঠস্থ মল নির্গত হইয়া যাইবে। বায়ু-নাশক অথচ বিরেচক হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ৪ তোলা মাত্রায় উষ্ণজলে গুলিয়া অবস্থাভেদে পিচকারী প্রয়োগ করা যায়। পক্ষাঘাতাদি রোগে ১০ দশ দিন অন্তর মধ্যমনারায়ণ, কুব্জপ্রসারিণী, বৃহৎ মাষতৈল বা মহামাষতৈল ২০ তোলা বা ততোধিক মাত্রায় লইয়া পিচকারী দিবে। এই পিচ্‌কারী প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে না, একবার পিচ্‌কারী প্রয়োগের পর রোগী সবল হইলে, পুনর্ব্বার পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে।

অনুবাসন বস্তি। কুব্জতা, পক্ষাঘাত ও সর্ব্বাঙ্গগত বাত প্রভৃতি রোগে রোগীকে তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ অর্থাৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু বা বৃহৎ সিংহ-নাদগুগ্‌গুলু প্রভৃতি সেবন করাইয়া দাস্ত পরিষ্কার হইলে, সপ্তাহ পরে সন্ধ্যা-কালে অনুবাসনবস্তি প্রয়োগ করিবে।

অনুবাসন বস্তি। সন্ধ্যাকালে আহারান্তে রোগীকে উত্তানভাবে রাখিয়া সৈন্ধবাদি তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল, কুব্জপ্রসারণী তৈল, বৃহৎ মাষতৈল বা মহামাষতৈল ৮ তোলা বা ১৬

তোলা মাত্রায় লইয়া পিচ্‌কারী দ্বারা গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে এবং তৈল পিচ্‌কারী হইতে বস্তিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, পিচ্‌কারী বাহির করিয়া ২।৩ মিনিট গুহ্যদেশ সংবৃত করিয়া রাখিবে, যাহাতে ঐ তৈল বাহির না হয়, পরে গুহ্যদেশ ছাড়িয়া দিলে যদি কোষ্ঠস্থ কুপিত মল নির্গত হয়, তাহা হইলে বস্তিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে বুঝিবে।

বাতরোগে—মূর্চ্ছা ও জ্ঞানলোপ চিকিৎসা।

মরিচাদিনস্য। অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, ধনুষ্টঙ্কার ও মূকত্ব প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর বাক্যবন্ধ, জ্ঞানলোপ, এবং ঔষধ গ্রহণে অসমর্থতা প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থা সহসা পরিলক্ষিত হইলে, এই নস্য তাহার নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। যখন কোন প্রকার ঔষধই রোগীকে প্রয়োগ করা যায় না, তখন ইহা প্রয়োগে জ্ঞানসঞ্চার হয়।

মরিচাদিনস্য। মরিচ, শজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র তুলসী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ।০ আনা মাত্রায় ২টী নলে পূর্ণ করিয়া নাসিকার উভয় রন্ধ্রে ফুৎকার দ্বারা প্রবেশ করাইবে।

বচাদিনস্য। অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুষ্টঙ্কার ও মূকত্ব প্রভৃতি বাতরোগে বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং রোগীর সহসা অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া বাক্যবন্ধ, জ্ঞানলোপ ও ঔষধ গ্রহণে অসমর্থতা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইলে, এই নস্য তাহার নাসারন্ধ্র মধ্যে ঢালিয়া দিবে এবং যাহাতে ঐ ঔষধ নাসারন্ধ্র দ্বারা উদরে প্রবেশ করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। সমস্ত ঔষধ উদরে প্রবিষ্ট না হইয়া কিছুমাত্র প্রবিষ্ট হইলেও উপকার হয়।

বচাদিনস্য। প্রস্তুতবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহেন্দ্রসূর্য্যরস। অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুষ্টঙ্কার, মূকত্ব, মিন্‌মিনত্ব প্রভৃতি বাতরোগে সহসা বাক্‌বন্ধ, জ্ঞানলোপ এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ ঔষধ গ্রহণে অসমর্থতা প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে, রোগীর নাসারন্ধ্রে এই ঔষধ ঝিনুকে গুলিয়া ঢালিয়া দিবে, এবং যাহাতে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এইরূপ ব্যবস্থা করিবে। ইহা

ব্যবহারে রোগীর জ্ঞান জন্মে এবং প্রলাপাদি দূরীভূত হয়। এই ঔষধ রোগের প্রথমাবস্থায় প্রযোজ্য।

মহেন্দ্রসূর্য্যরস। প্রস্তুতবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সৈন্ধবাদিনস্য। অন্তরায়াম, বহিরায়াম, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, ধনুষ্টঙ্কার ও অপতানক প্রভৃতি বাতরোগে রোগীর বাক্যবন্ধ, জ্ঞানলোপ, প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থা সহসা পরিলক্ষিত হইলে, এই নস্য রোগীর নাসিকামধ্যে ফুৎকার দিয়া বা জলে গুলিয়া প্রবেশ করাইবে, যাহাতে উদরস্থ হয়, এরূপ ভাবে প্রয়োগ করা বিধেয়।

সৈন্ধবাদি নস্য। প্রস্তুতবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ভুজরস। অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুষ্টঙ্কার ও মূকত্ব প্রভৃতি বাতরোগে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ রোগীর চৈতন্য-লোপ, বাক্‌বন্ধ ও হস্তপদাদির আক্ষেপ প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্ত্তন সহসা পরিলক্ষিত হইলে, নস্য প্রয়োগ দ্বারা রোগীর জ্ঞানসঞ্চার করিয়া এই ঔষধ তালের শাখার রস ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পক্ষাঘাত ও সর্ব্বাঙ্গবাত প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ অবস্থান্তর পরিলক্ষিত হইলে, ইহা সেবন করান কর্ত্তব্য।

চতুর্ভুজ রস। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতকুলান্তক। অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক অপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুষ্টঙ্কার, মূকত্ব ও মিনমিনত্ব প্রভৃতি বাতরোগে বাক্‌বন্ধ ও সহসা চৈতন্যলোপ প্রভৃতি লক্ষিত হইলে নস্য প্রয়োগ দ্বারা রোগীর জ্ঞানসঞ্চার করিয়া এই ঔষধ তালের শাখার রস ও মধুসহ বা আদার রস ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অবস্থাভেদে বেড়েলার রস ও মধুসহ সেবন করা যায়।

বাতকুলান্তক। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অপতানক, অন্তরায়াম, বহিরায়াম, ধনুষ্টঙ্কার ও আক্ষেপক ইত্যাদি বাতরোগে রোগীর চৈতন্যলোপ, বাক্‌বন্ধ প্রভৃতি অবস্থার পরিবর্ত্তন সহসা পরিলক্ষিত হইলে, নস্য প্রয়োগদ্বারা

রোগীর জ্ঞান সঞ্চার করিয়া এই ঔষধ তালের শাখারস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। পক্ষাঘাত, বাহুশোষ ও অববাহুক প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা অনুপান-বিশেষের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতরোগে—পথ্য।

বাতরোগে অবস্থাভেদে পথ্য নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। সমস্ত রোগেই কেবল মাত্র রোগের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ব্যক্তিভেদে ও দেশভেদে পথ্য নিরূপণ করা উচিত। আক্ষেপক, অপতন্ত্রক, পক্ষাঘাত ও মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি কষ্টকর বাতরোগ সমূহের প্রথমাবস্থায় রোগীকে কখনও অন্নভোজন করিতে দিবে না। সন্ধিবাত, পৃষ্ঠগতবাত ও রসগতবাত প্রভৃতি রোগে রোগী সম্যক্‌-রূপে আক্রান্ত না হইলে, রোগের প্রথমাবস্থায়ও অন্নব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ সমস্তবাতরোগ প্রবল হইলে, অন্নভোজন বন্ধ করিতে হয়। বাতরোগের আক্রমণ কালে অর্থাৎ বায়ুর বিকার লক্ষিত হইলে, যবমণ্ড, সাগু, মুদ্গযূষ, বা অন্নমণ্ড প্রভৃতি পথ্য অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে। বায়ুজনিত বিকার নিবৃত্ত হইলে, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, কুলথকলায়ের যূষ, এবং ছাগ, কুক্কুট, মৃগ ও তিত্তিরিপক্ষী প্রভৃতির মাংসযূষ, রোহিত, মাগুর, শিঙ্গি, বান্‌, পাব্‌দা, সিলিন্দা, কই, বেলে, খলিসা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, পটোল, শজিনা, বেগুণ, রসোন ও গন্ধভাদ্দলে প্রভৃতির তরকারী রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে। পুষ্টিকারক দ্রব্য অর্থাৎ ঘৃত, গব্যদুগ্ধ, আম্র, পাকা তাল, খেজুর, কিস্‌মিস্‌, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি বলকারক পথ্য বাতরোগে সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে; বিশেষতঃ প্রমেহ বা ধাতুক্ষয়াদি জন্য বাতরোগে রোগীকে বলকারক পথ্য প্রদান না করিলে, কোনও উপকার পাওয়া যায় না। সূতিকাশ্রিত বা উদরাময়াশ্রিত বাতে রোগীকে কেবলমাত্র বলকর পথ্য প্রদান না করিয়া রোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক মূলীভূত রোগ প্রশমক পথ্য প্রয়োগ করা আবশ্যক। উদরাময়রোগে ধারক অথচ বলকারক পথ্য প্রদান করিবে।

উন্মাদরোগ-চিকিৎসা।

উন্মাদরোগের সাধারণ লক্ষণ। বুদ্ধিভ্রংশ, মনের অস্থিরতা, ব্যাকুলিতনেত্রে দর্শন, অধীরতা, অসম্বদ্ধ বাক্য-প্রয়োগ ও হৃদয়ের শূন্যতা, এই সমস্ত উন্মাদরোগের সাধারণ লক্ষণ।

বাতিক উন্মাদরোগের লক্ষণ। বাতিক উন্মাদ রোগী কখন কখন ঈষৎ হাস্য, নৃত্য, গীত, অত্যধিক বাক্যালাপ, অঙ্গচালনা ও ক্রন্দনাদি করে এবং তাহার শরীরের কৃশতা, কর্কশতা ও অরুণবর্ণতা লক্ষিত হয়। আহার জীর্ণ হইলে, এই রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রুক্ষ, অম্ল ও শীতলদ্রব্য সেবন এবং বিরেচন, ধাতুক্ষয় ও উপবাসাদিদ্বারা অত্যন্ত বায়ুবৃদ্ধি হইয়া চিন্তাযুক্ত হৃদয়কে আশ্রয়পূর্ব্বক অবিলম্বে বুদ্ধি ও স্মৃতি বিনষ্ট করিয়া বাতিক উন্মাদ জন্মায়।

পৈত্তিক উন্মাদরোগের লক্ষণ। পৈত্তিক উন্মাদরোগে রোগীর অসহিষ্ণুতা, মৌখিক জাঁকজমক, উলঙ্গভাব ও শরীরের পীতাভা দৃষ্ট হয়। অন্যলোক দেখিলে রোগী ভয় পায় ও লুক্কায়িত হয়। সর্ব্বদা তাহার শরীর উষ্ণ, দাহান্বিত ও ক্রোধযুক্ত থাকে, ছায়াতে অবস্থান করিতে এবং শীতল অন্ন ও পানীয় সেবন করিতে অভিলাষ জন্মে। আহারের পচ্যমান অবস্থায় এই রোগ বৃদ্ধিপায়। কটু, অজীর্ণকারক, অম্লরসযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক ও উষ্ণ-গুণবিশিষ্ট দ্রব্য সেবনদ্বারা সঞ্চিত ও কুপিতপিত্ত হৃদয়কে আশ্রয়পূর্ব্বক পৈত্তিক উন্মাদ উৎপাদন করে।

শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগে রোগীর অল্পবাক্যকথন, আহারে অরুচি, স্ত্রীতে আসক্তি, জনশূন্যস্থানে থাকিতে ইচ্ছা, নিদ্রাধিক্য, বমন, লালাস্রাব এবং শরীরের চর্ম্ম, মূত্র, নেত্র ও নখাদির শুক্লতা পরিলক্ষিত হয়, পরন্তু আহার করিবামাত্র এই রোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুস্থ-শরীরে ব্যায়ামাদি পরিশ্রম না করিলে, অত্যধিক ভোজনদ্বারা পিত্তের সহিত কফ হৃদয়কে আশ্রয়পূর্ব্বক বুদ্ধি ও স্মৃতিকে বিনষ্ট এবং চিত্তকে মোহিত করে, এই জন্যই শ্লৈষ্মিক উন্মাদ উৎপন্ন হয়।

সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের লক্ষণ। ত্রিদোষাশ্রিত উন্মাদরোগে উপরিউক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের লক্ষণসকল মিলিত-ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগ অসাধ্য। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক উন্মাদের কারণসমূহ মিলিত হইলে, সান্নিপাতিক উন্মাদ জন্মে।

মানসিকদুঃখজনিত উন্মাদের লক্ষণ। মানসিকদুঃখজন্য উন্মাদ-রোগে রোগী সময় সময় জ্ঞানশূন্য হইয়া মনোগত গোপনীয় কথা প্রকাশ করে এবং গান, হাস্য বা রোদন করিতে থাকে।

বিষজনিত উন্মাদের লক্ষণ। বিষজন্য উন্মাদে রোগীর চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, মুখ কৃষ্ণবর্ণ, বল, ইন্দ্রিয় ও কান্তি বিনষ্ট হয় এবং রোগী অত্যন্ত ক্লান্তযুক্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

দেবাদিকৃত উন্মাদের সামান্য লক্ষণ। দেবাদিকৃত উন্মাদরোগে রোগীর অমানুষিকবাক্য, পরাক্রম, তেজ; বল, বুদ্ধি, স্মৃতি ও শিল্পজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং রোগের প্রকোপ ও প্রশমনকালের নিশ্চয়তা থাকে না।

দেবাদিকৃত উন্মাদের বিশেষ লক্ষণ। দেবাবিষ্ট উন্মাদরোগে রোগী সন্তুষ্ট, শুদ্ধচিত্ত, নিদ্রারহিত, তেজস্বী, অবিচলিত নয়নযুক্ত ও ব্রাহ্মণ পরায়ণ হয় এবং উৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য, মাল্য ধারণ ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা উচ্চারণ করে, পরন্তু কোন ব্যক্তি সমীপবর্ত্তী হইলে তাহাকে বরপ্রদান করিয়া থাকে।

দৈত্যাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ। দৈত্যাবিষ্ট উন্মাদরোগে ব্রাহ্মণ, গুরু ও দেবতার দোষবর্ণন, ঘর্ম্ম, চক্ষুর উজ্জলতা, ভয়শূন্যতা, রোগীর কুকার্য্যে-আসক্তি, দুষ্টস্বভাব ও অন্নপানে অসন্তুষ্টি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

গন্ধর্ব্বাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ। গন্ধর্ব্বাবিষ্ট উন্মাদরোগে রোগীর অন্তঃকরণ সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে। জলব্যাপ্ত নদীর তটে বা বনমধ্যে অবস্থান করিতে ইচ্ছা জন্মে। রোগী স্বীয় আচার প্রতিপালনে তৎপর এবং গীত, সুগন্ধ দ্রব্য ও মাল্যাদিতে অনুরক্ত হয়, পরন্তু নৃত্য ও অনুচ্চৈঃস্বরে মধুর হাস্য করিতে থাকে।

যক্ষগ্রহাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ। যক্ষগ্রহজনিত উন্মাদে রোগীর চক্ষুর্দ্বয় তাম্রবর্ণ হয় ও ঐ ব্যক্তি মনোরম সূক্ষ্ম বস্ত্রপরিধান করে এবং স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতি, দ্রুতগমনশীল, অল্প বাক্য প্রয়োগকারী, ধৈর্য্যগুণ সম্পন্ন ও তেজস্বী হয়, পরন্তু কাহাকে কোন্ বস্তু দান করিব ইত্যাকার বাক্য প্রয়োগ করে।

পিতৃগ্রহজন্য উন্মাদের লক্ষণ। পিতৃগ্রহজনিত উন্মাদে রোগী প্রশান্তচিত্তে দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় গ্রহণ এবং কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া তদুপরিভাগে পিতৃ উদ্দেশে জল ও পিণ্ড প্রদান এবং পিতৃলোকের উপর যথোচিত ভক্তি প্রকাশ করে, পরন্তু মাংস, তিল, গুড় ও পায়স প্রভৃতি ভক্ষণেচ্ছু হয়।

নাগাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ। সর্পাবেশ জনিত উন্মাদে রোগী সর্পের ন্যায় বক্ষে ভর দিয়া ভূমিতে বিচরণ করে, কথনও বা জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠ-প্রান্ত পুনঃপুনঃ লেহন করিতে থাকে, পরন্তু সর্ব্বদা ক্রোধযুক্ত এবং ঘৃত, মধু, দুগ্ধ ও পায়স ভোজন করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে।

রাক্ষসাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ। রাক্ষসগ্রহজনিত উন্মাদে রোগী মাংস, রক্ত ও মদ ভক্ষণে অভিলাষী, নির্লজ্জ, অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অতি বলবান্, ক্রোধান্বিত এবং অতি সাহসী ও শুদ্ধাচারে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়, পরন্তু রাত্রিতে বিচরণ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মরাক্ষসাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ। ব্রহ্মরাক্ষসগ্রহ জনিত উন্মাদে রোগী দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং গুরুজনের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়, বেদ ও বেদাঙ্গের নিন্দা ও আত্মপীড়াজনক কার্য্য করে অথচ অন্যের হিংসা করে না।

পিশাচাবিষ্ট উন্মাদের লক্ষণ। পিশাচগ্রহ জনিত উন্মাদে রোগী উলঙ্গ ও কৃশ হয়, পরুষ অথচ বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করে, দুর্গন্ধ ও অশুচি-পরতন্ত্র হইয়া থাকে, সর্ব্বপ্রকার অন্নপানীয় ভোজনে লোলুপ হয়, বহুভোজনে সমর্থ এবং জনশূন্য স্থানে অথবা বনে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হয়, বিরুদ্ধকার্য্যে চেষ্টিত ও ভীত হইয়া রোদন করে।

দেবাদিগ্রহাবেশ সময়। দেবগ্রহ পূর্ণিমাতে, অসুরগ্রহ সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে, গন্ধর্ব্বগ্রহ অষ্টমীতে, যক্ষগ্রহ প্রতিপদতিথিতে, পিতৃগ্রহ অমাবস্যায়, সর্পগ্রহ পঞ্চমীতে,রক্ষোগ্রহ রাত্রিতে এবং পিশাচগ্রহ চতুর্দ্দশীতে মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

উন্মাদরোগের অসাধ্য লক্ষণ। যে উন্মাদ ব্যক্তির দ্রুতবেগে গতি, চক্ষুর্দ্বয় বিস্তৃত ও ফেণ সংযুক্ত বমন হয় এবং যে রোগী নিদ্রাপরবশ হইয়া কম্পিত কলেবরে ভূমিতে পতিত হয়,তাহার রোগ অসাধ্য। যে উন্মাদ-রোগী হস্তী, পর্ব্বত বা বৃক্ষ হইতে সহসা বিচ্যুত হয়, তাহার মৃত্যু হয়। দেবাদি-গ্রহাবিষ্ট উন্মাদরোগ ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে, অসাধ্য হইয়া থাকে।

উন্মাদরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

উন্মাদরোগে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত এবং বর্দ্ধিত হইয়া বুদ্ধির স্থান হৃদয় ও মনোবহা ধমনীকে আশ্রয় পূর্ব্বক চিত্তের বৈকল্য উৎপাদন করিয়া থাকে, এই জন্যই ইহাকে উন্মাদরোগ কহে। উন্মাদরোগ মানসিক ব্যাধি, শারীরিক ব্যাধি নহে। অন্যান্যরোগে বায়ু, পিত্তাদি প্রকুপিত হইয়া রস, রক্তাদি ধাতু ও শারীরিক অন্যান্য যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু উন্মাদ-রোগে বাতাদি দোষ মনোবহা ধমনীকে আশ্রয় করে, এই জন্যই চিত্তের অস্থিরতা প্রযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি বিপথগামী হয়, অতএব অন্যান্য রোগের ন্যায় এই রোগেও প্রকুপিত বাতাদি দোষ প্রশমিত না হইলে মনোবৃত্তির স্থিরতা হয় না। দেবাদি গ্রহাবিষ্ট উন্মাদরোগে বাতাদি দোষের প্রকোপ সম্যক্ প্রকারে লক্ষিত হয় না, ঐ সমস্ত উন্মাদরোগ মাঙ্গলিক কার্য্য অর্থাৎ যজ্ঞ, হোম ইত্যাদির দ্বারাই প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাতাদি দোষ বিবিধ কারণে বর্দ্ধিত হইয়া রজ ও তমোগুণ বহুল ব্যক্তির হৃদয়স্থিত ধমনী আশ্রয় পূর্ব্বক বুদ্ধিবৃত্তির বিপর্য্যয় ঘটায়। বহুবিধ কারণে এই রোগ জন্মে, কিন্তু অস্বাভাবিক উপায়ে বা দীর্ঘকাল শুক্রক্ষয়, অভিলষিত দ্রব্যের অভাব কিম্বা অন্যান্য যে সমস্ত কারণ উন্মাদরোগের উৎপাদক স্বরূপ পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে,সেই সমস্ত কারণ অনেকস্থলে পরিলক্ষিত হইলেও সর্ব্বত্রই

উন্মাদরোগ উৎপন্ন হয় না। বিরুদ্ধ দ্রব্য (ক্ষীর মৎস্যাদি) বা বিষাক্ত অন্ন-ভোজন, সাধ্যাতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণ কর্তৃক অভি-শাপ এবং ভয় বা হর্ষজন্য মনোবিভ্রংশ ও মদ, গাঁজা, আফিং, ধুতুরা প্রভৃতি সেবন, এই সকল কারণে বিভিন্ন প্রকার উন্মত্ততা প্রকাশ পায়। মস্তিষ্কের বিবিধ যন্ত্রের পীড়া ও বিবিধরোগ হইতে পরিণামে মস্তিষ্কবিকৃতি জন্মিতে পারে। স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা প্রায়শঃ এই রোগে আক্রান্ত হয়। বয়সের মধ্য সময় অর্থাৎ স্ত্রীলোকগণ ২০।২৫ হইতে ৩৫।৩৬ বৎসর এবং পুরুষ ২০।২৫ হইতে ৪০।৫০ বৎসর পর্য্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ঋতুসমূহের মধ্যে গ্রীষ্ম ও বসন্ত এই দুই ঋতুতে উন্মাদরোগের সমধিক প্রাদু-র্ভাব দৃষ্ট হয়।

শিক্ষার দোষে অনেক সময় মস্তিষ্কবিকার হইতে দেখা যায়। শিক্ষাদোষ নানাপ্রকার। বালকদিগকে অল্পবয়সে সর্ব্বদা মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত করা অতি গর্হিত কার্য্য, ইহা হইতে কিছুকাল পরে মস্তিষ্ক অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অনেকের মস্তিষ্কবিকৃতি জন্মে। আবার বাল্যকালে পিতা মাতা সন্তানকে কঠোর শাসনাধীনে রাখিলেও বালকের মানসিক বৃত্তি এতদূর পরিবর্ত্তিত হয়, যে অনেকের আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা জন্মে বা অনেকে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকে। বালকেরা স্বভাবতই অনুকরণপ্রিয়, সুতরাং পিতা মাতার কুপ্রবৃত্তি, মিথ্যাবাদিতা, স্বভাবের উগ্রতা ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দোষ সহজেই অনুকরণ করিয়া থাকে ও বাল্যকাল হইতে চরিত্রদোষ-বশতঃ পরিণতাবস্থায় অনেকের ক্ষিপ্ততা দৃষ্ট হয়; এই অবস্থায় সৎশিক্ষা দ্বারা চরিত্র পরিমার্জ্জিত করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ কুশিক্ষা মস্তিষ্ক বিকৃতির একটী প্রধান কারণ, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। সভ্যতার উৎকর্ষা-পকর্ষবিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায়, যে অসভ্য জাতি অপেক্ষা সভ্য জাতি প্রায়শঃ উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়, তাহার কারণ এই যে, সভ্যজাতি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, তন্মধ্যে অনেক স্থলেই মস্তিষ্ক অধিক পরিচালিত হইয়া থাকে। সভ্য সমাজে অনেকেই শিল্প, বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতির উন্নতি-লাভ আকাঙ্ক্ষায় সাধ্যাতীত চিন্তা করিয়া থাকেন, এই অতিরিক্ত চিন্তার ফলে এই রোগ উৎপন্ন

হইয়া থাকে। পিতামাতার পানদোষে উৎপন্ন সন্তান উন্মাদরোগগ্রস্ত হয়। গর্ভোৎপাদন কালে পিতা বা মাতা অথবা উভয়ে সুরাপানে উন্মত্ত থাকিলে সন্তানের উন্মত্ততা বা অঙ্গ-বিকৃতি ঘটিতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থা-প্রসবকাল অথবা স্তন্যদান কালে বিবিধ মানসিক পীড়াবশতঃ সন্তানের ঐ রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের শক্তিহ্রাস এবং স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার-ক্ষমতা লোপ হইলে, মানসিক বিকার উপস্থিত হয়। মূর্চ্ছা বা অপস্মার, প্রসবান্তে সূতিকারোগ বা গর্ভস্রাব, প্রবল শ্বেতপ্রদর, রজোধিক, জরায়ুর স্থানচ্যুতি ইত্যাদি কারণে মানসিক বিকার হইতে ক্রমশঃ এই রোগ জন্মিতে দেখা যায়। যক্ষ্মা, আমবাতরোগে হস্তপদাদি সন্ধিতে প্রবল বেদনা, অনশন বশতঃ শারীরিক পুষ্টির অভাব, পুরাতন দুর্জ্জলজ্বর, শরীরে রক্তাভাব, জ্বরান্তে দেহে রক্তের হীনতা ও উপদংশ প্রভৃতি রোগ হইতে মানসিক পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে।

এইরূপ মস্তিষ্কের বিকৃতি যদিও সচরাচর দৃষ্ট হয়, তথাপি যাবৎ রোগী অলৌলিক কার্য্য ও অসম্বন্ধ বাক্যালাপ না করে, তাবৎ উহাকে কেহ উন্মাদ-মধ্যে গণনা করে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা উন্মাদের মধ্যেই পরিগণিত; যেহেতু মস্তিষ্ক বিকৃতি হইতেই ক্রমশঃ উন্মাদরোগ জন্মে। পিতৃ মাতৃদোষে স্বভাবতঃ যে সমস্ত মানসিক বিকারের লক্ষণ পরিব্যক্ত হয়, তাহার মধ্যে রোগের মূলকারণ অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। অনেক স্থলে মূলীভূত কারণ নষ্ট হইলে, মানসিক বিকৃতির হ্রাস হয়, আবার অনেক স্থলে দেহের যথারীতি পোষণ হইলে, ঔষধভিন্নও রোগ হ্রাস পাইতে থাকে, কিন্তু পিতামাতার দোষে অথবা বাল্য ও যৌবন সময়ে মানসিক বৃত্তির যে বৈপরীত্যভাব দৃষ্ট হয়, তাহা আত্মসংযম বা অভিলষিত পদার্থ প্রদান দ্বারা দূরীভূত হইতে পারে। কামাসক্তি, বিষয়াসক্তি, পানাসক্তি বা তদ্রূপ অন্য কোন কারণে মানসিকবিকারবশতঃ উন্মাদ হইলে, রোগের কারণ অনুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র বায়ুপিত্তাদিনাশক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হয় না। কামাসক্ত ব্যক্তির আত্মসংযম বা কামপ্রবৃত্তি চরি-তার্থ করা, বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বিষয়চিন্তা দূরীকরণ, পানাসক্ত ব্যক্তির মদ্যাদি পানের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস করা, এই সকল নিয়ম প্রতিপালনদ্বারা রোগ

দূরীভূত হয়। অন্যান্য কারণ বশতঃ উন্মাদরোগের পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার যাহাতে ক্রমশঃ শমতা হয়, এইরূপ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। উন্মাদরোগে যদিও তিন দোষ প্রকুপিত হয়, তথাপি বায়ুর প্রবলতাই প্রায়শঃ লক্ষিত হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় ত্রিবিধ দোষের মধ্যে যে দোষ প্রবল থাকিবে, তাহারই নিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইলে, শ্লেষ্মনাশক অথচ বায়ুর শমতাকারক ঔষধ প্রদান করা উচিত। একদোষ কুপিত হইলে, সেই দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাতিক উন্মাদে স্নেহপান, পৈত্তিক উন্মাদে বিরেচন এবং শ্লৈষ্মিক উন্মাদে বমন প্রশস্ত। তৎপর ঐ সকল ক্রিয়াদ্বারা শরীর সংশোধিত হইলে, বাতিক উন্মাদে স্নেহবস্তি, পৈত্তিকে নিরূহণ ও শ্লৈষ্মিকে শিরোবিরেচক তীব্র নস্য প্রয়োগ করিবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা রোগের অনেকাংশে লাঘব হয়। সাধারণতঃ দেশ ও কালভেদে বাতিক ও পৈত্তিক উন্মাদরোগীকে বিরেচনার্থ ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। উন্মাদরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিবেচনা করিয়া সিংহনাদগুগ্‌গুলু, বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু অথবা দশমূল কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধদ্বারা রোগীর কোষ্ঠ-শুদ্ধি হইলে, শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে চতুর্ভুজ বা বাতকুলান্তকরস প্রভৃতি ঔষধ রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু বাতাধিক্য দৃষ্ট হইলে ত্রৈলোক্য-চিন্তামণি বা চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ অনুপানভেদে প্রয়োগ করা উচিত। এই অবস্থায় ২।৩ দিন অন্তর বিরেচক ঔষধ সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। রোগ ক্রমশঃ পুরাতন এবং রোগী পূর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃতিস্থ হইলে, ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল, শিবাতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল প্রভৃতি রোগীর মস্তকে মালিশ করিয়া উষ্ণজল শীতল করতঃ তাহাকে স্নান করাইবে। তৎপর রোগী অনেকাংশে প্রকৃতিস্থ হইলে, চৈতসঘৃত, মহাচৈতসঘৃত বা শিবাঘৃত প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

পৈত্তিক উন্মাদরোগীকে দুই তিন দিন অন্তর বিরেচনার্থ ঔষধ সেবন করাইয়া লঘ্বানন্দরস, বীরেশ্বররস বা বাতকুলান্তকরস প্রভৃতি ঔষধ দেশ ও কালভেদে শ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে, রোগের নূতনাবস্থায় সেবন করিতে দিবে। বাতানুবন্ধ থাকিলে উন্মাদভঞ্জনরস বা বৃহৎ চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ

প্রয়োগ করিবে। এই অবস্থায় রোগীর মস্তকে মধ্যম বিষ্ণুতৈল বা মধ্যম নারায়ণতৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করিতে দিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগী অনেকাংশে প্রকৃতিস্থ হইলে, শিবাঘৃত ও মহাচৈতসঘৃত প্রভৃতি অতি উপকারী। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগীকে প্রথমাবস্থায় অন্ন ভোজন না করাইয়া দুগ্ধসহ সাগু, যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য দিবে। অনন্তর কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য মৃদু বিরেচক ঔষধ এবং চতুর্ভুজরস, উন্মাদগজকেশরী, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস বা মহালক্ষ্মীবিলাস ও তালশাখার রস সহযোগে মকরধ্বজ বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। শ্লৈষ্মিক উন্মাদে বাতানুবন্ধ থাকিলে রোগের নূতনাবস্থায় চতুর্ভুজরস বা অবস্থাভেদে ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ সেবনে সমধিক উপকার হয়। রোগের মধ্যাবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ধুস্তূরাদ্য পায়স সেবন করিতে দিবে এবং মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে দুগ্ধসহ সাগু বা যবমণ্ড সেবন করাইবে। এইটি অতি উৎকৃষ্ট যোগ, ইহা দ্বারা শত শত উন্মাদ রোগী আরোগ্য হইয়াছে। বাতশ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় যদি ঐ সমস্ত ঔষধ সেবনে রোগ নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে নস্য প্রয়োগ ও তৎসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। নস্য প্রয়োগে উন্মাদরোগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় এই নস্য প্রয়োগ করিবে এবং রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর মস্তকে দশমূল বা বৃহৎ দশমূলতৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করিতে দিবে ও অশ্বগন্ধারিষ্ট সেবন করাইবে। সান্নিপাতিক উন্মাদে যে দোষের আধিক্য দেখিবে, সেই দোষনাশক ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ সান্নিপাতিক উন্মাদে বায়ুর প্রবলতা থাকিলে বাতিক-উন্মাদে যে সমস্ত ঔষধ উক্ত হইয়াছে, তাহা সেবন করাইবে এবং শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে শ্লৈষ্মিক উন্মাদের ঔষধ প্রদান করিবে। বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে বাতশ্লেষ্মনাশক ঔষধ অর্থাৎ চতুর্ভুজরস, উন্মাদগজকেশরী বা মহালক্ষ্মীবিলাস সেবন করাইবে এবং নস্য প্রয়োগ করিবে। প্রত্যেক অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। মধ্যাবস্থায় রোগীকে ধুস্তূরাদ্যপায়স সেবন করিতে দিবে। পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রবল হইলে, লঘ্বানন্দরস, বাতকুলান্তক, মহালক্ষ্মীবিলাস বা বীরেশ্বররস প্রভৃতি ঔষধ এবং বাতপিত্ত প্রবল হইলে, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, চতুর্ভুজরস, লঘ্বানন্দরস বা

বীরেশ্বররস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনন্তর রোগের পুরাতন অবস্থায় শিবাতৈল, ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন এবং শিবাঘৃত, চৈতসঘৃত বা মহাকল্যাণঘৃত প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। এইরূপে যে দোষের প্রাবল্য দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ষ্যা বা লোভহেতু উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইলে, উহাদের বিরুদ্ধ কার্য্য দ্বারা রোগীকে সান্ত্বনা করিবে অর্থাৎ কামজ উন্মাদরোগে রোগীর যাহাতে শোক জন্মে, তাহার চেষ্টা করিবে। ভয়জন্য উন্মাদে এবং আত্মীয় বন্ধু বিয়োগ জন্য শোকজ উন্মাদরোগে ক্রোধের উদ্রেক দ্বারা, রোগ দূরীকরণে চেষ্টিত হইবে। ভূতাবেশাদি জন্য উন্মাদরোগে চৈতসঘৃত পান করিতে দিবে এবং তৎসঙ্গে ভূতগ্রহ সমূহের অর্চ্চনা, বলি, উপহার, হোম, ইষ্টমন্ত্রাদি জপ, দান ও মঙ্গলাচরণ প্রভৃতি কর্ম্ম করিবে। উন্মাদরোগে সান্ত্বনা, তর্জ্জন, ভয়োৎপাদন, অভিলষিত দ্রব্য প্রদান, হর্ষোৎপাদন ও বিস্ময়জনক কার্য্য করা একান্ত কর্ত্তব্য, যেহেতু উন্মাদরোগী অনেক সময় যথেচ্ছ ব্যবহার অর্থাৎ ঔষধ সেবন, যথানিয়মে অন্ন ও পানীয় গ্রহণ, স্নান প্রভৃতি কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয়। এই উন্মাদরোগ বৃদ্ধ ব্যক্তির হইলে প্রায়শঃ অসাধ্য হইয়া থাকে, যেহেতু বার্দ্ধক্যে বায়ু স্বভাবতঃ প্রবল হয়, অধিকন্তু রোগবশতঃ বায়ু আরও বলবান্ হইয়া থাকে, সুতরাং ঔষধ প্রয়োগদ্বারা তাহাদের বায়ুর প্রবলাক্রমণ প্রায়শঃ হ্রাস হয় না। বাল্যকালে স্বভাবতঃ শ্লেষ্মা প্রবল থাকে, অতএব বালকদিগের এই রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি বাল্যকালে ঐ রোগ হইলে, তাহাও কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে, আবার বয়ঃস্থ হইলে সুচিকিৎসাদ্বারা অনেক স্থলে রোগ হ্রাস হইতেও দেখা যায়। অনেকস্থলে উন্মাদরোগ একবার নিবৃত্ত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রকাশ পায়। বসন্তঋতুর শেষে আরম্ভ হইয়া গ্রীষ্ম অথবা বর্ষাকালে পুনঃপুনঃ ঐ রোগ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে বসন্তকালে শ্লেষ্মা এবং বর্ষাকালে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ ঐরূপ আক্রমণ হইয়া থাকে। এইরূপ পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিলে রোগীর শারীরিক দোষ ও দূষ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা কর্ত্তব্য; যাহাতে বাতাদিদোষ

যথাসময় প্রকুপিত না হয় এবং রস রক্তাদি ধাতু পরিপুষ্ট থাকে, তদ্রূপ ঔষধ প্রদান আবশ্যক। অনেকস্থলে স্ত্রীলোকের প্রদর, উদরাময় প্রভৃতি রোগে শরীর জীর্ণ হইলে পুনঃপুনঃ ঐ রোগে আক্রমণ করে এবং পুরুষ প্রমেহদোষে অথবা অন্যান্য উৎকট ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উন্মাদরোগ গ্রস্ত হয়, এরূপ স্থলে যাহাতে মূলীভূত রোগ নষ্ট হয়, তজ্জন্য ঔষধ প্রদান একান্ত কর্ত্তব্য। কতকগুলি রোগ উন্মাদরোগ প্রকাশিত হইবার পর স্বয়ং হ্রাস হইয়া থাকে, তাহাদের অস্তিত্ব তখন অনুমিত হয় না; ঐ অবস্থায় রস রক্তাদি ধাতুর হ্রাস হইলে, সেই সকল বর্দ্ধক ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিবে, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী রোগবশতঃ রস রক্তাদির অভাব দৃষ্ট হইলে, পুষ্টি ও বলকর খাদ্য ও ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বালকদিগের মধ্যে নিয়ত মানসিক পরিশ্রম বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, এমতাবস্থায় কেবলমাত্র নিয়মিত ঔষধের উপর নির্ভর না করিয়া তাহাদিগকে পুষ্টিকর খাদ্য ও স্মৃতিবর্দ্ধক ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। বাতাদিদোষের হ্রাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া মহা লক্ষ্মীবিলাসরস বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ অনুপানভেদে তৎসহ সেবন করিতে দিলে আরও উপকার হয়। উহাদের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগের নূতন অবস্থায় যে সকল ঔষধ উক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে তাহাও প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; তখন কেবলমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য এবং ঔষধের দ্বারা রোগ দূরীভূত হয় না। বালকগণ যৌবনের প্রথমাবস্থায় ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া অনেক সময় এই রোগগ্রস্ত হয়, সুতরাং তাহাদিগকেও পুষ্টিকর ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করিবে; কিন্তু উন্মাদরোগের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশিত হইলে নূতন ও পুরাতন অবস্থাভেদে চিকিৎসা করিবে।

উন্মাদরোগে—ঔষধ।

ব্রাহ্মীযোগ। বাতিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর স্মৃতিশক্তির হ্রাস এবং কখনও নৃত্য, কখনও বা গীত ও হাস্য প্রভৃতি অস্বাভাবিক ব্যাপার পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক এবং শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগেও ইহা অতি উপকারী।

ব্রাহ্মীযোগ। ব্রাহ্মীশাকের রস ৪ তোলা, কুড়চূর্ণ।০ আনা ও মধু ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া একবারে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

কুষ্মাণ্ডযোগ। পৈত্তিক উন্মাদরোগে রোগীর পিপাসা, উলঙ্গভাব ও ক্রোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতাশ্রিত উন্মাদরোগে এই ঔষধদ্বারা উপকার হয়।

কুষ্মাণ্ডযোগ। কুষ্মাণ্ডবীজ চূর্ণ ১ তোলা, কুড় চূর্ণ।০ আনা এবং মধু ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বচাদ্যযোগ। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগে রোগীর স্তম্ভিত ভাব, নির্জন-প্রিয়তা, কার্য্যের ও কথার অল্পতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বাতিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও উপকারী।

বচাদ্যযোগ। বচচূর্ণ ১ তোলা, কুড়।০ আনা ও মধু ১ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিতে দিবে।

শঙ্খপুষ্পীযোগ। সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে রোগীর বিবিধ লক্ষণ লক্ষিত হইলে, রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক বা শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শঙ্খপুষ্পী যোগ। শঙ্খপুষ্পীর রস ৮ তোলা, কুড় চূর্ণ।০ আনা ও মধু ১ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিতে দিবে।

সিন্দুরযোগ। শ্লৈষ্মিক উন্মাদ বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

সিন্দুরযোগ। স্বর্ণসিন্দুর ২ রতি মধুসহ মাড়িয়া তালের শাখার রস সহ মিশ্রিত করিয়া প্রাতে-সেবন করিতে দিবে।

সিদ্ধার্থকাদিযোগ। বাতিক, পৈত্তিক অথবা শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই চূর্ণ রোগীকে

সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগে এই চূর্ণের নস্য প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়।

সিদ্ধার্থকাদিযোগ। শ্বেতসর্ষপ, হিং, বচ, ডহরকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শ্বেত অপরাজিতা, লতাফট্‌কীরছাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষবীজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ছাগীমূত্রে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা /০ আনা।

মনঃশিলাদ্যঞ্জন। শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর নেত্রে এই অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

মনঃশিলাদ্যঞ্জন। মনঃশিলা, রসাঞ্জন এবং পায়রার বিষ্ঠা; এই তিনটী দ্রব্য একত্র করিয়া উহাদ্বারা রোগীর চক্ষুতে অঞ্জন দিবে।

কৃষ্ণাদ্যঞ্জন। শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর স্তম্ভিতভাব ও নির্জ্জন প্রিয়তা এবং সান্নিপাতিক উন্মাদে সময় সময় নৃত্য, গীত বা অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই অঞ্জন রোগীর চক্ষুতে প্রদান করিবে।

কৃষ্ণাদ্যঞ্জন। পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ ও গোরোচনা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিবে।

ত্র্যুষণাদ্যবর্ত্তি। উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বা শ্লৈষ্মিক উন্মাদে রোগীর স্তম্ভিতভাব, দেহের জড়তা, নির্জন প্রিয়তা এবং সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই বর্ত্তির অঞ্জন রোগীর চক্ষুতে প্রদান করিবে।

ত্র্যুষণাদ্যবর্ত্তি। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, সৈন্ধব, বচ, কট্‌কী, শিরীষবীজ, ডহরকরঞ্জবীজ ও শ্বেতসর্ষপ; এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।

শিরীষাদ্যনস্য। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগে রোগীর স্তম্ভিতভাব, নির্জ্জনপ্রিয়তা অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর কখনও হাস্য, গীত ও নৃত্য, কখনও স্তম্ভিতভাব, কখনও বা রোদন প্রভৃতি বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই নস্য জলসহ গুলিয়া রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করিবে। ইহা রোগের বলাবল অনুসারে ৫।৭ দিন অন্তর প্রাতে প্রযোজ্য।

শিরীষাদ্য নস্য। শিরীষপুষ্প, রশুন, শুঁঠ, শ্বেতসর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও পিপুল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

উন্মাদভঞ্জননস্য। শ্লৈষ্মিক উন্মাদে রোগীর বিমর্ষভাব, নির্জ্জনে উপবেশন ও স্তম্ভিতভাব প্রভৃতি লক্ষিত হইলে এবং সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই বটী কাঁজির জলসহ গুলিয়া রোগীর নাসিকা মধ্যে এমতভাবে প্রদান করিবে, যেন উহা নিশ্বাসপথে গৃহীত হয়। এই নস্য উন্মাদরোগে অতি উপকারী। ইহা রোগের প্রবলাবস্থায় ৭ দিন বা ১০ দিন অথবা ১৫ দিন অন্তর প্রাতে প্রয়োগ করিবে।

উন্মাদভঞ্জন নস্য। রসসিন্দূর, হিজলবীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও কর্পূর; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ॥০ তোলা এবং ঝিঙ্গাবীজ ও তিক্ত ধুঁধুলবীজ প্রত্যেকে ১ তোলা; এই সকল চূর্ণ একত্র জলদ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

সারস্বতচূর্ণ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে স্মৃতিশক্তিলোপ ও চিত্তের বিকলতা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ ঘৃত ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যে কারণেই হউক স্মৃতিলোপ বা চিত্তবিকার ঘটিলে ইহা অতি উপকারী। এই ঔষধ স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক।

সারস্বতচূর্ণ।* কুড়, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি ও শঙ্খপুষ্পী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বচূর্ণসমান বচচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্রাহ্মীশাকের রসদ্বারা ৩ বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করত চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৴০ বা।০ আনা।

কল্যাণচূর্ণ। শ্লৈষ্মিক উন্মাদ বা বাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কল্যাণচূর্ণ। পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা, শুঁঠ, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিট-লবণ, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, পূতিকরঞ্জ, যমানী, ধনে ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং পিপুলচূর্ণ ২ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

রসোনপিণ্ড। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বা মধ্যাবস্থায় যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বাতিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মার

অনুবন্ধ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

রসোনপিণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৬০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধুস্তূরাদ্যপায়স। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় অথবা বাতিক উন্মাদরোগে শ্লেষ্মানুবন্ধ থাকিলে, এই পায়স যথারীতি প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু ধাতুক্ষয়াদি বশতঃ বায়ু সম্যক্‌রূপে রুক্ষ হইলে, ইহা সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না। এই ঔষধ সাবধানে রোগীকে প্রয়োগ করিবে, যেহেতু ইহা মাদক। সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ধুস্তূরাদ্যপায়স। সাদাধুতূরাবৃক্ষের মূল ১ তোলা, পুরাতন শালিতণ্ডুল ৪ তোলা, গোদুগ্ধ অর্দ্ধ সের এবং ইক্ষুগুড় ও গব্যঘৃত পায়সের অনুরূপ প্রদান করিয়া পাক করিবে। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে ধুতূরামূল এবং অন্যান্য দ্রব্য উহা অপেক্ষা অল্পমাত্রায় প্রদান করিবে।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু। পৈত্তিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে। বাতিক উন্মাদরোগেও মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে পাঁচ দিন অন্তর রোগীকে ইহা সেবন করিতে দেওয়া যায়। উন্মাদ রোগীর যে কোনও অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর স্তম্ভিতভাব ও নির্জনপ্রিয়তা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে,

সান্নিপাতিক উন্মাদরোগেও বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ভুজরস। শ্লৈষ্মিক উন্মাদের প্রথমাবস্থায় রোগীর অল্প বাক্যোচ্চারণ, নির্জ্জনপ্রিয়তা এবং বাতিক উন্মাদে সময় সময় নৃত্য, গীত, হাস্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রযোজ্য। পৈত্তিক অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদের যেকোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় অতি উপকারী, কিন্তু মধ্য অবস্থায় তাদৃশ উপকারী নহে। অনুপান—কচি তালের শাখার রস ২ তোলা ও মধু দুই তিন ফোঁটা।

চতুর্ভুজরস। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতকুলান্তক। বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের প্রথম বা মধ্য অবস্থায় পিত্তের অনুবন্ধ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে পিত্ত বা বায়ুর আধিক্য দৃষ্ট হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

বাতকুলান্তক। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। বাতিক উন্মাদরোগে শ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগে বায়ুর আধিক্য থাকিলে, প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক উন্মাদরোগে বায়ুর রুক্ষতা না থাকিলে, পুরাতন অবস্থায়ও এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু, পুরাতন উন্মাদে হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল মধু; প্রমেহাদিরোগ বিদ্যমান থাকিলে গব্যদুগ্ধ।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লঘ্বানন্দরস। পৈত্তিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বাতশ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে ও সান্নিপাতিক উন্মাদ-

রোগে পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ক্ষেতপাপড়ার রস, বেদানার রস বা পটোলের রস।

লঘ্বানন্দরস। প্রস্তুতবিধি ৬০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বীরেশ্বররস। বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগে পিত্তের অনুবন্ধ থাকিলে এবং রোগীর নিদ্রার অভাব, শরীরের ক্রমশঃ ক্ষয়ভাব ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক ও পৈত্তিক উন্মাদের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ইহা সেবন করান যায়। অনুপান—ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু।

বীরেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ৪০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উন্মাদভঞ্জনরস। বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর শরীরের কৃশতা দৃষ্ট হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করাইয়া সপ্তাহান্তর রেচক ঔষধ প্রদান করিবে। ইহা অপস্মাররোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—ভৃঙ্গরাজের রস ও মধু।

উন্মাদভঞ্জনরস। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গজপিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিরতা, কট্‌কী, কণ্টকারী, যষ্টিমধু, ইন্দ্রযব, রক্তচিতা, বেড়েলা, পিপুলমূল, বেণারমূল, শজিনাবীজ, তেউড়ীমূল, রাখালশশারমূল, বঙ্গ, রূপা ও প্রবাল; এই সকল চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া জলদ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

চিন্তামণিরস। বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়, বাতপিত্ত প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। মেহাদিদোষজনিত চিত্তের বিকৃতি ঘটিলে, ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হয়। অপরাহ্ণে সেব্য। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল এবং মধু ২ ফোঁটা।

চিন্তামণি রস। প্রস্তুতবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস। বাতিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর আধিক্য থাকিলে, এই ঔষধ হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল ও মধুসহ বৈকালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা বায়ুর রুক্ষতানাশক ও স্নিগ্ধ।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগেন্দ্ররস। প্রমেহ বা ধাতুক্ষয় প্রভৃতি দোষে বায়ুর প্রকোপ-বশতঃ উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হইলে এবং বায়ুর অত্যন্ত রুক্ষতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল এবং মধু অথবা গব্যদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

যোগেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বায়ুর রুক্ষতা ও পিত্তের প্রবলতা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ অপরাহ্ণে হরীতকী, আমলা এবং বহেড়াভিজান জল ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। যুবা, বৃদ্ধ ও ধাতুক্ষয়াক্রান্ত রোগীর পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট।

বৃহৎবাতচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উন্মাদগজকেশরী। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর স্তম্ভিতভাব ও নির্জ্জনপ্রিয়তা ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে অথবা বাতিক উন্মাদ-রোগে শ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে, এই ঔষধ ঘৃতসহ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অপস্মারে ও ভুতোন্মাদে প্রয়োগ করা যায়। উন্মাদরোগে ইহা উৎকৃষ্ট।

উন্মাদগজকেশরী। রস, গন্ধক, মনঃশিলা ও শোধিত ধুতূরাবীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ৭ দিন বচের কাথ ও ৭ দিন রাস্নার কাথদ্বারা যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী ৫ রত্তি।

লশুনাদ্যঘৃত। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর প্রকোপ

এবং বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা বাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় শ্লেষ্মানুবন্ধ থাকিলে, এই ঘৃত রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

লশুনাদ্য ঘৃত। বৎসরাতীত গব্য ঘৃত /৪ সের যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—খোসা বিহীন রশুন /৬।০ সোয়াছয়সের এবং বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; ইহাদের প্রত্যেকে ২০ তোলা, জল ৩২ সের ; শেষ /৮ সের। রসুনেররস /৪ সের। বদরীক্বাথ /৪ সের। মূলাররস /২ সের। মহাদার রস /২ সের। ছোলঙ্গলেবুর রস /২ সের। আদার রস /২ সের। দাড়িমের রস /২ সের। সুরা /২ সের, দধির মাত /২ সের ও কাঁজি /২ সের। কল্কদ্রব্য—হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বনযমানী, যমানী, চৈ, হিং ও অম্ল-বেতস ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা-অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা।

চৈতসঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীকে এই ঘৃত সেবন করাইবে। যে সমস্ত মানসিক বিকার হইতে উন্মাদরোগ জন্মে, সেই সমস্ত মানসিকবিকার ও তজ্জনিত উন্মাদ-নাশার্থ এই ঘৃত অতি উপকারী। অপরাহ্নে সেব্য। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

চৈতসঘৃত। দশ বৎসরের পুরাতন গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—বেলছাল, শোণাছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাস্না, এরণ্ডমূল, তেউড়ীমূল, বেড়েলা, মূর্ব্বামূল ও শতমূলী ; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা। জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রাখালশশারমূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণী, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলসুন্দি, ছোটএলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা-অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা।

মহাচৈতসঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক অথবা সান্নিপাতিক উন্মাদ-রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর চিত্তের বিকৃতিবশতঃ সময় সময় স্বভা-বের বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ কোনসময় ক্রোধ, কোনসময় বা নৃত্য, গীত হাস্য অথবা কোন সময় স্থিরচিত্ততা ইত্যাদি দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত রোগীকে

সেবন করিতে দিবে। বিবিধকারণে চিত্তবিকৃতি এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, রোগীকে এই ঘৃত সেবন করান কর্ত্তব্য; কিন্তু উদরাময় থাকিলে সেবন নিষেধ। দেবগ্রহাদিজন্য উন্মাদরোগে এবং মূর্চ্ছা ও অপস্মাররোগেও এই ঘৃত অতি উপকারী। বিশেষতঃ ইহা স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক।

মহাচৈতসঘৃত। পুরাতন গব্যঘৃত /৮ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্কাথ্যদ্রব্য—বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাস্না, ভেরেণ্ডামূল, তেউড়ীমূল, বেড়েলা, মূর্ব্বা ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা; জল ৩/৮ সের, শেষ ৩২ সের। কল্কদ্রব্য—রাখালশসা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপাণী. অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, শ্যামালতা, নীলসুন্দি, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমেরখোসা, নাগেশ্বর, বিড়ঙ্গ, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, তালীশপত্র, বৃহতী, ও মালতীফুল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা লইয়া যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

মহাকল্যাণঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে এবং উন্মাদরোগীর শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে আরম্ভ হইলে, এই ঘৃত অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। বিবিধ রোগ হইতে মানসিক বিকৃতিবশতঃ বায়ুপিত্ত প্রবল উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইলে, এই ঘৃত প্রয়োগে অত্যন্ত উপকার হয়। ইহা কৃশ ও দুর্ব্বল উন্মাদরোগীর পক্ষে পুষ্টি ও বলবর্দ্ধক। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

মহাকল্যাণঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্কাথ্যদ্রব্য—শালপাণী, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলসুন্দি, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, নূতন মালতীফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, এই একুশটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। একবার প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—চাকুলে, মাষাণী, মুগাণী, কাকোলী, শূকশিম্বী, ঋষভক, ঋদ্ধি ও মেদ, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

মহাপৈশাচিকঘৃত। বালকদিগের অধিক মানসিক পরিশ্রমবশতঃ ক্রমশঃ মানসিকবিকার এবং সংসর্গদোষে বা পিতামাতার কঠোরশাসনে, চিত্তের অধীরতাবশতঃ মনের বিকৃতিভাব হইতে উন্মাদ প্রকাশ পাইলে,

এই ঘৃত সেবন করিতে দিবে। ইহা অপস্মারাদিরোগেও উত্তম ফলদায়ক এবং স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধির উৎকর্ষতাজনক। বালকদিগকে এই ঘৃত সেবন করাইলে, তাহাদিগের কৃশতা নষ্ট ও বলবৃদ্ধি হয়। অনুপান উষ্ণদুগ্ধ।

মহাপৈশাচিকঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, কুন্তারুলতা, আলকুশীবীজ, বচ, বলাডুমুর, জয়ন্তী, ক্ষীরকাকোলী, চোরকাচ্‌কী, কট্‌কী, ব্রাহ্মী, চামারআলু, মৌরী, শুল্‌ফা, গুগ্‌গুলু, শতমূলী, ব্রাহ্মী, রাস্না, গন্ধরাস্না, গন্ধভাদুলে, বিছুটী ও শালপাণী; এই সমুদয় সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা-৷৷০ তোলা।

শিবাঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যেসকল ব্যক্তির শোক, চিন্তা, প্রভৃতি কারণে মনের বিকৃতিবশতঃ উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষে এই ঘৃত অতি উপকারী। এতদ্ভিন্ন যক্ষ্মা, উরঃক্ষত, বহুমূত্র, প্রমেহ, মূত্রাঘাত ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি রোগে রোগীর শরীর বায়ু পিত্ত প্রবল হইলে, এই ঘৃত উপকারী। ঐসমস্ত রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় মানসিকবিকার উপস্থিত হইলে, এই ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। উন্মাদরোগে যাহাদের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও কৃশ হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঘৃত উপকারী। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা উত্তম ফলদায়ক। দেবগ্রহ বা পিতৃগ্রহাদিজন্য অপস্মার এবং মূর্চ্ছারোগেও এই ঘৃত প্রয়োগে সমধিক উপকার দর্শে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

শিবাঘৃত। পুরাতন গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—পুরুষ শৃগালের মাংস /৬। সের এবং বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০তোলা এই সমস্ত একত্র পোট্‌লীবদ্ধ করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করত ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। গোদুগ্ধ /৮ সের। কল্কদ্রব্য—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বৃহতী, তগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণুক, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখালশসারমূল, শালপাণী, প্রিয়ঙ্গু, মালতীপুষ্প, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলশুন্দি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, অশ্বগন্ধা, এলাইচ, এলবালুক ও

চাকুলে; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—॥০ তোলা।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত। প্রমেহ, ক্ষয় ও প্রদর প্রভৃতি ধাতুক্ষয়জনিত রোগ হইতে মানসিক বিকৃতিবশতঃ উন্মাদরোগ উৎপন্ন হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। নিরন্তর অধ্যয়নাদিবশতঃ স্মৃতিলোপ, শরীরের দুর্ব্বলতা ও নানাবিধ রোগ হইতে চিত্তের অস্থিরতা প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফলদর্শে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ দশমূলতৈল। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর অনুবন্ধ থাকিলে, তজ্জন্য রাত্রিতে নিদ্রাহীনতা বা সময় সময় হাস্য, গীতাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে বটিকা, নস্য প্রভৃতি ব্যবহার করাইয়া শ্লেষ্মার কিঞ্চিৎ শমতা হইলে, এই তৈল তাহার মাথায় মালিশ করিতে দিবে। বাতিক বা সান্নিপাতিক উন্মারোগেও শ্লেষ্মার অনুবন্ধ থাকিলে, এই তৈল রোগীর মস্তকে মালিষের ব্যবস্থা করা যায়।

বৃহৎ দশমূলতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা, জল ৬৪ সের; শেষ /৮ সের। আদার রস /৪ সের। নিসিন্দাপাতার রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুলমূল, চই, রক্তচিতামূল, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, সৈন্ধব, যবক্ষার, তেউড়ী, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; ইহাদের প্রত্যেকে-২ তোলা, শুঁঠ এবং পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা। পাকার্থ—জল /৮ সের। যথা-নিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

মধ্যমবিষ্ণুতৈল। বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর নিদ্রাহীনতা, নৃত্য, গীত, হাস্য ও শীতলদ্রব্য পানেচ্ছা প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, এই তৈল রোগীর মস্তকে প্রতিদিন ৩।৪ ঘণ্টা যথারীতি মর্দ্দন করিতে দিবে অথবা তৈলদ্বারা মস্তক সর্ব্বদা সিক্ত করিয়া রাখিবে। তৈল মর্দ্দনান্তে রোগীকে মধ্যাহ্নে স্নান করান একান্ত কর্ত্তব্য।

মধ্যম বিষ্ণুতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মধ্যমনারায়ণতৈল। বাতিক বা পৈত্তিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় নানাপ্রকার উপসর্গ পূর্ব্বাপেক্ষা কিয়দংশে হ্রাস হইলে অর্থাৎ রোগী পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, এই তৈল প্রত্যহ ৩। ৪ ঘণ্টা তাহার মস্তকে মর্দ্দন করিতে দিবে। রোগীর মস্তিষ্ক উষ্ণবোধ হইলে, এই তৈলদ্বারা মস্তক সর্ব্বদা সিক্ত করিয়া রাখিবে। সান্নিপাতিক উন্মাদে বায়ু বা পিত্তের প্রাবল্য থাকিলে, ইহা প্রয়োগে সমধিক ফললাভ হইয়া থাকে।

মধ্যমনারায়ণতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিশতী প্রসারিণীতৈল। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক উন্মাদ-রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগ পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, এই তৈল রোগীর মস্তকে মালিশ করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থায়ও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যেসকল ব্যক্তির বায়ুর রুক্ষতা, চিত্তচাঞ্চল্য এবং হস্ত, পদাদি অঙ্গের বলহীনতা বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষে এই তৈল অতি উপকারী। ইহা সর্ব্ববিধ বায়ুবিকার অর্থাৎ অপস্মার ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করা যায়।

ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিবাতৈল। বাতিক, পৈত্তিক ও সান্নিপাতিক উন্মাদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শ্লৈষ্মিক উন্মাদরোগের অতি পুরাতন অবস্থায় এই তৈল প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। ভূতাবেশাদি জনিত উন্মাদরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। উন্মাদরোগে এই তৈল অত্যন্ত উপকারী।

শিবাতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। পোট্টলীবদ্ধ পুরুষ শৃগালের মাংস /২ সের এবং বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর;ইহাদের প্রত্যেকে /॥৴ ছটাক, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল গণিয়ারীছাল, বচ, কুড়, শৈলজ, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বরুণছাল, রামবেগুণ, বৃহতী, কণ্টকারী, চিতা, পিপ্পলীমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বেড়েলা, শুল্‌ফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপ্পলী,

মুথা, শঠী, লাক্ষা, গন্ধভাদুলে ও রক্তচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। (শৃগালমাংস এবং বিল্বছাল, শোণাছাল প্রভৃতি দ্রব্য একত্র পোট্টলীবদ্ধ করিয়া সিদ্ধ করিবে)।

উন্মাদরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

হিঙ্গুলেশ্বর। উন্মাদরোগে আহারাদির নিয়মের অন্যথা হইলে অথবা অত্যধিক শীতল দ্রব্য পান বা শৈত্যক্রিয়া বশতঃ রোগীর জ্বর হইলে এবং ঐ জ্বরে শীত বা কম্প প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ আদাররস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা জ্বরের নূতনাবস্থায় প্রযোজ্য।

হিঙ্গুলেশ্বর। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুঞ্জয়রস। উন্মাদরোগে অত্যধিক শৈত্যক্রিয়া বশতঃ অথবা আহারাদির অনিয়মে জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে পানের রস ও মধু বা আদাররস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা জ্বরের নূতনাবস্থায় প্রযোজ্য।

মৃত্যুঞ্জয়রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। প্রমেহরোগ বা নানাকারণে শুক্রক্ষয় বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইয়া উন্মাদরোগ প্রকাশ পাইলে এবং সেই উন্মাদরোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জ্বর থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। উন্মাদরোগীর শরীর কৃশ বা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, এই ঔষধ সমধিক উপকারী। ইহা জীর্ণজ্বরেই ব্যবহৃত হয়। অনুপান—দুগ্ধ।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উন্মাদরোগে—পথ্য।

উন্মাদরোগে রোগীকে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ বা বুট ডাইলের যূষ, পটোল, ব্রাহ্মীশাক, বেতোশাক, নটেশাক, পুরাতন কুমড়া এবং কচ্ছপ, পাটা বা হরিণ প্রভৃতির মাংসের যূষ, গব্যঘৃত, ধারোষ্ণ দুগ্ধ, কিস্‌মিস্, কয়েৎবেল, নারিকেল ও কাঁঠাল প্রভৃতি ফল সেবন করিতে দিবে। ধূমপান, গাত্রে-তৈলমর্দ্দন, শীতলদ্রব্যালেপন, বৃষ্টিরজলে স্নান, শিরাবেধ, ভয়প্রদর্শন, আশ্বাসপ্রদান ও বিস্ময় জনক কার্য্য প্রভৃতি উন্মাদরোগে প্রশস্ত।

অপস্মাররোগ-চিকিৎসা।

(হিষ্টিরিয়া।)

অপস্মারের সাধারণ লক্ষণ। বাতাদি দোষের উদ্রেক হইলেই স্মৃতি অর্থাৎ চেতনা লোপ হয়, এই জন্য ইহার নাম অপস্মার। এই রোগে সাধারণতঃ রোগীর চেতনালোপ, নেত্রবিকৃতি, হস্তপদাদির বিক্ষেপ এবং মুখ হইতে ফেণ (গাঁজলা) নির্গত হয়।

বাতিক অপস্মারের লক্ষণ। বাতিক অপস্মাররোগে রোগী চেতনাশূন্য হইয়া কম্পিত হইতে থাকে, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও ফেণা বমন করে, পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস ফেলিতে থাকে এবং দৃশ্য বস্তু সকল রুক্ষ অথচ অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করে।

পৈত্তিক অপস্মারের লক্ষণ। পৈত্তিক অপস্মাররোগে মূর্চ্ছাভিভূত কালে রোগীর মুখ হইতে উত্থিতফেণা, সর্ব্বাঙ্গ, মুখ ও চক্ষু পীতবর্ণ হয় এবং রোগী দৃশ্যবস্তুসকল পীতবর্ণ, লোহিতবর্ণ বা অনলব্যাপ্ত দর্শন করে ও পিপাসায় অভিভূত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক অপস্মারের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক অপস্মারে মূর্চ্ছাভিভূতকালে রোগীর মুখোত্থিত ফেণা, চক্ষু ও মুখ শুক্লবর্ণ হয়, গাত্র শীতল, গুরু ও রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে এবং সে দৃশ্যবস্তুসকল শুক্লবর্ণ দর্শন করে, পরন্তু বাতিক ও পৈত্তিক অপস্মার রোগী অপেক্ষা বিলম্বে চৈতন্য-লাভ করে।

সান্নিপাতিক অপস্মারের লক্ষণ। সান্নিপাতিক অপস্মারে পূর্ব্বোক্ত বাতিক, পৈত্তিক এবং শ্লৈষ্মিক অপস্মাররোগের লক্ষণ সকল মিলিতভাবে প্রকাশ পায়।

অপস্মারের অসাধ্য লক্ষণ। সান্নিপাতিক অপস্মার, দীর্ঘকালস্থায়ী অপস্মার এবং দুর্ব্বল ও ক্ষীণরোগীর এক দোষাশ্রিত অপস্মার অসাধ্য। এতদ্ভিন্ন যে অপস্মার রোগীর দেহ কম্পিত এবং চক্ষুর্দ্বয়ের বিকৃতি হয়, তাহার রোগও অসাধ্য।

অপস্মার-বৃদ্ধির সময়। বাতিক অপস্মার দ্বাদশদিন অন্তর, পৈত্তিক অপস্মার এক পক্ষ অর্থাৎ পনর দিন অন্তর, শ্লৈষ্মিক অপস্মার একমাস অন্তর রোগীকে আক্রমণ করে অর্থাৎ ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট দিনে একবার রোগ প্রকাশ পাইয়া পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হয়। দোষের বলাবল বা তারতম্যানুসারে ঐ সময়ের পূর্ব্বে বা পরেও রোগ উপস্থিত হইতে পারে। এস্থলে প্রশ্ন এই—যেদিন রোগ উপস্থিত হয়, সেই দিনেই যদি তাহার শান্তি হইল, তবে ১২ দিন, ১৫ দিন বা ত্রিশ দিন পরে পুনর্ব্বার কেমন করিয়া সেই রোগ জন্মে? ইহার উত্তর এই—রোগের বাহ্য লক্ষণই লোপ পায়, কিন্তু আভ্যন্তরিক কারণ বিনষ্ট হয় না, পরন্তু বর্ত্তমানই থাকে; এই জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবার রোগ দেখা দেয়। যেমন কোন বীজ বর্ষাকালে ক্ষেত্রে বপন করিলে, বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার কারণস্বরূপ বৃষ্টির জল তদুপরি সর্ব্বদা পতিত হইলেও তাহা শরৎ কালেই অঙ্কুরিত হয়। অপস্মাররোগের উপস্থিতির সময়ও ঠিক তদ্রূপ।

অপস্মাররোগ-চিকিৎসা-বিধি।

অপস্মাররোগে স্মৃতি অর্থাৎ জ্ঞানের লোপ হয়, এই জন্যই ইহাকে অপস্মাররোগ কহে। অন্যান্য রোগের ন্যায় এই রোগ সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন-ভাবে প্রকাশ পায় না। যখন বাতাদিদোষ প্রবল হয়, তখনই রোগী মূর্চ্ছাভিভূত হইয়া থাকে। বাতাদিদোষ প্রকুপিত হওয়ার বহুবিধ কারণ যদিও সর্ব্বদা বিদ্যমান, তথাপি সর্ব্বদা এই রোগ উপস্থিত হয় না। প্রকুপিত বাতাদিদোষ ক্রমশঃ প্রবল হইলেই সহসা আক্রমণ করে। রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে রোগীর হৃদয় কাঁপিতে থাকে, হৃদয় শূন্যবোধ হয়, হাই উঠিতে থাকে এবং ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ অবস্থানুসারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অপস্মার রোগের সহিত অপতানক প্রভৃতি বাতব্যাধির ও মূর্চ্ছার বাহ্য লক্ষণের অনেকাংশে সমতা আছে, কিন্তু অপস্মাররোগী যেরূপ নির্দ্দিষ্ট দিনে মূর্চ্ছাভিভূত হয়, অপতানকাদি বাতরোগে সেইরূপ নিয়মিত সময়ে রোগী মূর্চ্ছাক্রান্ত হয় না; বিশেষতঃ মুখ হইতে ফেণোদগম ও রোগীর পীতাদি রূপ-দর্শন, হস্তপদাদির বিক্ষেপ, দন্তকড়মড়ি ও চক্ষুর বিকৃতি,

এই সমস্ত বিভিন্ন অবস্থা কেবলমাত্র অপস্মারেই পরিলক্ষিত হয়। অতএব অপস্মারের সহিত অপতানকাদি বাতব্যাধির বাহ্যিক লক্ষণের তুল্যতা থাকিলেও এই সকল লক্ষণদ্বারা উভয় রোগের ভেদ নিরূপণ করা কঠিন নহে। আবার অপস্মাররোগে যেসমস্ত বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা মূর্চ্ছারোগে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মূর্চ্ছা ও অপস্মার এই উভয়রোগে একই প্রকার চৈতন্য লোপ হইয়া থাকে, সেসম্বন্ধে কোন বিভিন্নতা নাই। অপতানকাদি বাতরোগে যেমন রোগীর হস্তপদাদির বিক্ষেপ, দন্তকড়মড়ি, চক্ষুর বিকৃতি ও মুখ হইতে ফেণোদ্গম হয় না, মূর্চ্ছারোগেও তদ্রূপ ঐসকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় না; কেবলমাত্র রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় নিশ্চলভাবে ভূমিতে পতিত হয়। বিশেষতঃ মূর্চ্ছা ও অপস্মার এই উভয়রোগের উৎপত্তির কারণ বিভিন্ন; সুতরাং এই সকল বিশিষ্ট লক্ষণদ্বারা অপস্মার ও মূর্চ্ছারোগ অনায়াসে নির্ণীত হইতে পারে। অপস্মারে প্রথমতঃ জ্ঞানসঞ্চারের জন্য মহেন্দ্রসূর্য্যরস বা বচাদিনস্য প্রয়োগ করিবে। অনন্তর উহাদ্বারা রোগীর চৈতন্যলাভ হইলে, বাতিক অপস্মারে, বাতকুলান্তক বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, এবং সিদ্ধার্থকলেপ রোগীর গাত্রে প্রয়োগ করিবে। শ্লৈষ্মিক অপস্মারে রোগীকে বৃহৎ নারদীয়-লক্ষ্মীবিলাস, উন্মাদগজকেশরী, কল্যাণচূর্ণ, চতুর্ভুজরস বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন ও সিদ্ধার্থকলেপ প্রয়োগ এবং পৈত্তিক অপস্মারে বাত-কুলান্তক, চতুর্ভুজরস বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ অনুপানভেদে প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক অপস্মারে চতুর্ভুজরস, বাতকুলান্তক বা ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করাইবে। বাতিক অপস্মারের পুরাতন অবস্থায়, বাতাশ্রিত লক্ষণ বিশেষতঃ রোগীর কৃশতা দৃষ্ট হইলে, তাহাকে চতুর্মুখ, চিন্তামণিচতুর্মুখ বা যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল বা পলঙ্কষাদ্যতৈল প্রভৃতি রোগীর মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করাইবে। তৎসঙ্গে শিবাঘৃত বা মহাচৈতস-ঘৃত সেবন করাইলে আরও উপকার হয়। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে যোগ রাজগুগ্‌গুলু সেবন করান কর্ত্তব্য। পৈত্তিক অপস্মারের পুরাতন অবস্থায় উন্মাদভঞ্জনরস, চিন্তামণিচতুর্মুখ বা যোগেন্দ্ররস এবং বৃহৎ পঞ্চগব্যঘৃত,

শিবাঘৃত বা কুষ্মাণ্ডঘৃত প্রভৃতি অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে। শ্লৈষ্মিক অপস্মারের পুরাতন অবস্থায়, রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড ও ত্রৈলোক্য-চিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই অবস্থায় বাত বা পিত্তানুবন্ধ থাকিলে, মালিশের জন্য পলঙ্কষাদ্যতৈল বা ত্রিশতীপ্রসারণী-তৈল এবং সেবনের জন্য মহাচৈতসঘৃত বা শিবাঘৃত প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক অপস্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় ত্রৈলোক্য-চিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস, মহা রসোনপিণ্ড, শিবাঘৃত, মহাচৈতসঘৃত বা নকুলাদ্য-ঘৃত এবং পলঙ্কষাদ্যতৈল প্রভৃতি অতি উপকারী। রোগীর শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান এবং বৃহৎছাগলাদ্যঘৃত সেবন করান উচিত। রোগ পুরাতন এবং রোগী কৃশ হইলে, পথ্যের উপর লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ কেবলমাত্র ঔষধদ্বারা রোগ দূরীভূত হয় না। অন্যান্য উপসর্গ অপস্মারের সহিত প্রকাশ পাইলে, তাহারও যথারীতি চিকিৎসা করিবে।

অপস্মাররোগে-ঔষধ।

যষ্টিকাদ্যনস্য ও অঞ্জন। শ্লৈষ্মিক অপস্মাররোগে রোগী মূর্চ্ছাভি-ভূত হইলে, এবং তৎকালে তাহার শরীর, মুখ, চক্ষু ও মুখনির্গত ফেণা শুভ্রবর্ণ দৃষ্ট হইলে, এই নস্য গুলিয়া যাহাতে ঘ্রাণপথদ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়, এইরূপ-ভাবে রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। ইহা উন্মাদরোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, ইহাদ্বারা রোগীর চক্ষুতে অঞ্জনও প্রদান করা যায়।

যষ্টিকাদ্যনস্য ও অঞ্জন। যষ্টিমধু, হিং; বচ, তগরপাদুকা, শিরীষফল, রশুন ও কুড়, এই-সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বন্দাকনস্য। শ্লৈষ্মিক অপস্মারে মূর্চ্ছাভিভূতকালে রোগীর সর্ব্বাঙ্গের শুক্লাভা ও মুখ হইতে নির্গত ফেণা শুক্লবর্ণ পরিলক্ষিত হইলে, এই নস্য রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। বাতিক অপস্মারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও শরীরের অবস্থাভেদে এই নস্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বন্দাকনস্য। নিসিন্দা বৃক্ষস্থিত পরগাছা কুট্টিত করিয়া তাহার রস ১ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক রোগীর নাসারন্ধ্রে অল্প অল্প প্রদান করিবে।

মহেন্দ্রসূর্য্যরস। শ্লৈষ্মিক অপস্মারে দীর্ঘকাল পরে রোগীর চৈতন্য হইলে এবং মূর্চ্ছাভিভূতকালে তাহার শরীরের শুক্লতা ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ যাহাতে শ্বাসমার্গে নীত হয়, এইরূপ ভাবে নাসা-রন্ধ্রে প্রদান করিবে। ইহা বাতিক অপস্মারে ও সান্নিপাতিক অপস্মারে প্রয়োগ করা যায়।

মহেন্দ্রসূর্য্যরস। প্রস্তুতবিধি ৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বচাদিনস্য। শ্লৈষ্মিক অপস্মারে মূর্চ্ছাভিভূতকালে রোগীর সর্ব্বাঙ্গের শুক্লাভা এবং দীর্ঘকালে চৈতন্যলাভ ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে,এই নস্য যাহাতে শ্বাসপথে নীত হয়, এরূপভাবে রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। সান্নিপাতিক অপস্মাররোগেও বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা লক্ষিত হইলে, এই নস্য প্রয়োগ করিবে।

বচাদিনস্য। প্রস্তুতবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধার্থকলেপ। বাতিক বা শ্লৈষ্মিক অপস্মাররোগের যথোক্ত লক্ষণ-সকল প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীর সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে অথবা ইহার চূর্ণ রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিবে।

সিদ্ধার্থকলেপ। শ্বেতসরিষা গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে। অথবা শ্বেতসরিষার চূর্ণ জলসহ মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিবে।

সিদ্ধার্থকাদ্যলেপ। বাতিক বা শ্লৈষ্মিক অপস্মারের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগী পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছাভিভূত হইলে, তাহার গাত্রে ইহা মালিশ করিতে দিবে।

সিদ্ধার্থকাদ্যলেপ। শ্বেতসরিষা, শজিনারছাল, শোণাছাল ও আপাঙ্মূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে।

দশমূলক্বাথ। অপস্মাররোগে রোগীর হৃৎকম্প, ঘর্ম্ম, হস্ত ও পদাদির শীতলতা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে এই ক্বাথ প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে।

দশমূলক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কল্যাণচূর্ণ। অপস্মাররোগীর হৃদ্‌কম্প, নেত্রবিকৃতি, ঘর্ম্ম, হস্ত ও পদাদির শীতলতা প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, উষ্ণজলের সহিত রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ উন্মাদ ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগেও প্রয়োগ করা যায়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং বাতিক বা শ্লৈষ্মিক অপস্মাররোগে উপকারী।

কল্যাণচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৬৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সূতভস্মযোগ। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক অপস্মাররোগে রোগীর নানাবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে এবং অপস্মার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, এই ঔষধ রোগীকে শঙ্খপুষ্পী প্রভৃতি পাঁচটি দ্রব্যের ক্বাথসহ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে।

সূতভস্মযোগ। রসসিন্দূর ২ রতি পরিমাণ লইয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে, অনন্তর শঙ্খপুষ্পী বচ, ব্রাহ্মীশাক, কুড় ও এলাচি; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা থাকিতে ছাকিয়া তাহার সহিত ঐ রসসিন্দূর সেবন করাইবে।

বাতকুলান্তক। বাতিক বা পৈত্তিক অপস্মাররোগের নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং দোষের প্রকোপবশতঃ রোগী প্রত্যহ বা অল্পদিন পরেই মূর্চ্ছাভিভূত হইলে, তাহকে এই ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা অতি উপকারী। রোগী দীর্ঘকাল-পর্য্যন্ত মূর্চ্ছাভিভূত হইলে ও বাতাদিদোষের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। সান্নিপাতিক অপস্মাররোগের প্রথম অবস্থায় বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—বেড়েলার রস ও মধু।

বাতকুলান্তক। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ভুজরস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক অপস্মারে রোগীর মূর্চ্ছা ও পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সর্ব্বপ্রকার অপস্মার রোগের নূতনাবস্থায় ইহা অতি উপকারী। অনুপান—তালশাখার রস ও মধু।

চতুর্ভুজরস। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক অপস্মার-রোগের প্রথম অবস্থায়, বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে এবং মূর্চ্ছাকালে রোগীর হস্তপদাদির কম্প প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অপস্মারের পুরাতন অবস্থায় দুগ্ধসহ প্রয়োজ্য।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উন্মাদগজকেশরী। শ্লৈষ্মিক অপস্মারের প্রথম অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে গব্যঘৃতসহ ইহার একবটী প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ উন্মাদরোগেও প্রয়োগ করা যায়।

উন্মাদগজকেশরী। প্রস্তুতবিধি ৬৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস। শ্লৈষ্মিক অপস্মারের প্রথম অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ পরিলক্ষিত এবং রোগীর দীর্ঘকাল পরে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক অপস্মারেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

বৃহৎ নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৬০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখ। বাতিক বা পৈত্তিক অপস্মারের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীর ক্ষীণ এবং বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল এবং মধু।

চতুর্ম্মুখ। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ। বাতিক বা পৈত্তিক অপস্মাররোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়, যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের হৃৎকম্প, শারীরিক দুর্ব্বলতা ও নিদ্রার অভাব প্রভৃতি বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ। প্রস্তুতবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগেন্দ্ররস। বাতিক বা পৈত্তিক অপস্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীর কৃশ এবং প্রমেহ বা বহুমূত্ররোগ হইলে অথবা ঐ সমস্ত রোগ পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজ্জানজল ও ইক্ষুচিনি।

যোগেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসোনপিণ্ড। শ্লৈষ্মিক অপস্মাররোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় নানা-বিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর বাতের প্রবলতা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

রসোনপিণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৬০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগরাজগুগ্‌গুলু। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মার রোগের মধ্যাবস্থায় যথোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর কোষ্ঠাশুদ্ধি ও বাতাধিক অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রত্যহ প্রাতে উষ্ণজলসহ একবার সেবন করিতে দিবে।

যোগরাজগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ পঞ্চগব্যঘৃত। বাতিক বা পৈত্তিক অপস্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় যথোক্ত লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহা জীর্ণজ্বর, কাস, উদরী ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায়, এই ঘৃত সেবন করান যায়। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

বৃহৎপঞ্চগব্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়চিছাল, ছাতিমছাল, আপাঙ, নীলবুহ্না, কট্‌কী, শোণালুফল, ডুমুরেরমূল, কুড় ও দুরালভা; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বামনহাটী, আকনাদি, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ীমূল, হিজলবীজ, গজপিপ্পলী, অড়হর, মূর্ব্বামূল, দন্তী, চিরতা, রক্তচিতা, শ্যামা-লতা, অনন্তমূল, গন্ধতৃণ, যমানী ও বনমল্লিকা, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, গোময়রস

/৪ সের, অম্লদধি /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের ও গোমূত্র /৪ সের। প্রথমতঃ ক্বাথ, তৎপরে, কল্ক, অম্লদধি, দুগ্ধ, গোময় রস ও গোমূত্র দ্বারা যথাক্রমে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

মহাচৈতসঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় হস্তপদাদির আক্ষেপ, মূর্চ্ছা ও শরীরে রক্তের অভাব প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মহাচৈতসঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুষ্মাণ্ডঘৃত। পৈত্তিক অপস্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগী অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তপ্রধান শরীরে ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

কুষ্মাণ্ডঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কুষ্মাণ্ডের রস ৭২ সের। কল্কদ্রব্য—যষ্টিমধু /১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা বা ১ তোলা।

শিবাঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় মূর্চ্ছাকালে রোগীর হস্ত পদাদির আক্ষেপ, চক্ষু ও মুখের অস্বাভাবিক অবস্থা প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা মূর্চ্ছা বা উন্মাদরোগেও অতি উপকারী।

শিবাঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নকুলাদ্যঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মাররোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর হস্তপদাদির আক্ষেপ, চক্ষু ও মুখ, প্রভৃতি অঙ্গের সঙ্কোচ, শরীরের কৃশতা এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত তাহাকে উষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। মূর্চ্ছা এবং উন্মাদরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

নকুলাদ্যঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক আপস্মার-

রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়, মূর্চ্ছার বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইলে অথবা দীর্ঘকাল পরে রোগী মূর্চ্ছাভিভূত হইলে, এই তৈল তাহার মস্তকে মালিশ করিতে দিবে। পিত্তের প্রবলতাবশতঃ মূর্চ্ছার বেগ হ্রাস না হইলে এবং মূর্চ্ছাকালে রোগীর নানাবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল তাহার মস্তকে মালিশ করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্লৈষ্মিক অপস্মারের পুরাতন অবস্থায় বাতানুবন্ধ থাকিলে, এই তৈল মালিশে বিশেষ উপকার হয়।

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পলঙ্কষাদ্যতৈল। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক অপস্মার-রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় মূর্চ্ছার বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইলে অথবা বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা বশতঃ বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে।

পলঙ্কষাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—গুগ্‌গুল্‌, বচ, হরীতকী, বিছাটীমূল, আকন্দমূল, সর্ষপ. জটামাংসী, হরী-তকী, ভূতকেশী, ঈষলাঙ্গলা, হিং, চোরকাচ্‌কী, রসুন, আতইষ, দন্তী, কুড় ও শকুনের বিষ্ঠা; এই সকল সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

অপস্মাররোগের প্রথম অবস্থায় বাতজন্য উপদ্রব-চিকিৎসা বাতব্যাধির ন্যায়; তজ্জন্য উপদ্রব-চিকিৎসা পৃথক্‌রূপে বর্ণিত হইল না।

অপস্মাররোগে—পথ্য।

অপস্মাররোগের প্রথম অবস্থায় বাতজন্য আক্ষেপ প্রবল হইলে, শৈত্য-দ্রব্য সেবন করাইয়া পরে দুগ্ধ সহযোগে সাগু, যবমণ্ড (বার্লি), অথবা মুগের যূষ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে, দুগ্ধ ও মাংসযূষ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। রোগীর বায়ুজনিত বিকার হ্রাস হইলে, পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগের যূষ, কই, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল, হরিণ, কচ্ছপ প্রভৃতি মাংসযূষ, পুরাতন কুমড়া, পটোল, ব্রাহ্মীশাক, বেতোশাক প্রভৃতির তরকারী এবং গব্যঘৃত, নারিকেল, পাকা-কাঁঠাল ও কিস্‌মিস্ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। অপস্মার রোগীর সর্ব্বাঙ্গে

তৈলমর্দ্দন ও মধ্যাহ্নে স্নান, একান্ত কর্ত্তব্য। এই রোগে রুক্ষদ্রব্য, রাত্রি-জাগরণ, ক্ষুধা ও পিপাসার বেগ ধারণ, স্ত্রীসহবাস, তিক্তরস বা উষ্ণদ্রব্য-ভোজন একেবারে পরিত্যাজ্য।

মূর্চ্ছারোগ-চিকিৎসা।

বাতিক মূর্চ্ছার লক্ষণ। বাতিক মূর্চ্ছারোগে রোগী দৃশ্যবস্তু সকল নীল, কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছাভিভূত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়। এই রোগে কম্প, আলস্যত্যাগ, হৃদয়ে বেদনা, দেহের কৃশতা বা অরুণবর্ণতা; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়।

পৈত্তিক মূর্চ্ছার লক্ষণ। পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগে রোগী আকাশ রক্ত, পীত অথবা হরিতবর্ণ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হয় এবং মূর্চ্ছাভঙ্গকালে তাহার ঘর্ম্ম, পিপাসা, সন্তাপ, নেত্র রক্ত বা পীতবর্ণ ও মল পাতলা হয় এবং রোগীর শরীর পীতাভ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছার লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছারোগে রোগী আঁকাশ মেঘাভ বা মেঘাবৃত অথবা ঘোর অন্ধকারাবৃত দর্শন করিয়া মূর্চ্ছাভিভূত হয় এবং বিলম্বে সংজ্ঞালাভ করে, পরন্তু জ্ঞানলাভ করিয়া নিজ শরীর আর্দ্র চর্ম্ম বেষ্টিতবৎ গুরু মনে করে এবং তাহার মুখ হইতে স্রাব হয় ও বমনবেগ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক মূর্চ্ছার লক্ষণ। সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগে পূর্ব্বোক্ত বাতাদি ত্রিবিধ মূর্চ্ছার লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায় এবং রোগী অপস্মার-রোগীর ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া প্রবলবেগে ভূমিতে পতিত হয়। কিন্তু অপস্মার-রোগের ন্যায় ফেণবমন, দন্তকড়মড়ি ও নেত্রবিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ এই রোগে দৃষ্ট হয় না।

রক্তজমূর্চ্ছার লক্ষণ। রক্তদর্শনজনিত মূর্চ্ছারোগে রোগীর শরীরের স্তব্ধতা, দৃষ্টি শক্তির হীনতা এবং শ্বাস অতি মৃদুভাবে প্রবাহিত হয়।

মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছার লক্ষণ। মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছারোগে রোগীর জ্ঞান হ্রাস হয় এবং বিভ্রান্তচিত্তে বিলাপ ও অঙ্গসঞ্চালন করিতে করিতে রোগী ধরাশায়ী হইয়া থাকে ; পরন্তু মদ্য যতক্ষণ জীর্ণ না হয়, ততক্ষণ চৈতন্য হয় না, মদ্য জীর্ণ হইলেই সংজ্ঞালাভ হয়।

বিষভক্ষণজনিত মূর্চ্ছার লক্ষণ। বিষভক্ষণজণিত মূর্চ্ছারোগে রোগীর কম্প, নিদ্রা, পিপাসা ও অন্ধকারদর্শন প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

ভ্রমের লক্ষণ। ভ্রমরোগে রোগী চক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। বায়ু, পিত্ত ও রজোগুণের আধিক্যে এই রোগ জন্মে।

নিদ্রার লক্ষণ। নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয় এবং মন উভয় মোহিত হয় ; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি নিজ নিজ বিষয়গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয় থাকে। শ্লেষ্মা ও তমোগুণের আধিক্যে নিদ্রা হয়।

তন্দ্রার লক্ষণ। তন্দ্রায় বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য রহিত হয় ; সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকলে সম্যক্ জ্ঞান থাকে না, পরন্তু নিদ্রার্ত্তব্যক্তির ন্যায় চেষ্টা, দেহের ভারবোধ, হাই ও ক্লান্তি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফ ও তমোগুণের আধিক্যে তন্দ্রা হয়।

সন্ন্যাসরোগের লক্ষণ। সন্ন্যাসরোগে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রবলভাবে কুপিত হইয়া হৃদয়কে আশ্রয়পূর্ব্বক বাক্য, দেহ ও মনের চেষ্টা বিনাশ করিয়া দুর্ব্বল মনুষ্যকে সহসা মূর্চ্ছিত করে, পরন্তু রোগী অবিলম্বে কাষ্ঠখণ্ডবৎ নিষ্ক্রিয় এবং মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হয়। এই রোগ উপস্থিত হইবামাত্র যদ্যপি সূচীবিদ্ধ ও নস্য প্রদান প্রভৃতি সদ্যঃফলপ্রদ ক্রিয়া না করা যায়, তাহা হইলে অবিলম্বে রোগীর মৃত্যু হয়।

মূর্চ্ছারোগের চিকিৎসা-বিধি।

বিরুদ্ধদ্রব্যভোজন, মল ও মূত্রের বেগধারণ, দণ্ডাদিদ্বারা আঘাত এবং সত্ত্বগুণের অল্পতা ; এই সমস্ত কারণে, ক্ষীণ ও বহুদোষাশ্রিত ব্যক্তির বাতাদিদোষ প্রবল হইয়া যখন চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ে এবং মনোবহ আভ্যন্তরিক

স্রোতঃসমূহে প্রবেশ করে, সেই সময় মানব মূর্চ্ছাভিভূত হইয়া থাকে, অথবা সংজ্ঞাবহা শিরা ও ধমনী প্রভৃতি স্রোতঃসমূহ বাতাদিদোষ কর্ত্তৃক আবৃত হইলে, সুখদুঃখনাশক তমোগুণ শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন সুখদুঃখনাশবশতঃ মনুষ্য মূর্চ্ছিত হইয়া কাষ্ঠবৎ ভূমিতে নিপতিত হয়। মূর্চ্ছার পূর্ব্বে হৃদয়ে বেদনা, হাই উঠা, অঙ্গের গ্লানি ও জ্ঞান লোপ পায়। মূর্চ্ছা ছয় প্রকার। যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ, মদ্যপানজ ও বিষভক্ষণজনিত। সমস্ত মূর্চ্ছা রোগেই পিত্তের প্রবলতা থাকে। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছা উল্লিখিত কারণে জন্মে, কিন্তু রক্তজ মূর্চ্ছার কারণ স্বতন্ত্র; রক্তগন্ধ হইতেই ঐ মূর্চ্ছার উৎপত্তি হইয়া থাকে। যেহেতু গন্ধ পৃথিবীর গুণ, আর পৃথিবী তমোগুণবহুল, পরন্তু তমোগুণের আধিক্যেই মূর্চ্ছা হইয়া থাকে; সুতরাং তমোগুণবহুল মানব রক্তদর্শনে বা রক্তগন্ধে অভিভূত হইবামাত্র, তাহার তমোগুণ আরো বর্দ্ধিত হয়, এই জন্যই অবিলম্বে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। বিষভক্ষণ এবং মদ্যপানদ্বারাও মূর্চ্ছা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষে ও মদ্যে দশটী গুণ বিদ্যমান। যথা—লঘু, রুক্ষ, আশুকারী, বিশদ, ব্যবায়ী, তীক্ষ্ণ, বিকাশী, সূক্ষ্ম, উষ্ণ এবং অনির্দ্দেশ্যরস, এই সকল গুণ তীব্রভাবে বিষে ও মদ্যে বিদ্যমান, সেই জন্য বিষ ও মদ্যপানে মূর্চ্ছা জন্মে।

মূর্চ্ছা, ভ্রম, নিদ্রা এবং তন্দ্রা, এই কয়েকটী অবস্থা মানবশরীরে দোষ ও গুণভেদে প্রকাশ পাইয়া থাকে। মূর্চ্ছায় পিত্ত এবং তমোগুণের বহুলতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভ্রম অর্থাৎ ভ্রান্তি উৎপন্ন হইলে, বায়ু, পিত্ত এবং রজোগুণের বহুলতা পরিলক্ষিত হয়। তন্দ্রায় বায়ু, শ্লেষ্মা ও তমোগুণ প্রকাশ পায় এবং শ্লেষ্মা ও তমোগুণযোগে মনুষ্য নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা মূর্চ্ছায় পিত্তের আধিক্য, ভ্রম অর্থাৎ ভ্রান্তিতে বায়ু এবং পিত্তের আধিক্য, নানাপ্রকার রোগে যে তন্দ্রা উপস্থিত হয়, তাহাতে বায়ু এবং শ্লেষ্মার প্রবলতা ও নিদ্রাকালে শ্লেষ্মার আধিক্য দৃষ্ট হয়।

মূর্চ্ছা, ভ্রম ও তন্দ্রা প্রভৃতি হইতে সন্ন্যাসরোগ অতি কঠিন, কারণ সন্ন্যাসরোগে বাতাদি দোষত্রয় শীঘ্রই এতদূর প্রবল হয় যে, তাহা প্রশমিত করা একপ্রকার অসাধ্য। মূর্চ্ছাদি রোগে বাতাদি দোষের প্রকোপ হ্রাস হইলে,

তাহারা স্বয়ং প্রশমিত হইতে থাকে অর্থাৎ মূর্চ্ছা, ভ্রম ও তন্দ্রা প্রভৃতি রোগ ঔষধপ্রয়োগভিন্নও কিছুকাল পরে স্বয়ংই প্রশমিত হয়, কিন্তু এই সন্ন্যাসরোগ প্রকাশিত হইবামাত্র তীক্ষ্ণ নস্য ও অঞ্জনাদি প্রয়োগ না করিলে কোনমতে জ্ঞানসঞ্চার হয় না, পরন্তু অবিলম্বে রোগীর মৃত্যু হয়। বিবিধকারণে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইলে, ক্ষীণদেহে মূর্চ্ছারোগ উৎপন্ন হয়। অনেক সময় সুস্থ ব্যক্তির অত্যধিক রক্তপাত, প্রসূতির অত্যধিক উদরাময় ও রজঃস্রাব অথবা যে কোন কারণে শরীরস্থ রসরক্তাদি ধাতুর ক্ষয় হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অনেক সময় অন্যান্য কারণেও স্ত্রীলোকের এই রোগ জন্মে, আবার অনেক স্থলে ঔষধাদি সেবন ভিন্নও অনেক দিন পরে রোগিণী তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। রোগী মূর্চ্ছাভিভূত হইলে, তাহার মুখে এবং চক্ষুর্দ্বয়ে শীতল জল প্রদান করিবে, তাহাতে জ্ঞানসঞ্চার না হইলে অঞ্জন বা নস্য-প্রয়োগ করিবে; অনন্তর বাতাদি দোষ বিবেচনা করিয়া রোগীকে ঔষধ প্রদান করিবে। বাতিক মূর্চ্ছারোগের প্রথম অবস্থায় জ্বরচিকিৎসোক্ত কণাদিকাথ, শ্রীফলাদিকাথ বা পঞ্চমূল্যাদি কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক মূর্চ্ছায় দ্রাক্ষাদি কাথ, দ্রাক্ষাদি-কাথ (মতান্তরে), গুড়ূচ্যাদি কাথ বা মধুকাদি কাথ এবং শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছায় মরিচাদিকাথ বা নিদিগ্ধিকাদিকাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাত-কুলান্তক, মূর্চ্ছান্তকরস, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস বা নারদীয় মহালক্ষ্মী-বিলাস বাতাদি দোষভেদে যথানুপানে নূতন ও পুরাতন অবস্থায় রোগীকে সেবন করান কর্ত্তব্য। এই সমস্ত ঔষধে অনেকস্থলে রোগ একেবারে দূরী-ভূত হয়। রোগ পুরাতন হইলে, উপযুক্ত পথ্য এবং ঔষধের উপর নির্ভর করা আবশ্যক। বাতিক মূর্চ্ছায় মধ্যমবিষ্ণুতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল বা অব-স্থানুসারে বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে এবং তৎসঙ্গে যোগেন্দ্ররস, চিন্তামণি বা চতুর্মুখ প্রভৃতি ঔষধ অনুপান বিশেষে সেবন করাইবে। পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের পুরাতন অবস্থায় বৃহৎ শতাবরীঘৃত সেবন করান কর্ত্তব্য। শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছারোগের পুরাতন অবস্থায় অশ্বগন্ধারিষ্ট বা অবস্থা-বিশেষে বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত সেবন করাইবে। ভ্রমরোগে বায়ু এবং পিত্ত প্রকুপিত হয়, এমতাবস্থায় বায়ু ও পিত্তনাশক অথচ বলকর ঔষধ সেবন

করান কর্ত্তব্য। ভ্রমরোগের প্রথমাবস্থায় দুগ্ধসহ শতাবর্য্যাদিচূর্ণ অথবা বৃহৎ শতাবরী ঘৃত সেবন করাইবে। এতদ্ভিন্ন এই রোগে বায়ু পিত্ত নাশক অন্যান্য বলকারক ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। পুরাতন অবস্থায় বৃহৎছাগলাদ্যঘৃত, অশ্বগন্ধাঘৃত বা বৃহৎশতাবরীঘৃত প্রয়োগেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

জ্বরাদি নানারোগে তন্দ্রা প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। তন্দ্রায় বায়ু এবং শ্লেষ্মা উভয় প্রবল থাকে। নস্য বা অঞ্জনাদি প্রয়োগ দ্বারা এই রোগে বিশেষ উপকার হয়। সৈন্ধবাদিনস্য ও শিরীষাদ্যঞ্জন প্রভৃতি প্রয়োগে সদ্য উপকার হয়। এতদ্ভিন্ন বাতশ্লেষ্মনিবর্ত্তক মহালক্ষ্মীবিলাস, কফকেতু বা কস্তূরীভৈরব প্রভৃতি প্রয়োগেও তন্দ্রা বিনষ্ট হয়। সন্ন্যাসরোগে নস্যপ্রয়োগ ও তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রদান দ্বারা অনেকস্থলে উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ রোগে আক্রান্ত হওয়া মাত্রই প্রায়শঃ মানব মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সুতরাং অনেক স্থলে রোগনির্ণয় করাই কঠিন অথবা রোগ নির্ণীত হইলেও অনেক স্থলে ঔষধ-প্রয়োগের পূর্ব্বেই রোগী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, এমতাবস্থায় এই রোগের চিকিৎসা একপ্রকার অসম্ভব। যাহা হউক বাহ্য লক্ষণ দ্বারা রোগের আক্রমণ বুঝিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ বচাদি নস্য বা তুরঙ্গাদি নস্য রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে।

মূর্চ্ছারোগে—ঔষধ।

কণাদি ক্বাথ। বাতিক মূর্চ্ছারোগের প্রথম অবস্থায়, শরীরের কৃশতা ও বাতাশ্রিত অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরে মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবনে উপকার হয়।

কণাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীফলাদি ক্বাথ। বাতিক মূর্চ্ছারোগে শরীরের কৃশতা ও বাতাশ্রিত অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

শ্রীফলাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চমূল্যাদি ক্বাথ। বাতিকমূর্চ্ছারোগের প্রথম অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ

দৃষ্ট হইলে এবং জ্বরাদিরোগে মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চমূল্যাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দ্রাক্ষাদি ক্বাথ। পৈত্তিকমূর্চ্ছারোগের প্রথম অবস্থায়, মূর্চ্ছাভিভূত কালে রোগীর ঘর্ম্ম, পিপাসা, সন্তাপ ও নেত্রের রক্তিমা বা পীতাভা প্রকাশ পাইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিকজ্বরে বা পিত্তাশ্রিত অন্যান্যরোগে মূর্চ্ছা হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

দ্রাক্ষাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হ্রীবেরাদিক্বাথ। পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগে রোগীর ঘর্ম্ম, পিপাসা, শরীরের তাপ ও নেত্রের হরিদ্রাভা বা রক্তিমা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিকজ্বর বা অন্য কোন রোগে মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগে ফলদর্শে।

হ্রীবেরাদিক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ূচ্যাদিকাথ। পৈত্তিকমূর্চ্ছারোগে ঘর্ম্ম ও পিপাসা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে অথবা পৈত্তিকজ্বরাদিরোগে মূর্চ্ছা হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গুড়ূচ্যাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মধুকাদিক্বাথ। পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগে রোগীর সন্তাপ, ঘর্ম্ম, পিপাসা এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক জ্বরাদি রোগে মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইলেও ইহা প্রয়োগে বিশেষ ফলদর্শে।

মধুকাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মরিচাদিক্বাথ। শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছারোগে রোগীর শরীর ভার, বমন এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

মরিচাদিকাথ। প্রস্তুতবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নিম্বাদিক্কাথ। শ্লৈষ্মিকমূর্চ্ছারোগে রোগীর শরীরভার ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

নিম্বাদিক্কাথ। নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরতা, কুড়, পিপুল ও বৃহতী ইহাদের সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অষ্টাদশাঙ্গক্কাথ। সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগে ঘর্ম্ম, পিপাসা, শরীরের তাপ, বমন, অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক জ্বরাদি রোগে মূর্চ্ছা হইলেও ইহা প্রয়োজ্য।

অষ্টাদশাঙ্গ ক্কাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অর্কাদিক্কাথ। সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগে ঘর্ম্ম, পিপাসা, শরীরের তাপ, বমন, অরুচি, গাত্রে ভারবোধ ও শরীরের অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ সকলের মধ্যে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অর্কাদি ক্কাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মধুকাদ্যনস্য। শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছারোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রোগী মূর্চ্ছাভিভূত থাকিলে এবং অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, জ্ঞানসঞ্চার জন্য এই নস্য জলের সহিত গুলিয়া রোগীর নাসারন্ধ্রে দিবে। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগেও এই নস্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মধুকাদ্যনস্য। মৌলসার, সৈন্ধবলবণ, বচ, মরিচ ও পিপুল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া জলের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ।০ আনা।

বচাদিনস্য। মূর্চ্ছারোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রোগী মূর্চ্ছাভিভূত থাকিলে, বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগে এই নস্য রোগীর নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করিবে। সন্ন্যাস রোগেও এই নস্য অতি উপকারী।

বচাদি নস্য। প্রস্তুতবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সৈন্ধবাদিনস্য। জ্বরাদিরোগে শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ রোগীর তন্দ্রা প্রকাশ পাইলে, এই নস্য তাহার নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে।

সৈন্ধবাদি নস্য। প্রস্তুতবিধি ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিরীষাদ্যঞ্জন। শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগে রোগী মূর্চ্ছাভিভূত হইলে, এই অঞ্জন তাহার চক্ষুর্দ্বয়ে প্রদান করিবে। বাতিক বা পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগেও অবস্থা বিশেষে ইহা প্রয়োজ্য। তন্দ্রা এবং সন্ন্যাসরোগেও এই অঞ্জন চক্ষুতে প্রদান করা যায়।

শিরীষাদ্যঞ্জন। শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক চক্ষুর্দ্বয়ে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

তাম্রযোগ। বাতিক বা পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ শীতল জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

তাম্রযোগ। উৎকৃষ্ট তাম্রভস্ম, বেণারমূল ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধরতি লইয়া মিশ্রিত করিবে। উহা একবারে সেব্য।

সূতভস্মযোগ। শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে বা সন্ধ্যায় রোগীকে মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

সূতভস্মযোগ। রসসিন্দুর ও পিপুলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৩ রতি। এই ঔষধ মধুসহ মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়াও সেবন করান যাইতে পারে।

শতাবর্য্যাদিচূর্ণ। ভ্রমরোগের প্রথমাবস্থায় শরীরের দুর্ব্বলতা ও অন্যান্য উপসর্গ লক্ষিত হইলে,এই ঔষধ দুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

শতাবর্য্যাদি চূর্ণ। শতমূলী, বেড়েলা ও কিস্‌মিস্ সমভাগে লইবে। মাত্রা ৵০ আনা।

বাতকুলান্তক। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, রোগের প্রথমাবস্থায় বেড়েলার রস ও মধুসহ এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বাতকুলান্তক। প্রস্তুতবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ভুজরস। বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক মূর্চ্ছার প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রবল ব্যক্তির পক্ষে ইহা অতি উপকারী।

চতুর্ভুজরস। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত)। শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক মূর্চ্ছা-রোগের প্রথমাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ পানেররস ও মধুসহ সেব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত)। প্রস্তুতবিধি ৬০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছারোগের নূতন ও পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শ্লৈষ্মিক উন্মাদে আদার রস ও মধু। পৈত্তিক উন্মাদে গব্যদুগ্ধ।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগেন্দ্ররস। বাতিক ও পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ভিজান জলসহ সেবন করিতে দিবে।

যোগেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ। বাতিক বা পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর কৃশতা, কম্প, নিদ্রাভাব এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া ভিজান জল ও মধুসহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখ। প্রস্তুতবিধি ৬০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মূর্চ্ছান্তকরস। বাতিক বা পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বিবিধলক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং প্রমেহাদি বিবিধ কারণে শরীরের কৃশতা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—প্রমেহদোষে শতমূলীর রস বা হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার জল।

মূর্চ্ছান্তকরস। রসসিন্দুর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, শিলাজতু ও লৌহ; সমভাগে লইয়া শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের প্রত্যেকের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত। বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগের পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় বিবিধ উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, বিশেষতঃ রোগীর দুর্ব্বলতা,

রাত্রিতে নিদ্রার অভাব ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে, এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগেও ইহা অতি উপকারী।

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাকল্যাণঘৃত। বাতিক বা পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত প্রত্যহ অপরাহ্নে উষ্ণদুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে।

মহাকল্যাণ ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ শতাবরীঘৃত। বাতিক বা পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের পুরাতন অবস্থায়, বিশেষতঃ প্রমেহ, প্রদর, সূতিকাদোষ বা শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি কারণে শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ শতাবরী ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। শতমূলীর রস /৮ সের। গব্যদুগ্ধ /৮ সের। কল্কদ্রব্য—জীবক, ঋষভক, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, মুগাণী, মাষাণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও রক্তচন্দন; এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

অশ্বগন্ধারিষ্ট। বাতশ্লৈষ্মিক বা শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছারোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীরের কৃশতা, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, কোষ্ঠবদ্ধতা ও মানসিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সন্ধ্যার সময় তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

অশ্বগন্ধারিষ্ট। অশ্বগন্ধা /৬।০ সের, তালমূলী /২॥০ সের, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, রাস্না, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অর্জ্জুনছাল, মুথা, তেউড়ীমূল, শ্যামালতা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বচ ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের/১ সের; এই সমুদয় একত্র করিয়া ৫১২ সের জলে পাক করিবে, ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া শীতল হইলে, উহার সহিত ধাইপুষ্প /২ সের, মধু /৩৭॥ সাড়ে সাইত্রিশ সের, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও প্রিয়ঙ্গু; ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা এবং নাগেশ্বর ১৬ তোলা; এই সমস্তচূর্ণ প্রদান করিয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে মুখরুদ্ধ করিয়া ১ মাস রাখিবে, পরে ছাকিয়া কাচপাত্রে মুখরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। মাত্রা ১ তোলা।

ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল। শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছারোগে শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে এবং সান্নিপাতিক মূর্চ্ছারোগে বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা রোগের পুরাতন অবস্থায় পরিলক্ষিত হইলে, এই তৈল মাথায় মালিশ করিতে দিবে। মূর্চ্ছারোগে নিদ্রার অভাব বা শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি উপসর্গ পরিলক্ষিত হইলে অথবা স্বভাবতঃ বাতশ্লেষ্মপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে এই তৈল উপকারী।

ত্রিশতীপ্রসারিণীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মধ্যমনারায়ণতৈল। বাতিক বা পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের পুরাতন অবস্থায়, নিদ্রার অভাব, সন্তাপ, পিপাসা, শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর মস্তকে মালিশ করিতে দিবে। বায়ুর প্রকোপবশতঃ শ্লেষ্মা রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে, ইহাতে সমধিক উপকার হয়। ইহা অত্যন্ত শীতবীর্য্য, সুতরাং শ্লেষ্মপ্রবল ব্যক্তির সহ্য হয় না।

মধ্যমনারায়ণতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল। বাতিক বা পৈত্তিক মূর্চ্ছারোগের পুরাতন অবস্থায় নিদ্রার অভাব, সন্তাপ, গাত্রদাহ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের প্রদর, সূতিকাময় বা রজঃস্রাব প্রভৃতি কারণে মূর্চ্ছারোগ জন্মিলে, এই তৈল মাথায় মালিশ করি[illegible]বে। বায়ু ও পিত্ত প্রধান শরীরে এই তৈল অতি উপকারী।

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মধ্যম বিষ্ণুতৈল। বাতিক বা পিত্তপ্রধান মূর্চ্ছারোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল তাহার মস্তকে মালিশ করিতে দিবে।

মধ্যম বিষ্ণুতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মূর্চ্ছারোগের প্রথমাবস্থায় যে সমস্ত উপদ্রব প্রকাশ পায়, তাহার চিকিৎসা অপস্মাররোগের ন্যায়

মূর্চ্ছারোগে-পথ্য।

মূর্চ্ছারোগে বাতাদি দোষবিশেষে রোগের প্রবলতা থাকিলে, অন্নপথ্য বন্ধ করিয়া অপস্মার রোগের ন্যায় দুগ্ধসহ যবমণ্ড বা সাগু প্রভৃতি পথ্য দিবে, কিন্তু শীতল পানীয়, দাড়িম, বেদানা ও কিস্‌মিস্‌ প্রভৃতি ফল এবং অন্যান্য মধুর দ্রব্য প্রদান করা যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে পুরাতন শালি-তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, ছোলা ও মসূর প্রভৃতির যূষ, কলার মোচা, কচিকুমড়া, কাকুড় ও পুইশাক প্রভৃতি তরকারী, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, গোদুগ্ধ, ইক্ষুচিনি, ডাবের জল, কচিতালেরশাস, কুল ও মউলফল প্রভৃতি দ্রব্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই রোগে ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ, গুরুদ্রব্য বা অম্লদ্রব্য ভোজন প্রভৃতি একবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

আমবাত-চিকিৎসা।

আমবাতের সাধারণ লক্ষণ। গাত্রে বেদনা, আহারে অরুচি, পিপাসা, আলস্য, দেহে ভারবোধ, জ্বর, অপরিপাক, হস্তপদাদির গ্রন্থিস্থানে বেদনা ও শোথ; এই সকল আমবাতের সাধারণ লক্ষণ।

আমবাতের বিশেষ লক্ষণ। হস্ত, পদ, মস্তক, পায়ের গোড়ালি, ত্রিকস্থান, হাটু, উরুদেশ ও সন্ধিস্থলে বেদনা ও ফুলা এবং আমরস যে স্থানে আশ্রয় করে, সেই স্থানে বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় অত্যন্ত যন্ত্রণা; এই সকল এবং অগ্নি দৌর্ব্বল্য, মুখ নাসিকাদি হইতে জলস্রাব, অরুচি, দেহের গুরুতা, মনে উৎসাহের অভাব, মুখের বিরসতা, দাহ, বহুমূত্র, কুক্ষিদেশে বেদনা, নিদ্রার অভাব, পিপাসা, বমন, ভ্রম, মূর্চ্ছা, হৃদয়ে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শরীরের জড়তা, অন্ত্রকূজন, উদরে বন্ধনবৎপীড়া এবং অন্যান্য বিবিধ কষ্টপ্রদ লক্ষণ বিশিষ্টরূপে আমবাতে প্রকাশ পায়।

বাতাদিদোষভেদে আমবাতের লক্ষণ। বাতিক আমবাতে শূলবৎ

বেদনা, পৈত্তিক আমবাতে গাত্রবেদনা ও শরীর রক্তবর্ণ এবং কফজ আমবাতে শরীর আর্দ্র বস্ত্রাবৃতবৎ ভার বোধ ও কণ্ডু প্রকাশ পায়।

আমবাতের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। একদোষাশ্রিত আমবাত সাধ্য, দ্বিদোষাশ্রিত আমবাত যাপ্য এবং ত্রিদোষাশ্রিত আমবাতে শোথ অর্থাৎ ফুলা সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত হইলে, তাহা অসাধ্য।

আমবাত-চিকিৎসা-বিধি।

বিবিধ কারণে আমবাত রোগ উৎপন্ন হয়। আমবাত এবং বাতরোগের প্রভেদ সর্ব্বাগ্রে অবগত হওয়া আবশ্যক। অপক্করস বায়ুদ্বারা শ্লেষ্মার আশ্রয়স্থলে (সন্ধি গ্রন্থি, মস্তক প্রভৃতিতে) নীত হইলে সেই স্থানে বেদনা ও ফুলা প্রকাশ পায়, ইহাকেই আমবাত কহে। বাতরোগে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় না। ক্রোষ্টুকশীর্ষবাতরোগে পদের জানু স্ফীত হইলেও জানুর নিম্ন ও উপরিভাগ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে, কিন্তু আমবাতরোগে ঐরূপ কোন অঙ্গ শুষ্ক হয় না। বাতরোগে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ হস্তপদাদি অঙ্গের শুষ্কতা, অসাড়তা ও আক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু আমবাতরোগে ঐরূপ দেহের অসাড়তা, শুষ্কতা ও আক্ষেপাদি প্রকাশ পায় না। ঔপসর্গিক প্রমেহরোগে হস্ত পদাদি শুষ্ক হয় বটে, কিন্তু অসাড় হয় না; এবং ঐ সকল অঙ্গের শুষ্কতা বাতব্যাধির লক্ষণ হইতে অন্যরূপ। পুরাতন উদরাময় বা সংগ্রহগ্রহণীরোগে একপ্রকার আমবাত প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, উহাতে হস্ত, পদ ও কটিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা হয়। অনেকের ঐ সংগ্রহগ্রহণী কিছুদিন নিবৃত্ত থাকিলে সর্ব্বাঙ্গ ফুলিতে আরম্ভ করে এবং তৎসঙ্গে বেদনা থাকে, আবার কিছু দিন পরে উদরাময় প্রকাশ পাইলে, হস্ত পদাদি শুকাইয়া যায়। উদরাময়রোগে বায়ু প্রকুপিত হইলে, আমবাত ও বাত উভয়ই প্রবল হয়, অর্থাৎ উদরাময় হইতে আমবাত ও সর্ব্বাঙ্গ বা একাঙ্গগত বাতব্যাধি এই উভয়বিধ রোগই প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের প্রসবের পর উদরাময় হইতে আমবাত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। জ্বরে আহার বিহারের অন্যথা হইলে বা শীতক্রিয়া বশতঃ আমবাতের ন্যায় গাত্রবেদনা প্রকাশ পায়, কিন্তু উহা জ্বরের লক্ষণমধ্যে গণনীয়, প্রকৃত

প্রস্তাবে উহাকে আমবাত বলা যায় না। সামজ্বরে অপকরসের প্রকোপ বশতঃ গাত্রবেদনা প্রবল হয় এবং লঙ্ঘনাদি দ্বারা অপক্ক রসের পরিপাক হইলে, আবার গাত্রবেদনা হ্রাস পাইতে থাকে। আমবাত রোগের প্রথমাবস্থায় বিরেচক ঔষধ বা রুক্ষস্বেদাদি ক্রিয়াদ্বারা আমরসের লাঘব হইতে থাকে; সুতরাং গ্রন্থির স্ফীততা ও সর্ব্বাঙ্গ বেদনা সহসা হ্রাস পায়। কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে, সন্ধিস্থান ও অন্যান্য অঙ্গে আশ্রিত আমরস সহসা হ্রাস পাইতে পারে না, সেই জন্য পুরাতন হইলে কষ্টসাধ্য হয়। অনেক স্থানে শারীরিক পরিশ্রমের অভাববশতঃ আমবাত প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, আবার শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা উহা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়া থাকে। উপদংশরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের রক্তদুষ্টিবশতঃ আমবাতের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ঐ আমবাতে অনেক সময় তাহারা একবারে চলৎশক্তিহীন হইয়া থাকে। উপদংশ জনিত রক্তদোষ হইতে ক্রমশঃ আমবাত, সর্ব্বাঙ্গগত বাত বা অর্দ্ধাঙ্গবাত জন্মিতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেপ্রায়শঃ বাতরোগের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সহসা ঋতু-পরিবর্ত্তন, দুর্ব্বলতা, শরীরে রক্তাভাব, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থান, শিশুদিগকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্তন্যপ্রদান, ঘন ঘন সন্তান প্রসব, দীর্ঘকাল ঋতুবন্ধথাকা ও পুত্র পৌত্রাদির অভাবে প্রবল শোকের উদয়, ইত্যাদি নানা কারণে তাহাদের আমবাত প্রকাশ পাইয়া থাকে। আহারজাত অপকরস যেরূপ শ্লেষ্মাস্থানে অর্থাৎ আমাশয়াদিতে গমন পূর্ব্বক দূষিত হইয়া ধমনীসমূহকে আশ্রয় করে, আমাশয়স্থ রসও তদ্রূপ শারীরিক দুর্ব্বলতা বা রক্তাভাব ইত্যাদি কারণে পাচকাগ্নির দুর্ব্বলতাবশতঃ অপরিপক্ক অবস্থায় ধমনীকে প্রাপ্ত হয়, সুতরাং আমরস বায়ু দ্বারা নীত হইয়া কোষ্ঠ, ত্রিক এবং সন্ধিস্থলে প্রবেশ করে ও গাত্রের স্তব্ধতা, বেদনা বা শোথ উৎপাদন করে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোনও কোনও স্থলে আমবাত পুরাতন অবস্থায় পরিণত হইলে, খঞ্জতা প্রভৃতি বাতরোগ উৎপাদন করে। আমবাতের চিকিৎসাকালে উহার পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অবগত হইয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

প্রমেহাশ্রিতবাত। ঔপসর্গিক অর্থাৎ দূষিত মেহরোগ হইতে শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ অনেকস্থলে প্রবল আমবাত উৎপন্ন হয়। প্রমেহ-

রোগে অত্যধিক শুক্র ক্ষরণ বশতঃ পাচকাগ্নির হ্রাস হইলে, আমবাতরোগ প্রকাশ পায়। প্রমেহরোগের প্রবল অবস্থায় যখন প্রস্রাবে অসহ্য জ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও পূঁযবৎ শুক্রক্ষরণ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন কাহারও কাহারও গ্রীবা, কটি ও পদ প্রভৃতি স্থানে অল্প বেদনা অনুভূত হয়, প্রমেহরোগে শুক্রক্ষরণ হ্রাস হইবার সময় বক্ষঃস্থল ও ত্রিক-সন্ধিতে বেদনা বৃদ্ধি হয়, অনন্তর ঐ বেদনা ক্রমশঃ হস্তপদাদির বৃহত্তর সন্ধিকে আশ্রয় করে, এই সময়ে অরুচি ও জ্বরভাব প্রকাশ পায় এবং ক্রমশঃ রোগী উঠিতে বসিতে অক্ষম হয়; সুতরাং তখন রোগী এরূপ দুর্ব্বল ও কৃশ হয় যে, তাহার চলৎশক্তি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, বেদনায় ও যন্ত্রণায় ক্রন্দন করে এবং মন অধীর হয়। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে ও শৈত্যক্রিয়াবশতঃ জ্বর বৃদ্ধি পাইলে পায়ে শোথ প্রকাশ পাইতে থাকে, আহারে রুচি থাকে না; অনন্তর জ্বর ও কোষ্ঠবদ্ধতা হ্রাস হইলে ও পুষ্টিকারক দ্রব্য সেবনে ক্রমশঃ ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে।

আমবাতরোগের প্রথমাবস্থায় লঙ্ঘন (উপবাস), স্বেদপ্রদান, তিক্ত, কটু বা অগ্নিদীপক আহার এবং অবস্থাবিশেষে বিরেচক ঔষধ সেবন, স্নেহপান বা বস্তিপ্রয়োগে উপকার হয়। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, বিরেচক ঔষধ ও বস্তি-প্রয়োগ এবং জ্বরাদি উপদ্রব থাকিলে, লঙ্ঘন, বেদনা প্রবল হইলে, রুক্ষ স্বেদ প্রদান আবশ্যক। আমবাতরোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, অল্পজ্বর, গাত্রে অল্প বা অধিক বেদনা থাকিলে, কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য রাস্নাসপ্তক বা রাস্নাদশমূলকাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং জ্বর প্রবল হইলে, বৃহৎ পিপ্পল্যাদ্যকাথ ও মৃত্যুঞ্জয়রস, মধ্যমজ্বরাঙ্কুশ বা বাতগজাঙ্কুশ যথানুপানে ব্যবস্থা করিবে। এই অবস্থায় স্নান ও অন্নাহার বন্ধ রাখিবে। জ্বর অল্প থাকিলে, জ্বরঘ্ন ঔষধ দিবসে একবার সেবন করান কর্ত্তব্য। উল্লিখিত কাথ সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে, আমবাতারিবটিকা বা যোগরাজগুগ্‌গুলু সেবন করাইবে। এইরূপভাবে ঔষধ প্রয়োগদ্বারা জ্বর ও গাত্রবেদনা হ্রাস পাইলে. মধ্যাহ্নে অন্নাহার এবং রাত্রিতে রুটী ও সাগু খাইতে দিবে। জ্বর হ্রাস পাইলে এবং অন্নাহার সহ্য হইলে উষ্ণজলে স্নান করিতে দিবে। এই সময় জ্বরঘ্ন ঔষধ অল্প মাত্রায় এবং

কোষ্ঠশোধক আমবাতারি বটিকা, যোগরাজগুগ্গুলু বা রসোনপিণ্ড যথানিয়মে কিছুদিন সেবন করিতে দিবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা ক্রমশঃ আমরসের পরিপাক হয় ও গাত্রবেদনা হ্রাস পাইতে থাকে। রোগ পুরাতন ও প্রবল হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, সিংহনাদগুগ্গুলু বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু প্রভৃতি তীব্রবিরেচক ঔষধ প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রতিদিন তীব্র বিরেচক ঔষধ সহ্য না হইলে সপ্তাহে ২।১ দিন মাত্র সেবন করাইবে এবং অন্যান্যদিন প্রাতে মৃদুবিরেচক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। তৎসঙ্গে আমরসের পরিপাকার্থ একবেলা রসোনপিণ্ড বা বৃহৎ রসোনপিণ্ড অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিলে আরও উপকার হয়। গাত্রবেদনা এবং শরীরের জড়তা হ্রাস হইলে, সহ্যমত গাত্রে সৈন্ধবাদ্যতৈল বা বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল মালিশ ও উষ্ণজলে স্নান ব্যবস্থা করিবে। যেদিন তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ প্রদান করা যায়, সেইদিন স্নান ও অন্নাহার বন্ধ রাখিয়া রোগীকে সাগু বা বার্লি প্রভৃতি লঘুপথ্য প্রদান করিবে, কারণ বিরেচনের পর স্নান ও আহার করিলে বিরেচনের ক্রিয়া সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পায় না। রোগের পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে বেদনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সুতরাং প্রত্যহ যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এরূপ ঔষধ ও লঘুপাক পথ্য ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

উদরাময় বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগে আমবাত প্রকাশ পাইলে, অগ্নিবর্দ্ধক অথচ ধারক ঔষধ অর্থাৎ বাতগজেন্দ্রসিংহ বা রামবাণরস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে, তৎসঙ্গে উদরাময়ের জন্য পৃথক ঔষধ অবস্থানুসারে প্রয়োগ করা আবশ্যক। পুরাতন উদরাময়ে জীরকাদ্যমোদক, বৃহৎ জীরকাদ্যমোদক, মুস্তকাদিমোদক বা রাজবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিলে উত্তম ফল দর্শে; পরন্তু পুরাতন গ্রহণীরোগ হ্রাস পাইয়া থাকে, কিন্তু তৎসঙ্গে আমবাতের প্রবলতা প্রকাশ পাইলে, আমবাতগজসিংহমোদক বা বাতগজেন্দ্রসিংহ প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করাইবে।

সূতিকাশ্রিত আমবাত। সূতিকাশ্রিত গ্রহণীরোগ হইতে আমবাত প্রকাশ পাইলে, উদরাময়ের জন্য সূতিকারোগে বক্ষ্যমাণ ঔষধ এবং বাতের জন্য পূর্ব্ববৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। নবপ্রসূতির অনেক সময় আমবাত এতদূর

প্রবল হয় যে, তাহার উঠিতে বসিতেও ক্ষমতা থাকে না। এই অবস্থায় কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকিলেও বিরেচক ঔষধ সেবন না করাইয়া রসশোষক অগ্নিবর্দ্ধক রাম-বাণরস, বাতগজাঙ্কুশ বা মহাবাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে এবং গাত্রে স্বেদপ্রদান ও সূতিকারোগের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে। অনেক সময় আমবাত পুরাতন হইলে, সৈন্ধবাদিতৈল বা বৃহৎসৈন্ধবাদিতৈল মর্দ্দন আবশ্যক হইয়া থাকে। পুরাতন সূতিকারোগে বায়ুই বলবান হয়, সুতরাং তৈলভিন্ন উহা দূরীকৃত হয় না।

প্রমেহাশ্রিত আমবাত। অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় এবং তজ্জন্য অতিশয় দুর্ব্বলতাবশতঃ অগ্নি অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়ায় এই বাতরোগ জন্মে। প্রমেহা-শ্রিত বাতের আক্রমণ বর্ষাকালেই অধিক দৃষ্ট হয়। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক সর্ব্বশুদ্ধ বিংশতিপ্রকার মেহরোগ দোষভেদে শাস্ত্রকারগণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাদের প্রবল অবস্থায় সাধারণতঃ বাতবৃদ্ধি হয়, সুতরাং হস্ত-পদাদির শিথিলতা ও সময় সময় কটি, পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঔপসর্গিকমেহ প্রবল হইলে, অনেকস্থলে উৎকট আমবাত প্রকাশ পায়। এই আমবাতের প্রথমাবস্থায় বক্ষঃস্থল, ত্রিক ও সন্ধিতে বেদনা হয়, সুতরাং এই অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধিকারক বৈশ্বানরচূর্ণ, যোগরাজগুগ্‌গুলু, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু বা আমবাতারিবটিকা এবং এরণ্ডতৈল মিশ্রিত রাস্নাসপ্তক, রাস্নাদশমূল অথবা মহারাস্নাদি ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই অবস্থায় শীতলদ্রব্য পান বা শীতলজলে রোগীকে স্নান করাইবে না। জ্বর লক্ষিত হইলে, জয়াবটী, জয়ন্তী বটী অথবা বৃহৎ পিপ্পল্যাদ্য ক্বাথ জ্বরের অবস্থাভেদে সেবন করাইবে। রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি এবং জ্বর হ্রাস হইলে, ঐবাতও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। রোগ পুরাতন এবং হস্ত পদাদির সন্ধি আক্রান্ত হইলে, যাহাতে রোগীর প্রত্যহ ৩।৪ বার দাস্ত হয়, অথচ শারীরিক বল নষ্ট না হয়, এরূপ বিরেচক ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদান করিবে। রোগীর অল্প জ্বর থাকিলে, বাতগজকেশরী, বাতনিসূদনরস বা বৃহৎ পিপ্পল্যাদ্য-ক্বাথ প্রভৃতি এবং জ্বর প্রবল হইলে মৃত্যুঞ্জয়রস, ও জয়াবটী প্রভৃতি অবস্থানু-সারে সেবন করিতে দিবে। এই সময় জ্বরসত্বে অন্নাহার ও স্নান বন্ধ রাখিবে। পুরাতন অবস্থায় হস্তপদাদির সন্ধি স্ফীত ও সমধিক বেদনাযুক্ত

হইলে, সন্ধিতে স্বেদ এবং আভাদ্যচূর্ণ, পুনর্ণবাদ্যচূর্ণ বা অলম্বুষাদ্যচূর্ণ সেবন করিতে দিবে। ঐ সমস্ত ঔষধদ্বারা আশু উপকার হয়। প্রমেহ-রোগ বিদ্যমান না থাকিলে, রসোনপিণ্ড সেবন করান যায়। এইরূপভাবে চিকিৎসা করিলে, জ্বর ও বেদনা উভয়ই হ্রাস হয়, তখন রোগীকে মকরধ্বজ-বটী, বৃহৎ শতাবরীঘৃত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত বা অমৃতপ্রাশঘৃত প্রভৃতি বলকারক ঔষধ সেবন এবং মাংসযূষ পথ্য ব্যবস্থা করিবে। দীর্ঘকাল যথানিয়মে ঔষধ সেবন করাইলে, প্রমেহাশ্রিত বাত দূরীকৃত হয়। একবার এই ঔপসর্গিক মেহ নিবৃত্ত হইলেও যৌবনকালে পুনঃ পুনঃ ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। প্রমেহরোগে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এবং ঐ দুর্ব্বলতা দীর্ঘকালেও সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হইলে অথবা নানাপ্রকার অত্যাচারবশতঃ পুনর্ব্বার দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে, তৎসঙ্গে বাতও প্রকাশ পায়; সুতরাং প্রমেহ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইলে, বলকারক ঔষধ ও পথ্য সেবন এবং যাহাতে শীঘ্র পুঁযক্ষরণ ও জ্বালা নিবৃত্তি হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

উপদংশজনিত বাত। উপদংশজনিত বাতরোগ অতিকষ্টসাধ্য, কারণ উপদংশবিষ শরীরে প্রবেশ করিলে, শরীরস্থ রক্ত বিকৃত হয় এবং রক্তের বিকৃতিবশতঃ রক্ত নিস্তেজ ও দীর্ঘকাল রোগ স্থায়ী হইলে, রক্তের পরিমাণ স্বভাবতই কমিয়া যায় ও বাত প্রকাশ পায়। ইহাতে অনেকস্থলে প্রমেহাশ্রিত বাতের ন্যায় বৃহত্তর গ্রন্থি স্ফীত হইয়া থাকে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় রক্তশোধক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক শারিবাদিকাথ অথবা শারিবাদ্যবলেহ রোগীকে সেবন করান আবশ্যক। সন্ধিস্থলে সমধিক বেদনা ও ফুলা থাকিলে ঐসকল স্থানে প্রলেপ প্রদান করা যাইতে পারে। সেবনের জন্য যোগরাজগুগ্‌গুলু বা অমৃতাদ্যগুগ্‌গুলু ও শারিবাদ্যবলেহ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে ব্যবস্থা করিবে। জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, উষ্ণজলে স্নান এবং একবেলা অন্ন ও একবেলা রুটী আহার করিতে দিবে। এইরূপভাবে সন্ধিগত বেদনা ও ফুলা হ্রাস হইলে, শারীরিক পুষ্টি ও উপদংশাশ্রিত বিষ দূরীকরণার্থ অমৃতাদ্যঘৃত বা অনন্তাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিবে। দীর্ঘকাল এইরূপভাবে চিকিৎসা করিলে, রোগী সুস্থ হইতে পারে। পুরাতন উপ-

মংশাশ্রিত বাতে শারিবাগুবলেহ, শারিবাগুঘৃত এবং কোষ্ঠশুদ্ধির জন্ম প্রতিদিন প্রাতে যোগরাজগুগ্‌গুলু বা ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্‌গুলু দীর্ঘকাল সেবন করান কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় রোগীকে উষ্ণদ্রব্য, মৎস্য, মাংস, মসুর বা কলায়ের ডাইল, দধি, অম্ল ও মিষ্টদ্রব্য প্রভৃতি সেবন একবারে বন্ধ রাখিবে। ঘৃত, অল্প দুগ্ধ, মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, রাত্রিতে রুটী, বুট বা কাঁচা মুগের ডাইল ও পটোল প্রভৃতি পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

সন্ধিগত বাত। আমবাত হস্তপদাদির সন্ধি আশ্রয় করিলে, সেই সকল স্থান অধিক বেদনাযুক্ত হয় এবং ক্রমশঃ স্ফীত হইতে থাকে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষিত হইলে, বৈশ্বানরচূর্ণ, সিংহনাদগুগ্‌গুলু বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ বিরেচনার্থ এবং বেদনার জন্ম অলম্বুষাদ্যচূর্ণ, পুনর্ণবাদ্যচূর্ণ বা আভাদ্যচূর্ণ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু রোগীর উদরাময় ও তৎসঙ্গে হস্তপদাদি সন্ধিতে বেদনা থাকিলে, পূর্ব্বোল্লিখিত অলম্বুষাদ্যচূর্ণ, পুনর্ণবাদ্যচূর্ণ বা আভাদ্যচূর্ণ যথানিয়মে সেবন করাইবে ও উদরাময়ের জন্ম রাজবল্লভরস,নৃপতিবল্লভ বা অন্যকোনও মোদক অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। কারণ উদরাময় নিবৃত্ত না হইলে, বেদনা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। রোগ পুরাতন ও উদরাময় নিবৃত্ত হইলে, রসোনপিণ্ড বা মহারসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বিজয়ভৈরবতৈল বা মহাবিজয়ভৈরবতৈল এই অবস্থায় অতি উপকারী। সৈন্ধবাদ্যতৈল, মহাসৈন্ধবাদ্যতৈল বা রসোনতৈলদ্বারাও অনেক উপকার পাওয়া যায়। সন্ধিগত পুরাতন আমবাতে উদরাময় থাকিলে, আমবাতগজসিংহমোদক, বৃদ্ধদারাদ্য-লৌহ বা আমবাতেশ্বররস প্রভৃতি ঔষধ বাতাদিভেদে সেবন এবং ঐসমস্ত তৈল অবস্থাবিশেষে মালিশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রোগীকে নিয়মপূর্ব্বক উষ্ণজল পান ও উষ্ণজলে স্নান, মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে সহ্যমত রুটী বা অন্নাহার করিতে দিবে। দধি, অম্লদ্রব্য ও শীতলপানীয় একবারে নিষিদ্ধ। সন্ধিগত আমবাত কঠিন, সুতরাং নিয়মপূর্ব্বক ঔষধ এবং আহারের ব্যবস্থা না করিলে কোনওক্রমে উহা দূরীভূত হয় না। বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে এই আমবাত কষ্টসাধ্য।

আমবাতে—ঔষধ।

শতপুষ্পাদিলেপ। সন্ধিগত আমবাত,প্রমেহাশ্রিত আমবাত বা উপদংশাশ্রিত আমবাতে পদাদির সন্ধি স্ফীত ও অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট হইলে, এই ঔষধ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ দিবে; কিন্তু রাত্রিতে প্রলেপ দিবে না।

শতপুষ্পাদিলেপ। শুলুফা, বচ, শুঁঠ, গোক্ষুর, বরুণছাল, পীতবেড়েলা, পুনর্ণবা, শঠী; গন্ধভাদুলে, জয়ন্তীফল ও হিং, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিবে।

অহিংস্রাদিলেপ। প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশজনিত আমবাতে অথবা সন্ধিগত বাতরোগে বৃহৎ সন্ধিতে বেদনা ও ফুলা থাকিলে, এই প্রলেপ বেদনা স্থানে লাগাইবে। রাত্রিতে প্রলেপ লাগাইবে না।

অহিংস্রাদিলেপ। কুলেখাড়া, কেঁউমূল, শজিনাছাল ও উইমাটী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে।

ত্রিবৃতাদিযোগ। সন্ধিগত বা সর্ব্বাঙ্গগত আমবাতের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা এবং হস্তপদাদির সন্ধিতে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ কাঁজির সহিত প্রাতে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে ২।১ বার দাস্ত হয়।

ত্রিবৃতাদিযোগ। তেউড়ীমূল ১॥০ তোলা, সৈন্ধবলবণ ।০ আনা ও শুঁঠ ।০ আনা; এই সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা বা ১ তোলা।

অমৃতাদিযোগ। নূতন সন্ধিগত বা সর্ব্বাঙ্গগত আমবাতরোগে হস্ত পদাদির সন্ধিস্থানে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ যথানিয়মে প্রাতে কাঁজিসহ সেবন করিতে দিবে।

অমৃতাদিযোগ। গুলঞ্চের পালো, শুঁঠ, গোক্ষুর, মুণ্ডিরী ও বরুণবৃক্ষের ছাল; এই সকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা।

শঙ্করস্বেদ। সন্ধিস্থিত বাত, সর্ব্বাঙ্গগত বাত ও সূতিকাশ্রিত বাতরোগের প্রথমাবস্থায়, সর্ব্বাঙ্গে বা হস্তপদাদির সন্ধিস্থলে উৎকট বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই স্বেদ পুনঃপুনঃ প্রদান করিবে।

শঙ্করস্বেদ। প্রস্তুতবিধি ৫৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রাস্নাসপ্তক। সর্ব্বাঙ্গগত আমবাতরোগের প্রথম অবস্থায় রোগীর গাত্রে বেদনা, জ্বরভাব এবং কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই কাথে এরণ্ড-তৈল ৷৹ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

রাস্নাসপ্তক। প্রস্তুতবিধি ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রাস্নাদশমূল ক্বাথ। সর্ব্বাঙ্গগত আমবাতের প্রথমাবস্থায় হস্তপদাদির সন্ধিস্থলে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ সমূহ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে প্রাতে এরণ্ডতৈল সংযুক্ত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

রাস্নাদশমূলকাথ। প্রস্তুতবিধি ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মহারাস্নাদি ক্বাথ। সর্ব্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় হস্ত পদাদির সন্ধিস্থলে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা থাকিলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই কাথ প্রাতে আভাগ্নচূর্ণ বা অলম্বুষাদ্যচূর্ণের সহিত সেবন করিতে দিবে।

মহারাস্নাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ৫৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পথ্যাদিচূর্ণ। নূতন আমবাতরোগে অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

পথ্যাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৈশ্বানরচূর্ণ। আমবাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য এবং সর্ব্বাঙ্গে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ প্রতিদিন প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা রেচক ও আগ্নেয়।

বৈশ্বানরচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অলম্বুষাদ্যচূর্ণ। সন্ধিগত, সর্ব্বাঙ্গগত অথবা প্রমেহাশ্রিত বাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় হস্ত পদাদি সন্ধিস্থলে বা সর্ব্বাঙ্গে প্রবল বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অলম্বুষাদ্য চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আভাদ্যচূর্ণ। সন্ধিগত বা সর্ব্বাঙ্গগত আমবাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। জ্বর, কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আভাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ। সন্ধিগত, সর্ব্বাঙ্গগত, প্রমেহাশ্রিত বা সূতিকাশ্রিত বাতের নূতন অবস্থায় হস্ত পদাদির সন্ধি আক্রান্ত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে বা সন্ধ্যায় কাঁজি বা উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। জ্বর বিদ্যমান থাকিলে উষ্ণজলসহ প্রযোজ্য।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অজমোদাদিচূর্ণ ও বটক। সন্ধিগত, সর্ব্বাঙ্গগত, প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশাশ্রিত আমবাতের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ হস্ত পদাদির সন্ধিস্থলে উৎকট বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর কোষ্টবদ্ধতা থাকিলে, এই চূর্ণ প্রাতে উষ্ণজল বা মহারাস্নাদিকাথের সহিত সেবন করাইবে। বটক উষ্ণজলসহ প্রযোজ্য।

অজমোদাদি চূর্ণ ও বটক। প্রস্তুতবিধি ৫৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগরাজগুগ্‌গুলু। সন্ধিগত ও সর্ব্বাঙ্গগত আমবাত এবং প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশাশ্রিত বাতরোগের নূতন বা মধ্যাবস্থায় সন্ধিস্থানে বা সর্ব্বাঙ্গে-বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে। আমবাতরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। পৃষ্ঠ, কটি, ত্রিক ও সন্ধি প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, তাহাও ইহাতে দূরীভূত হয়। বায়ুর প্রকোপবশতঃ একবার সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

যোগরাজগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ যোগরাজগুগ্‌গুলু। সন্ধিগত ও সর্ব্বাঙ্গগত আমবাত এবং প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশাশ্রিত বাতরোগের প্রথম, মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়

সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ সন্ধিস্থানে উৎকটবেদনা, তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে, ক্রূরকোষ্ঠব্যক্তিকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইবে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমবাতে যাহাদের গতির হ্রাস বা সহজে পদের বিকৃতি লক্ষিত হয়, অথবা রসবদ্ধ হওয়ায় কটিদেশে ও সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বদা বেদনা, ভারবোধ ও গমনাগমনে সমধিক কষ্ট হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ যোগরাজগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শিবাগুগ্‌গুলু। সন্ধিগত বা সর্ব্বাঙ্গগতবাতের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় হস্ত পদাদির সন্ধিস্থলে বেদনা, ফুলা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন কটিশূল এবং সর্ব্বাঙ্গগত আমবাতে ইহা প্রয়োগ করা যায়। প্রমেহাশ্রিত বা উপদংশাশ্রিত বাতের প্রথমাবস্থায় সন্ধিস্থলে বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, ইহা অতি উপকারী।

শিবাগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৬০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিংহনাদগুগ্‌গুলু। আমবাতরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে প্রত্যহ ২।১ বার দাস্ত পরিষ্কার হয়। সন্ধিগতবাতে এবং কটিশূল ও পৃষ্ঠশূলাদিতে ইহা প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

সিংহনাদগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু। সন্ধিগত বাতরোগে বৃহত্তর সন্ধিতে বেদনা অথবা কটিশূল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি বাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হইলে এবং সন্ধিস্ফীতি ও বেদনা বৃদ্ধি পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করাইবে না। প্রমেহাশ্রিত বাতরোগে সন্ধির বেদনা প্রবল হইলে এবং রোগী সবল থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা

যায়। ইহা প্রত্যহ সেবন নিষিদ্ধ, অবস্থাবিশেষে সপ্তাহে ১ দিন, ২ দিন বা ৩ দিন সেবন করাইবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসোনপিণ্ড। সর্ব্বাঙ্গগত আমবাত বা সন্ধিগত আমবাতের নূতন বা মধ্যাবস্থায় সন্ধিস্থানে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সন্ধিস্থল স্ফীত হইলে অথবা প্রমেহাশ্রিত আমবাতে প্রমেহদোষ নিবৃত্ত হইলে, ইহা সেবন করান যাইতে পারে, কিন্তু প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে অথবা উপদংশাশ্রিত বাতরোগে ইহা প্রয়োগ করিবে না। অনুপান—উষ্ণজল।

রসোনপিণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৬০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহারসোনপিণ্ড। পুরাতন সর্ব্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতে রোগীর সন্ধিস্থলে বা সর্ব্বাঙ্গে অল্প বেদনা থাকিলে এবং বাতশ্লেষ্মার আধিক্য প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রমেহাশ্রিত আমবাতে প্রমেহ নিবৃত্ত হইলে, এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। পুরাতন কটিশূল, পৃষ্ঠশূল ও গাত্রবেদনা থাকিলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধ অত্যন্ত পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক। অনুপান—উষ্ণজল।

মহারসোনপিণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৬০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমবাতারিবটিকা। সর্ব্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর সমস্ত সন্ধিস্থলে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। যাহাদের স্বভাবকোষ্ঠ বা উদরাময় বিদ্যমান, তাহাদিগকে এই ঔষধ কখনও প্রয়োগ করিবে না। প্রমেহাশ্রিত বাতের প্রথমাবস্থায় জ্বর বা অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য ইহা সেবন করান যাইতে পারে। গ্রন্থিশূল, শিরঃশূল ও গৃধ্রসী প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণ জল।

আমবাতারি বটিকা। প্রস্তুতবিধি ৬০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমবাতারিবটিকা (মতান্তরে)। আমবাতরোগের প্রথমাবস্থায়

রোগীর সন্ধিস্থলে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে এরণ্ডতৈলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

আমবাতারি বটিকা (মতান্তরে)। রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, রক্তচিতা ৪ তোলা ও শোধিত গুগ্‌গুলু ৫ তোলা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এরণ্ডতৈলের সহিত মর্দ্দন করিবে। বটী ১০ রতি।

বাতগজেন্দ্রসিংহ। আমবাতরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর স্বভাবতঃ কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে অথবা উদরাময়াশ্রিত আমবাতে বা সূতিকাদোষে উদরাময় ও তদাশ্রিত আমবাত বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। সহজকোষ্ঠে ভেরেণ্ডার মূলের রস ও সৈন্ধব-লবণ সহযোগে প্রযোজ্য। নূতন আমবাতে সহজকোষ্ঠ ব্যক্তির মেহ বিদ্য-মান থাকিলে, ইহা সেবন করান যায়, কিন্তু ঔপসর্গিক মেহরোগে অর্থাৎ গণোরিয়ায় সেবন নিষেধ। অনুপান—পুনর্ণবার রস ও মধু।

বাতগজেন্দ্রসিংহ। প্রস্তুতবিধি ৩৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলাদিলৌহ। পুরাতন আমবাতে রোগীর বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা, অল্প জ্বর ও তজ্জন্য হস্তপদাদিতে শোথ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করাইবে। ইহা কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারক। কিন্তু বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় সেবন নিষেধ।

ত্রিফলাদিলৌহ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, রক্তচিতা ও যষ্টিমধু ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, লৌহ ৬৪ তোলা এবং শোধিত গুগ্‌গুলু ৬৪ তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ ১২০ তোলা মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ তোলা।

বৃদ্ধদারাদ্যলৌহ। পুরাতন আমবাতরোগে বায়ু ও পিত্তের প্রব-লতা থাকিলে, বিশেষতঃ সংগ্রহগ্রহণী বা উদরাময়দোষে আমবাত প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে গাত্রবেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন সূতিকাদোষে আমবাত প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবন করান যায়। অনুপান—জল, শোথ থাকিলে পুনর্ণবার রস ও মধু।

বৃদ্ধদারাদ্যলৌহ। বিদ্ধারকবীজ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, গজপিপ্পলী, পুরাতন মান, শুঠ,

পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তেজপাতা ও এলাইচ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ; সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

আমবাতেশ্বর রস। আমবাতরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। উদরাময়াশ্রিত আমবাতে ইহা প্রয়োগে উপকার হয়। অনুপান—এরণ্ডমূলের রস ও সৈন্ধবলবণ।

আমবাতেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ৩৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চাননরসলৌহ। সন্ধিগত আমবাত, প্রমেহাশ্রিত পুরাতন আমবাত এবং কটীশূল ও পৃষ্ঠশূল, প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও পিত্তপ্রধান কৃশ ব্যক্তির কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে, এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া গুলঞ্চ, শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথসহ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রবল রোগীকে ইহা সেবন করাইবে না। গৃধ্রসী ও পঙ্গু প্রভৃতি বাতরোগেও এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। জঙ্ঘা, পদ ও অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, ইহা ব্যবহারে উপকার হয়। এই ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে রোগীকে দাস্ত দিবে।

পঞ্চাননরস লৌহ। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা, জল-৩০ সের, শেষ /৩৸০ সের। এই ক্বাথে লৌহ ৪০ তোলা, শোধিত গুগ্গুলু ৪০ তোলা ও অভ্র ২০ তোলা প্রদান করিবে। অনন্তর গব্যঘৃত /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের ও গোদুগ্ধ /৪ সের প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে; আসন্ন পাকে উহাতে বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনে, গুলঞ্চ, জীরা, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, এলাইচ ও মুথা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা এবং পারদ ও গন্ধক ইহাদের প্রত্যেকের ২০ তোলা লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া ঐ কজ্জলী উহাতে প্রদান করিবে ও পাকশেষ করিয়া ঘৃত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা—।০ আনা।

শুণ্ঠীঘৃত। সর্ব্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতের পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, কটীশূল, পৃষ্ঠশূল এবং হস্ত পদাদির সন্ধিতে বেদনা থাকিলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় এই ঘৃত অত্যন্ত উপকারী।

শুণ্ঠীঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—শুণ্ঠী /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুণ্ঠী /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা।০ আনা বা ৷৷০ তোলা।

স্বল্পপ্রসারিণীতৈল। সর্ব্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত আমবাতের পুরাতন অবস্থায় বেদনা পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস হইলে এবং বায়ুবৃদ্ধি লক্ষিত হইলে, এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ও সন্ধিস্থলে মালিশ করিতে দিবে। তৈল মালিশ করিয়া উষ্ণজলদ্বারা সন্ধিস্থলে স্বেদ দিলে অধিক উপকার হয়।

স্বল্প প্রসারিণীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল। সর্ব্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত ও সূতিকাশ্রিতবাত-রোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর যে সকল স্থানে বেদনা প্রকাশপায়, সেই সকল স্থানে এই তৈল মালিশ করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। কটি, পৃষ্ঠ, জঙ্ঘা ও তালু প্রভৃতিস্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মর্দ্দনে সমধিক উপকার হয়।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিজয়ভৈরবতৈল। সন্ধিগত বাত, মেহাশ্রিত বাত ও উপদংশাশ্রিত বাত পুরাতন হইলে এবং সন্ধিস্থানে অল্প বা অধিক বেদনা ও সন্ধি স্থানের স্ফীততা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল বেদনাস্থানে মালিশ করিয়া স্বেদপ্রদান করিবে। আঘাত লাগিয়া কোনস্থান ভগ্ন বা বেদনাযুক্ত হইলে, এই তৈল প্রয়োগে উপকার হয়। হস্ত, জঙ্ঘা ও শিরঃকম্পে, এই তৈল অতি উপকারী।

বিজয়ভৈরবতৈল। পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিবে, তৎপর ঐ কজ্জলী ৪ তোলা এবং মনঃশিলা ও হরিতাল ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা যথানিয়মে মিশ্রিত করিয়া কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড রঞ্জিত করিবে, অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উহাদ্বারা বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিবে এবং ঐ বাতি অগ্নিতে জ্বালাইয়া তাহাতে অল্প অল্প রেড়ীতৈল (মতান্তরে কটুতৈল) ঢালিয়া দিবে এবং উহার নিম্নে একটি পাত্র রাখিবে, অনন্তর ঐ প্রজ্বলিত বাতি হইতে ফোটা ফোটা আকারে যে তৈল পাত্রে পতিত হইবে, সেই তৈল গ্রহণ করিবে।

মহাবিজয়ভৈরবতৈল। সন্ধিগত, প্রমেহাশ্রিত ও উপদংশাশ্রিত প্রভৃতি বাতরোগের পুরাতন অবস্থায় সন্ধিস্থানে বেদনা ও সন্ধির স্ফীততা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল সেই সকল স্থানে মালিশ করিতে দিবে। বাহুকম্প, শিরঃকম্প ও জঙ্ঘাকম্প প্রভৃতি বাতরোগে এই তৈল অতি উপকারী।

মহাবিজয়ভৈরবতৈল। বিজয়ভৈরবতৈল পূর্ব্ব নিয়মে প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত আফিং মিশ্রিত করিলে, তাহাকে মহাবিজয়ভৈরবতৈল কহে।

নকুলতৈল। সন্ধিগত, প্রমেহাশ্রিত, সূতিকাশ্রিত ও উপদংশাশ্রিত আমবাতরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বা সন্ধিস্থলে বেদনা থাকিলে, এই তৈল মালিশ করিতে দিবে। বাহু, মস্তক ও জঙ্ঘা প্রভৃতির কম্প হইলে, ইহা অতি উপকারী। কটি ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি দেশস্থিত বাতরোগেও ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

নকুলতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমবাতে—জ্বর-চিকিৎসা।

বৃহৎ পিপ্পল্যাদি ক্বাথ। সন্ধিগত ও প্রমেহাশ্রিত আমবাতে জ্বর হইলে এবং তজ্জন্য অরুচি, গাত্রবেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ পিপ্পল্যাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুঞ্জয়রস। সর্ব্বাঙ্গগত বা সন্ধিগত বাতরোগের প্রথম অবস্থায় জ্বর, গাত্রবেদনা ও পিপাসা প্রভৃতি প্রবল হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ আদাররস ও মধুসহ প্রাতে ও রাত্রিতে সেবন করিতে দিবে।

মৃত্যুঞ্জয়রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জয়াবটী। সন্ধিগত ও মেহাশ্রিত বাতরোগে সন্ধি বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, জ্বর, পিপাসা, প্রস্রাবের আধিক্য ও অন্যান্য উপসর্গের সহিত জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে পানেররস ও মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতনিসূদনরস। সন্ধিগত বা মেহাশ্রিত বাতরোগে জ্বর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে বা পুরাতন হইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ আদাররস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বাতনিসূদনরস। প্রস্তুতবিধি ৬২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমবাতে—প্রমেহ-চিকিৎসা।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা। সন্ধিগত বাত ও প্রমেহাশ্রিত বাতরোগে কোষ্ঠ-বদ্ধতা, চূণেরজল বা খড়িগোলার ন্যায় প্রস্রাব, পূঁযবৎ শুক্রক্ষরণ, লাল, হরিদ্রা বা অন্যবর্ণের প্রস্রাব, অল্প অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব বা অধিক পরিমাণে প্রস্রাব প্রভৃতি যে কোনও উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ বাতানুলোমক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। অনু-পান—ঘৃত ও মধু।

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা। প্রস্তুতবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাবঙ্গেশ্বররস। সন্ধিগত বাত বা প্রমেহাশ্রিত বাতরোগে প্রস্রাবে জ্বালা, হরিদ্রাবর্ণ বা পীতবর্ণ অথবা চূণেরজল বা খড়িগোলাজলের ন্যায় প্রস্রাব ও শরীরের অত্যন্ত কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে কাঁচা হরিদ্রাররস ও মধু বা শতমূলীররস ও মধু অথবা কেবলমাত্র দুগ্ধসহ দিনে ১ বার সেবন করিতে দিবে। প্রস্রাবে কষ্ট ও প্রস্রাবের আধিক্য লক্ষিত হইলে, ইহা সেবনে সমধিক উপকার হয়।

মহাবঙ্গেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমবাতে—দৌর্ব্বল্য-চিকিৎসা।

মকরধ্বজরস। প্রমেহাশ্রিত আমবাতে শরীরের অত্যন্ত কৃশতা, বল-হানি ও ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, বাতশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে এই ঔষধ ছাগদুগ্ধসহ দিনে একবারমাত্র সেবন করিতে দিবে। আমবাতের পুরাতন অবস্থায় বেদনা ও জ্বর হ্রাস হইলে, ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

প্রমেহাশ্রিত আমবাতের প্রথম অবস্থায় জ্বর এবং প্রমেহ জনিত জ্বালা ও পূয ক্ষরণ প্রভৃতি উপসর্গ হ্রাস হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মকরধ্বজ রস। রসসিন্দূর, স্বর্ণ, লৌহ, লবঙ্গ, কর্পূর, জাতীফল ও কস্তূরী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

মকরধ্বজ বটিকা। প্রমেহাশ্রিত আমবাত বা সন্ধিগত আমবাতের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীরের কৃশতা, বলহানি, ক্ষুধামান্দ্য ও অল্পজ্বর প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, বাতশ্লেষ্মাধিক বা শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তিকে এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। নূতন অবস্থায় জ্বর হ্রাস হইলে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মকরধ্বজ বটিকা। প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রাশঘৃত। প্রমেহাশ্রিত আমবাত বা সন্ধিগত বাত অত্যন্ত প্রবল হইলে ও রোগীর শারীরিক বল একেবারে হ্রাস হইলে, তাহাঁকে এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। বাতের নূতন অবস্থায় বা পুরাতন অবস্থায় জ্বর ও বেদনা হ্রাস হইলে, ইহা সেবন করান যায়।

অমৃতপ্রাশঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—রোম, চর্ম্ম, শৃঙ্গ ও নখাদিবিহীন নপুংসকছাগমাংস ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বেড়েলামূল, গোধূম, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, কেশুর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, তালাঙ্কুর, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শূকশিম্বীবীজ, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, এলাইচ, তেজপাতা, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, রেণুক, সরলকাষ্ঠ, জৈত্রী, ছোট এলাইচ, উৎপল, অনন্তমূল, তেলাকুচারমূল, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও যজ্ঞডুমুর; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা লইয়া যথানিয়মে ঘৃতপাক শেষ করিবে। কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে কস্তূরী ২ তোলা ও কুঙ্কুম ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইবে ও শীতল হইলে ইক্ষুচিনি /১ সের মিশ্রিত করিবে। ইক্ষুচিনি প্রয়োজনমত অল্প পরিমাণে মিশাইবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

আমবাতে—পথ্য।

আমবাতের নূতনাবস্থায় জ্বর অথবা গাত্র-বেদনা অত্যন্ত প্রবল হইলে,

অন্নপথ্য বন্ধ করিয়া সাগু বা যবমণ্ড প্রভৃতি পথ্য দিবে। অন্নাহার বন্ধ করিয়া স্বেদপ্রয়োগ ও ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা জ্বর ও বেদনা হ্রাস হইলে, প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, কুলথকলায়, মসূর ও বুট প্রভৃতির যূষ, করলা, বেগুণ, শজিনা, পটোল ও মূলা প্রভৃতির তরকারী রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে। রাত্রিতে রুটী বা সুজি প্রভৃতি পথ্য দিবে ও তৎসঙ্গে উষ্ণজলপান, উষ্ণজলে-স্নান প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, গুড় ও মাষকলায় প্রভৃতি দ্রব্য, বিশেষতঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও শীতল দ্রব্য এই রোগে কখনও ব্যবস্থা করিবে না। গুরুতর ভোজন ও রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।

বাতরক্ত-চিকিৎসা।

বাতরক্তের পূর্ব্বলক্ষণ। বাতরক্ত উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শরীরে ঘর্ম্মোদ্গম অথবা ঘর্ম্মের একবারে অভাব, স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন প্রকাশ, স্পর্শশক্তির হ্রাস, সহসা কোনস্থান ক্ষত হইলে সেই ক্ষত স্থানে অত্যন্ত বেদনা, সন্ধিসমূহের শিথিলতা, আলস্য, শরীরের অবসন্নতা, ব্রণসমূহের উৎপত্তি এবং জানু (হাঁটু), জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, হস্ত, পদ ও সন্ধিস্থানে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, স্ফুরণ, বিদীর্ণবৎ বেদনা, ভারবোধ, স্পর্শশক্তি হ্রাস ও কণ্ডূ উৎপন্ন হয়। এই রোগ সন্ধিস্থানে পুনঃ পুনঃ বেদনার উৎপত্তি ও হ্রাস হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দেহের বিবর্ণতা ও স্থানে স্থানে চক্রাকৃতি চিহ্নসকল প্রকাশ পায়।

বাতিকবাতরক্তের লক্ষণ। বাতরক্তে বায়ুর প্রকোপ অধিক হইলে বেদনা, স্ফুরণ, ভঙ্গবৎকষ্ট, স্ফীত স্থানের রুক্ষতা, কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণতা ও বাতরক্তের অন্যান্য লক্ষণের কখনও বৃদ্ধি কখনও বা হ্রাস হইয়া থাকে। পরন্তু ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধি সকলের সঙ্কোচ, গাত্রবেদনা, অত্যন্ত যন্ত্রণা, গাত্রে শীত লাগাইতে অনিচ্ছা এবং শীতল দ্রব্য সেবন ও শীতক্রিয়া দ্বারা রোগবৃদ্ধি, শরীরের স্তব্ধতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির হ্রাস; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রক্তাধিক বাতরক্তের লক্ষণ। বাতরক্তে রক্তের প্রকোপ অধিক হইলে, শোথস্থান তাম্রবর্ণ, কণ্ডু হইতে ক্লেদ নির্গমন, সেই স্থানে অতিশয় দাহ, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা বা চিম্‌চিম্‌ বেদনা হয়, পরন্তু স্নিগ্ধ ও রুক্ষ ক্রিয়া দ্বারা পীড়ার শান্তি হয় না।

পৈত্তিক বাতরক্তের লক্ষণ। পৈত্তিক বাতরক্তে রোগীর দাহ, মোহ, ঘর্ম্মের অভাব, মূর্চ্ছা, মত্ততা এবং তৃষ্ণা হয়, পরন্তু শোথস্থানের স্পর্শাসহত্ব, দাহ, রক্তিমা, স্ফীতভাব ও পক্বতা অনুমিত এবং শোথস্থান অতিশয় তাপবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক বাতরক্তের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক বাতরক্তে শরীরের স্তিমিততা, ভারবোধ স্পর্শশক্তির অল্পতা, চাক্‌চিক্যতা, শৈত্যতা, কণ্ডুতা ও অল্প অল্প বেদনা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দ্বন্দ্বজ বাতরক্তের লক্ষণ। বাতিক ও পৈত্তিক বাতরক্তের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে বাতপৈত্তিক, পৈত্তিক এবং শ্লৈষ্মিক বাতরক্তের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং বাতিক ও শ্লৈষ্মিক বাতরক্তের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে বাতশ্লৈষ্মিক বাতরক্ত কহে।

সান্নিপাতিক বাতরক্তের লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বাতরক্তের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক বাতরক্ত কহে।

বাতরক্ত-চিকিৎসা-বিধি।

বাতরক্তরোগে বায়ু ও রক্ত উভয়ই প্রকুপিত এবং দূষিত হইয়া থাকে। বাতব্যাধিরোগের ন্যায় ইহাতেও বায়ুর প্রকোপের আধিক্য দৃষ্ট হয়, এই জন্য ইহাকে রক্তবাত না বলিয়া বাতরক্ত বলা হয়। বাতব্যাধিতে রক্তগত বায়ুর প্রবলতা থাকে, কিন্তু বাতরোগে বায়ু ও রক্ত উভয়ই বিবিধ কারণে অতিশয় প্রকুপিত ও দূষিত হইয়া পদ আশ্রয়করত এই রোগ উৎপাদন করে। লবণ, অম্লদ্রব্য, কটু, ক্ষার, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও অপক্ব দ্রব্য এবং জলচর ও আনুপচর প্রাণীর বাসী বা পচা মাংস, তিলকল্ক, মূলা কুলথকলায়, মাষকলায়, শাক, মাংস, ইক্ষু, দধি, কাঁজি, শুক্র, তক্র ও সুরা প্রভৃতি দ্রব্য সেবনে প্রথমতঃ রক্ত

দূষিত হইয়া থাকে; অনন্তর নিয়ত হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি যানারোহণ, ভ্রমণ বা বিদাহজনক অন্ন ভোজন দ্বারা ভুক্তান্নের বিদাহ বশতঃ ঐ রক্ত আশু বিদগ্ধভাবাপন্ন হয়, তৎপর সেই বিদগ্ধ রক্ত কুপিত বায়ুদ্বারা পদদ্বয়ে নীত হয়; এইরূপে বাতরক্তরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগ প্রায়শঃ পাদদেশ আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। সুতরাং অন্যান্য অঙ্গে উহার বিশেষ কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু কোন কোন স্থলে হস্তের মূলদেশ আক্রমণ করিয়াও রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সর্পের বিষ যেরূপ উর্দ্ধগামী হইতে থাকে, এই রোগও সেইরূপ ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হইয়া সমস্ত হাত পায়ে বিস্তৃত হইয়া থাকে। পরন্তু এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য স্থান আক্রমণ করিতে দেখা যায়। এক দোষাশ্রিত বাতরক্তে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, দ্বিদোষাশ্রিত বাতরক্তে তদপেক্ষা অধিক দোষের প্রকোপ এবং সান্নিপাতিক বাতরক্তে দ্বন্দ্বজ অপেক্ষা আরও অধিক প্রকোপ দৃষ্ট হয়। রোগের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণদ্বারা বাতাদিদোষ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রক্তদুষ্টিবশতঃ বাতরক্তের চিকিৎসার সহিত কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার সাদৃশ্য আছে। বাতরক্ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ত্বক্ ও মাংসাশ্রিত বাতরক্তকে উত্তান বাতরক্ত এবং মেদ, অস্থি প্রভৃতি ধাতুগত বাতরক্তকে গম্ভীর বাতরক্ত কহে। উত্তান বাতরক্ত অপেক্ষা গম্ভীর বাতরক্ত কষ্টসাধ্য। উত্তান বা বাহ্য বাতরক্তে প্রলেপ ও তৈলাদি মর্দ্দন প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক, গম্ভীর বাতরক্তে বিরেচন ঔষধ ও ঘৃতপান ব্যবস্থা। বাহ্যিক লক্ষণদ্বারা উভয়বিধ বাতরক্তের প্রভেদ নিরূপণ করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। সাধারণতঃ বাতিক বাতরক্তে বাসাদিক্কাথে এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার হয়, অথবা গুড়ূচীকাথে কেবলমাত্র গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়াও রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে, কিম্বা অমৃতাদ্যগুগ্‌গুলু বা ত্রিফলাগুগ্‌গুলু এই সঙ্গে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে ঐ সমস্ত গুগ্‌গুলু এবং বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিতৈল বা মহাপিণ্ডতৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। পৈত্তিক বাতরক্তে পটোলাদিকাথ বা কাশ্মর্য্যাদিকাথ, রোগীকে সেবন করিতে দিবে অথবা অমৃতাদ্যগুগ্‌গুলু বা কৈশোরগুগ্‌গুলু সেবন করাইয়া দাস্ত পরিষ্কার হইলে

গুড়ুচ্যাদিলৌহ, যোগসারামৃত বা লাঙ্গলাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, দাস্ত পরিষ্কার আছে কিনা, সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে, কারণ দাস্ত পরিষ্কার না হইলে বাতরক্ত কোনও প্রকারে দূরীভূত হয় না। রোগ পুরাতন হইলে, অমৃতাদ্য ঘৃত বা পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করান আবশ্যক। রক্তপ্রধান বাতরক্তে পৈত্তিক বাতরক্তের ন্যায় পটোলাদিকাথ বা কাশ্মর্য্যাদিকাথ সেবন করিতে দিবে। দাহ ও বেদনা প্রবল থাকিলে যষ্টিমধু ও বেণারমূলের কাথের সহিত দুগ্ধ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা শোথস্থান সিক্ত করিবে এবং ঐ কাথ প্রয়োগের পূর্ব্বে যে স্থানে দাহ ও বেদনা থাকে, সেই স্থানের রক্তমোক্ষণ করিবে। অন্যান্য পিত্ত-নাশক দ্রব্যের প্রলেপ দ্বারাও ঐ দাহ নিবৃত্ত হইতে পারে। এই সকল ঔষধ প্রদান করিয়া রসাভ্রগুগ্‌গুলু, অমৃতাদ্যগুগ্‌গুলু, কৈশোরগুগ্‌গুলু, লাঙ্গলাদ্যলৌহ বা গুড়ূচ্যাদিলৌহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু ক্লেদ ও কণ্ডূয়ন লক্ষিত হইলে বা পিত্তের আধিক্য বশতঃ ঐ স্থান পাকিলে রসাভ্র-গুগ্‌গুলু ও তালভস্ম অতি উপকারী। বিশ্বেশ্বররস বা মহাতালেশ্বর সেবনেও উপকার হয়। রোগের পুরাতন অবস্থায় ক্লেদ নির্গমন ও কণ্ডূতা হ্রাস পাইলে, পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু বা অমৃতাদ্যঘৃত সেবন এবং রুদ্রতৈল বা মহারুদ্রতৈল মর্দ্দন দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। শ্লৈষ্মিক বাতরক্তে কটুকাদ্যযোগ বা অমৃতাদিকাথ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। দ্বাদশায়স, বিশ্বেশ্বররস বা বাতরক্তান্তক রস নূতন ও পুরাতন উভয়বিধ বাত-রক্তেই যথানুপানে সেবনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পুরাতন অবস্থায় বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিতৈল বা মহাপিণ্ডতৈল মর্দ্দনে অনেক উপকার পাওয়া যায়। বাতপৈত্তিক বাতরক্তেও গুড়ূচ্যাদিলৌহ, যোগসারামৃত, লাঙ্গলাদ্যলৌহ, অমৃতাদ্যগুগ্‌গুলু বা কৈশোরগুগ্‌গুলু এবং অমৃতাদ্যঘৃত বা পঞ্চতিক্তঘৃত সেবনের ব্যবস্থা করিবে। পিত্তশ্লৈষ্মিক বাতরক্তে, তালভস্ম, বিশ্বেশ্বররস, মহাতালেশ্বর, অমৃতাদ্যগুগ্‌গুলু বা কৈশোরগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে তৈল ও ঘৃত প্রয়োগদ্বারা অশেষ উপকার হয়। বাত-শ্লৈষ্মিক বাতরক্তে অমৃতাদ্যগুগ্‌গুলু বা কৈশোরগুগ্‌গুলু এবং বাতরক্তান্তক-রস বা দ্বাদশায়স প্রভৃতি ঔষধ এবং রোগ পুরাতন হইলে, মহাপিণ্ডতৈল,

বা বিষতিন্দুকতৈল প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে, পরন্তু পূর্ব্ববৎ রক্তমোক্ষণ ও শোথ স্থানে বিবিধ প্রলেপ যথারীতি প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক বাতরক্তে যে দোষের আধিক্য দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক ঔষধ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ও সহ্য হইলে প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে, পিত্তের আধিক্য থাকিলে রোগস্থানে প্রলেপ ও ক্বাথ পুনঃ পুনঃ প্রয়োজ্য। তালভস্ম, মহাতালেশ্বর, যোগসারামৃত, বাতরক্তান্তকরস, লাঙ্গলাদ্যলৌহ বা দ্বাদশায়স দোষের প্রবলতানুসারে সেবন করিতে দিবে। অমৃতাদ্যগুগ্‌গুলু, কৈশোর-গুগ্‌গুলু বা ত্রিফলাগুগ্‌গুলু প্রভৃতিও পূর্ব্ববৎ সেবন করান যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে রোগীকে পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু বা অমৃতাদ্যঘৃত সেবন ও গুড়ূচ্যাদিতৈল বা মহাপিণ্ডতৈল গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে। এইরূপ চিকিৎসাদ্বারা রোগ দূরীভূত হয়। রক্তপ্রকোপজনিত বাতরক্ত ও পৈত্তিক বাতরক্ত এতদূর প্রবল হয় যে, সেই স্থানের পক্বতা বা ক্লেদ নির্গমন কোন প্রকারেও নিবৃত্ত হয় না, ঋতুবিশেষে সামান্য হ্রাস হয় মাত্র, কিন্তু গ্রীষ্মাদি ঋতুতে আবার পূর্ব্ববৎ অবস্থা ধারণ করে। ঐসমস্ত বাতরক্তে রোগীর দীর্ঘকাল যথানিয়মে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক। এই রোগ অত্যন্ত কঠিন হইলে কুষ্ঠরোগীর ন্যায় নিয়ম পালন ও ঔষধ সেবন দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। বাতরক্তের প্রবল অবস্থায় অনেকস্থলে কুষ্ঠরোগের ন্যায় যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে; তখন বিশেষ বিবেচনার সহিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পৈত্তিক বাতরক্ত বা রক্তপ্রবল বাতরক্তের পরিণত অবস্থায় কুষ্ঠরোগ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে, কিন্তু বাতরক্তে বাতের আধিক্য এবং কুষ্ঠরোগে সমস্ত ধাতুর ক্রিয়াবৈষম্য সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়, পরন্তু তদ্দ্বারা উভয় রোগের ভেদ নিরূপণ করা যায়; তবে অনেকস্থলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধসমূহপ্রয়োগ করিলে বিশেষ কোনও বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। বাতরক্তের পরিণতাবস্থায় যে সকল গুগ্‌গুলু, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ বর্ণিত হইল, কুষ্ঠরোগেও সেই সকল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বাতরক্তরোগে-ঔষধ।

কটুকাদ্যযোগ। শ্লৈষ্মিক বাতরক্তের নূতনাবস্থায় শরীরে ভারবোধ,

স্পর্শশক্তির অভাব, রোগস্থানে কণ্ডু ও অল্প বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ গোমূত্রের সহিত রোগীকে পান করিতে দিবে।

কটুকাদ্যযোগ। কটুকী, পদ্মগুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

গন্ধকাদিলেপ। পৈত্তিক বাতরক্তে বা রক্তাধিক বাতরক্তে গাত্রস্ফুটন বা ক্লেদ নির্গত হইলে, ইহা উষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিতে দিবে।

গন্ধকাদিলেপ। গন্ধক, গোমূত্র, দুগ্ধ ও সৈন্ধবলবণ; একত্র মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে।

বচাদ্যলেপ। বাতশ্লেষ্মোল্বন বাতরক্তে শোথস্থানে বেদনা, ভারবোধ ও ঝিন্ ঝিন্ করা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ উষ্ণ করিয়া বেদনা স্থানে লাগাইবে।

বচাদ্যলেপ। বচ, গৃহধূম (ঝুল), কুড়, শুল্‌ফা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে পেষণ করিবে।

রাস্নাদিলেপ। বাতরক্তে শোথস্থানে দাহ, বেদনা ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর রোগস্থানে প্রদান করিবে।

রাস্নাদিলেপ। রাস্না, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, এই সকল সমভাগে লইয়া দুগ্ধে পেষণ করিয়া লইবে।

কাশ্মর্য্যাদিক্বাথ। পৈত্তিক বাতরক্তে, রোগস্থানে দাহ, ঘর্ম্ম এবং রোগীর মূর্চ্ছা, প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ক্বাথের সহিত ইক্ষুচিনি।০ আনা মিশ্রিত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে।

কাশ্মর্য্যাদিক্বাথ। গাম্ভারীফল, কিস্‌মিস্, সোঁদালেরআঠা, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু এবং ক্ষীরকাকোলী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮তোলা; এই ক্বাথ ছাকিয়া লইবে।

পটোলাদিক্বাথ। পৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা এবং পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ক্বাথ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে বিশেষ উপকার হয়।

পটোলাদিক্বাথ। পলুতা, কট্‌কী, শতমূলী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পদ্মগুলঞ্চ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

সিংহাস্যাদিক্বাথ। বাতিক বাতরক্তে রোগস্থানে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, ধমনী বা অঙ্গুলি সকলের সঙ্কোচভাব, কম্প, স্পর্শশক্তির অল্পতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথের সহিত এরণ্ডতৈল ॥০ তোলা, হিং ৵০ আনা ও সৈন্ধবলবণ ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

সিংহাস্যাদিক্বাথ। বাসক, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, পদ্মগুড়ূচী, এরণ্ডমূল ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

গুড়ূচীক্বাথ। বাতিক বাতরক্তের নূতনাবস্থায় শূল, স্ফুরণ, ভগ্নবৎ-পীড়া, কৃষ্ণাভা, ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতির সঙ্কোচ, কম্প ও স্পর্শশক্তির অভাব, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথে গব্য ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতরক্তে পিত্তের আধিক্য বশতঃ হস্তপদাদির জ্বালা, দাহ, ঘর্ম্ম, পিপাসা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, ইক্ষুচিনিসহ রোগীকে ইহা সেবন করাইবে। বাতরক্তে কফের আধিক্য বশতঃ শরীর ভারবোধ, স্পর্শশক্তির হ্রাস, রোগস্থানে অল্প বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ক্বাথ মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গুড়ূচীক্বাথ। কুট্টিত পদ্ম গুড়ূচী ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বাসাদিক্বাথ। বাতিক বা বাতপৈত্তিক বাতরক্তে বেদনা, ধমনী বা অঙ্গুলির সঙ্কোচ, কম্প, স্পর্শশক্তির অভাব, দাহ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বাসাদিক্বাথ। বাসক, এরণ্ডমূল, গোক্ষুর, পদ্মগুড়ূচী, বেড়েলারমূল ও কুলেখাড়ারমূল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বাসাদিক্বাথ (মতান্তরে)। বাতিক বাতরক্তে হস্তাদিস্থানে বেদনা, ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানের সঙ্কোচ, কম্প এবং স্পর্শশক্তির অভাব প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা বাতপিত্তাশ্রিত বাতরক্তে অঙ্গুলির সঙ্কোচভাব

স্পর্শশক্তির হ্রাস, কম্প, শীতক্রিয়ায় অনিচ্ছা, শরীরের স্তব্ধতা, দাহ, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা ও রোগস্থানের পক্কতা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ক্কাথে এরণ্ড-তৈল ॥০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বাসাদিক্কাথ (মতান্তরে)। বাসক, পদ্মগুড়ুচী ও সোঁদালের আঠা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাদিক্কাথ। শ্লৈষ্মিক বাতরক্তে স্পর্শশক্তির অল্পতা, রোগস্থানে কণ্ডূ, অল্প অল্প বেদনা এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক বাতরক্তে, দাহ, কণ্ডূ, পক্কতা, স্পর্শ-শক্তির হ্রাস, অল্প বেদনা ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অমৃতাদিক্কাথ। পদ্মগুলঞ্চ, শুঁঠ ও ধনে; এই তিনটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

নবকার্ষিকক্কাথ। বাতপৈত্তিক বাতরক্তে, স্পর্শশক্তির হ্রাস, দাহ, ঘর্ম্ম, ভঙ্গবৎ বেদনা, সন্ধি ও ধমনী প্রভৃতির সঙ্কোচ, রোগস্থানের পক্কতা, অঙ্গ বেদনা ও শীতে দ্বেষ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা একমাত্র পৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্ম, পিপাসা ও রোগ স্থানের পক্কতা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতরক্তে এই ক্কাথ অতি উপকারী।

নবকার্ষিকক্কাথ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কটকী, গুলঞ্চ ও দারুহরিদ্রা; এই নয়টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিবে ও ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সেবন করিতে দিবে।

নিম্বাদিচূর্ণ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও বাতশ্লৈষ্মিক বাতরক্তে শূল, ভঙ্গবৎ বেদনা এবং ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধি-সমূহের সঙ্কোচভাব, অঙ্গবেদনা, শরীরে ভার-বোধ, কণ্ডূ ও অল্প বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে পদ্মগুলঞ্চের ক্কাথসহ সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক বা পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্ম ও রুগ্নস্থানের পক্কতা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলেও ইহা সেবন করান যাইতে পারে, এই ঔষধ বাতরক্তের মধ্য বা পরিণতাবস্থায় ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কুষ্ঠ, দদ্রু প্রভৃতি রোগেও ইহা সমধিক উপকারী।

নিম্বাদিচূর্ণ। নিমছাল, পদ্মগুলঞ্চেরপালো, হরীতকী, আমলকী ও সোমরাজী ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং শুঁঠ. বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেমূল, পিপুল, যমানী, বচ, জীরা, কট্কী, খদিরকাষ্ঠ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুথা, দেবদারু ও কুড় ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা।

অমৃতাগুগ্ গুলু। বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তপ্রবল বাতরক্তে, দাহ, ঘর্ম্ম, রুগ্নস্থানের পক্বতা, কণ্ডূতা, স্পর্শশক্তির অভাব, ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতির সঙ্কোচ, গাত্রবেদনা, শীতে দ্বেষ ও শরীরের স্তব্ধতা প্রভৃতি লক্ষণের ২।১টী বা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলের সহিত প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। ইহা কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ ও দূষিত প্রমেহাদি রোগেও প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ বাতরক্তের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় প্রযোজ্য। অনুপান—উষ্ণজল।

অমৃতাগুগ্গুলু। কুট্টিত পদ্মগুড়্চী/৬ সের,উৎকৃষ্ট গুগ্গুলু এবং কুট্টিত হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পুনর্ণবা ; ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করতঃ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া ঐ ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে পাত্র অবতরণ করিয়া উষ্ণ থাকিতে, উহাতে দন্তীমূল, রক্তচিতা, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চের পালো, দারুচিনি ও বিড়ঙ্গ ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা ও তেউড়ীমূল চূর্ণ ২ তোলা প্রদান করিবে ও পুনঃপুনঃ দর্ব্বী দ্বারা আলোড়ন করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ॥০ তোলা।

কৈশোরগুগ্ গুলু। বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা রক্তপ্রবল বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্ম, রুগ্নস্থানের পক্বতা, কণ্ডূতা, রক্তাভা, স্ফীততা, স্পর্শ শক্তির হ্রাস, অঙ্গুলি সমূহের সঙ্কোচভাব, গাত্রবেদনা ও শীতে দ্বেষ প্রভৃতি লক্ষণ একত্র বা পৃথক্ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রথম, মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। কুষ্ঠরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কৈশোরগুগ্ গুলু। পোট্টলীবদ্ধ মহিষাক্ষগুগ্ গুলু /২ সের, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ; ইহাদের প্রত্যেকে /২ সের,পদ্মগুলঞ্চ /৪ সের, পাকার্থ জল ৯৬ সের,শেষ ৪৮ সের। এই ক্বাথ ছাকিয়া লইয়া তাহাতে পোট্টলীবদ্ধ গুগ্ গুলু গুলিয়া পুনর্ব্বার লৌহপাত্রে পাক করিবে, গাঢ় হইলে পাত্র অবতরণ করিবে এবং ক্বাথ শীতল হইলে উহাতে হরীতকী, আমলকী,

বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও বিড়ঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, তেউড়ীমূল ও দন্তীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, পদ্মগুড়ূচীর পালো ৮ তোলা প্রদান করিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ॥০ তোলা।

রসাভ্রগুগ্‌গুলু। পৈত্তিক বা রক্তপ্রবল বাতরক্তের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় অতিশয় দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, রুগ্নস্থানের পক্কতা, কণ্ডূতা ও ক্লেদ নির্গম বা গলিতপ্রায় অবস্থা হইলে অথবা ঐ স্থানের অসাড় ভাব, অঙ্গুলি সমূহের সঙ্কোচ ও বেদনা প্রভৃতি লক্ষণের ২।১টী বা সমস্ত লক্ষণ এক সময় প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে বা প্রাতে উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে। ইহা গলিত কুষ্ঠাদিরোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—গুলঞ্চের ক্বাথ।

রসাভ্র গুগ্‌গুলু। পদ্মগুলঞ্চ /২ সের, ময়লা রহিত উৎকৃষ্ট গুগ্‌গুলু /১ সের, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। এই ক্বাথে শোধিত পারদ ও গন্ধকের প্রত্যেকের ৪ তোলা দ্বারা কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলী ৮ তোলা এবং অভ্র ৮ তোলা প্রদান করিয়া পাক করিবে ও ঘন হইলে পাত্র অবতরণ করিয়া উহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দন্তীমূল, পদ্মগুলঞ্চের পালো, রাখাল-শশারমূল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর ও তেউড়ীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিঃক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা বা ১ তোলা।

ত্রিফলা গুগ্‌গুলু। বাতিক, বাতপৈত্তিক ও সান্নিপাতিক বাতরক্তে রুগ্নস্থানে শূল, ভগ্নবৎ পীড়া, কৃষ্ণাভা, অঙ্গুলিসমূহের সঙ্কোচভাব, অঙ্গবেদনা, দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা ও পকতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ গুলঞ্চের ক্বাথসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতিক ও বাতপৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায়ও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

ত্রিফলাগুগ্‌গুলু। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, আতইষ, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুথা, ফলসা, খদিরকাষ্ঠ, পিয়াশাল, ডহরকরঞ্জ, গুলঞ্চ, সোঁদালেরআঠা, চিরতা, নিমছাল, কটকী, ইন্দ্রযব ও পলতা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইবে এবং সর্ব্ব সমষ্টির আটগুণ জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে, অনন্তর চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ঐ ক্বাথের অর্দ্ধাংশ গুলঞ্চচূর্ণ উহাতে প্রদান করিয়া ১ রাত্রি রাখিবে, পরে ছাকিয়া শিলাজতু ও শোধিত গুগ্‌গুলু সমানাংশে উক্ত ক্বাথের ছয় ভাগের একভাগ লইয়া ঐ ক্বাথ দ্বারা ৭ দিন ভাবনা দিবে। অনন্তর উহার

সহিত শুক্ত /১ সের, স্বর্ণমাক্ষিক /৶০ পোয়া, মধু /৶০ পোয়া ও ঘৃত /৶০ অর্দ্ধপোয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—॥০ তোলা।

গুড়ূচ্যাদিলৌহ। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা রক্তপ্রবল বাতরক্তে অত্যন্ত দাহ, ঘর্ম্ম ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং হস্তপদাদি স্ফুটিতপ্রায়, অথচ কণ্ডু ও ক্লেদ নির্গত হইলে, এই ঔষধ ধনে ও পলুতার জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায়।

গুড়ূচ্যাদিলৌহ। প্রস্তুতবিধি ৪১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লাঙ্গল্যাদ্যলৌহ। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা রক্তপ্রধান বাতরক্তের প্রথম ও মধ্য অবস্থায়, দাহ, ঘর্ম্ম, পিপাসা, শূল, ভঙ্গবৎপীড়া, ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধি সমূহের সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, কম্প, কণ্ডূ ও ক্লেদ-নির্গম প্রভৃতি উপসর্গ সমূহের অধিকাংশ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা রক্তপ্রবল বাতরক্তরোগে সমধিক উপকারী। বাতরক্তে সর্ব্বশরীরে ক্ষত হইলে, ইহা প্রযোজ্য। অনুপান—গুলঞ্চের কাথ।

লাঙ্গলাদ্যলৌহ। ঈশ্‌লাঙ্গলারমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কিস্‌মিস্‌ ও শোধিত গুগ্‌গুলু; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ; সমস্ত একত্র করিয়া টাবালেবুর রস ও ত্রিফলার কাথদ্বারা যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

যোগসারামৃত। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা সান্নিপাতিক বাতরক্তের নূতন ও মধ্যাবস্থায় রুগ্নস্থানে দাহ, ঘর্ম্ম, কণ্ডূ, শোথ, স্পর্শাসহত্ব, ধমনী ও অঙ্গুলি সমূহের সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, শূল, শীতে দ্বেষ, শরীরের স্তব্ধতা, কম্প, স্পর্শশক্তির অভাব, রুগ্নস্থানের অপেক্ষাকৃত শীতলতা, শোথ ও শরীর ভার-বোধ প্রভৃতি লক্ষণের যুগপৎ সমস্ত বা ২।৩টী প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

যোগসারামৃত। শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বিস্তারকবীজ ভূম্যামলকী, পুনর্নবা, গুলঞ্চের-পালো, পিপ্পলী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮০ তোলা এবং ঐ সকল চূর্ণের অর্দ্ধাংশ ইক্ষুচিনি একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে দৃঢ়পাত্রে ঔষধ রাখিয়া তাহাতে

মধু /৮সের ও গব্যঘৃত /৪সের প্রদান করিয়া দণ্ডদ্বারা আলোড়ন করিবে, পরে দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপাতা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা— ।০ আনা হইতে ॥০ তোলা।

বিশ্বেশ্বররস। শ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বা রক্তপ্রধান বাতরক্তে শরীরের গুরুতা, রুগ্নস্থানের ফুলা, কণ্ডূ, অল্প বেদনা, স্পর্শশক্তির হ্রাস, প্রবল দাহ, ঘর্ম্ম, চিম্‌চিম্ বেদনা, রুগ্নস্থান হইতে ক্লেদ নির্গমন, ইত্যাদি লক্ষণের ২।৩টি বা সমস্ত যুগপৎ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ অতি উপকারী। অনুপান— গুলঞ্চের কাথ।

বিশ্বেশ্বর রস। শোধিত পারদ ১০ ভাগ ও শোধিত গন্ধক ১০ ভাগ একত্র কজ্জলী করিবে, পরে বিষ ৫ ভাগ, তুতেভস্ম ১০ ভাগ, পলাশবীজ ৫ ভাগ এবং কণ্টকারী, করবীর, ধুতুরা, হাড়যোড়ালতা, নীলগাছ, জটামাংসী, দারুচিনি, শোধিত কুচিলা ও শোধিত ভেলা ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ ভাগ লইয়া সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২রতি বা ৩ রতি।

বাতরক্তান্তকরস। শ্লৈষ্মিক বাতরক্তের নূতন ও মধ্যাবস্থায় শরীরে ভারবোধ, স্পর্শশক্তির অল্পতা, রুগ্নস্থানের অপেক্ষাকৃত শীতলতা, অল্প বা অধিক বেদনা এবং বাতশ্লৈষ্মিক বাতরক্তে ফুলাস্থানের রুক্ষতা, ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধিস্থান সকলের সঙ্কোচ, গাত্রবেদনা, অতিশয় যন্ত্রণা, শীতে অনিচ্ছা বা ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ নিমপাতা, নিমপুষ্প ও নিমছালচূর্ণ সমভাগে মিলিত অর্দ্ধ তোলা ও ঘৃতসহ, রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে বাতরক্তের যাবতীয় উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া থাকে। হস্ত ও পদাদি গলিতপ্রায় হইলেও, এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়।

বাতরক্তান্তকরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, শোধিত গুগ্‌গুলু, বিড়ঙ্গশাস, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোমরাজী, পুনর্ণবা, দেবদারু, রক্তচিতা, দারুহরিদ্রা ও শোধিত শ্বেত অপরাজিতারমূল ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার মিলিত কাথ এবং ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা যথাক্রমে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

তালভস্ম। রক্তপ্রবল বাতরক্তে হস্ত পদ বা অঙ্গুলি গলিতপ্রায় হইলে অথবা ক্ষত, কণ্ডূ, ক্লেদ নির্গমন, অতিশয় দাহ, চিম্‌চিম্ বেদনা এবং

পিত্তশ্লৈষ্মিক বাতরক্তে পিপাসা, ঘর্ম্ম, কণ্ডূ, অল্প বেদনা ও শরীরের গুরুতা; প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা গলিতকুষ্ঠ, বিস্ফোটক, চর্ম্মদল প্রভৃতি রোগেও অতি উপকারী। সান্নিপাতিক বাতরক্তেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—নিমপাতা, পুষ্প ও ছাল চূর্ণ এবং গব্য ঘৃত।

তালভস্ম। শোধিত বংশপত্র হরিতাল ৬৪ তোলা ও বিষ ২তোলা, এই উভয় দ্রব্যকে শ্বেত আঁকড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া একটী পিণ্ডাকার করিবে, পরে একটি হাঁড়ির নিম্নে পলাশের ক্ষার ১৬ তোলা রাখিয়া তাহার উপর ঐ গোলক স্থাপন পূর্ব্বক ২৪ তোলা আপাংক্ষার উহার উপর প্রদান করিবে, পরে স্থালীর মুখে শরা স্থাপন পূর্ব্বক সন্ধিস্থল উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া লেপন করিবে, অনন্তর পাত্র চুল্লীর উপর রাখিয়া অহোরাত্র অগ্নিতে পাক করিবে, এইরূপে ঐ হরিতাল ভস্মীভূত হইয়া কর্পূরের ন্যায় দৃষ্ট হইবে। মাত্রা—২ রতি।

মহাতালেশ্বররস। রক্তপ্রধান বাতরক্তে, কণ্ডূ, হস্ত, পদ, অঙ্গুলি হইতে ক্লেদ নির্গম, অতিশয় দাহ ও চিম্‌চিম্ বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক বাতরক্তে পিপাসা, ঘর্ম্ম ও অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ নিমপাতা, নিমছাল, নিমপুষ্প ও গব্য ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গলিত কুষ্ঠ, বিস্ফোট, চর্ম্মদল ও শূল প্রভৃতি রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সান্নিপাতিক বাতরক্তেও ইহা প্রয়োগে উপকার হয়।

মহাতালেশ্বর রস। পূর্ব্বোক্ত তালভস্মের নিয়মানুসারে ভস্ম হরিতাল এবং গন্ধক সমভাগে গ্রহণ করিয়া উভয়ের সমান অমৃতীকরণ নিয়মানুসারে তাম্রভস্ম গ্রহণ করিবে এবং ঐ তিনটী দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি।

দ্বাদশায়স। শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক বাতরক্তে গুরুতা, স্পর্শশক্তির অল্পতা, কণ্ডূতা, অল্প বেদনা ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধিসমূহের সঙ্কোচ, দাহ, পিপাসা ও মোহ প্রভৃতি লক্ষণের ২।৩টী বা সমুদয় লক্ষণ একত্র মিলিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক বাতরক্তের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ অতি উপকারী। সান্নিপাতিক বাতরক্ত, গলিত-কুষ্ঠ, আমবাত ও জলোদর প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—গুলঞ্চের কাথ বা নিমের কাথ।

দ্বাদশায়স। স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, লৌহ, রসসিন্দূর, বঙ্গ, শুক্তিভস্ম, তামা, অভ্র, সমুদ্র-ফেণ, কুঙ্কুম, স্বর্ণ, সীসা, রক্তচিতা হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শজিনাবীজ, বনযমানী, যমানী, রসুন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, এই সমস্ত চূর্ণ একত্র আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

গুড়ূচীঘৃত। বাতিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, হস্তপদাদির সঙ্কোচ, অঙ্গে বেদনা ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে ও বাতপিত্তাশ্রিত বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায়, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

গুড়ূচীঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—কুট্টিত পদ্ম-গুলঞ্চ /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোদুগ্ধ ৪ সের। কল্কদ্রব্য—পদ্মগুড়ূচী /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৷৹ তোলা।

অমৃতাদ্যঘৃত। পৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় রোগীর দাহ, মোহ, পিপাসা, রুগ্নস্থানের রক্তাভা ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং বাতপৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, রুগ্নস্থানের কৃষ্ণাভা, রুক্ষতা ও বেদনা, ধমনী ও অঙ্গুলি সমূহের স্ফুরণ ভাব প্রভৃতি উপসর্গ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অথবা সান্নিপাতিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায়, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। বাতরক্তের সহিত অন্যান্য উপদ্রব অর্থাৎ প্রমেহ ও জীর্ণজ্বর, প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঘৃত সেবন করান্ যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগে ও আম-বাতে বায়ুর প্রবলতা থাকিলে এবং মূত্রকৃচ্ছ্রাদিরোগে এই ঘৃত প্রয়োগ কর যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

অমৃতাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। আমলকীর রস /৪ সের। জল ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পদ্মগুড়ূচী, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বাসক, সোন্দাল, শ্বেতপুনর্ণবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কট্‌কী, শতমূলী, পিপুল, গাম্ভারীফল, রাস্না, কুলেখাড়া, এরণ্ডমূল, বিস্তারকবীজ, মুথা ও নীলসুন্দি; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—৷৷৹ তোলা।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু। পৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় দাহ, ঘর্ম্ম, রুগ্নস্থানের রক্তাভা এবং বাতপৈত্তিক বাতরক্তে রুগ্নস্থানে ভগ্নবৎ পীড়া, কৃষ্ণবর্ণাভা, ধমনী ও অঙ্গুলিসমূহের সঙ্কোচ, দাহ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও সান্নিপাতিক বাতরক্তে কণ্ডূ স্থান হইতে ক্লেদনির্গমন, রুগ্ন স্থানে দাহ, ঘর্ম্ম, বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাইবে।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—নিমছাল, পদ্মগুড়ূচী, বাসকছাল, পটোলপত্র ও কণ্টকারী; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা, উৎকৃষ্ট পরিষ্কৃত পোট্‌লীবদ্ধ গুগ্‌গুলু ৪০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের থাকিতে ছাকিয়া উষ্ণ থাকিতে পোট্‌লীবদ্ধ গুগ্‌গুলু ক্বাথের সহিত গুলিয়া লইবে এবং ঐ ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিবে। কল্কদ্রব্য—আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সাজিমাটী, শুঁঠ, হরিদ্রা, শুল্‌ফা, চই, কুড়, লতাফট্‌কী, মরিচ, ইন্দ্রযব, জীরা, রক্তচিতা, কট্‌কী, রক্তচন্দন, বচ, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইষ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও বনযমানী, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা; যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

মহাতিক্তকঘৃত। পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় শরীরের কৃশতা, বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থানের সঙ্কোচ এবং প্রমেহ ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, কৃশ ও দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে এই ঔষধ অতি উপকারী। বিসর্প, অম্লপিত্ত, পাণ্ডুরোগ, বিস্ফোট প্রভৃতি রোগেও এই ঘৃত সেবনে অবস্থা বিশেষে বিলক্ষণ উপকার হয়।

মহাতিক্তকঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ূচীতৈল। বাতিক বা বাতপৈত্তিক বাতরক্তরোগের পুরাতন অবস্থায় রুগ্নস্থানের রুক্ষতা, কৃষ্ণাভা, দাহ, ঘর্ম্ম, ধমনী ও অঙ্গুলিসমূহের সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। রাত্রিতে নিদ্রাহ্রাস হইলে, এই তৈল রোগীর মাথায় যথারীতি মর্দ্দন করাইবে।

গুড়ূচীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ গুড়ূচীতৈল। বাতিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর আধিক্য বশতঃ রুগ্নস্থানের কৃষ্ণাভা, দাহ, ঘর্ম্ম, ধমনী ও অঙ্গুলির সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, কম্প, কোষ্ঠবদ্ধতা ও নিদ্রার অল্পতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ও মস্তকে মালিশ করিতে দিবে। পিত্তের আধিক্য বশতঃ দাহ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম প্রভৃতি প্রবল হইলে, এই তৈল মর্দ্দনে সমধিক উপকার হয়।

বৃহৎ গুড়ূচীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রুদ্রতৈল। রক্তপ্রধান বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় হস্ত, পদ ও অঙ্গুলি গলিতপ্রায় ও তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে এবং পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্ম, অঙ্গুলি ও সন্ধিস্থানের সঙ্কোচ, রোগস্থানে বেদনা, কৃষ্ণাভা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল যথানিয়মে মর্দ্দন করিতে দিবে। কুষ্ঠরোগেও ইহা প্রয়োগে উপকার হয়।

রুদ্রতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—পদ্মগুড়ূচী /৪ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। গোদুগ্ধ /৪ সের। বাসকপাতার রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—পুনর্ণবা, কাঁচা হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুণ, বৃহতী, দারুচিনি, কণ্টকারী, করঞ্জ, নিসিন্দা, বাসকছাল, আপাঙ্, পলতাপাতা, ধুতূরা, দাড়িমখোসা, জয়ন্তীমূল ও দন্তী ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা। গন্ধদ্রব্য—কৃষ্ণাগুরু, শটী, কাকলা, রক্তচন্দন, গেঠেলা, নখী, খট্টাশী, নাগেশ্বর, কুড়, বচ, কুন্দুরুখোটী, শৈলজ, বালা, যষ্টিমধু, জটামাংসী, শিলারস, রেণুকা, এলাইচ, সরলকাষ্ঠ ও লালুকা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

মহারুদ্রতৈল। পৈত্তিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় দাহ, ঘর্ম্ম প্রভৃতি এবং বাতপৈত্তিক বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্ম, রোগস্থানে বেদনা, কৃষ্ণাভা, অঙ্গুলি ও সন্ধিসমূহের সঙ্কোচ এবং অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাইলে ও রক্তপ্রধান বাতরক্তে হস্ত, পদ বা অঙ্গুলিস্থান স্ফুটিত হইয়া ক্লেদ নির্গত হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করিবে। কুষ্ঠরোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বাত-শ্লৈষ্মিক বাতরক্তের পুরাতন অবস্থায় ইহা অতি উপকারী।

মহারুদ্রতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। বাসকপত্ররস /৪ সের। ক্বাথ্যদ্রব্য—পদ্মগুড়ূচী /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পুনর্ণবা, হরিদ্রা,

নিমছাল, বেগুণ, দাড়িমেরখোসা, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটারমূল, বাসকছাল, নিসিন্দা, পলূতা, ধুতুরা, আপাঙ্ মূল, জয়ন্তী, দন্তী, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২৪ তোলা ; পাকার্থ জল /৪ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

মহাপিণ্ডতৈল। বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক বাতরক্তের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ ধমনী ও অঙ্গুলি প্রভৃতির সঙ্কোচ, অঙ্গবেদনা, স্পর্শশক্তির অভাব, ভারবোধ, দাহ, ঘর্ম্ম ও কণ্ডূতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল অতি উপকারী। বাতরক্তের প্রবল অবস্থায় গ্রন্থি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই তৈল প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়, এতদ্ভিন্ন গ্রন্থিবাত, আমবাত ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগেও এই তৈল প্রয়োগ করা যায়।

মহাপিণ্ডতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—পদ্মগুড়ুচী ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সোমরাজী /১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গন্ধভাদুলে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শিলারস, ধুনা, নিসিন্দা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, সিদ্ধিপাতা, বৃহতী, দন্তীমূল, কাকলা, পুনর্ণবা, রক্তচিতা, পিপুলমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, খট্টাসী, করঞ্জ, রাইসরিষা, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দেবীজ, বাসকছাল, নিমছাল, পলূতা, শূকশিম্বীবীজ, অশ্বগন্ধা ও সরলকাষ্ঠ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বিষতিন্দুকতৈল। বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিক বাতরক্তের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ ত্বকের ভিন্নবর্ণতা, স্পর্শশক্তির অভাব, ধমনী ও অঙ্গুলির সঙ্কোচ, হস্তপদাদি ও অঙ্গুলি হইতে ক্লেদ নির্গম ও তৎসঙ্গে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল অতি উপকারী। বায়ুর প্রকোপবশতঃ শরীরের স্পর্শশক্তির একবারে লোপ হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কুষ্ঠরোগেও ইহা প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়।

বিষতিন্দুকতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—কুচিলাবীজ /৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের। শজিনা মূলের ছাল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। পালিধা মাদাঁর মূল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কৃষ্ণধুতুরা /২

সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। বরুণছাল /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। রক্ত-চিতার পাতা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। নিসিন্দাপাতার রস ৪ সের। সীজপত্রের রস /৪ সের। অশ্বগন্ধার ক্বাথ /৪ সের। জয়ন্তীপত্রের রস /৪ সের। কল্কদ্রব্য—রসুন, সরল-কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কুড়, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, রক্তচিতা, হরিদ্রা ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

শারিবাদ্যতৈল। রক্তপ্রধান বাতরক্তে হস্তপদাদি গলিতপ্রায় এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি ও ঐ সকল স্থান হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে এবং পৈত্তিক বাতরক্তে প্রবল অঙ্গদাহ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। ইহা গলিতকুষ্ঠ ও চর্ম্মদল, প্রভৃতি রোগেও অতি উপকারী।

শারিবাদ্যতৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোদুগ্ধ /৪ সের। কামরাঙ্গার রস /৪ সের। ক্বাথ্যদ্রব্য—অনন্তমূল, নিমছাল, কুমড়া, পুঁইশাক, বিড়ঙ্গ, মাষাণী ও গুলঞ্চ; এই সকলদ্রব্য মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, শুল্‌ফা, দুদ্‌লে, মঞ্জিষ্ঠা, মোম, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, ধূনা, সৈন্ধবলবণ ও রক্তচন্দন; এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বাতরক্তে—জ্বর-চিকিৎসা।

বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিক্বাথ। বাতিক, পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক বাতরক্তে কোষ্ঠবদ্ধতা, দাহ, ঘর্ম্ম, পিপাসা, হস্তপদাদির সঙ্কোচ এবং অন্যান্য উপসর্গ দৃষ্ট হইলে ও তৎসঙ্গে অল্প জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, জ্বরের সহিত কাস ও শ্বাস থাকিলে, ঐ ক্বাথে পিপুলচূর্ণ ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে।

বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ঘনচন্দনাদিক্বাথ। পৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক বাতরক্তে দাহ, ঘর্ম্ম ও পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ এবং তৎসঙ্গে অল্প জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ঘনচন্দনাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতরক্তে-গাত্রবেদনা-চিকিৎসা।

বাতগজাঙ্কুশ। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক বাতরক্তের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে গাত্রবেদনার আধিক্য থাকিলে, এই ঔষধ প্রত্যহ নিসিন্দাপাতার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

বাতগজাঙ্কুশ। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রাস্নাসপ্তক। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক বাতরক্তের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা ও গাত্রবেদনা সমধিক লক্ষিত হইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

রাস্নাসপ্তক। প্রস্তুতবিধি ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতরক্তে—পথ্য।

বাতরক্তরোগের নূতন ও পুরাতন উভয় অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধি কারক অথচ মৃদুপাক দ্রব্য রোগীকে সেবন করিতে দিবে, গুরুপাক দ্রব্য সেবন একেবারে নিষিদ্ধ। পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, ছোলা, মুগ ও অড়হর প্রভৃতির যূষ, বেতোশাক, করলা, উচ্ছে, নটেশাক, বেতের ডগা, গন্ধভাদুলেশাক, পলতা, পটোল ও পাকা কুমড়া প্রভৃতির ব্যঞ্জন, কাশীরচিনি, ঘৃত, ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য এই রোগে হিতকর। জ্বর ও গাত্রবেদনা প্রবল থাকিলে, অন্নাহার বন্ধ করিয়া লঘুপথ্য প্রদান করা আবশ্যক। বাতরক্তরোগে দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, অগ্নির উত্তাপ, স্ত্রীসহবাস, মাষকলাই, মটর, কুলথ-কলায়, জলজ প্রাণীর মাংস, মৎস্য, দধি, ইক্ষু, মূলা, অম্লদ্রব্য, শাক এবং শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক অন্যান্য সমস্ত দ্রব্য অপথ্য।

উরুস্তম্ভরোগ-চিকিৎসা।

উরুস্তম্ভরোগের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ। উষ্ণ, শীতল, কঠিন, তরল, লঘু, গুরু, স্নিগ্ধ এবং রুক্ষদ্রব্য সেবন, ভুক্তদ্রব্যের অনেকাংশ জীর্ণ ও কিয়দংশ

অজীর্ণাবস্থায় ভোজন, পরিশ্রম, শরীর-চালনা, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ; এই সকল কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া দুষ্ট মেদ ও দুষ্ট শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হয় এবং আমরস সংযুক্ত অতি সঞ্চিত পিত্তকে দূষিত করিয়া উরুকে আশ্রয় পূর্ব্বক স্তিমিত শ্লেষ্মা দ্বারা উরুর অস্থিসমূহ পূর্ণ করিয়া উহার স্তব্ধতা, গুরুতা, শীতলতা, চেতনালোপ, ও ঐ স্থানে অতিশয় বেদনা উৎপাদন করে, তখন রোগীর উরুদেশ উত্তোলন ও গমনাগমন করিবার ক্ষমতা থাকে না; বিশেষতঃ উরুদেশ অন্য ব্যক্তির বলিয়া মনে হয়।

উরুস্তম্ভরোগের লক্ষণ। এই রোগে অত্যন্ত চিন্তা, গাত্রবেদনা, তন্দ্রা, বমন, অরুচি, জ্বর, গাত্রের অবসন্নতা, স্পর্শজ্ঞান-শূন্যতা ও অতি কষ্টে পদ-সঞ্চালন; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

উরুস্তম্ভরোগের অরিষ্ট লক্ষণ। উরুস্তম্ভরোগে যদ্যপি রোগীর দাহ, গাত্রবেদনা ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে, তাহার জীবনের আশা থাকে না, কিন্তু যদি দাহ প্রভৃতি উপসর্গ না থাকে ও ঐ রোগ অল্পদিন জাত হয়, তাহা হইলে তাহার রোগ সাধ্য।

উরুস্তম্ভরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

শীতল দ্রব্যাদি ভোজন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, দিবানিদ্রা ও রাত্রি-জাগরণ ইত্যাদি কারণে বায়ু প্রথমতঃ প্রকুপিত হয়, অনন্তর অপক্করসাশ্রিত পিত্তকে দূষিত করিয়া উরুকে আশ্রয় পূর্ব্বক শ্লেষ্মা দ্বারা তাহার অস্থি পূর্ণ করে, এই জন্য উরুস্তম্ভরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উরুস্তম্ভরোগের অন্য নাম আঢ্য-বাত। এই রোগে উরুদেশে প্রবল বেদনা হইয়া থাকে, পরন্তু বেদনার সহিত ঐ স্থান উষ্ণ বোধ হয়। উরুদেশস্থিত দুষ্ট মেদ ও দুষ্ট শ্লেষ্মা আমরস-সংযুক্ত সঞ্চিত পিত্ত দ্বারা দূষিত হয়, এবং পিত্তের প্রকোপ বশতঃ ঐ স্থানে প্রদাহ উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থায় শীতল দ্রব্য সেবন ও শৈত্যক্রিয়া করিলে, ঐ স্থানের বেদনা বৃদ্ধি পায়; সময় সময় অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমাদি দ্বারাও বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরোগে উরুদেশস্থিত শিরাসমূহের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হওয়ায়, গমনাগমন শক্তির হ্রাস হয়, পরন্তু বেদনা বৃদ্ধি পাইলে

উরুদেশ ক্রমশঃ স্ফীত ও রক্তাভ হইতে থাকে, সুতরাং কিছুদিন পরে ঐ স্থানস্থিত রক্ত, পিত্তদ্বারা প্রকুপিত হইয়া একস্থানে আবদ্ধ হয় এবং ঐ স্থান কাহারও পাকিতে আরম্ভ হয়, কাহারও বা পূর্ব্ববৎ থাকে অথচ তৎসঙ্গে জ্বরাদি বৃদ্ধি পায়। রোগের প্রথমাবস্থায় যথাবিধি কোষ্ঠশুদ্ধি ও যথাবিধি আহারাদি দ্বারা ঐ রোগ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু রস ও রক্ত ঐ স্থানে আবদ্ধ হইলে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা দূরীভূত করাও অতীব কষ্টকর হয়। তবে অবস্থাভেদে বাহ্য প্রলেপ প্রয়োগ দ্বারা ঐ স্থানের বেদনা হ্রাস হইতে দেখা যায়; কিন্তু ঐ স্থান সমুন্নত ও প্রদাহযুক্ত হইলে, ঔষধ দ্বারা উহাকে পাকাইতে পারিলেই ভাল হয়, নচেৎ প্রলেপ ও স্বেদাদি দ্বারা ঐ বেদনা সাময়িক হ্রাস হইলেও পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং তখন রোগ আরও কষ্টকর হয়, ইহা দেখা গিয়াছে; ঐ অবস্থায় আশু উপকারের আশায় প্রলেপ ও স্বেদাদি প্রয়োগ করিলে, বেদনা ও ফুলা সাময়িক হ্রাস পায় বটে, কিন্তু কষ্ট সহ্য করিয়া প্রলেপ দ্বারা ঐ স্থান পাকাইতে পারিলেই ভাল হয়; ইহা যদিও প্রাচীন চিকিৎসানুমোদিত নহে, তথাপি পাশ্চাত্য চিকিৎসক দিগের অনেকেরই এই মত। উরুস্তম্ভরোগের প্রথমাবস্থায় উপবাস ও রুক্ষ-ক্রিয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু রুক্ষ ক্রিয়া দ্বারা বায়ু প্রকুপিত না হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগ প্রদান একান্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ শ্লেষ্মনাশক রুক্ষক্রিয়া করিবে, অনন্তর শ্লেষ্মা হ্রাস হইলে বায়ুনাশক ক্রিয়া করিবে। যে সমস্ত দ্রব্য শ্লেষ্মনাশক অথচ বায়ুর প্রকোপক নহে, সেই সমস্ত দ্রব্যই এই রোগে সুপথ্য। উরুস্তম্ভরোগে ভ্রমবশতঃ স্নেহ-প্রয়োগ বা ঐ স্থানের রক্ত-মোক্ষণ এবং বমন ও বিরেচক ঔষধ-প্রয়োগ কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কারণ ঐ সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা রোগ আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় ধুস্তূরমূল সৈন্ধবলবণসহ মর্দ্দন করিয়া ঐ স্থানে লাগাইলে বেদনা হ্রাস পাইতে থাকে অথবা ডহরকরঞ্জার ফল ও সর্ষপ সমভাগে লইয়া গোমূত্রসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা সর্ষপ ও উইমাটি ধুতুরাপাতার রসে পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া মধুসংযোগে প্রলেপ দিলেও অনেক উপকার হয়। অতিরিক্ত রুক্ষক্রিয়াবশতঃ বায়ু প্রকুপিত ও তজ্জন্য রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে বাতনাশক স্নিগ্ধ স্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং রোগীকে নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে অথবা নির্ম্মল ও শীতল জলযুক্ত

সরোবরে পুনঃপুনঃ সন্তরণ করিতে দিবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা কফ শুষ্ক হয় এবং উরুস্তম্ভ প্রশমিত হইয়া থাকে। যাহাতে শারীরিক বল ও অগ্নির ব্যাঘাত না হয়, এরূপভাবে রোগীকে স্বেদ-প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যে সমস্ত ক্বাথ শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক অথচ বায়ুর অনুলোমক, তাহাও এই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। বাহ্য ঔষধ প্রয়োগে অনেকস্থলে উপকার হইলেও রোগ সমূলে নষ্ট হওয়ার জন্য আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। রাস্নাদিক্বাথ বা অন্যান্য ক্বাথ রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিবে। বাহ্য প্রলেপাদি অথবা আভ্যন্তরিক ক্বাথাদি ঔষধ প্রয়োগেও যদি ঐ বেদনা নিবৃত্তি না হয়, তবে গুঞ্জাভদ্ররস বা যোগরাজগুগ্গুলু প্রভৃতি বিরেচক ও শ্লেষ্মনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগ পুরাতন হইলে অষ্টকট্বরতৈল, কুষ্ঠাদ্যতৈল বা মহাসৈন্ধবাদ্যতৈল প্রভৃতি মালিশের ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু ঐ স্থান পাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে, ব্রণশোথ চিকিৎসার নিয়মানুসারে পাকিবার ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে।

উরুস্তম্ভরোগে—ঔষধ।

জয়ন্ত্যাদিলেপ। উরুস্তম্ভরোগের প্রথমাবস্থায় বেদনা প্রবল এবং রোগীর গমনাগমনে কষ্ট হইলে, এই প্রলেপ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া তাহার উরুদেশে লাগাইবে।

জয়ন্ত্যাদিলেপ। জয়ন্তী, রাস্না, শজিনাছাল, বচ, কুড়চি ও নিমছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিবে।

ধুস্তুরাদিলেপ। উরুস্তম্ভরোগের প্রথমাবস্থায় বেদনা প্রবল এবং রোগীর গমনাগমনে কষ্টবোধ হইলে, এই প্রলেপ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া তাহার উরুদেশে লাগাইবে। ইহা অপক্বরস নাশক।

ধুস্তুরাদিলেপ। কৃষ্ণধুতুরামূল, ঢেড়ীফল, রসুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, জয়ন্তীপাতা, শজিনাছাল ও রাইসরিষা; এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

রাস্নাদি ক্বাথ। উরুস্তম্ভরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় উরুদেশে অত্যন্ত

বেদনা, আলস্য ও শরীরে ভারবোধ, প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা আমবাত ও তজ্জনিত বেদনানাশক, এবং অগ্নি প্রদীপক।

রাস্নাদি ক্বাথ। রাস্না, শ্যামালতা, হরীতকী, মরিচ, মৌরী, বেলশুঁঠ, অশ্বগন্ধা, দুরালভা, গুলঞ্চ, বনযমানী, শ্বেততুলসী, আতইষ, বিস্তারকবীজ, বৃহতী, কণ্টকারী, শুঁঠ, কটকী, যমানী, ঝিণ্টী, চই, ভেরেণ্ডারমূল, দারুহরিদ্রা, পীতশাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

মহারাস্নাদি ক্বাথ। উরুগ্রহরোগের মধ্যাবস্থায় উরুদেশে প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, গাত্রবেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ক্বাথ রোগীকে প্রাতে শুঁঠ চূর্ণসহ সেবন করিতে দিবে।

মহারাস্নাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৫৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলাদি অবলেহ। উরুস্তম্ভরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় উরুদেশে সমধিক বেদনা, শরীর ভার ও জ্বরবোধ, ক্ষুধামান্দ্য এবং অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ মধুর সহিত চাটিয়া খাইতে দিবে।

ত্রিফলাদি অবলেহ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পিপুল, মুথা, চই ও কট্‌কী, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—॥০ তোলা।

যোগরাজগুগ্‌গুলু। উরুস্তম্ভরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় উরুদেশে ও গাত্রে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও বায়ুর আধিক্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বেদনা ও আমরসের লাঘব হয়।

যোগরাজগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অমৃতাগুগ্‌গুলু। উরুস্তম্ভরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ুর আধিক্য, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং উরুদেশে অল্প বা অধিক বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অমৃতাগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুঞ্জাভদ্ররস। উরুস্তম্ভরোগ অতি প্রবল হইলে ও রোগীর গমনা-

গমনে শক্তি একেবারে লোপ হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশোধক ও জ্বরনাশক। অনুপান—হিং ও সৈন্ধবলবণ।

গুঞ্জাভদ্ররস। পারদ ১৷৷০ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, শ্বেতকুচেরবীজের শাস ৩ তোলা, এবং জয়ন্তীবীজ, নিমফল ও জৈপালবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের ৷৷০ তোলা একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক জয়ন্তী, গোড়ালেবু, ধুতূরা ও কাকমাচী; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ১ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ৪ রতি।

কুষ্ঠাদ্যতৈল। উরুস্তম্ভরোগ পুরাতন হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, ও উরুদেশে বেদনা থাকিলে, এই তৈল ২০।২৫ ফোঁটা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

কুষ্ঠাদ্য তৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—কুড়, নবনীতখোটী, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগেশ্বর, বনযমানী ও অশ্বগন্ধা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের, পাকার্থ-জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

মহাসৈন্ধবাদ্যতৈল। উরুস্তম্ভরোগ পুরাতন হইলে এবং উরুদেশে বেদনা, গমনাগমনে ক্লেশ, বায়ুর প্রবলতা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে, এই তৈল রোগীকে পান ও মর্দ্দন করিতে দিবে।

মহাসৈন্ধবাদ্য তৈল। কটুতৈল /৪ সের। কল্কদ্রব্য—সৈন্ধব, কুড়, শুঁঠ, বচ, বামনহাটী, যষ্টিমধু, শালপাণী, জাতীফল, দেবদারু, শুঁঠ, শঠী, ধনে, পিপুল, কট্‌ফল, কুড়, যমানী, আতইষ, ভেরেণ্ডার মূল, নীলীবৃক্ষ ও নীলপদ্ম, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। কাঁজি ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

উরুস্তম্ভরোগে-জ্বর-চিকিৎসা।

মৃত্যুঞ্জয় রস। উরুস্তম্ভরোগে জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে গাত্রবেদনা, শীত ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মৃত্যুঞ্জয় রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গুলেশ্বর রস। উরুস্তম্ভরোগের প্রবল অবস্থায় জ্বরের প্রবলতা এবং তৎসঙ্গে গাত্রকম্পন ও অত্যন্ত শীত প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গুলেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উরুস্তম্ভরোগে—গাত্রবেদনা-চিকিৎসা।

রামবাণরস। উরুস্তম্ভরোগে জ্বর ও উরুদেশে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গের সহিত রোগীর গাত্রবেদনা প্রবল থাকিলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। জ্বর ব্যতীত কেবল গাত্র-বেদনা থাকিলেও ইহাদ্বারা সমধিক উপকার হয়।

রামবাণরস। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতগজাঙ্কুশ। উরুস্তম্ভরোগে জ্বর ও উরুদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণের সহিত গাত্রবেদনা প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে নিসিন্দাপাতার রস ও মধু বা আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

বাতগজাঙ্কুশ। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উরুস্তম্ভরোগে—পথ্য।

উরুস্তম্ভরোগে জ্বর ও গাত্রবেদনা প্রবল হইলে, অন্নভোজন বন্ধ করিয়া কেবল মাত্র সাগু বা যবমণ্ড (বার্লি) পথ্য প্রদান করিবে। জ্বর না থাকিলে মধ্যাহ্নে অন্নাহার ও রাত্রিতে গমের রুটী বা সুজির রুটী অবস্থাভেদে প্রদান করিবে। সাধারণতঃ পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, কুলত্থকলায়ের যূষ, বুটের যূষ, শজিনা, করলা, পটোল, রশুন, শুষুনীশাক, কাকমাচী, বেতাগ্র, নিমপাতা, বেতোশাক, কচি বেগুণ প্রভৃতি দ্রব্য পথ্য ও গরমজল পান; এই রোগে হিতকর। মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, দধি, অম্লদ্রব্য ও গুরুপাক দ্রব্য; উরুস্তম্ভ রোগীর একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

শূলরোগ-চিকিৎসা।

বাতিক শূলের নিদানপূর্ব্বকলক্ষণ। ব্যায়াম, অশ্বাদি যানে গমন, অত্যন্ত মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, অধিক পরিমাণে শীতল জল পান, মটর, মুগ, অড়হর এবং কোদোধান্য ভক্ষণ, রুক্ষদ্রব্য ভোজন, আহার জীর্ণ না হইতে পুনরায় ভোজন, আঘাত, কষায় ও তিক্তরস বিশিষ্ট দ্রব্য আহার, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন এবং ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য এক সময়ে ভোজন, শুষ্ক মাংস ও শুষ্ক শাক ভোজন, মল, মূত্র, বায়ু, এবং শুক্রের বেগধারণ, শোক; উপবাস, অতিরিক্ত হাস্য ও অতিরিক্ত বাক্য উচ্চারণ (অধিক কথা বলা) ; এই সমস্ত কারণে বায়ু কুপিত হইয়া দুই পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ত্রিকস্থান এবং বস্তিদেশে শূল উৎপাদন করে। এই বাতাশ্রিতশূলরোগ, ভুক্ত আহার জীর্ণ হইলে, সন্ধ্যা-কালে, আকাশ মেঘাবৃত হইলে এবং বর্ষা ও শীত ঋতুতে সহসা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় অথবা মুহুর্ম্মুহুঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে মল ও অধোবায়ুর স্তম্ভন এবং সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। স্বেদক্রিয়া, তৈলাদি মর্দ্দন বা বেদনাস্থানে হস্তাদি মর্দ্দন এবং স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন দ্বারা বাতজনিত শূলের উপশম হইয়া থাকে।

পৈত্তিক শূলের নিদানপূর্ব্বকলক্ষণ। ক্ষার দ্রব্য বা অতি তীক্ষ্ণ, অতি উষ্ণ ও অতি বিদাহি দ্রব্য ভোজন, তৈলপান, শিম্বী, তিল, কুলথকলায়, কটু এবং অম্লরস বিশিষ্ট দ্রব্য সেবন, সৌবীর ও সুরাবহুল দ্রব্য ভক্ষণ, ক্রোধ, অগ্নির উত্তাপ, পরিশ্রম ও রৌদ্রসেবন, অতিরিক্ত মৈথুন এবং বিরুদ্ধ দ্রব্য আহার ; এই সকল কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া নাভিদেশে শূল উৎপাদন করে। এই শূলে রোগীর পিপাসা, মোহ, দাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও দাহবৎ পীড়া ; এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্দ্ধরাত্রে, ভুক্তান্নের পরিপাককালে ও শরৎ ঋতুতে, পৈত্তিক শূলের প্রকোপ বৃদ্ধি হয় এবং শীত-ঋতুতে, শৈত্য ক্রিয়াদ্বারা, স্বাদু ও শীতল দ্রব্য আহার দ্বারা পৈত্তিকশূলের উপশম হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক শূলের নিদানপূর্ব্বকলক্ষণ। জল বহুল দেশজাত বা জলজ প্রাণীর মাংস, তক্রকূর্চ্চিকা, দধি ও তক্র প্রভৃতি দ্রব্য, মাংস, ইক্ষুরস, পিষ্টক, খিচুড়ী, পোলাও প্রভৃতি এবং তিলতণ্ডুল ও অন্যান্য শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য সেবনে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া আমাশয়ে শ্লৈষ্মিক শূল উৎপাদন করে, এই শূলে বমনবেগ, কাস, দেহের অবসাদ, অরুচি, মুখাদি হইতে জলস্রাব, কোষ্ঠপ্রদেশের স্তব্ধতা ও মস্তকে ভার ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রাতঃকালে, শীত ও বসন্ত ঋতুতে শ্লৈষ্মিক শূল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

বাতপৈত্তিক শূলের লক্ষণ। পূর্ব্বোক্ত বাতিক ও পৈত্তিক শূলের নির্দ্দিষ্ট স্থানে যে শূল জন্মে, তাহাকে বাতপৈত্তিক শূল কহে। ইহাতে জ্বর ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

বাতশ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ। বস্তি, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ প্রভৃতিস্থানে যে শূল প্রকাশ পায়, তাহাকে বাতশ্লৈষ্মিক শূল কহে।

পিত্তশ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ। কুক্ষিদেশে, হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থলে যে শূল প্রকাশ পায়, তাহাকে পিত্তশ্লৈষ্মিক শূল কহে।

সান্নিপাতিকশূলের লক্ষণ। পূর্ব্বোক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ সমূহ মিলিত হইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক শূল কহে। এই শূল অতি কষ্ট দায়ক, বিষ ও বজ্রবৎ ভয়াবহ এবং অসাধ্য।

আমশূলের লক্ষণ। আমশূলে উদরে গুড়্‌গুড় শব্দ, বমনবেগ, বমন, দেহে ভারবোধ, শরীর আর্দ্র বস্ত্রাবৃতবৎ বোধ, উদরে বন্ধনবৎ কষ্ট অথবা মল ও মূত্রের অপ্রবৃত্তি, কফ স্রাব এবং পূর্ব্বোক্ত শ্লৈষ্মিক শূলের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পরিণামশূলের লক্ষণ। স্বীয়কারণে প্রকুপিত বায়ু, কফ ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে দূরীকরত পরিণামশূল উৎপাদন করে। ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক সময়ে পরিণামশূলের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বাতিক পরিণামশূলের লক্ষণ। পরিণামশূলরোগে বায়ু প্রকুপিত হইলে, উদরাধ্মান, উদরে গুড়্‌গুড়্ শব্দ, মল ও মূত্রের বদ্ধতা, চিত্তের

অস্থিরতা ও কম্প, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়; স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়াদ্বারা এই রোগের শান্তি হয়।

পৈত্তিক পরিণামশূলের লক্ষণ। কটু, অম্ল ও লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য সেবনে পৈত্তিক পরিণামশূল উৎপন্ন হয়। এই শূলে তৃষ্ণা, দাহ, চিত্তের অস্থিরতা ও ঘর্ম্ম; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। শীতক্রিয়াদ্বারা ও শীতল দ্রব্য সেবনে এই শূল প্রশমিত হয়।

শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলের লক্ষণ। পরিণামশূলে শ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে, বমনবেগ বা বমন ও মূর্চ্ছা প্রকাশ পায়। এই শূলে বেদনা অল্প হয়, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য সেবনে এই শূল প্রশমিত হয়।

দ্বিদোষজ পরিণামশূলের লক্ষণ। বাতিক ও পৈত্তিক পরিণাম শূলের লক্ষণ একসঙ্গে মিলিত হইলে, তাহাকে বাতপৈত্তিক পরিণাম শূল কহে। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে বাতশ্লৈষ্মিক পরিণামশূল কহে। পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলের লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে পিত্তশ্লৈষ্মিক পরিণামশূল কহে।

সান্নিপাতিক পরিণামশূলের লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই তিন প্রকার পরিণাম শূলের লক্ষণ একত্র মিলিত হইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক পরিণামশূল কহে। এই সান্নিপাতিক পরিণামশূলাক্রান্ত ব্যক্তির মাংস, বল ও অগ্নি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, রোগ অসাধ্য হয়।

অন্নদ্রবশূলের লক্ষণ। ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক সময়ে বা পরিপাক হইলে, যে শূল উপস্থিত হয় এবং যাহা পথ্য, অপথ্য, আহার, অনাহার বা কোনও প্রকার নিয়ম প্রতিপালনে প্রশমিত হয় না, তাহাকে অন্নদ্রবশূল কহে। এই শূলে বমনদ্বারা পিত্ত উদ্গীরণ হইলে বেদনা হ্রাস হয়।

শূলরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

কষ্টদায়ক স্ফোটনবৎ বেদনাবিশিষ্ট রোগকে শূলরোগ কহে। সাধারণতঃ চলিতভাষায় যাহাকে বেদনা বলা যায়, তাহাই শূলনামে অভিহিত।

শরীরের যে কোনও অঙ্গে তীব্রবেদনা প্রকাশ পাইলে, তাহাকেই শূল বলা যায়। যথা—শিরঃশূল, গাত্রশূল, পৃষ্ঠশূল, কটিশূল ইত্যাদি, কিন্তু শূলশব্দে সর্ব্বাঙ্গীণশূল প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহারা শূলরোগমধ্যে গণনীয় নহে, অন্যরোগের উপসর্গমাত্র। শিরঃশূলাদি শিরোরোগের উপসর্গ-মধ্যে গণ্য, হস্ত পদাদি প্রভৃতি স্থানে সময় সময় যে প্রবল বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা আমবাতাদি রোগের মধ্যে গণ্য, জানু, গ্রীবা ও হস্ত প্রভৃতি স্থানে যে বেদনা হয়, তাহা বাতরোগমধ্যে গণ্য এবং রস ও রক্তের বিকৃতিবশতঃ শরীরের স্থানে স্থানে স্ফোটকাদি উৎপন্ন হইলে যে বেদনা হয়, তাহা সেই সমস্ত রোগের উপসর্গমধ্যে গণ্য। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বাতাদি দোষ-ভেদে শূলরোগকে আটভাগে বিভক্ত এবং উহাদের উৎপত্তির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—বাতিক শূল, হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ত্রিক ও বস্তিস্থানে; পৈত্তিক শূল নাভিস্থলে, শ্লৈষ্মিক শূল আমাশয়ে; বাতপৈত্তিক শূল নাভিস্থল ও হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ত্রিক বা বস্তিদেশে, বাতশ্লৈষ্মিক শূল, বস্তি, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে, পিত্তশ্লৈষ্মিক শূল কুক্ষিস্থান ও হৃদয়ের মধ্যস্থানে, সান্নিপাতিক শূল ঐ সমস্ত স্থানে এবং আমশূল আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উল্লিখিত স্থানসমূহ দ্বারা কোন্‌শূলে কোন্ দোষের প্রকোপ, তাহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। 'শিরঃশূল, গ্রন্থি-শূল প্রভৃতি বেদনা ভিন্ন ভিন্ন রোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং ঐ সমস্ত রোগে দোষের প্রকোপবশতঃ শূল উপলব্ধি হইয়া থাকে। সমস্ত শূলরোগেই বাতরোগের ন্যায় বায়ুর কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে হইবে। যদিও শূলরোগ ও বাত-রোগের ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি স্থানভেদে উভয়ের চিকিৎসার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। অনেকস্থলে বেদনা বাতরোগ-জনিত কি শূলরোগজনিত, তাহা স্থির করা সুকঠিন, তথাপি উভয়ের ভেদ নিরূপণেরও কৌশল আছে। বাত ও শূল উভয় রোগেই হৃদয়, পৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা হয়, তবে বাতরোগে বেদনা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, পরন্তু ততদূর অসহ্য হয় না, কিন্তু শূলরোগে ঐ সকলস্থানে অসহ্য স্ফোটনবৎ বেদনা প্রতীয়মান হয় এবং ঐ বেদনা সময় সময় হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ বাতরোগের ও শূলরোগের বেদনার

লক্ষণদ্বারা সহজেই রোগ নির্ণয় করা যায়। শিরঃশূল, সময় সময় এতদূর প্রবল হয় যে, তাহাতে রোগীর অত্যন্ত যন্ত্রণা উপলব্ধি হয় এবং ঐ বেদনার সময় সময় হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; কিন্তু উহা শিরোরোগমধ্যে গণ্য। এতদ্ভিন্ন প্রমেহ মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও স্ত্রীলোকের বাধকরোগে বস্তিদেশে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হয়। অজীর্ণ, আমাশয় ও ক্রিমি প্রভৃতিরোগেও উদরে ও নাভিদেশে প্রবল বেদনা হয়, ঐ সমস্ত বেদনা ঐ সকল রোগের উপসর্গ ; মূলীভূত প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী বা অজীর্ণ প্রভৃতিরোগের প্রশমনের সহিত ঐবেদনাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া থাকে ; কিন্তু বাতিকশূল, পৈত্তিক-শূল ও শ্লৈষ্মিকশূল প্রভৃতি মূলরোগমধ্যে গণ্য ; পরন্তু ঐ সকল মূলরোগের আবার নানাবিধ উপসর্গও প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বাতিক শূল। বাতিক শূলে হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও ত্রিক প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পায়, বাতশ্লৈষ্মিক শূলেও বস্তি, হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা হয়, কিন্তু উভয় রোগের অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা ভেদ নিরূপণ করিবে। হৃদয়, পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বিবিধ রোগেই বেদনা প্রকাশ পায়। অম্লপিত্তরোগেও হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা উৎপন্ন হয় ; হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হয়। অম্লপিত্তজনিত শূলরোগের অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা মূলীভূত রোগ নিরূপণ করিয়া অম্লপিত্তরোগ নাশক ধাত্রীলৌহ, বিদ্যাধরাভ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিলে, ঐ শূল দূরীভূত হয় এবং হৃদ্রোগাধিকারোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ প্রদান করিলে হৃৎশূল দূরীভূত হয়। বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ পার্শ্বদ্বয়ে ও পৃষ্ঠে সময় সময় বেদনা উৎপন্ন হয় এবং উষ্ণ ও শ্লেষ্মনাশক স্বেদ ও কাথ প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে ঐ বেদনা দূরীভূত হয়। পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশজাত শূল অনেকস্থলে ফুস্‌ফুসে ও ফুস্‌ফুস্ আবরক ত্বকে সর্দ্দি সঞ্চিত হইলে বা যকৃতের পক্কতা বশতঃ উৎপন্ন হয় ; ঐ অবস্থায় জ্বর, কাস বা সর্দ্দি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ঐ শূলে ক্ষয় ও কাসচিকিৎসোক্ত বাসাবলেহ বা বৃহৎ বাসাবলেহ প্রয়োগ দ্বারা সমধিক উপকার পাওয়া যায়। ফুস্‌ফুসের রোগবশতঃ ঐরূপ শূল হইলে হৃদয়ে বলবতী বেদনা হয়। বস্তিদেশের শূল, প্রমেহ, অশ্মরী, ও মূত্রাঘাত প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐরূপ শূল, চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখরস সেবনে এবং বিষ্ণুতৈল বা মধ্যমনারায়ণতৈল প্রভৃতি মর্দ্দনেই

দূরীভূত হয়। বায়ুর প্রকোপ বশতঃ যে কোনও স্থানে শূল প্রকাশ পাইলে অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুর অনুলোমক হিঙ্গ্বাদ্যগুড়িকা, স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ, যোগরাজ-গুগ্গুলু ও বিবিধ ক্বাথ সেবন করিতে দিবে এবং শূলহরণযোগ ও চতুর্ম্মুখ বা চিন্তামণি রস প্রভৃতি ঔষধ অনুপান ভেদে প্রয়োগ করিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, মৃদুরেচক হরীতকীখণ্ড বা সুকুমার মোদক প্রদান করিবে। ফলত: যাহাতে প্রত্যহ ২।১ বার দাস্ত পরিষ্কার হয় ও অগ্নিবল বৃদ্ধি পায়, এরূপ লঘুপাক পথ্য প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। রোগ পুরাতন হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান থাকিলে, যোগরাজ গুগ্গুলু, নারিকেলখণ্ড, নারিকেলামৃত, চিন্তামণিরস বা খণ্ডামলকী প্রভৃতি ঔষধ বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ অনুসারে সেবন করিতে দিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায়, বিষ্ণুতৈল বা মধ্যমনারায়ণ তৈল মালিশ করিলে আরও উপকার হয়। প্রমেহ বা বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ বিদ্যমান থাকিলে ঐ সঙ্গে তাহার জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক।

পৈত্তিক শূল : পৈত্তিক শূল নাভিদেশে প্রকাশ পায়। বিবিধ কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া নাভিদেশে পৈত্তিক শূল উৎপাদন করে। ক্রিমিদোষে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, নাভিদেশে শূল উৎপন্ন হয়। অজীর্ণদোষে, আমবদ্ধ হইলে, নাভিদেশে বা অনেক সময় নাভিমূলে বেদনা প্রকাশ পায়। ক্রিমিদোষে বেদনা প্রবল হইলে, তজ্জন্য কোষ্ঠশুদ্ধিকারক হরীতকীখণ্ড এবং বিড়ঙ্গলৌহ সেবন করান কর্ত্তব্য। আমবদ্ধ হইয়া নাভিমূলে বেদনা জন্মিলে ভাস্কর লবণ, বৃহৎ অগ্নিমুখচূর্ণ, শূলহরণযোগ প্রভৃতি ঔষধ অনুপানবিশেষে সেবনে উপকার হয়, কিন্তু পৈত্তিক শূল প্রবল হইলে ও তাহার সহিত পিপাসা ও দাহ, বিদ্যমান থাকিলে, রোগের প্রথমাবস্থায় মধুসহ ত্রিফলাদি ক্বাথ বা গুড়, মধু ও চিনিসহযোগে শতাবর্য্যাদি ক্বাথ পান করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রাতে বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে। রোগের মধ্যাবস্থায় ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে), বিদ্যাধরাভ্র বা নারিকেলখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। রোগের পুরাতন অবস্থায় নারিকেলামৃত, বিদ্যাধরাভ্র, বৃহৎ শতাবরীমণ্ডুর, প্রভৃতি ঔষধ অতি উপকারী। রোগীর সর্ব্বাঙ্গে দাহ থাকিলে, গুড়ূচ্যাদিলৌহ

সেবন ও গাত্রে গুড়ূচ্যাদিতৈল মালিশের ব্যবস্থা করিলে, অসাধারণ উপকার হয়। আমদোষের প্রবলতা ও বমন বিদ্যমান থাকিলে ধাত্রীলৌহ, ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) বা সপ্তামৃতলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। এই অবস্থায় রোগীর কটু, অম্ল ও গুরুপাক দ্রব্য সেবন করা কর্ত্তব্য নহে।

শ্লৈষ্মিক শূল। শ্লৈষ্মিক শূল আমাশয়ে উত্থিত হইয়া থাকে। এই রোগে পাচক অগ্নির দুর্ব্বলতা, বমনবেগ, কাস, দেহের অবসাদ ও অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়। আহার করিবা মাত্র এই বেদনা বলবতী হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক শূলে আমাশয়স্থ আমের পাচনার্থ লঙ্ঘন এবং অগ্নিদীপক ঔষধ প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক। রোগের প্রথমাবস্থায় পঞ্চকোল চূর্ণের সহিত সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও হিং মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। রোগ পুরাতন অথবা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, বৃহৎ নৃপতিবল্লভ, শূলবজ্রিণীবটিকা বা শূলহরণযোগ প্রভৃতি ঔষধ অনু-পান-ভেদে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, এই সমস্ত ঔষধ সেবনে অগ্নি সবল হইলে ঐ বেদনা মন্দীভূত হয়। এই আমাশয়োত্থ বেদনার সহিত পিত্তশ্লৈষ্মিক বেদনার তুল্যতা আছে, যেহেতু পিত্তশ্লৈষ্মিক বেদনাও নাভি ও হৃদয়ের মধ্যবর্ত্তী আমাশয়ে উৎপন্ন হয়; কিন্তু পিত্তশ্লৈষ্মিকশূলে পিত্তজনিত বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিকশূলের প্রথমাবস্থায় অগ্নিদীপনার্থ মহাশঙ্খবটী, ভাস্করলবণ বা স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এইসকল ঔষধ প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না; পরন্তু অনেকস্থলে কেবলমাত্র ঐসকল ঔষধ সেবনেই ঐ শূল নষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। এই রোগে মস্তকে ভার ও দেহে গ্লানিবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রায়শঃ বিদ্যমান থাকে, সুতরাং রোগীকে উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল পান করিতে দিবে এবং রাত্রিতে লঘু আহারের ব্যবস্থা করিবে।

আমশূল। আমশূলরোগে শ্লৈষ্মিকশূলের ন্যায় বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পায়, বিশেষতঃ উদরে সময় সময় গুড়্‌গুড়্ শব্দ, বমনবেগ ও গাত্রে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত

শ্লৈষ্মিক শূলের ন্যায় অগ্নিদীপক চতুঃসমচূর্ণ, হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ বা শূলহরণযোগ প্রদান করিবে, রোগ পুরাতন অথবা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, শূলহরণযোগ, ভাস্করলবণ বা শূলবজ্রিণী বটিকা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। আমশূলে রোগীকে উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল শীতল করিয়া তাহা পান করিতে দিবে। আমের পরিপাকার্থ রাত্রিতে অন্নাহার বন্ধ করিয়া লঘুপাক পথ্য ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমশূলে বা শ্লৈষ্মিকশূলে বিরেচক ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, কেবলমাত্র বাতানুলোমক, অগ্নিদীপক ও কোষ্ঠশোধক ঔষধ সকল সেবন করিতে দিবে। শঙ্খবটী বা মহাশঙ্খবটী প্রভৃতি অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ এই রোগে অতি উপকারী।

বাতশ্লৈষ্মিক শূল। বাতশ্লৈষ্মিকশূল ও পূর্ব্বোক্ত বাতিকশূল প্রায়শঃ একই স্থানে প্রকাশ পায়। হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও বস্তি স্থানে উক্ত উভয় প্রকার শূলই প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু গাত্রে ভারবোধ, অবসন্নতা ও কাস প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক শূলের বিশিষ্ট লক্ষণদ্বারা উভয়ের ভেদ নিরূপণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, বিশেষতঃ এই শূল আমাশয় হইতে উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ পৃষ্ঠে, পার্শ্বে ও হৃদয়ে ধাবিত হয়, সুতরাং ঐ অবস্থায় রোগ নিরূপণ ও তদনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ কঠিন নহে। বাতশ্লৈষ্মিকশূলে হৃদয়, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বেদনা প্রকাশ পায় এবং রোগী হাটিতে বসিতে কষ্টবোধ করে, এই অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, অগ্নিদীপক ও বাতনাশক যোগরাজগুগ্গুলু বা রসোনপিণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইলে অনেকস্থলেই সমধিক উপকার পাওয়া যায়, বাতিকশূলেও উহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ বা হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধও এই অবস্থায় উপকারী; কিন্তু উহাদ্বারা স্থায়ী উপকার লাভ অসম্ভব। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররস এই অবস্থায় উৎকৃষ্ট ঔষধ, কিন্তু তৎসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত বাতনাশক ঔষধ প্রয়োগ করাও আবশ্যক। রোগ পুরাতন হইলে পূর্ব্বোক্ত বাতনাশক ঔষধ সেবন ও বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল পৃষ্ঠ, পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে মালিশ করা একান্ত আবশ্যক। এই রোগে রোগীর বেদনাস্থলে উষ্ণজলদ্বারা স্বেদপ্রদান ও উষ্ণজল শীতল করিয়া উহাদ্বারা তাহাকে স্নান করান কর্ত্তব্য। গাত্রে শীতল বাতাস যাহাতে লাগিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

কেবল বস্তিদেশে শূল প্রবল হইলে, উহা বায়ুর আধিক্য জন্য বুঝিতে হইবে; সুতরাং তজ্জন্য ত্রিফলালৌহ বা চিন্তামণিরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রয়োগ এবং বস্তিস্থানে বিষ্ণুতৈল বা সৈন্ধবাদ্য তৈল মালিশ করা যাইতে পারে।

পিত্তশ্লৈষ্মিকশূল। পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত শূল কুক্ষিদেশ, হৃদয় এবং নাভির মধ্যস্থলে প্রকাশ পায়; এই বেদনা নাভি হইতে উত্থিত হইয়া সমস্ত উদরে ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু হৃদয়ে উত্থিত হয় না; বিশেষতঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বেদনা প্রকাশ পায়, ততক্ষণই রোগী যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে ও বেদনা নিবৃত্তি হইলে আবার সুস্থ হয়। এই বেদনায় অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পায় এবং তিক্তরস সেবনদ্বারা আশু উপকার হইয়া থাকে, কিন্তু উহা ক্ষণিকমাত্র, স্থায়ী হয় না। এই রোগে বৃহৎ নৃপতিবল্লভ, শূলবজ্রিণী বটিকা বা বিদ্যাধরাভ্র প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় নৃপতিবল্লভ, শূলান্তকরস বা রাজবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে, অনেক উপকার হয়। জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা বা বমন থাকিলে, পটোলাদি ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে। রোগের মধ্যাবস্থায় জ্বর, দাহ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলেও ঐ ক্বাথ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, হরীতকীখণ্ড প্রত্যহ' প্রাতে উষ্ণদুগ্ধসহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু রোগ পুরাতন এবং রোগী কৃশ হইলে, তখন কেবলমাত্র ঐ সকল ঔষধের উপর নির্ভর করা উচিত নহে, চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধও অবস্থাভেদে এই সঙ্গে প্রয়োগ করা আবশ্যক। রোগের পুরাতন অবস্থায়, শতাবরীমণ্ডূর বা বৃহৎ শতাবরীমণ্ডুর অতি উপকারী। রোগীর বমন ও দাহ থাকিলে ধাত্রীলৌহ বা ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) ব্যবস্থা করিবে, উহা সেবনে বেদনা, বমন, ও দাহ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। এই অবস্থায় গাত্রে গুড়ূচীতৈল বা বৃহৎগুড়ুচীতৈল মালিশ করিলে আরও উপকার হয়। এই রোগে রোগীকে রাত্রিতে অতি লঘুপাক পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব।

বাতপৈত্তিকশূল। বাতপিত্তাশ্রিত শূল নাভি ও বস্তিদেশে প্রায়শঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং নাভি হইতে আরম্ভ হইয়া নিম্নদিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, দাহ ও জ্বর প্রভৃতি

লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। সময় সময় কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হয় এবং প্রস্রাব লাল বা হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগ উপস্থিত হইলে, রোগী বেদনার যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে। রোগের প্রথম অবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রত্যহ প্রাতে প্রয়োগ করা আবশ্যক। বায়ু ও পিত্ত শান্তির জন্য চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ত্রিফলালৌহ, সপ্তামৃতলৌহ বা শূলান্তকরস প্রভৃতি ঔষধ প্রথমাবস্থায় অতি উপকারী। এই সমস্ত ঔষধ প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করিলে, প্রায়শঃ অন্য কোন ঔষধের আবশ্যকতা হয় না, কিন্তু রোগের মধ্যাবস্থায় ঐ সমস্ত ঔষধ অপেক্ষা ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে),বিদ্যাধরাভ্র বা নারিকেলখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ ও তৎসঙ্গে চিন্তামণি, চতুর্ম্মুখরস বা যোগেন্দ্ররস প্রয়োগে অধিক উপকার হয়। কোষ্ঠ-শুদ্ধির জন্য হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে, নারিকেলামৃত, বৃহৎ শতাবরীমণ্ডুর বা বিদ্যাধরাভ্র ও বৃহৎ বাত-চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন ও শূলগজেন্দ্রতৈল, বিষ্ণুতৈল বা মহামাষতৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করিতে দিবে, ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। রোগ পুরাতন এবং রোগীর বয়স অধিক হইলে, এই শূল অত্যন্ত যন্ত্রণা-দায়ক হয়; সুতরাং তখন পুষ্টি ও বলকর পথ্য ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সান্নিপাতিকশূল। ত্রিদোষজনিত শূলরোগে পূর্ব্বোক্ত বাতিক,পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শূলের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শূলরোগে যে সমস্ত স্থানে বেদনা প্রকাশ পায়, সান্নিপাতিকশূল-রোগেও সেই সমস্ত স্থানে অর্থাৎ বস্তি, নাভি, হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষিদেশে বেদনা প্রকাশ পায়. সুতরাং সান্নিপাতিক শূল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এই রোগের প্রথম অবস্থায় যে দোষের প্রবলতা দেখিবে, সেই দোষ-নাশক ঔষধ প্রদান করিবে। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক। বায়ু বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে, যোগরাজগুগ্গুলু প্রভৃতি বিরেচক ও আগ্নেয় ঔষধ, বায়ু বা বাতপিত্তের প্রবলতা থাকিলে, হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ প্রভৃতি কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ এবং পিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, হরীতকীখণ্ড বা অবস্থাভেদে অগস্ত্যচূর্ণ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। চিন্তামণি, চতুর্ম্মুখ, যোগেন্দ্ররস বা মহাবাতচিন্তামণি প্রভৃতি

ঔষধ বাতপিত্তের প্রবলাবস্থায় সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, শূলগজেন্দ্রতৈল, বিষ্ণুতৈল বা মধ্যমবিষ্ণুতৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ত্রিদোষজশূলে রোগীর পথ্যের উপর লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। এই অবস্থায় লঘুপাক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক পথ্যই হিতকর। শারীরিক পরিশ্রম, মৈথুন, রৌদ্রসেবা, একবারে পরিত্যাজ্য। সান্নিপাতিকশূলে দোষত্রয়ের তুল্য প্রকোপ পরিলক্ষিত হইলে, স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ, মহাশঙ্খবটী, বিদ্যাধরাভ্র, ধাত্রীলৌহ ও চিন্তামণি বা চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে। মহাসৈন্ধবাদ্যতৈল বা মহামাষতৈল অবস্থাভেদে মালিশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পরিণামশূল। পরিণাম শূল পূর্ব্বোক্ত সমস্ত শূল অপেক্ষা কষ্টদায়ক। এই শূল আবার বাতাদিভেদে পৃথক্, দ্বন্দ্ব ও মিলিত দোষভেদে সপ্তবিধ। বাতিক পরিণাম শূলে যদিও উদরাধ্মান, উদরে গুড় গুড় শব্দ, ও মলমূত্রের বিবদ্ধতা প্রভৃতি বাতজ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তথাপি পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপও উহার সহিত মিলিতভাবে দৃষ্ট হয়। এই রোগের প্রথম অবস্থায় অগ্নিবলবর্দ্ধক স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ, ভাস্করলবণ বা মহাশঙ্খবটী এবং নারিকেলক্ষার, বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে। রোগ প্রবল হইলে শম্বূকাদিগুড়িকা প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে, ঐ সকল ঔষধের উপর কেবল নির্ভর না করিয়া সামুদ্রাদ্যচূর্ণ, শঙ্খরসগুড়িকা, গুড়মণ্ডুর, তারামণ্ডুর বা বিদ্যাধরাভ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পরিণাম শূলে পিত্তের প্রকোপ প্রকাশ পাইলে তৃষ্ণা, দাহ ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অবস্থায় সপ্তামৃতলৌহ, পথ্যাদিচূর্ণ বা ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে), বিদ্যাধরাভ্র বা তারামণ্ডুর প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

পরিণামশূলের প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মা প্রবল হইলে, রোগীকে শঙ্খরসগুড়িকা ও কৃষ্ণাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ ও রোগ পুরাতন হইলে, বিদ্যাধরাভ্র ও বৃহৎ নৃপতিবল্লভ বা শঙ্খাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। দুই দোষের প্রকোপ থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ঔষধের মধ্যে বিবেচনা পূর্ব্বক ২।৩টী

ঔষধ অথবা চতুঃসমমণ্ডুর, রসমণ্ডুর বা তারামণ্ডুর প্রভৃতি অবস্থাভেদে বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করাইবে।

অন্নদ্রবশূল। অন্নদ্রবশূল ভুক্তান্নের পরিপাককালে বা ভুক্তান্নের পরিপাক অন্তে অথবা অপরিপাক অবস্থায় উৎপন্ন হয়। ঐ শূলের নির্দ্দিষ্ট কোন সময় নাই। যে পর্য্যন্ত ভুক্তান্ন বমন না হয়, তাবৎ রোগী সুস্থ হয় না। অন্নদ্রব শূল দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, সুতরাং উৎপন্ন হইবামাত্র অতি যত্নের সহিত অম্লপিত্ত শূলের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া শঙ্খরসগুড়িকা, সামুদ্রাদ্যচূর্ণ, লৌহগুড়িকা বা ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য হরীতকীখণ্ড বা অগস্ত্যচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে খণ্ডামলকী, গুড়মণ্ডূর, ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) বা বিদ্যাধরাভ্র অতি উপকারী। রোগী কৃশ ও দুর্ব্বল হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, নারিকেলামৃত বা বৃহৎ নারিকেলখণ্ড প্রভৃতি ঔষধও এই সঙ্গে প্রয়োগ করা আবশ্যক। পরিণামশূল ও অন্নদ্রব শূলরোগে ভোজনের পর ও পরিপাকান্তে রোগী বেদনায় অস্থির হইয়া উঠে, এই অবস্থায় ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে ধাত্রীলৌহ বা ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে) সেবন করাইবে।

শূলরোগে-ঔষধ।

ত্রিফলাদ্য ক্বাথ। পৈত্তিক শূলের প্রথম অবস্থায় নাভিমূলে বেদনা প্রবল হইলে এবং গাত্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধতা, ভ্রম ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথ রোগীকে ।০ আনা মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

ত্রিফলাদ্য ক্বাথ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল, যষ্টিমধু, কট্‌কী ও সোন্দালফলের শাস; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

শতাবর্য্যাদি ক্বাথ। পৈত্তিক শূলরোগের প্রথমাবস্থায় দাহ, প্রস্রাবে হরিদ্রা বা রক্তাভা দৃষ্ট হইলে এবং নাভিমূলে অসহ্য বেদনা থাকিলে, এই ক্বাথ রোগীকে গুড়, মধু ও ইক্ষু চিনিসহ সেবন করিতে দিবে।

শতাবর্য্যাদি ক্বাথ। শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, কুশমূল ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ক্বাথ শীতল হইলে সেব্য।

পটোলাদি ক্বাথ। পৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক শূলরোগের প্রথমাবস্থায় রোগীর জ্বর, দাহ, বমন ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে এই ক্বাথ মধু ।০ আনাসহ সেবন করিতে দিবে।

পটোলাদি ক্বাথ। পল্‌তা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও নিমছাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বিশ্বাদি ক্বাথ। বাতিক শূলরোগের প্রথমাবস্থায় হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা হইলে, রোগীকে এই ক্বাথ হিং ৴০ আনা ও কুড় চূর্ণ ৶০ আনা সহ সেবন করিতে দিবে।

বিশ্বাদি ক্বাথ। শুঁঠ, ভেরেণ্ডামূল ও যবধান; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দারুষট্‌কলেপ। অন্নদ্রবশূল, পরিণামশূল বা অন্য কোন শূলরোগে বায়ুর আধিক্য বশতঃ উদরে বেদনা ও গুড়্‌ গুড়্‌ শব্দ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর উদরে প্রয়োগ করিবে।

দারুষট্‌কলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিল্বাদ্যপ্রলেপ। অন্নদ্রবশূল ও পরিণামশূল প্রভৃতি রোগে উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ, বেদনা ও উদরাধ্মান প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই প্রলেপ উদরে প্রয়োগ করিবে।

বিল্বাদ্যলেপ। বিল্বমূল, ভেরেণ্ডারমূল, রক্তচিতা, শুঁঠ, হিং ও সৈন্ধবলবণ; এই সমস্ত সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিবে।

যমানিকাদি চূর্ণ। বাতিক শূলরোগে উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ, কোষ্ঠবদ্ধ, হৃদয়, কটি ও পার্শ্ব স্থানে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

যমানিকাদি চূর্ণ। যমানী, হিং, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচললবণ ও হরীতকী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং বাতাধিক পরিণামশূলরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে গুড়্‌ গুড়্‌ শব্দ ও বেদনা,

এবং কটি, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও উদরাধ্মান প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই চূর্ণ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুঃসমচূর্ণ। আমশূল ও শ্লৈষ্মিক শূলরোগে অগ্নিমান্দ্য, বমনবেগ ও দেহের গুরুতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

চতুঃসমচূর্ণ। যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঁঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৶০ আনা বা ।০ আনা।

শঙ্খাদিচূর্ণ। সান্নিপাতিক শূলরোগে শ্লেষ্মা প্রবল হইলে অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্য, মস্তকে ভারবোধ ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গের আধিক্য লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

শঙ্খাদিচূর্ণ। শোধিত শঙ্খভস্ম ॥০ তোলা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ।০ আনা, শোধিত হিং ৮ রতি; এই সকল একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা- ।০ আনা।

পথ্যাদিচূর্ণ। পরিণামশূলে পিত্তের বা শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে এবং তৃষ্ণা, দাহ, ঘর্ম্ম, বমি বা বমনবেগ প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

পথ্যাদিচূর্ণ। হরীতকী, শুঁঠ ও লৌহচূর্ণ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৶০ আনা।

কৃষ্ণাদ্যচূর্ণ। পরিণামশূলে শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ বমনভাব, গাত্রগুরুতা এবং অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে, এই চূর্ণ রোগীকে গুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে।

কৃষ্ণাদ্য চূর্ণ। পিপ্পলী, হরীতকী ও লৌহ; ইহাদের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৶০ আনা।

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ। অন্নদ্রবশূলে ও পরিণামশূলে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ এবং উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ, মলমূত্রের বিবদ্ধতা ও চিত্তের অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ। করকচলবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সাজিমাটী, সচললবণ, সাম্ভারলবণ, বিটলবণ, দন্তীমূল, লৌহ, মণ্ডূর, তেউড়ীমূল এবং ওল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

শম্বূকাদিগুড়িকা। পরিণামশূলের প্রবল অবস্থায় রোগী বেদনায় অভিভূত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লৈষ্মিক পরিণামশূলের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবনে আশু বেদনা হ্রাস হয়।

শম্বূকাদি গুড়িকা। শম্বূকভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সামুদ্রলবণ ও করকচলবণ; এই সকল সমভাগে লইয়া কলমীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ॥০ তোলা প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে।

শঙ্খরসগুড়িকা। অন্নদ্রবশূল, বাতিক ও শ্লৈষ্মিক পরিণামশূল, কুক্ষিশূল এবং পার্শ্বশূল প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে। বাতাশ্রিত অন্যান্য শূলরোগে ইহা উৎকৃষ্ট।

শঙ্খরসগুড়িকা। তেঁতুলের খোসাভস্ম ৪০ তোলা, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সাম্ভারলবণ ও করকচলবণ, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, শঙ্খভস্ম ৯৬ তোলা এবং জাম্বীর লেবুর রস /৮ সের, এই সকল একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করতঃ হিং, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং পারদ, গন্ধক ও বিষ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া গোড়ালেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ৩ দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। বটী ২ রতি।

লৌহগুড়িকা। পরিণামশূলে বাতপিত্তের প্রকোপ বশতঃ তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা এবং মলমূত্রের বিবদ্ধতা, কম্প ও বমন প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং অন্নদ্রব শূলের যাবতীয় উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

লৌহগুড়িকা। লৌহ ১ ভাগ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া প্রত্যেকে ১ ভাগ, পুরাতন গুড় ৮ ভাগ ও গোমূত্র ৩২ ভাগ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গুড় পাকের বিধানানুসারে পাক করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

হিঙ্গ্বাদ্য গুড়িকা। বাতিকশূলরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং কটি, পৃষ্ঠ ও

পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

হিঙ্গ্বাদ্য গুড়িকা। হিং, অম্লবেতস, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও বিটলবণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া টাবালেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা বা।০ আনা।

অগস্ত্যচূর্ণ। পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক ও অন্নদ্রবশূলে রোগীর দাহ, ভ্রম, মূর্চ্ছা, কম্প, শরীরের গ্লানি ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রাতে সেব্য।

অগস্ত্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরীতকীখণ্ড। বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং অন্যান্য শূলে পিত্তের প্রকোপবশতঃ দাহ, বমন ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধি-কারক এবং পিত্তনিঃসারক। প্রাতে সেব্য। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

হরীতকী খণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভাস্করলবণ। শ্লৈষ্মিকশূলে ও পরিণামশূলে রোগীর শ্লেষ্মা প্রবল ও অগ্নিমান্দ্য এবং বমন প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে উষ্ণজলসহ প্রত্যহ প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

ভাস্করলবণ। প্রস্তুতবিধি ৩৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগরাজগুগ্গুলু। বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিক শূলের নূতন ও পুরাতন অবস্থায় হৃদয়, পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

যোগরাজ গুগ্গুলু। প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসোনপিণ্ড। বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিক শূলের নূতন অবস্থায় হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে এবং রোগীর শরীর বাতশ্লেষ্ম-

প্রধান হইলে, এই ঔষধ তাহাকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্ত-প্রধান ব্যক্তিকে ইহা কখনও সেবন করিতে দিবে না।

রসোনপিণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৬০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস। বাতিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক এবং পরিণামশূলে ও অন্নদ্রবশূলে বায়ু অথবা বাতপিত্ত প্রবল হইলে কিম্বা রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, উদরাধ্মান, কম্প, প্রস্রাবের কষ্টতা ও জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল এবং মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

চতুর্ম্মুখরস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তামণিরস। বাতিক, বাতপৈত্তিক ও সান্নিপাতিকশূলে, রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, কম্প, মূর্চ্ছা, উদরাধ্মান ও প্রস্রাবে যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জল এবং মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

চিন্তামণিরস। প্রস্তুতবিধি ৩৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। বাতিক, বাতপৈত্তিক ও সান্নিপাতিকশূল-রোগে রোগীর শরীর অতি কৃশ ও দুর্ব্বল হইলে এবং বায়ুর প্রকোপবশত: কম্প, আধ্মান, মূর্চ্ছা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। পরিণাম শূলেও বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—হরীতকী, আমলা ও বহেড়া-ভিজান জল এবং মধু।

বৃহৎ বাতচিন্তামণি। প্রস্তুতবিধি ৪১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাশঙ্খবটী। শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও বাতিক পরিণামশূলে, রোগীর অগ্নিমান্দ্য, উদরে গুড়্গুড়্ শব্দ, হজম শক্তির অভাব ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহাকে উষ্ণজলসহ আহারের পূর্ব্বে বা পরে ইহার এক-বটিকা প্রযোগ করিবে।

মহাশঙ্খবটী। প্রস্তুতবিধি ৩৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধাত্রীলৌহ। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও পৈত্তিক পরিণামশূলে রোগীর দাহ, বমন এবং ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ পরিণামশূল ও অন্নদ্রবশূলে বমন প্রবল হইলে, ইহার এক বটিকা ভোজনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে ঘৃত ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

ধাত্রীলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে)। বাতপৈত্তিক ও পৈত্তিক পরিণামশূল-রোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ বমন, দাহ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রবল হইলে, ইহার এক বটিকা সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অন্নদ্রব শূলরোগে বমন প্রবল হইলে, ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে সেবনে অসাধারণ উপকার হয়। অম্লপিত্তরোগেও বমন প্রবল হইলে, ইহা প্রয়োজ্য।

ধাত্রীলৌহ (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৪০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাধরাভ্র। পৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক এবং শ্লৈষ্মিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক পরিণামশূল ও অন্নদ্রবশূলরোগে নাভিমূল, আমাশয় ও বস্তিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা, এবং বমন, দাহ, কম্প ও ঘর্ম্ম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ছাগীদুগ্ধ ও ইক্ষুচিনিসহ সেবন করিতে দিবে।

বিদ্যাধরাভ্র। প্রস্তুতবিধি ৪১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলালৌহ। পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিকশূলরোগে নাভিমূল বা বস্তিস্থানে বেদনা এবং কম্প, দাহ, মূর্চ্ছা ও বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে গব্যদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

ত্রিফলালৌহ। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; ইহাদের সকলের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ; একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

সপ্তামৃতলৌহ। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক এবং পরিণামশূলে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ নাভিমূল বা বস্তিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও তৎসঙ্গে বমন, দাহ, মূর্চ্ছা ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

সপ্তামৃতলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শূলান্তকরস। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং অন্নদ্রবশূলে পিত্তের আধিক্য বশতঃ বমন, দাহ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি এবং নাভিদেশ, বক্ষের নিম্ন বা বস্তিদেশ প্রভৃতি স্থানে শূল প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ধনে ও পলুতাভিজান জলসহ সেবন করিতে দিবে।

শূলান্তকরস। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, তেউড়ীমূল ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, পারদ ॥০ তোলা, গন্ধক ॥০ তোলা(কজ্জলী ১তোলা) এবং লৌহ, অভ্র ও বিড়ঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা লইয়া হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

শূলহরণযোগ। শ্লৈষ্মিকশূলে ও আমশূলে, আমাশয়ে বেদনা শরীরে ভারবোধ, বমন-বেগ ও বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা যকৃৎ শূলাদিতে প্রয়োগ করা যায়।

শূলহরণযোগ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নৃপতিবল্লভ। শ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও আমশূলে রোগীর আমাশয়ে বেদনা হইলে এবং বমন-বেগ, গাত্র-গুরুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণ-প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ।

নৃপতিবল্লভ। প্রস্তুতবিধি ৩৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ নৃপতিবল্লভ। শ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিকশূল এবং শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলে রোগীর আমাশয়, নাভি ও হৃদয়ের মধ্যস্থলে বা কুক্ষিদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, গাত্র-গুরুতা ও বমন-বেগ থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা হরীতকীচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ।

বৃহৎ নৃপতিবল্লভ। প্রস্তুতবিধি ৩৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শূলবজ্রিণী বটিকা। শ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং আমশূল ও পরিণামশূলে পিত্তশ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এবং আমাশয়, নাভি ও হৃদয়ের মধ্যস্থানে বা কুক্ষিদেশে শূল প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য,

গাত্র-গুরুতা, শরীরের স্তব্ধতা বা বমন-বেগ প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে ছাগীদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

শূলবজ্রিণী বটিকা। পারদ, গন্ধক ও লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, সোহাগার খৈ, হিং, রূপা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শঠীরপালো, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, তালীশপত্র, জাতীফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিকশূলে রোগীর হৃদয়, পার্শ্ব বা পৃষ্ঠদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ তাঁহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৌবর্চ্চলবণ, হিং, করঞ্জবীজচূর্ণ ও উষ্ণজল।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস। পারদ, গন্ধক, তাম্র, শুঁঠ, বিট্‌লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সাম্ভারলবণ, করকচলবণ, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, রৌপ্য, স্বর্ণ, বঙ্গ ও লৌহ; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া শুঁঠীর কাথ, জয়ন্তীপাতার রস, সিদ্ধিরস বা কাথ, বামনহাটীর কাথ ও ধুতুরাপাতারস; এই সকল দ্রব্যে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ৬ রতি।

খণ্ডামলকী। বাতিক, পৈত্তিক, অন্নদ্রব শূল ও পরিণাম শূলরোগে বাতপিত্তের প্রকোপবশতঃ বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং নাভি, উদর, বা পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও রক্তপিত্তরোগের বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল বা দুগ্ধ।

খণ্ডামলকী। পুরাতন কুষ্মাণ্ডের শাস চূর্ণ ৪০০ তোলা; দুই সের গব্যঘৃতে ভাজিয়া লইবে, পরে আমলকীর রস বা কাথ /৪ সের, কুষ্মাণ্ডরস /৪ সের; একত্র করিয়া উহাতে ৪০০তোলা ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইবে। এই রসে ভাজা কুষ্মাণ্ডচূর্ণ দিয়া রীতিমত পাক করিবে এবং হাতাদ্বারা আলোড়ন করিয়া গাঢ় হইলেই নামাইবে, পাকান্তে শীতল হইলে মধু /১ সের এবং পিপুল, জীরা ও শুঁঠ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১৬ তোলা, মরিচ, চূর্ণ ৮ তোলা এবং তালীশপত্র, ধনে, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচ, নাগেশ্বর ও মুথা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা—॥০ তোলা হইতে ১ তোলা।

গুড়মণ্ডূর। পরিণামশূলে পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে এবং অন্নদ্রবশূলে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, বমন, দাহ বা আহারান্তে, পরিপাককালে বা পরিপাকান্তে উদরে অসহ্য বেদনা হইলে, এই ঔষধ ভোজনের আদিতে,

মধ্যে ও অন্তে ঘৃত ও মধুসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অম্লপিত্তশূল-রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। ইহা সেবনে দীর্ঘকালের পরিণাম ও অন্নদ্রবশূল বিনষ্ট হয়।

গুড়মণ্ডূর। পুরাতনগুড়, আমলকী ও হরীতকীচূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং শোধিত-মণ্ডূর ২৪ তোলা একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুদ্বারা মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—।০ আনা।

তারামণ্ডূরগুড়। পরিণাম শূলরোগে পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, বমন, দাহ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গের সহিত উদরে, নাভি-মূলে ও আমাশয়াদি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ভোজনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। যে সকল রোগীর বমন প্রবল ও অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান, তাহাদিগের এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

তারামণ্ডূরগুড়। মণ্ডূর ৭২ তোলা, গোমূত্র ১৪৪ তোলা ও পুরাতনগুড় ৭২ তোলা, একত্র করিয়া মাটীর হাড়ীতে যথানিয়মে পাক করিবে, অনন্তর বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা উহাতে প্রদান করিবে ও পিণ্ডের ন্যায় গাঢ় হইলে, উহা স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ তোলা।

শতাবরীমণ্ডূর। বাতপৈত্তিক ও সান্নিপাতিক শূলরোগে, বমন, দাহ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, পিপাসা ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এবং নাভিমূল বা বস্তিদেশে প্রবল বেদনা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পরিণামশূলে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে এবং ভোজনের পরিপাক সময়ে অসহ্য বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

শতাবরী মণ্ডূর। শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ৬৪ তোলা, শতমূলীর রস ৬৪ তোলা, দধি ৬৪ তোলা, গব্যদুগ্ধ ৬৪ তোলা ও গব্যঘৃত ৩২ তোলা; এই সমুদয় একত্র পাক করিয়া পিণ্ডবৎ করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ তোলা।

বৃহৎ শতাবরীমণ্ডূর। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক শূলরোগে নাভিমূলে, পৃষ্ঠে, হৃদয়ে ও পার্শ্বে প্রবল বেদনা হইলে এবং দাহ, বমন, মূর্চ্ছা ও

ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তশূলরোগে নাভিমূলে প্রবল বেদনা হইলেও অন্নদ্রবশূলে ইহা উৎকৃষ্ট। এই ঔষধ বাতপিত্তাধিক কৃশ ব্যক্তির পক্ষে অতি ফলদায়ক। অনুপান দুগ্ধ।

বৃহৎ শতাবরী মণ্ডূর। মণ্ডূর উষ্ণ করিয়া ত্রিফলাক্কাথে ভিজাইবে, এইরূপে শোধিত মণ্ডূর ৬৪ তোলা, শতমূলীর রস ৬৪ তোলা, গব্যদধি ৬৪ তোলা, গব্যদুগ্ধ ৬৪ তোলা, আমলকীর রস ৬৪ তোলা ও গব্য ঘৃত ৩২ তোলা, একত্র পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে জীরা, ধনে, মুথা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, পিপুল ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ॥০ তোলা প্রদান পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা ।০ আনা।

রসমণ্ডূর। অন্নদ্রব শূলরোগে শ্লেষ্মা ও পিত্ত এবং পরিণামশূলে পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইলে অথচ উদরে বা আমাশয়ে, পরিপাককালে বা পরিপাকান্তে প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলেও ইহা অতি উপকারী। পিত্তজনিত বিবিধরোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় ও উত্তম ফল হয়। অনুপান-ঘৃত ও মধু।

রসমণ্ডূর। হরীতকীচূর্ণ ৩২ তোলা, বিশুদ্ধ মণ্ডূর চূর্ণ ১৬ তোলা, শোধিত গন্ধকচূর্ণ ১৬ তোলা, পারদ ৪ তোলা (গন্ধক ও পারদের কজ্জলী); এই সমস্ত একত্র করিয়া ভৃঙ্গরাজরস /৪ সের ও কেশুত্তাররস/৪ সের উহাতে প্রদান পূর্ব্বক লৌহপাত্রে রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইবে, অনন্তর ঘৃত ও মধু সহযোগে স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ।০ আনা।

চতুঃসমমণ্ডূর। পৈত্তিক বা পিত্তশ্লৈষ্মিক পরিণামশূলে রোগীর উদরে বেদনা, বমি ও বমনবেগ প্রভৃতি লক্ষণ এবং অন্নদ্রবশূলরোগে অন্নের পরিপাকান্তে বা পরিপাক সময়ে উদরে প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ভোজনের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে শীতল জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

চতুঃসম মণ্ডূর। শোধিত মণ্ডূর ৮ তোলা, গব্যঘৃত ৮ তোলা, মধু ৮ তোলা ও ইক্ষুচিনি ৮ তোলা, এই সমুদয় একত্র করিয়া তাম্রপাত্রে লৌহ দণ্ড দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক একদিন রৌদ্রে ও একরাত্রি শিশিরে স্থাপন করিয়া ঘৃতপাত্রে রাখিয়া দিবে। মাত্রা ।০ আনা।

নারিকেলখণ্ড। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক শূলরোগে কোষ্ঠ-বদ্ধতা,বমন, দাহ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে এবং রোগীর

কৃশতা ও দুর্ব্বলতা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধিও হয়।

নারিকেলখণ্ড। সুপক্ব নারিকেলশাস শিলায় পেষণ পূর্ব্বক বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া, তাহার রস গালিয়া ফেলিবে, অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া তাহা হইতে ৬৪ তোলা পরিমাণে লইয়া ৮ তোলা ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, পরে চারিসের নারিকেল জলে ৩২ তোলা ইক্ষুচিনি গুলিয়া পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে নামাইয়া উহাতে ধনে, পিপুল, মুথা, বংশলোচন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকে ॥০ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৵০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ॥০ তোলা।

বৃহৎ নারিকেলখণ্ড। বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক এবং অম্লশূলে-বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা, মূর্চ্ছা ও শরীরের অত্যন্ত গ্লানি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা পুষ্টিজনক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকর।

বৃহৎ নারিকেলখণ্ড। শিলায় পেষিত এবং বস্ত্র দ্বারা নিষ্পীড়িত সুপক্ব শুষ্ক নারিকেল-শস্য ৬৪ তোলা ও গব্যঘৃত ৪০ তোলা লইয়া একটা তাম্র বা মাটীর পাত্রে অগ্নিতে ভাজিয়া লইবে,অনন্তর নারিকেল জল১৬ সের ও ইক্ষুচিনি ২সের মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া উহার সহিত ঘৃত-ভর্জ্জিত নারিকেল-শস্য এবং শুণ্ঠীচূর্ণ ৩২ তোলা ও গব্য দুগ্ধ /২ সের মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, পাকশেষ হইলে উহাতে বংশলোচন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুথা; দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধনে, পিপুল, গজপিপুল ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা নিঃক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা—॥০ তোলা।

নারিকেলামৃত। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক এবং পৈত্তিকপরিণামশূল ও অন্নদ্রবশূল প্রভৃতি রোগে বমন, দাহ, মূর্চ্ছা, উদরে প্রবল বেদনা ও কোষ্ঠ-বদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

নারিকেলামৃত। শিলাপিষ্ট ও বস্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়িত সুপক্ব নারিকেল শস্য রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। অনন্তর তাহার /৪ সের ও গব্যঘৃত /৪ সের একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে ভাজিয়া, উহাতে নারিকেলজল ৩২ সের; গব্যদুগ্ধ ৩২ সের, আমলকীর রস /৪ সের, ইক্ষু-চিনি ১২॥০ সের ও শুঁঠচূর্ণ /২ সের মিশ্রিত করিয়া একত্র পাক করিবে, পাকশেষে শীতল হইলে শুঁঠ, পিপুল মরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ ও নাগকেশর, ইহাদের প্রত্যে-কের চূর্ণ ৮ তোলা এবং আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, গেঠেলা, বংশলোচন ও মুথা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা ও মধু ৩২ তোলা মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—॥০ তোলা বা ১ তোলা।

নারিকেলক্ষার। বাতিক পরিণামশূলে উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ, অসহ্য বেদনা, উদরাধ্মান ও মলমূত্রের বিবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে পিপুলচূর্ণসহ সেবন করিতে দিবে।

নারিকেলক্ষার। জলসংযুক্ত সুপক্ক নারিকেলের মুখে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সৈন্ধব-লবণ পূর্ণ করতঃ মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে প্রলেপ দিবে, অনন্তর শুষ্ক করিয়া ঘুটের অগ্নিতে দগ্ধ করতঃ তাহার মধ্যস্থ শাস গ্রহণ করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ তোলা।

শূলগজেন্দ্রতৈল। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিকশূলরোগে রোগীর নিদ্রার অভাব ও উদরে অসহ্য বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল তাহার উদরে ও সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে।

শূলগজেন্দ্রতৈল। তিলতৈল /৮ সের; যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—এরণ্ডমূল, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকে ৪০ তোলা, জল ৫৫ সের, শেষ ১৩৸০ সের। যবধান /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, জীরা, ধনে, পিপুল, বচ, সৈন্ধব ও কুলপত্র; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল। বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিকশূলরোগে কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই তৈল তত্তৎস্থানে এবং রোগ পুরাতন হইলে, সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল। প্রস্তুতবিধি ৬১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মধ্যম বিষ্ণুতৈল। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিকশূলরোগ পুরাতন হইলে এবং কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, নাভি ও বস্তিদেশে বেদনা থাকিলে, এই তৈল রোগীর নাভি, উদর ও বস্তিস্থানে মালিশ করিতে দিবে।

মধ্যম বিষ্ণুতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহামাষতৈল। বাতিক ও বাতপৈত্তিক শূলরোগে কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, নাভি ও বস্তিদেশে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল তত্তৎস্থানে মালিশ করিতে দিবে।

মহামাষতৈল। প্রস্তুতবিধি ৬১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শূলরোগে—দাহ-চিকিৎসা।

গুড়ূচ্যাদি লৌহ। পৈত্তিকশূলরোগে হস্ত পদাদিতে দাহ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পিত্তজনিত অন্যান্য রোগে দাহ প্রবল হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—গুড়ূচীর রস।

গুড়ূচ্যাদি লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৪১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ূচীতৈল। পৈত্তিকশূলরোগে দাহ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে নিদ্রার অভাব ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে ও মাথায় মালিশ করিতে দিবে।

গুড়ূচীতৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শূলরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

দ্রাক্ষাদি ক্বাথ। শূলরোগে অল্প জ্বরবেগ প্রকাশ পাইলে এবং দাহ, মূর্চ্ছা, বমন ও তৃষ্ণা প্রভৃতি তৎসঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দ্রাক্ষাদি ক্বাথ। দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, মুথা, কট্কী, গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, বেণারমূল, লোধ, ইন্দ্রযব, ক্ষেতপাপড়া, ফল্সা, প্রিয়ঙ্গু, দুরালভা, বাসক, যষ্টিমধু, পল্তা, চিরতা ও ধনে; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দার্ব্ব্যাদি ক্বাথ। শূলরোগে অল্প জ্বর, দাহ, বমন ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দার্ব্ব্যাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জীবনানন্দাভ্র। শূলরোগে জ্বর ও তৎসঙ্গে বমন, কাস, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য বা সময় সময় পাতলা দাস্ত প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

জীবনানন্দাভ্র। অভ্র ৪ তোলা, জীরা ২ তোলা ও ধুতূরাবীজ ২ তোলা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া বাসক, কণ্টকারী, আমলকী, মুথা ও গুলঞ্চ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

চিন্তামণিরস। শূলরোগে জ্বর ও তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

চিন্তামণিরস। পারদ, গন্ধক, তামা, অভ্র, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও দন্তীবীজ, এই সকল সমানাংশে লইয়া ঘলঘসিয়ার রসে মর্দ্দন করিবে ও ঐ রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রত্তি।

শূলরোগে—পথ্য।

শূলরোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন বা যবমণ্ড (বার্লি) অবস্থানুসারে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পটোল, বেতোশাক, শজিনারখাড়া, করলা, বেগুণ, ক্ষুদ্র টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল, হিঞ্চাশাক ও পল্‌তা প্রভৃতি দ্রব্য এবং গরম দুগ্ধ, কিস্‌মিস্‌, কয়েৎবেল, উষ্ণজল ও লঘুপাক দ্রব্য এই রোগে সুপথ্য। রাত্রি জাগরণ, ব্যায়াম, গুরুপাক দ্রব্য, রুক্ষদ্রব্য ও রুক্ষক্রিয়া এবং স্ত্রী সহবাস সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগ-চিকিৎসা

বায়ুনিরোধ জনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ। অধো বায়ুরোধ জনিত উদাবর্ত্তে বায়ু, মল ও মূত্রের অপ্রবৃত্তি, শরীরের দুর্ব্বলতা, বেদনা ও উদরে নানাপ্রকার বায়ুজনিত রোগ উৎপন্ন হয়।

মলরোধ জনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ। মলরোধ অর্থাৎ মলের বেগ ধারণবশতঃ উদাবর্ত্তরোগে উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ, নানাপ্রকার বেদনা, মল-নির্গমন ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মূত্ররোধ জনিত উদরাবর্ত্তের লক্ষণ। মূত্রের বেগধারণ জনিত উদাবর্ত্তরোগে মূত্রাশয় ও লিঙ্গনালে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মাথায় বেদনা, শরীরের স্তব্ধভাব ও কুচ্‌কিতে বন্ধনবৎ যাতনা অনুভব হয়।

জৃম্ভা অর্থাৎ হাইরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ। জৃম্ভার বেগধারণ বশতঃ উদাবর্ত্তরোগ জন্মিলে, ঘাড়ে বেদনা, গলনলীরোধ, শিরোরোগ, চক্ষু-রোগ, কর্ণরোগ, নাসারোগ প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অশ্রুরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ। হর্ষ বা শোকবশতঃ সঞ্জাত চক্ষুর জল রুদ্ধ হইলে, মাথা-বেদনা, নেত্ররোগ ও সর্দ্দি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

হাঁচির বেগজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ। হাঁচিরবেগ রুদ্ধ হইলে মস্তকের অর্দ্ধভাগে বা সমস্ত মস্তকে বেদনা, অর্দ্দিত (বাতরোগ বিশেষ) ও ইন্দ্রিয়-শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে।

উদ্গাররোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ। উদ্গাররোধ জনিত উদা-বর্ত্তে বায়ুদ্বারা মুখ ও কণ্ঠদেশ পূর্ণ হয় এবং অস্পষ্টবাক্য নির্গমন, নিঃশ্বাস-রোধ, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও হিক্কা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বমনরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ। বমনরোধজনিত উদাবর্ত্তরোগে গাত্রে চুলকণা, কোঠ বা মণ্ডলাকার চিহ্নের উৎপত্তি, অরুচি, ব্যঙ্গরোগ, শোথ, পাণ্ডু, জ্বর, কুষ্ঠরোগ, বীসর্প ও বমনবেগ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শুক্ররোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ। শুক্রবেগ ধারণ জনিত উদা বর্ত্তরোগ উৎপন্ন হইলে, মূত্রাশয়, মলদ্বার ও অণ্ডকোষে বেদনা, শোথ, মূত্ররোধ, শুক্রাশ্মরী, শুক্রস্রাব এবং শুক্র জনিত বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

ক্ষুধারোধ জনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ। ক্ষুধারোধ বশতঃ উদাবর্ত্ত প্রকাশ পাইলে, তন্দ্রা, গাত্রবেদনা, অরুচি, বিনাশ্রমে শ্রমবোধ এবং দর্শন-শক্তির হ্রাস, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

তৃষ্ণারোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ। তৃষ্ণারোধ জনিত উদাবর্ত্তরোগে কণ্ঠ ও মুখ-শোষ, শ্রবণ-শক্তির হ্রাস ও হৃদয়ে বেদনা প্রকাশ পায়।

শ্বাসরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ। পরিশ্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসরোধ-জনিত উদাবর্ত্তরোগ হইলে, হৃদ্রোগ, মোহ ও গুল্ম উৎপন্ন হয়।

নিদ্রারোধ জনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ। নিদ্রারোধবশতঃ উদাবর্ত্তরোগ

প্রকাশ পাইলে, হাই, গাত্রবেদনা, চক্ষু ও মস্তকে বেদনা এবং তন্দ্রা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বাতিক উদাবর্ত্তের লক্ষণ। রুক্ষ, কষায়, কটু ও তিক্তদ্রব্য-ভোজনে বায়ু কুপিত হইয়া কোষ্ঠদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক মল, মূত্র রক্ত, কফ ও মেদোবহা স্রোতঃ সমূহ রুদ্ধ করিয়া মলশোষ, হৃদয় ও মূত্রাশয়ে বেদনা, ক্লান্তি ও বমনেচ্ছা উপস্থিত করে, সুতরাং অতি কষ্টে রোগীর অধোবায়ু ও মলত্যাগ হয় এবং শ্বাস, কাস, নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নিঃসরণ, দাহ, পিপাসা, মোহ, জ্বর, বমন, হিক্কা, শিরোরোগ, চিত্তের চঞ্চলতা, শ্রবণ শক্তির হ্রাস ও অন্যান্য বিবিধ বাতরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আনাহের কারণ পূর্ব্বক সাধারণ লক্ষণ। আহার জনিত অপক্করস বা পুরীষ যথানিয়মে নির্গত না হইয়া ক্রমশঃ সঞ্চিত ও কুপিত বায়ু দ্বারা বিবদ্ধ হইলে, তাহাকে আনাহরোগ কহে।

আমজ আনাহ। এই রোগে পিপাসা, প্রতিশ্যায়, মস্তকে জ্বালা, আমাশয়ে বেদনা ও ভারবোধ, হৃদয়ের স্তব্ধতা এবং উদ্গারের অপ্রবৃত্তি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মলসঞ্চয় জনিত আনাহ। এই রোগে কটি ও পৃষ্ঠের বেদনা, মল ও মূত্রের রোধ, শূল, মূর্চ্ছা, পুরীষ-বমন, শোথ এবং পূর্ব্বোক্ত অলসক রোগের আধ্মান ও বাত-নিরোধাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ-চিকিৎসা-বিধি।

মলমূত্রাদির বেগধারণ বশতঃ প্রকুপিত বায়ুর উর্দ্ধ ও অধোগত কার্য্যের ব্যাঘাত হইলে, বায়ু উর্দ্ধগমনোন্মুখ হইয়া উদরে আবর্ত্তের ন্যায় রোগ জন্মায়, তাহাকে উদাবর্ত্ত রোগ কহে। উদাবর্ত্ত ও আনাহ এই উভয় রোগই বায়ু-বিকার মাত্র, সুতরাং বাতব্যাধিরোগ মধ্যে পরিগণিত। কারণ উদাবর্ত্তরোগে বাতব্যাধিরোগোক্ত গুহ্যগত ও কোষ্ঠগত বাতের অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ আনাহরোগে অলসকরোগোক্ত এবং

অলসকে বাতব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু উদাবর্ত্ত ও আনাহ বাতজ এবং বাতরোগের মধ্যে পরিগণিত হইলেও বায়ু-প্রশমক যে সমস্ত ঔষধ ও পথ্যাদি বাতব্যাধিরোগে উল্লিখিত হইয়াছে, কেবলমাত্র সেই সমস্ত ঔষধ ও পথ্যাদি দ্বারা উদাবর্ত্ত প্রশমিত হয় না, যেহেতু জৃম্ভারোগ, হাঁচি-বেগ ও অশ্রুবেগ প্রভৃতির নিরোধ বশতঃ উদাবর্ত্তরোগ উৎপন্ন হইলে, হেতুর বিপরীত ঔষধেরই প্রয়োজন হয় ; এই জন্যই উহা স্বতন্ত্র অধিকারে বিন্যস্ত হইয়াছে, পরন্তু উদাবর্ত্তের সহিত আনাহরোগের চিকিৎসার কোন বিভিন্নতা না থাকায় আনাহরোগও উদাবর্ত্ত অধিকার-ভুক্ত হইয়াছে। অশ্মরী ও মূত্রাঘাতাদি রোগ সম্পূর্ণ বাতজ হইলেও যেরূপ আশ্রয় ও দোষভেদে পৃথক্ ঔষধ ব্যতীত আরোগ্য হয়না, তদ্রূপ উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগ বাতব্যাধির অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহাদের চিকিৎসাকালে পৃথক ঔষধের প্রয়োজন হয়।

অধোগত বায়ু, মূত্র, জৃম্ভা (হাই), অশ্রু (চক্ষুর জল), হাঁচি, উদ্গার, বমন, শুক্র, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রমজনিত শ্বাস এবং নিদ্রা প্রভৃতির বেগরোধ-বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া উদাবর্ত্ত উৎপাদন করে। স্বভাবতঃ এই সমস্ত কারণের নিবৃত্তি কিম্বা স্বেদ-প্রয়োগ, বস্তি ক্রিয়া ও বাতঘ্ন ঔষধ-দ্বারা বায়ুর অনুলোমতা সম্পাদিত হইলে, ঐরোগ দূরীভূত হয়, কিন্তু কেবলমাত্র বাতব্যাধি চিকিৎসায় প্রযোজ্য বাতঘ্ন ঔষধদ্বারা আরোগ্য হয় না ; তবে সমস্ত উদাবর্ত্তরোগেই বিপথগামী বায়ুকে স্বপথে আনিবার জন্য যথাবিধি চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হয়।

অধোবায়ুর নিরোধবশতঃ উদাবর্ত্ত হইলে, স্নেহপান, বস্তিক্রিয়া ও বর্ত্তিপ্রয়োগ হিতকর। মলরোধজনিত উদাবর্ত্তে মলের তরলতা সম্পাদনার্থ বিরেচক ঔষধ ও অন্নপানীয়, বর্ত্তিপ্রয়োগ, গাত্রে স্নেহ মর্দ্দন, স্বেদ-প্রদান এবং বস্তিক্রিয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। মূত্ররোধজনিত উদাবর্ত্তে মূত্রকারক বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। জৃম্ভা অর্থাৎ হাইনিরোধ জনিত উদাবর্ত্তে স্বেদ ও স্নেহ-প্রয়োগ আবশ্যক। অশ্রুরোধজনিত উদাবর্ত্তে চক্ষু হইতে জল নিঃসরণ করিবার ব্যবস্থা করিবে। এইরূপে বায়ু-নাশক বিবিধ ক্রিয়াদ্বারা উদাবর্ত্ত রোগের চিকিৎসা করিবে। বাতব্যাধিরোগে সাধারণতঃ বায়ু-নাশক যেসকল ঔষধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সমস্ত ঔষধও উদাবর্ত্তরোগে হিতকর।

অধোবায়ু-নিরোধজনিত উদাবর্ত্ত। এই রোগে বাতব্যাধি-চিকিৎসায় উক্ত বারিস্বেদ প্রয়োগ করিবে বা উষ্ণজল পূর্ণ পাত্রে রোগীকে উপবেশন করাইবে। অনন্তর ফলবর্ত্তি বা ত্রিকট্বাদ্যাবর্ত্তি রোগীর গুহ্যদেশে প্রদান করিবে, ইহাতে বায়ু অনুলোম হইয়া দাস্ত না হইলে, বাতব্যাধি চিকিৎসোক্ত নিরূহবস্তি অর্থাৎ বিরেচক ঔষধপূর্ণ পিচকারী প্রয়োগ করিবে। এই সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা দাস্ত হইলে বায়ুর শান্তি হয়।

মলবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত। মলবেগধারণ জনিত উদাবর্ত্তরোগে মলের তরলতা সম্পাদনার্থ ইচ্ছাভেদীরস, বৈদ্যনাথবটী বা নারাচরস প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক ; মধ্যে মধ্যে ফলবর্ত্তি বা হিঙ্গ্বাদ্য বর্ত্তি প্রভৃতিও গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া উষ্ণজলপূর্ণ পাত্রে১ঘণ্টাকাল উপবেশন করাইবে, অনন্তর গুহ্যদেশে বর্ত্তি-প্রয়োগ করিবে। বর্ত্তি-প্রয়োগে দাস্ত না হইলে নিরূহ-বস্তি (পিচকারি) প্রয়োগ করিবে। বিরেচক ঔষধ প্রদানকালে রোগীর শারীরিকবল বিবেচনা করিয়া তীক্ষ্ণবীর্য্য বা মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে। এই রোগে উষ্ণ স্বেদ-প্রদান ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা প্রায়শঃ দাস্ত পরিষ্কার হয় না, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

মূত্রবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত। মূত্রের বেগধারণবশতঃ মূত্র বস্তিদেশে সঞ্চিত হইলে, বায়ু প্রকুপিত হয় ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ এই উদাবর্ত্তরোগ জন্মে। ইহাতে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গনালে বেদনা এবং মূত্রকৃচ্ছ্র তা জন্মে। বায়ু প্রতিলোম হওয়ায় মাথায় বেদনা ও কুচ্কীতে বন্ধনবৎ যন্ত্রণা অনুভূত হয়। এই রোগে প্রথমতঃ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক বৈশ্বানরচূর্ণ ও নারাচচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে, তাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে, ত্রিকট্বাদ্যাবর্ত্তি বা ফলবর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে, কিন্তু ইহাতেও দাস্ত পরিষ্কার না হইলে, নিরূহবস্তি অর্থাৎ পিচ্কারী প্রয়োগ করিবে। অনন্তর দাস্ত পরিষ্কার হইলে, রোগীকে শুণ্ঠ্যাদি কাথ বা বরুণাদ্য কাথ সেবন করিতে দিবে।

জৃম্ভাবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত। এই রোগে স্বেদ-প্রয়োগ ও স্নেহ দ্রব্যাদি পান ও মালিষ করিতে দিলে বিশেষ উপকার সাধিত হয়।পূর্ব্বে দাস্ত-

পরিষ্কার ও বায়ুর অনুলোমার্থ যে ক্রিয়া বলা হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ ফলবর্ত্তি ও নিরূহবস্তি প্রভৃতি এই রোগে প্রয়োগ করা আবশ্যক।

অশ্রুবেগনিরোধজনিত উদাবর্ত্ত। এই রোগ প্রকাশ পাইলে, তীক্ষ্ণ অঞ্জন চক্ষুতে প্রদান করিবে, উহাতে চক্ষুর জল নির্গত হইলে, রোগীর সুখে নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিবে এবং রোগীর নিকটে শোক-সান্ত্বনাসূচক প্রিয় কথা বলিবে।

হাঁচিনিরোধজনিত উদাবর্ত্ত। এই রোগ প্রকাশ পাইলে, ভূতরাজ বা বড় বিছুটী পত্রের নস্যদ্বারা হাঁচি জন্মাইবে অথবা শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্যের নস্য এবং সূর্য্যাভিমুখে দর্শনদ্বারা হাঁচির প্রবর্ত্তন করিবে, অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যের ঘ্রাণে হাঁচি জন্মে, তাহা প্রয়োগ করিবে এবং ঊর্দ্ধ-জত্রুদেশে স্নেহদ্রব্য অর্থাৎ দশমূলতৈলাদি মর্দ্দন এবং স্বেদ-প্রয়োগ করিবে। পরন্তু ধূমপান, নস্য গ্রহণ এবং ছাগলাদ্যঘৃত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

উদ্গারবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত। এই রোগে স্নেহ পদার্থের ধূম রোগীকে গ্রহণ করিতে দিবে।

বমনবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত। এই রোগে বমনকারক দ্রব্যদ্বারা রোগীকে বমন করাইবে এবং লঙ্ঘন দিবে ও বিরেচনার্থ নারাচচূর্ণ বা অন্যান্য ঔষধ সেবন করিতে দিবে। মাষতৈল বা মহামাষতৈল প্রভৃতি মর্দ্দন করাইলে আরও ভাল হয়।

শুক্রবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত। ইহাতে প্রিয়তমা রমণীর সহিত রমণের ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, অধিকন্তু তৃণপঞ্চমূলাদি দ্রব্যের কল্কদ্বারা প্রস্তুত ক্ষীর-পান এবং দুগ্ধের পিচ্‌কারী ব্যবস্থা করা যায়।

ক্ষুধাবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত। এই রোগে স্নিগ্ধ, উষ্ণ, লঘু এবং রুচিকারক অথচ অল্প ভোজন ও সুগন্ধি পুষ্পের আঘ্রাণ হিতকর।

পিপাসাবেগরোধজনিত উদাবর্ত্তরোগ। এই রোগে সর্ব্বপ্রকার

শীতল ক্রিয়া, কর্পূরবাসিত সুশীতল জল অল্প অল্প পান ও শীতল যবাগু ভক্ষণ উপকারী।

শ্রমবশতঃ শ্বাসরোধজনিত উদাবর্ত্ত। এই রোগ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে বিশ্রাম এবং মাংসরসসংযুক্ত অন্ন ভোজন করিতে দিবে।

নিদ্রাবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত। এই রোগে ইক্ষুচিনিসংযুক্তদুগ্ধ-পান, গাত্র-মর্দ্দন, সুকোমল শয্যায় শয়ন, নিদ্রা ও প্রিয়বাক্য রোগীর পক্ষে হিতকর।

রুক্ষাদিদ্রব্যসেবনজনিত উদাবর্ত্ত। এই রোগে ঘৃতলিপ্ত হিঙ্গ্বাদ্য-বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে এবং বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

আনাহ। উদাবর্ত্তরোগে যেসমস্ত যোগ ও ঔষধ ব্যবস্থা করা হইল, আনাহরোগেও সেই সকল যোগ অর্থাৎ ফলবর্ত্তি, নিরূহবস্তি ও উষ্ণজলের স্বেদ প্রভৃতি এবং ত্রিবৃতাদি গুড়িকা ও বচাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি সেবনের ব্যবস্থা করা যায়। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, বিরেচনার্থ নারাচচূর্ণ সেবন করিতে দিবে। জ্বর, বমন, হিক্কা, শিরোরোগ ও সর্দ্দি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রথমতঃ কোষ্ঠশোধক ঔষধ প্রদান করিবে, পরে জ্বরের জন্য অবস্থাভেদে চতুর্দ্দশাঙ্গক্বাথ, দ্রাক্ষাদিক্বাথ এবং দাহ ও বমন প্রভৃতির জন্য দাহমঞ্জরী ও অন্যান্য যোগ সেবন করিতে দিবে। কিন্তু কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ সেবন না করাইলে, বমন ও হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রব অন্য কোন ঔষধেই নষ্ট হয় না; অতএব যাহাতে দাস্ত পরিষ্কার হয়, এরূপ ঔষধ সর্ব্বাগ্রে প্রদান করা আবশ্যক।

উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা বশতঃ কটি, পৃষ্ঠ, হৃদয় ও ত্রিক প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহা বিরেচন ঔষধ দ্বারা দূরীভূত হয়। ভেদক এবং অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধই এই উভয় রোগে একমাত্র উপকারী।

আনাহরোগ। আনাহরোগে উদরে বায়ু স্তম্ভিত হয় এবং বায়ুর ঊর্দ্ধ ও অধোগামিনী ক্রিয়া একেবারে হ্রাস হয়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় বমন বা বিরেচনার্থ যতই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, কিছুতেই উপকার পাওয়া যায় না।

রোগের প্রথমাবস্থায় উদরে দারুষট্‌ক-প্রলেপ বা যব-প্রলেপ প্রদান ও উষ্ণজলের স্বেদ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে ফলবর্ত্তি বা ত্রিকট্‌বাদি বর্ত্তি প্রয়োগ করিবে। এই সকল ক্রিয়াদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, সহজেই রোগ হ্রাস হয়, কিন্তু বায়ু ক্রমশঃ স্তম্ভিত হইলে, উদরস্থ স্তম্ভিত বায়ুর হ্রাস করা কষ্টকর হইয়া উঠে, এমতাবস্থায় রোগীকে উষ্ণজল-পূর্ণ পাত্রে বসাইলে অসাধারণ উপকার হয়। একটী বৃহৎ পাত্রে উষ্ণজল রাখিয়া তন্মধ্যে রোগীকে এমতভাবে বসাইবে, যেন রোগীর উদর পর্য্যন্ত জলমগ্ন হয়। এই ভাবে অৰ্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত অন্ততঃ জলমধ্যে উপবেশন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর রোগীকে স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ বা বৈশ্বানরচূর্ণ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। অবস্থাভেদে বা দীর্ঘকাল হইতে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, বৃহৎ ইচ্ছাভেদীরস ১বটী জলসহ সেবন করাইবে। যদি রোগীর স্তম্ভিত বায়ুর প্রভাব হ্রাস হয়, অর্থাৎ উদরের স্ফীতি হ্রাস হওয়ায় উদর নরমবোধ হয়, তাহা হইলে, ফলবর্ত্তি বা ত্রিকটুকাগুবর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রদান করিবে। উহাতে দাস্ত না হইলে, বাতব্যাধি-চিকিৎসায় প্রযোজ্য নিরূহবস্তি (পিচকারী) প্রয়োগ করিবে। এই পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিলে কুপিতমল নির্গত হইয়া বায়ুর প্রকোপ হ্রাস হইয়া থাকে। এই রূপে যে পর্য্যন্ত বায়ু একেবারে হ্রাস না হয়, তাবৎ রোগীকে মুহুর্মুহুঃ স্বেদ প্রদান করিবে ও উষ্ণজল পূর্ণ পাত্রে উপবেশন করাইবে। অনেকস্থলে রোগ পুরাতন হইলে, একদিনে বায়ুর স্তম্ভিত ভাব একেবারে দূরীভূত না হইতেও পারে, এমতাবস্থায় রোগের স্থায়ী কাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ এইরূপ চিকিৎসা করিবে। রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত লঙ্ঘন বা লঘু আহারের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অনন্তর উদরস্থ বায়ু হ্রাস ও ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, রোগীকে সাগু সেবন করিতে দিবে এবং রোগ পুনর্ব্বার বৰ্দ্ধিত হইতে না পারে, তজ্জন্য স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ-বৈশ্বানরচূর্ণ বা হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি বায়ুর অনুলোমকারক ঔষধ ও দাস্ত পরিষ্কারের জন্য নারাচচূর্ণ বা নারাচরস অবস্থাভেদে রোগীকে প্রয়োগ করিবে। অনন্তর ক্রমশঃ ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে, মধ্যাহ্নে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও রাত্রিতে দুগ্ধসাগু সেবন করিতে দিবে। এইরূপভাবে চিকিৎসাদ্বারা রোগ ক্রমশঃ হ্রাস অর্থাৎ উদরাধ্মান নিবৃত্ত ও প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, তৎসঙ্গে

যথারীতি ক্ষুধারও উদ্রেক হইতে থাকে। তখন রোগ দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিবে।

উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে-ঔষধ।

ফলবর্ত্তি। উদাবর্ত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ও তজ্জন্য কটি, পৃষ্ঠ, প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং হৃৎশূল, বস্তিশূল, প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, এই বর্ত্তি রোগীর গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিবে।

ফলবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৩৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি। উদাবর্ত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং তজ্জন্য কটিশূল, বস্তিশূল, হৃদয়বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই বর্ত্তি রোগীর গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিবে।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিকটুকাদ্যবর্ত্তি। উদাবর্ত্তরোগে, বস্তিশূল, কটিশূল, হৃদয়বেদনা ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই বর্ত্তি রোগীর গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে।

ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিবৃতাদি গুড়িকা। উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং ত্রিক ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণ জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে দাস্ত পরিষ্কার হইলে, ঐসমস্ত উপদ্রব দূরীভূত হয়।

ত্রিবৃতাদি গুড়িকা। তেউড়ীমূল দুই ভাগ, পিপুল চারিভাগ, হরীতকী পাঁচভাগ ও পুরাতনগুড় এগার ভাগ; এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ তোলা।

বচাদ্যচূর্ণ। উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং তজ্জন্য উদ্গার, বমন, অগ্নিমান্দ্য ও বমনেচ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

বচাদ্যচূর্ণ। বচ, হরীতকী, রক্তচিতা, যবক্ষার, পিপুল, আতইষ ও কুড়; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—দুই আনা।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ। উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা এবং উদরাধ্মান প্রভৃতি উপসর্গ প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করাইবে।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নারাচচূর্ণ। উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠ বদ্ধতা এবং তজ্জন্য পার্শ্ব শূল ও কটিশূল প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ভোজনের পূর্ব্বে মধুর সহিত চাটিয়া খাইতে দিবে।

নারাচচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়াষ্টক। উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে এবং কটি, পৃষ্ঠ ও ত্রিকস্থানে তজ্জনিত বেদনা ও বমন এবং জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে জলসহ সেবন করিতে দিবে। প্লীহা, গুল্ম এবং পাণ্ডু প্রভৃতি রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

গুড়াষ্টক। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্বসমান পুরাতন গুড় একত্র মর্দ্দন করিবে। বটী ৬ রতি।

বৈশ্বানরচূর্ণ। উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এবং কটি, পৃষ্ঠ ও ত্রিক প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

বৈশ্বানর চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৈদ্যনাথবটী। উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও তজ্জন্য কটি, পৃষ্ঠাদিতে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

বৈদ্যনাথ বটী। হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও রসসিন্দূর; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ ও শোধিত জয়পাল ২ ভাগ; এই সমস্ত একত্র করিয়া থুলকুড়ী ও আমরুলরসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

নারাচরস। উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও তজ্জনিত বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

নারাচরস। রস, গন্ধক ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ, সোহাগার খৈ, পিপুল ও শুঁঠ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভাগ, সর্ব্বসমান নিস্তুষ দন্তীবীজ; এই সমুদয় সীজের ক্ষীরে তিনদিন মর্দ্দন করিয়া একটী নারিকেলের মধ্যে স্থাপন-পূর্ব্বক প্রবল অগ্নিতে পাক করিবে। মাত্রা—দুই রতি।

বৃহৎ ইচ্ছাভেদীরস। মলরোধজনিত উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ ইচ্ছাভেদীরস। রস, গন্ধক, মরিচ ও সোহাগার খৈ; এই সমুদয় সমভাগ, তেউড়ীমূল ও আতইচূর্ণ প্রত্যেকে গন্ধকের দ্বিগুণ ও শোধিত জৈপালবীজ নয়গুণ; এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া আকন্দপাতার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘুটের অগ্নিতে পুটপাক করিবে। বটী ১ রতি।

শুষ্কমূলাদ্যঘৃত। উদাবর্ত্তরোগ পুরাতন হইলে এবং বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কটি, পৃষ্ঠ ও ত্রিকস্থানাদিতে বেদনা থাকিলে, এই ঘৃত রোগীকে উষ্ণ-দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

শুষ্কমূলাদ্য ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—শুষ্ক মূলা, আদা, পুনর্নবা, বিম্বছাল, শোণ ছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল ও সোন্দাল ফল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা।

উদাবর্ত্তরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

চতুর্দ্দশাঙ্গ ক্বাথ। উদাবর্ত্তরোকে অল্প জ্বর ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ এবং কটি, পৃষ্ঠাদিস্থানে বেদনা থাকিলে, এই ক্বাথে তেউড়ীমূল চূর্ণ ॥০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

চতুর্দ্দশাঙ্গ ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দ্রাক্ষাদি ক্বাথ। উদাবর্ত্তরোগে বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ, বমন, দাহ ও মূর্চ্ছা থাকিলে অথবা বৈকালে অল্প জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দ্রাক্ষাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দশমূল ক্বাথ। উদাবর্ত্তরোগে কোষ্ঠবদ্ধ, কটি ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা,

মাথায় ভার ও অল্পজ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই কাথে সোন্দালের শাঁস ॥০ তোলা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

দশমূল কাথ। প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উদাবর্ত্তরোগে—বেদনা-চিকিৎসা।

রাস্নাসপ্তক। উদাবর্ত্তরোগের মধ্যাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা ও তৎসঙ্গে কটি, পৃষ্ঠ এবং ত্রিকস্থান প্রভৃতিতে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই কাথে এরণ্ডতৈল ॥০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

রাস্নাসপ্তক। প্রস্তুতবিধি ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আমবাতারিবটিকা। উদাবর্ত্তরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কটি, পৃষ্ঠ ও ত্রিক প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

আমবাতারি বটিকা। প্রস্তুতবিধি ৬০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগরাজ গুগ্গুলু। উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ ও তৎসঙ্গে কটি, পৃষ্ঠ, হৃদয়, ত্রিক ও শিরোদেশে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

যোগরাজ গুগ্গুলু। প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত। উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর বায়ুপিত্ত প্রবল হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও শিরোদেশে অল্প বেদনা ও শারীরিক দুর্ব্বলতা থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে উষ্ণ দুগ্ধসহ অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে—পথ্য।

উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগের প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘন, তৎপরে সাগু বা খৈর-মণ্ড প্রভৃতি লঘু পথ্য রোগীকে প্রদান করিবে; অনন্তর রোগ ক্রমশঃ হ্রাস হইলে, পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, ক্ষুদ্র টাট্কা মৎস্যের ঝোল, কচি মূলা,

পটোল, কচিবেগুণ, ওল, শজিনাশক, মুগের যূষ ও মসূর যুষ প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। যে সকল দ্রব্য লঘুপাক ও কোষ্ঠ-শোধক, তাহাই এই রোগে হিতকর। গুরুপাক দ্রব্য, দধি ও সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্য এবং যে সকল দ্রব্য দীর্ঘকালে পরিপাক হয় অর্থাৎ ক্ষীর, দধি, পোলাও, মিষ্টান্ন ও মিঠাই প্রভৃতি এই রোগে একবারে সেবন নিষেধ। যে ঋতুতে এই রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সময় হইতে বৎসরাধিক কাল বিশেষ সাবধানে রোগীকে আহার বিহার করিতে দিবে। বিশেষতঃ যাহাতে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়, এরূপ দ্রব্য নিয়ম পূর্ব্বক সেবনের ব্যবস্থা করিবে। শারীরিক পরিশ্রম ও স্ত্রীসহবাস প্রভৃতি যতদূর সম্ভব বর্জন করা উচিত।

গুল্মরোগ-চিকিৎসা।

গুল্মরোগের সাধারণ লক্ষণ। অরুচি, অতি কষ্টে মল ও মূত্র ত্যাগ, বায়ুর প্রকোপ, উদরে নানারূপ শব্দ, শ্বাস, হিক্কা ও উদরে বায়ু, পূর্ণতা ; গুল্ম-রোগে সাধারণতঃ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বাতিকগুল্মের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ। অসময়ে ভোজন, অধিক বা অল্প মাত্রায় ভোজন, রুক্ষদ্রব্য ভোজন ও পান, বিরুদ্ধ কর্ম্ম, মলমূত্রাদির বেগ-ধারণ, শোক, অভিঘাত,অতিশয় বিরেচন ও উপবাস ; এই সকল কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলে, বাতিকগুল্ম উৎপন্ন হয়। বাতিকগুল্ম কদাচিৎ নাভি, কদাচিৎ পার্শ্বদ্বয়ে এবং কদাচিৎ বস্তি-দেশে, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, গোলাকার বা দীর্ঘাকারে প্রকাশ পায়, সময় সময় উহাতে বেদনা থাকে না ; পরন্তু দাস্ত ও অধোগামী বায়ুর রোধ, গলা ও মুখশোষ, কৃষ্ণ ও অরুণবর্ণতা এবং কম্পজ্বর প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। রুক্ষ, কষায়, তিক্ত ও কটুদ্রব্য সেবন করিলে এবং ভুক্ত-অন্ন জীর্ণ হইলে, এই রোগ বৃদ্ধি পায় ও ভোজন করিলে বেগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

পৈকত্তিগুল্মের নিদান পূর্ব্বক লক্ষণ। কটু,অম্ল,তীক্ষ্ণ,উষ্ণ,বিদাহী ও রুক্ষদ্রব্য-সেবন, ক্রোধ, অতিরিক্ত মদ্য পান, সূর্য্য ও অগ্নির তাপ-সেবন

এবং বিদগ্ধাজীর্ণজনিত দুষ্টরসদ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইলে, পৈত্তিকগুল্ম উৎপন্ন হয়। এই গুল্মে জ্বর, পিপাসা, মুখ ও সমস্ত শরীর রক্তবর্ণ হয় এবং আহার্য্য-দ্রব্য পরিপাক-কালে বেদনা-বৃদ্ধি, ঘর্ম্ম ও জ্বালা হয়; পরন্তু গুল্ম-স্থান স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বেদনা-বোধ হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকগুল্মের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ। শীতল, গুরুপাক ও স্নিগ্ধদ্রব্য সেবন, পরিশ্রম না করা, ইচ্ছানুযায়ী ভোজন ও দিবা-নিদ্রা; এই সকল কারণে শ্লৈষ্মিকগুল্ম উৎপন্ন হয়। ইহাতে শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎবোধ, দুর্ব্বলতা, বমনেচ্ছা, কাস, অরুচি, শরীরে ভরেবোধ, অল্পবেদনা, শীতবোধ এবং গুল্মের কাঠিন্য ও উন্নতভাব লক্ষিত হয়।

দ্বিদোষজগুল্মের লক্ষণ। বায়ু ও পিত্তজনিত গুল্মে যেসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, বাতপৈত্তিক গুল্মে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক গুল্মে যেসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মেও সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায় এবং পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিকগুল্মে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, পিত্তশ্লৈষ্মিক গুল্মে সেই সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক গুল্মের লক্ষণ। ত্রিদোষজনিত গুল্মে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ বিদ্যমান থাকে এবং ঐ গুল্ম প্রস্তরবৎ কঠিন ও উন্নত হয় ও শীঘ্র পাকিয়া উঠে, পরন্তু মনের ব্যাকুলতা জন্মে, এবং অগ্নি ও বলের হ্রাস হয়। এই গুল্ম অসাধ্য।

রক্তগুল্মের নিদান পূর্ব্বক লক্ষণ। প্রসবান্তে, গর্ভস্রাবান্তে বা ঋতুকালে অহিত জনক আহার বিহারাদি করিলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া রক্তকে (আর্ত্তবকে) আশ্রয় পূর্ব্বক গর্ভাশয়ে গোলাকার রক্তগুল্ম উৎপাদন করে। স্ত্রীগণের রজঃ-দর্শন কাল হইতে রজোক্ষয় কাল পর্য্যন্ত ইহা জন্মিয়া থাকে।

রক্তগুল্মের বিশেষ লক্ষণ। রক্তগুল্মে অত্যন্ত বেদনা ও দাহ প্রকাশ পায় এবং পৈত্তিক গুল্মের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত ব্যাধি-প্রভাবে গর্ভের যাবতীয় লক্ষণ অর্থাৎ ঋতু-বন্ধ, মুখের

পীতাভা, স্তনাগ্রভাগের কৃষ্ণাভা ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে কিন্তু গর্ভে হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশ হইলে, তাহা বেদনা-শূন্য অবস্থায় নিরন্তর যে প্রকার স্পন্দিত হয়, রক্তগুল্মে তদ্রূপ হয় না; রক্তগুল্মে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিহীন ঐ পিণ্ড কেবল বেদনার সহিত দীর্ঘকাল পরে পরে স্পন্দিত হয় মাত্র। গর্ভ ও রক্তগুল্মে এই প্রভেদ। দশমাস অতীত হইলে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ রক্তগুল্মের চিকিৎসা করিতে উপদেশ করিয়াছেন, কারণ রক্তগুল্ম পুরাতন হইলে সুখসাধ্য হয়। অনেকে বলেন যে, দশমাস প্রসবের কাল, এই জন্যই গর্ভ কি ব্যাধি, সেই সন্দেহ-ভঞ্জন মানসে প্রসবকাল অর্থাৎ দশ মাসই প্রসবের মুখ্যকাল নহে, নবম মাস হইতে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রসবকাল। ফলতঃ দশ·মাসের পর রক্তগুল্মের রক্তপিণ্ড কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তখন ঔষধপ্রয়োগ করিলে অধিক রক্তস্রাবজনিত গর্ভশয্যানাশের আশঙ্কা থাকে না।

গুল্মের অসাধ্য লক্ষণ। গুল্ম ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যদি সমস্ত উদর ব্যাপ্ত হয় বা রসাদি ধাতুকে আশ্রয় পূর্ব্বক শিরাজাল দ্বারা ব্যাপ্ত এবং কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় উন্নত হয়, পরন্তু তৎসঙ্গে দৌর্ব্বল্য, অরুচি, বমি-বেগ, কাস, বমন, আলস্য, জ্বর, পিপাসা, তন্দ্রা ও নাসাস্রাব ইত্যাদি উপসর্গ থাকে, তাহা হইলে, ঐ রোগ অসাধ্য। এতদ্ব্যতীত গুল্মরোগে জ্বর, শ্বাস, বমন, অতি-সার এবং হৃদয়, নাভি, বস্তি ও পদ ইত্যাদি স্থানে শোথ প্রকাশ পাইলে অথবা শ্বাস, বেদনা, পিপাসা, অরুচি, সহসা গুল্মের লয়প্রাপ্তি ও দুর্ব্বলতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও গুল্মরোগ আরোগ্য হয় না।

গুল্মরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

গুল্ম হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থানে বৃত্ত অর্থাৎ বর্ত্তলাকারে উৎপন্ন হয়। দুই-পার্শ্ব, হৃদয়, নাভি ও বস্তি; গুল্মের এই পঞ্চবিধ স্থান।

গুল্ম কোনও সময় ছোট হয়, কোনও সময় বড় হয় এবং একস্থান হইতে অন্যত্র বিচরণ করে, ইহাই গুল্মের প্রধান লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক, এই চারি প্রকার গুল্ম, পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতিরই হইতে পারে, কিন্তু গর্ভাশয়গত রক্তগুল্ম কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরই উৎপন্ন হয়। রক্ত-

দুষ্টিবশতঃ অন্য এক প্রকার রক্তগুল্ম উৎপন্ন হয়, তাহা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই হইতে পারে। হৃদয়, নাভি, পার্শ্বদ্বয় এবং বস্তিদেশ, গুল্মের এই পঞ্চবিধ স্থান শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে পার্শ্ব শব্দে গর্ভাশয় বুঝিতে হইবে, কারণ রক্তজ গুল্ম গর্ভাশয়ে অবস্থিত থাকে এবং একপার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে বিচরণ করে।

যে কোন গুল্মের চিকিৎসাকালেই বাতাদিদোষের উপর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যেহেতু, উহাদের লক্ষণ দ্বারা বাতাদিদোষ স্থিরীকৃত এবং স্থানদ্বারা দোষের প্রকোপ নিরূপিত হইতে পারে। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার যে সমস্ত স্থান নিরূপিত হইয়াছে, গুল্মরোগ সেই সমস্ত স্থানে প্রকাশ পায় না; বাতজগুল্ম কখনও পার্শ্বে, কখনও বস্তিস্থানে, কখনও নাভিতে চলিয়া বেড়ায়; অতএব বায়ুর লক্ষণ ভিন্ন, কেবলমাত্র স্থানদ্বারা দোষ নিরূপণ করা সুকঠিন, এই প্রকার অন্যান্য গুল্মেরও যথোক্ত লক্ষণ দ্বারা রোগ নিরূপণ করিবে। রক্ত-গুল্মের বাহ্য লক্ষণ এবং নির্দ্ধারিত স্থানদ্বারা সহজে রোগ নিরূপণ করা যাইতে পারে। দ্বন্দ্বজ গুল্ম দুই দোষের লক্ষণ দ্বারা নিরূপিত হয় এবং সান্নিপাতিক গুল্ম দোষত্রয়ের মিলিত লক্ষণ দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে।

বাতিক গুল্মরোগের প্রথমাবস্থায় শ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে, বমনকারক ঔষধ ও ফলবর্ত্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। কিন্তু সাধারণতঃ শ্লেষ্মার সাম্যভাব পরিলক্ষিত হইলে, বমনের ঔষধ না দিয়া দুগ্ধ ও হরীতকীচূর্ণ মিশ্রিত এরণ্ড-তৈল রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার হইলে, অনেক উপকার হয়। এই অবস্থায় বাতঘ্নতৈল মর্দ্দন করিয়া স্বেদ-প্রয়োগ করা যাইতে পারে অথবা নাগরাদি যোগ বা রসোনক্ষীর রোগীকে ব্যবস্থা করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। কোষ্ঠ-বদ্ধতা ও অধোগত বায়ুর অপ্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হইলে, রোগীকে হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ, বচাদিচূর্ণ বা স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে, ইহাতে বায়ুর অনুলোম এবং গুল্ম হ্রাস হয়। এই অবস্থায় জ্বর লক্ষিত হইলে তেউড়ীমূলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া চতুর্দ্দশাঙ্গক্বাথ সেবন করান যাইতে পারে। হৃদয়, কুক্ষি ও পার্শ্ব ইত্যাদি স্থানে বেদনা থাকিলে, রোগীকে বৈশ্বানরচূর্ণ বা অলম্বুষাদ্যচূর্ণ ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার হয়; কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে এবং হৃদয়, পার্শ্ব ও

স্কন্ধ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হইলে, রোগীকে দন্তী-হরীতকী, গুল্মকালানল রস বা কাঙ্কায়ন গুড়িকা প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঐ সকল ঔষধে কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীভূত হয়, পরন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে, উপসর্গেরও অনেক লাঘব হয়। বিশেষ প্রয়োজন হইলে, বায়ুর অনুলোমতা সম্পাদনার্থ, হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ বা বচাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। জ্বর বা অন্যান্য উপদ্রব প্রবল থাকিলে, তাহার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগ অতি পুরাতন এবং জ্বরাদি উপদ্রব হ্রাস হইলে, যখন কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান থাকে ও তজ্জন্য কটি, পার্শ্বাদিতে সময় সময় বেদনা প্রকাশ পায়, তখন রসোনাদ্যঘৃত বা হবুষাদ্য ঘৃত রোগীকে সেবন করাইলে সমধিক উপকার হয়।

পৈত্তিকগুল্মে জ্বর ও পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ প্রবল হয়, রোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য রোগীকে ঔষধ প্রয়োগ করিলে, যদি জ্বর প্রবল না হয়, তবে ত্রিফলার ক্বাথসহ তেউড়ীচূর্ণ অথবা অগস্ত্যচূর্ণ ২।৩ দিন প্রয়োগ করিয়া পরে, হরীতকীখণ্ড ও গুল্মশার্দ্দূলরস বা প্রাণবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে, সমধিক উপকার পাওয়া যায়, নচেৎ রোগ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা, কিন্তু জ্বর, দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব প্রবল হইলে, তখন তাহার প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। জ্বর প্রবল হইলে, জয়াবটী ও দ্রাক্ষাদিক্বাথ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে; ইহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং জ্বরের বেগ কমিয়া আইসে, পরন্তু দাহ, পিপাসা প্রভৃতি জ্বরের উপদ্রবও হ্রাস পাইতে থাকে। গুল্মরোগে দাহ, শূল, অরুচি ও জ্বর প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, শীঘ্রই গুল্ম পাকিবার সম্ভাবনা, এইরূপ অবস্থায় রোগ-স্থানে ব্রণশোথরোগে বক্ষ্যমান প্রলেপ প্রয়োগ করিবে; গুল্ম পাকিয়া উঠিলে, পূযাদি নিঃসারণ করিবে। গুল্ম স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়াও পূযাদি নির্গত হইতে পারে, তজ্জন্য ১২ দিনের মধ্যে শোধক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; তৎকালে নানাবিধ উপদ্রব বিনাশার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিবে; বার দিনের পরে রোগীকে ব্রণশোধক ঔষধ-মিশ্রিত ঘৃত পান করিতে দিবে। পূযাদি নিঃসৃত হইলে, ক্ষত শুকাইবার জন্য তিক্তকঘৃত বা মহাতিক্তক

ঘৃত মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। এই নিয়মে চিকিৎসা করিলে রোগ আরোগ্য হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় কাঙ্কায়নগুড়িকা বা মহাগুল্ম-কালানলরস প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, রসায়নামৃতলৌহ, দ্রাক্ষাদিঘৃত বা ত্রায়মাণাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিবে।

শ্লৈষ্মিক গুল্মে জ্বর, কাস, অরুচি, শরীরে ভারবোধ, গুল্মের উন্নতি ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ও অগ্নিমান্দ্য-নিবর্ত্তক, স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ, বা হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং গুল্মস্থানে, যকৃৎ-চিকিৎসায় উক্ত তিলাদ্যলেপ উষ্ণ করিয়া লেপনপূর্ব্বক লৌহপাত্র উষ্ণ করিয়া তদুপরি আস্তে ২ সেক প্রদান করিবে। জ্বর ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব দূরীকরণার্থ লক্ষ্মী-বিলাস রস ও বাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ প্রতিদিন সেবন করাইবে, অনন্তর নাগেশ্বর রস বা বিদ্যাধর রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, ঐ সকল ঔষধে জ্বর কাসাদি উপদ্রব হ্রাস হইয়া থাকে। রোগ ক্রমশঃ পুরাতন হইলে, তৎসঙ্গে গুল্মও উন্নত হয়, সুতরাং তখন জ্বরাদি উপদ্রবও প্রবল হইয়া থাকে; এমতাবস্থায় গুল্মস্থানে স্বেদ-প্রয়োগ এবং জ্বরাদি উপদ্রবের জন্য জ্বরারি অভ্র বা জয়াবটী প্রভৃতি ঔষধ পৃথক অনুপানে এবং পূর্ব্বোক্ত নাগেশ্বর রস বা বিদ্যাধর রস প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর ও কাস প্রভৃতি প্রবল হইলে, ঐ সঙ্গে দন্তীহরীতকী প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়। এই সমস্ত ঔষধ ও প্রলেপ প্রদান করিলে রোগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে।

বাতপৈত্তিক গুল্মে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা ও কটিপৃষ্ঠাদিতে সমধিক বেদনা থাকিলে, রোগীকে কোষ্ঠশোধনার্থ ত্রিফলাদিচূর্ণ গোমূত্রসহ সেবন করিতে দিবে। পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জলের সহিত তেউড়ীমূলচূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগীর জ্বর ও পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, জয়াবটী ও দ্রাক্ষাদি কাথ সেবন করাইবে। গুল্মশার্দ্দূলরস বা প্রাণবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধও যথানিয়মে যথানুপানে প্রয়োগ করিতে পারা যায়। রোগীর কটি-

পৃষ্ঠাদিতে বেদনা থাকিলে, হরীতকীখণ্ড বা যোগরাজগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে। উহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি ও বেদনা-হ্রাস হয়। কিন্তু গুল্মরোগে পিত্তের আধিক্য থাকিলে এবং গুল্ম পাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে, পিত্তগুল্মবৎ পাকিবার ঔষধ দিবে এবং প্যাকয়া পূবাদি নিঃসৃত হইলে, রোপক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্তাশ্রিত গুল্মরোগে প্রায়শঃ বায়ু প্রবল থাকে, তজ্জন্য ঐ গুল্ম পাকিবার সম্ভাবনা অল্প। বাতপিত্ত গুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় দন্তীহরীতকী বা গুল্মকালানলরস প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; জ্বরাদি উপদ্রব হ্রাস হইলে, দ্রাক্ষাদিঘৃত বা ত্রায়মাণাদ্যঘৃত, সেবন করাইবে।

বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধ, পার্শ্ব, স্কন্ধ ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা, জ্বর, কাস, গুল্মের উন্নতি ও ইতস্তত: বিচরণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই রোগ কষ্টসাধ্য। রোগীর জ্বর ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হইলে, জ্বরারি অভ্র বা জয়াবটী ও পিপ্পল্যাদ্য কাথ প্রভৃতি ঔষধ জ্বরের জন্য প্রয়োগ করিবে এবং স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ, হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ, বচাদিচূর্ণ (মতান্তরে), অথবা পিপ্পল্যাদি চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গুল্মস্থানে তিলাদ্য লেপ লেপন করিয়া লৌহ উষ্ণ করিয়া তদুপরি স্বেদ প্রদান করিবে। হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, বৈশ্বানর চূর্ণ বা অলম্বুষাদ্য চূর্ণ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে, কোষ্ঠশোধক ও অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক। যাহাতে প্রত্যহ ২।৩ বার দাস্ত পরিষ্কার হয় এবং ক্ষুধা প্রকাশ পায়, তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ বা হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ দিনে রাত্রিতে দুইবার এবং জ্বর বিদ্যমান থাকিলে তজ্জন্য পৃথক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি ও জ্বর নিবৃত্ত না হইলে, এই রোগ কোনমতে দূরীভূত হয় না। জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব কিয়দংশে হ্রাস পাইলে, গুল্মবজ্রিণী বটিকা, গুল্মশার্দ্দূল রস বা বৃহৎ গুল্ম কালানল রস প্রভৃতি ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে। হৃদয়, পার্শ্বাদি বেদনার জন্য পূর্ব্ববৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ ২।৩ বার দাস্ত পরিষ্কার এবং গুল্ম নরম হওয়ার জন্য গুল্মশার্দ্দূলরস বা দন্তীহরীতকী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এইরূপভাবে ২।৩ সপ্তাহ যথানিয়মে ঔষধ

ও স্বেদ প্রদান করিলে রোগ হ্রাস পাইতে থাকে। জ্বর, কাস ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস ও গুল্ম পূর্ব্বাপেক্ষা নরম হইলে, হবুষাদ্য ঘৃত বা রসোনাদ্যঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পিত্তশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে পিত্তের আধিক্য থাকিলে, পিত্তগুল্মবৎ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং গুল্মনাশক অন্যান্য যোগ ও পাচক ঔষধ প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। জ্বর থাকিলে, জ্বরনাশক ঔষধ দিনে একবার সেবন করিতে দিবে। কিন্তু শ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে, প্রথমে শ্লৈষ্মিক গুল্মবৎ চিকিৎসা করিবে; অনন্তর গুল্ম পূর্ব্বাপেক্ষা আকারে হ্রাস ও উপদ্রব মন্দীভূত হইলে, পৈত্তিক গুল্মের ন্যায় গুল্মশার্দ্দূলরস ও প্রাণবল্লভ রস প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে ব্যবস্থা করিবে। ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগে উপদ্রবসকল মন্দীভূত হইলে, রোগও ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়।

সান্নিপাতিকগুল্মে যে দোষের প্রবলতা লক্ষিত হইবে, সেই দোষনাশক যোগ, চূর্ণ ও বটিকা রোগীকে সেবন করাইবে এবং একটী প্রবল দোষের প্রকোপ হ্রাস হইলে, অন্যদোষ-নাশক ঔষধ প্রদান করিবে, কিন্তু সমস্ত লক্ষণ একত্র পরিলক্ষিত হইলে, তখন বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করিতে হয়; যদিও আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ এই গুল্মকে অসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি ইহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। সান্নিপাতিক গুল্ম শীঘ্রই পাকিবার সম্ভাবনা; সুতরাং পাকিলে কিছুদিন পরে শোধক ও রোপক ঔষধ প্রদান করিবে এবং তৎসঙ্গে জ্বরঘ্ন ঔষধও প্রয়োগ করিবে, দাহাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, তাহারও চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে রক্তগুল্ম উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রকারগণ বলেন, রক্তগুল্ম উৎপন্ন হইলে, দশ মাসের মধ্যে তাহার চিকিৎসা করিবে না। অনেকে মনে করেন, রক্তগুল্ম ও গর্ভ এতদুভয়ের লক্ষণের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে, সুতরাং প্রকৃত গুল্ম কি গর্ভ, তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে; এমতাবস্থায় রক্তগুল্মের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিলে হয়ত গর্ভ বিনষ্ট হইতে পারে, সেই আশঙ্কায়ই সম্ভবতঃ শাস্ত্রকারগণ দশমাস অর্থাৎ প্রসবকাল অতীত হইলে, রক্তগুল্মের চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে, নবম হইতে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রসব-কাল। রক্তগুল্ম দশমাস অতীত হইলে,

পুরাতন হয়, পুরাতন হইলে সুখসাধ্য বিশেষতঃ দশ মাসের পর রক্তগুল্মের পিণ্ড কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তখন ঔষধ প্রয়োগ করিলে অধিক রক্তস্রাব-জনিত গর্ভশয্যা বিনষ্টের আশঙ্কা থাকে না, এই জন্যই একাদশ মাস হইতে চিকিৎসা করা উচিত। তবে পুরাতন হইলে অসাধ্য লক্ষণান্বিত হইতে না পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। অবশ্য আমাদের মতে আধুনিক শিক্ষিতা ধাত্রীদিগের দ্বারা পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে পরীক্ষা করাইয়া, প্রকৃত রোগ কি গর্ভ, নির্ণীত হইলে, তদনুযায়ী রোগিণীর শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। প্রকৃত গর্ভ হইলে, পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্ফুরণ সহজে উপলব্ধি হয়। রক্তগুল্মরোগে, কাঙ্কায়ন গুড়িকা, পঞ্চানন রস, গুল্মশার্দ্দূলরস বা প্রাণবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বর থাকিলে, ঐ সমস্ত ঔষধে জ্বরও হ্রাস পাইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক জ্বরঘ্ন অন্যান্য ঔষধও সেবন করিতে দেওয়া যায়। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, যকৃৎ প্লীহা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। যকৃৎ প্লীহা বৃদ্ধি পাইলে, আবার জ্বরও বৃদ্ধি পায়, এরূপ অবস্থায় প্রাণবল্লভরস বা লৌহমৃত্যুঞ্জয়রস প্রভৃতি ঔষধ এবং জ্বরমুরারি বা স্বল্পজ্বরাঙ্কুশ প্রভৃতি জ্বরঘ্ন ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রদান করিবে। জ্বর এবং অন্যান্য উপদ্রব হ্রাস হইলে, ত্রায়মাণাদ্যঘৃত বা দ্রাক্ষাদ্যঘৃত সেবন করাইবে। এইরূপে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিলে, রক্তগুল্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুল্মরোগে—ঔষধ।

তিলাদ্য প্রলেপ। শ্লৈষ্মিক গুল্মরোগীর গুল্ম উন্নত ও কঠিন হইলে এবং তাহার সহিত জ্বর, অবসন্নতা ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই লেপ গুল্মের উপর লাগাইবে এবং লৌহপাত্র উষ্ণ করিয়া তদুপরি স্বেদ প্রদান করিবে; ইহা দ্বারা গুল্মের বেদনা ও কাঠিন্য হ্রাস হয়।

তিলাদ্য প্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নাগরাদি যোগ। বাতিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বায়ুর স্তব্ধতা, হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ

পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণদুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা উদাবর্ত্ত-রোগেও প্রয়োগ করা যায়।

নাগরাদি যোগ। শুঁঠচূর্ণ ৪ তোলা, নিস্তুষ শিলাপিষ্ট তিল ১৬ তোলা এবং পুরাতন গুড় ৮ তোলা ; এই সকল একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা।

যমানিকাযোগ। বাতিক বা শ্লৈষ্মিকগুল্মে কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরস্থ বায়ুর স্তব্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ ঘোলসহ সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক গুল্মে অগ্নিমান্দ্য থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে তাহাও দূরীভূত হয়।

যমানিকাযোগ। যমানী-চূর্ণ ও বিট্‌লবণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা।

পিপ্পল্যাদিচূর্ণ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক অথবা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, বায়ুদ্বারা উদরের স্তব্ধতা এবং গুল্মের কাঠিন্য ও উন্নতি লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদি চূর্ণ। পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবলবণ ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইবে। মাত্রা ।০ আনা।

স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বায়ু-পূর্ণতা, কটি, পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা, গুল্মের উন্নতি বা কাঠিন্য, অগ্নিমান্দ্য বা শরীরে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ প্রাতে ও সন্ধ্যার পর সেবন করিতে দিবে।

স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বাদ্যচূর্ণ। বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বায়ু-পূর্ণতা, হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা, গুল্মের কঠিনতা ও অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতজকাস, হিক্কা, প্লীহা ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা ও অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

হিঙ্গ্বাদ্য চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কুষ্ঠাদিচূর্ণ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা,

উদরে বায়ু-পূর্ণতা, হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষি প্রভৃতি স্থানে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, কাস, গুল্মের কঠিনতা এবং উন্নতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজল-সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বিসূচিকা ও অলসকরোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

কুষ্ঠাদিচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বচাদ্যচূর্ণ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে উদর বায়ুদ্বারা স্তম্ভিত হইলে এবং তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা, হৃদয়, কুক্ষি ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠ-শোধক, পরন্তু উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগেও অতি উপকারী।

বচাদ্যচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৫৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে)। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বায়ু-পূর্ণতা, কাস, শ্বাস ও অন্যান্য উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পৈত্তিক শূলে বেদনা, জ্বর-ও গুল্ম পাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে, ইহা দ্বারা অসাধারণ উপকার হয়।

বচাদ্যচূর্ণ (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৫৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিবৃতাদিচূর্ণ। বাতপৈত্তিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, কটি পৃষ্ঠাদিতে বেদনা এবং জ্বর ও পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ গোমূত্র বা উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্লীহোদর এবং অর্শরোগেও প্রয়োগ করা যায়।

ত্রিবৃতাদিচূর্ণ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, স্বর্ণক্ষীরী, চর্ম্মকষা, নীলবুহ্ন, বচ, বলাডুমুর, ধনে, কট্‌কী, তেউড়ীমূল, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা।

শতাহ্বাদিচূর্ণ। রক্তগুল্মরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তিলের কাথসহ সেবন করিতে দিবে।

শতাহ্বাদি চূর্ণ। শুলফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামনহাটী ও পিপুল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা।

লবঙ্গাদি চূর্ণ। পৈত্তিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মে দাহ, জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, গুল্মের কাঠিন্য ও উন্নতি প্রভৃতি উপসর্গ পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে। অর্শ, আমবাত ও উদরীরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

লবঙ্গাদি চূর্ণ। লবঙ্গ, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, যমানী, শুঁঠ, বচ, ধনে, রক্তচিতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পিপুল, কট্‌কী, কিস্‌মিস্‌, চই, গোক্ষুর, যবক্ষার, এলাইচ, বনযমানী ও ইন্দ্রযব; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

ক্ষারাষ্টক। শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে অগ্নিমান্দ্য, গুল্মের কঠিনতা, বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরে বায়ু-পূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ক্ষারাষ্টক। পলাশক্ষার, সীজের ক্ষার, আপাঙের ক্ষার, তেতুলের খোসার ক্ষার, আকন্দের ক্ষার, তিলনালের ক্ষার, যবক্ষার ও সাচিক্ষার; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিবে এবং অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। মাত্রা।০ আনা।

বজ্রক্ষার। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক গুল্মের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ গুল্মের কাঠিন্য, উন্নতি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, উদরে বায়ুপূর্ণতা এবং পৈত্তিক গুল্ম পাকিবার সময় নানাপ্রকার কষ্ট; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ অতি উপকারী। ইহা শূল, অজীর্ণ, উদরী, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহা এবং উদাবর্ত্তরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে উষ্ণজল। পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক গুল্মরোগে গব্যঘৃত, শ্লৈষ্মিক গুল্মে গোমূত্র এবং সান্নিপাতিক গুল্মে কাঁজি।

বজ্রক্ষার। সামুদ্রলবণ, সৈন্ধবলবণ, করকচলবণ, যবক্ষার, সচললবণ, সোহাগার খৈ ও সাচিক্ষার, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া সীজের ক্ষীরে ৩ দিন ও আকন্দের ক্ষীরে ৩ দিন যথাক্রমে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। অনন্তর ঐ ঔষধ আকন্দের পাতাদ্বারা বেষ্টিত করিয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে পূর্ণ করিয়া শরাদ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ এবং মাটীরদ্বারা সন্ধিস্থান লেপন করিবে, অনন্তর ঐ হাঁড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে অগ্নির জ্বাল প্রদান করিবে, এইরূপে হাঁড়ীর মধ্যস্থ ঔষধ অন্তর্ধূমে দগ্ধ হইলে, ঐ ক্ষার বহির্গত করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, যমানী, জীরা ও রক্তচিতা; ইহাদের চূর্ণ সম-

ভাগে যত হইবে, তাহার সমষ্টির সমান পূর্ব্বোক্ত ক্ষার গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ॥৹ তোলা।

কাঙ্কায়ন গুড়িকা। বাতিক, পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তগুল্মরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ গুল্মের কাঠিন্য, উচ্চতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বায়ু-পূর্ণতা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা পৈত্তিক গুল্মের পকতা প্রভৃতি লক্ষণের যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। গুল্মরোগে ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ এবং সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা অর্শঃ, হৃদ্রোগ ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগেও উপকারী। অনুপান—বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মে উষ্ণজল বা কাঁজি, পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক গুল্মে দুগ্ধ, শ্লৈষ্মিক গুল্মে গোমূত্র, সান্নিপাতিক গুল্মে ত্রিফলার জল, রক্তগুল্মে উষ্ট্রদুগ্ধ বা তদভাবে গব্যদুগ্ধ।

কাঙ্কায়ন গুড়িকা। শঠী, কুড়, দন্তীমূল, রক্তচিতা, অড়হর, শুঁঠ, বচ, তেউড়ীমূল, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, শোধিত হিং ২৪ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা এবং যমানী, শ্বেতজীরা, মরিচ ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা ও যমানী ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র করিয়া ছোলঙ্গ লেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। মাত্রা।৹ আনা বা ॥৹ তোলা।

দন্তীহরীতকী। বাতিক, বাতপৈত্তিক ও বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বিশেষতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা প্রবল হওয়ায় কটি, পৃষ্ঠ ও স্কন্ধ প্রভৃতি স্থানে বেদনা হইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। গুল্মরোগের প্রবল অবস্থায় জ্বর, অরুচি ও বমন প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে, ইহা প্রয়োগে অত্যন্ত উপকার হয়। প্লীহা, অর্শ এবং হৃদ্রোগেও অবস্থাভেদে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

দন্তীহরীতকী। পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ২৫ টা, দন্তীমূল ২০০ তোলা, রক্তচিতা ২০০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। ঐ কাথের সহিত পুরাতন গুড় ২০০ তোলা গুলিয়া লইবে এবং পূর্ব্বোক্ত পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ২৫টা, ৩২ তোলা তিল তৈলে ভাজিয়া উহাতে গুড় মিশ্রিত কাথ প্রদান করিয়া পাক করিবে। পাক শেষ হইয়া আসিলে মৃদু অগ্নি সন্তাপে

তেউড়ীমূলচূর্ণ ৩২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৩২ তোলা ও শুঁঠচূর্ণ ৩২ তোলা প্রদান পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং পাত্র শীতল হইলে, উহাতে মধু ৩২ তোলা ও দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ এবং নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—ঔষধ ১ তোলা ও হরীতকী ১টা।

গুল্মকালানলরস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক গুল্মরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ গুল্মের কাঠিন্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, কাস, গুল্মের উন্নতি, বমনভাব ও জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ হরীতকী ভিজান জলসহ সেবন করিতে দিবে। বাতিক গুল্মে কুক্ষি, পার্শ্ব ও স্কন্ধ প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবন করান যায়। গুল্মরোগের প্রথম, মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়, ইহা অতি উপকারী।

গুল্মকালানল রস। রস, গন্ধক, হরিতাল, তামা ও সোহাগার খৈ, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা এবং মুথা, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, হরীতকী, বচ ও কুড়; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্ষেতপাপড়া, মুথা, শুঁঠ, আপাঙ্গ ও আকনাদি ইহাদের প্রত্যেকের কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবে। মাত্রা—৪, রতি।

বৃহৎ গুল্মকালানলরস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তগুল্মের নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও অরুচি; এই সকল লক্ষণ দীর্ঘকাল হইতে বিদ্যমান থাকিলে, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ গুল্মকালানলরস। অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, কট্‌কী, বচ, যবক্ষার, সাজীমাটী, সৈন্ধব, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, তেজপাতা, নাগকেশর ও খদির; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া জয়ন্তী, রক্তচিতা, ধুতূরা ও কেশুত্যা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। [illegible]

মহাগুল্মকালানলরস। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক বা রক্তগুল্মের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে পুরাতন জ্বর, দাহ ও গুল্মে বেদনা

থাকিলে, এই ঔষধ রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় সেবন করিতে দিবে। সান্নিপাতিক গুল্মেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান— আদার রস ও মধু।

মহা গুল্মকালানলরস। গন্ধক, হরিতাল, তাম্র ও তীক্ষ্ণলৌহ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে, অনন্তর শরার মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক অন্য শরাদ্বারা রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকাদ্বারা সন্ধিস্থান লেপন পূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি।

নাগেশ্বররস। বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক গুল্মে জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা ও গুল্মের কাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

নাগেশ্বর রস। রস, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, মনঃশিলা, নিশাদল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগার খৈ, লৌহ ও অভ্র; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সীজের ক্ষীরে মর্দ্দন করিবে, পরে রক্তচিতা বা দন্তী ইহাদের কোন একটীর ক্বাথে ১ দিন মর্দ্দন করিবে। বটী মাষ-কলাই পরিমাণ।

বিদ্যাধররস। শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে জ্বর, শরীরের কৃশতা, কাস, কোষ্ঠবদ্ধতা ও অন্যান্য উপদ্রব প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা গুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় জ্বরাদি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, অতি উপকারী। অনুপান—গোমূত্র।

বিদ্যাধর রস। রস, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ ও মনঃশিলা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া পিপুলের ক্বাথ ও সীজের ক্ষীরে যথাক্রমে একদিন মর্দ্দন করিবে। বটী- দুই রতি।

গুল্মশার্দ্দূলরস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও রক্তগুল্মে কোষ্ঠবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য, উদরে বায়ু-পূর্ণতা, জ্বর, কাস এবং হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষিদেশ প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে আদার রস ও উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে প্রত্যহ ২।৩ বার দাস্ত পরিষ্কার এবং গুল্ম কোমল হয়। রক্ত-গুল্মে এই ঔষধ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। গুল্মরোগের প্রথম, মধ্যম বা পুরাতন সকল অবস্থায়ই ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্লীহা,

যকৃৎ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়।

গুল্মশার্দ্দূল রস। রস, গন্ধক, লৌহ, গুগ্‌গুলু, অশ্বত্থছাল, তেউড়ীমূল, পিপুল, শুঁঠ শঠী, ধনে ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা; শোধিত জৈপালবীজ ৪ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

প্রাণবল্লভরস। সান্নিপাতিক গুল্ম ও রক্তগুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, গুল্মের কাঠিন্যভাব এবং গুল্মবৃদ্ধিবশতঃ উহাতে জালবৎ শিরাসমূহের বিস্তার ও উহার মূল বিস্তার হইলে, এই ঔষধ রোগীকে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

প্রাণবল্লভ রস। লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, তুতেভস্ম, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হিং, সীজমূলের ক্ষার, যবক্ষার, জৈপালবীজ, সোহাগার খৈ ও তেউড়ীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাগী দুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ৪ রতি।

রসায়নামৃত লৌহ। পৈত্তিক বা বাতপৈত্তিক গুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায়, বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, জীর্ণজ্বর, শরীরের কৃশতা, দাহ ও রক্তের অভাব প্রভৃতি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রক্তগুল্মরোগে রোগীর কৃশতা ও দুর্ব্বলতা থাকিলে এই ঔষধ অতি উপকারী।

রসায়নামৃত লৌহ। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া সমভাগে মিশ্রিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। ইক্ষু চিনি /২ সের। গোড়ালেবুর রস /২ সের। এই তিনটী একত্র পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে অতি মৃদু অগ্নির সন্তাপে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী; আমলা, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরতা, তেউড়ী-মূল, দন্তীমূল, নিমছাল, সৈন্ধবলবণ ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা এবং লৌহ ১৬ তোলা; এই সমুদয় উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে, পাকসিদ্ধ হইলে, উহার সহিত গব্যঘৃত ৩২ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা।০ আনা বা॥০ তোলা।

ত্র্যূষণাদ্যঘৃত। বাত্তিক গুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় অধিকাংশ উপদ্রব হ্রাস হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, গুল্মের কাঠিন্য ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঘৃত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ত্র্যূষণাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের, যথাবিধি মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোদুগ্ধ ১৬ সের।

কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ধনে, বিড়ঙ্গ, চৈ ও রক্তচিতা ; এই সকল সমভাগে মিলিত একসের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা।

ত্রায়মাণাদ্যঘৃত। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক ও রক্তগুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় জীর্ণজ্বর, শরীরের কৃশতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি থাকিলে, এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা হৃদ্রোগ, কামলা ও কুষ্ঠ-রোগেও ব্যবহৃত হয়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ত্রায়মাণাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /১ সের। ক্বাথ্যদ্রব্য—বলাডুমুর ৩২ তোলা, জল /৪ সের, শেষ /১ সের। আমলকীর রস /১ সের। গোদুগ্ধ /১ সের।—কল্কদ্রব্য—কট্‌কী, মুথা, বলাডুমুর, দুরালভা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন ও নীলসুন্দি ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ||০ তোলা।

রসোনাদ্যঘৃত। শ্লৈষ্মিক গুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য, গুল্মের কাঠিন্য ও গাত্রে ভারবোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা উন্মাদ, অপস্মার এবং প্লীহা ও বাত-রোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

রসোনাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। রসোনের রস চারিসের। ক্বাথ্যদ্রব্য—বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারীছাল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা।

হবুষাদ্যঘৃত। বাতিক গুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা, হৃদয় ও পার্শ্ব প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অরুচি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জীর্ণজ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি রোগের পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

হবুষাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের, যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্য দ্রব্য—কুলশুঁঠ /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। শুষ্কমূলা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। দাড়িমের খোসা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের। দধিরমাত /৪ সের। কল্কদ্রব্য—ধনে, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, চৈ, রক্তচিতা, সৈন্ধব, জীরা, পিপুলমূল ও

যমানী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

ধাত্রীষট্‌পলকঘৃত। পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক গুল্মরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর শরীরের কৃশতা, দাহ ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এবং গুল্মের ক্ষত দূরীভূত হইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ধাত্রীষট্‌পলক ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের, যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। আমলকীর রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, রক্তচিতা, শুঁঠ ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। ঘৃত-পাক শেষ হইলে, ছাকিয়া ইক্ষুচিনি /৸০ পোয়া ও সৈন্ধব /।০ পোয়া প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

গুল্মরোগে—বেদনা-চিকিৎসা।

বৈশ্বানরচূর্ণ। বাতিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা ও তৎসঙ্গে, হৃদয়, পার্শ্ব ও কটী প্রভৃতি স্থানে বেদনা এবং অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজল সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

বৈশ্বানর চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অলম্বুষাদ্যচূর্ণ। গুল্মরোগে কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও হৃদয় প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং সেই বেদনা প্রবল হইলে, এই ঔষধ উষ্ণজল সহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অলম্বুষাদ্য চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগরাজ গুগ্‌গুলু। গুল্মরোগের প্রথম, মধ্য অথবা পুরাতন অবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা এবং হৃদয়, পার্শ্ব ও কটি প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশোধক।

যোগরাজ গুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুল্মরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

জয়াবটী। গুল্মরোগের নূতন বা মধ্যাবস্থায় রোগীর জ্বর প্রবল হইলে তাহাকে এই ঔষধের ১ বটী পুরাতন গুড় ও উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, আদার রসসহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই ঔষধ প্রস্তুতকালে জয়ন্তীচূর্ণ অন্য দ্রব্যের সমান প্রয়োগ করিবে।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরাদি অভ্র। গুল্মরোগের নূতন বা মধ্যাবস্থায় জ্বর থাকিলে এবং তৎসঙ্গে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

জ্বরারি অভ্র। প্রস্তুতবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস। গুল্মরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও পিত্ত প্রবল হইলে, পানের রসসহ ইহার ১ বটী সেবন করিতে দিবে।

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুল্মরোগে—শূল-চিকিৎসা।

শূলহরণযোগ। বাতিক, বাতপৈত্তিক বা বাতশ্লৈষ্মিক গুল্মরোগে গুল্মে সময় সময় প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

শূলহরণ যোগ। প্রস্তুতবিধি ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুঃসমলৌহ। পিত্তাশ্রিত বা বাতপিত্তাশ্রিত গুল্মের নূতন বা পুরাতন অবস্থায় প্রবল বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

চতুঃসম লৌহ। অভ্র, তামা, রস, গন্ধক ও লৌহ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা লইয়া গব্যঘৃত ৯৬ তোলা ও গোদুগ্ধ ৯৬ তোলাসহ একত্র পাক করিবে এবং তাহাতে বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিতা, শুঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা।

গুল্মরোগে-কোষ্ঠবদ্ধতা ও আধ্মান-চিকিৎসা।

স্বল্প-অগ্নিমুখচূর্ণ। গুল্মরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি ও অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ তাহাকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। গুল্মরোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা ও তৎসঙ্গে অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি বা উদরাধ্মান প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুল্মরোগে—পথ্য।

গুল্মরোগে জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, তদনুযায়ী লঘুপথ্য প্রদান করিবে। সাধারণতঃ পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, কুলত্থকলায়ের যুষ, বেতোশাক, শজিনার খাড়া, কচিমূলা, পটোল, কচিবেগুণ, ওল, গোদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য এই রোগে সুপথ্য। বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্য, শুষ্কমাংস, মৎস্য, মিষ্টদ্রব্য, মুগের যুষ, গুরুপাক ও বিষ্টম্ভিদ্রব্য গুল্মরোগে কুপথ্য।

হৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

বাতিক হৃদ্রোগের লক্ষণ। বাতিক হৃদ্রোগে হৃদয় আকৃষ্টবৎ বোধ, সূচীদ্বারা বিদ্ধবৎ বেদনা, দণ্ডদ্বারা মন্থনবৎ পীড়া, অস্ত্রদ্বারা দ্বিধাবৎ বেদনা, এবং শলাকাদ্বারা স্ফুটিত ও কুঠারদ্বারা উৎপাটিতবৎ বেদনা বোধ হয়।

পৈত্তিক হৃদ্রোগের লক্ষণ। পৈত্তিক হৃদ্রোগে পিপাসা, উষ্মা, দাহ, শরীর চূষণবৎ কষ্ট, হৃদয়ে গ্লানি, কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গমবৎ জ্ঞান, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও মুখশোষ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে ভারবোধ,

কফস্রাব, অরুচি, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য ও মুখের মধুরতা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সান্নিপাতিক হৃদ্রোগের লক্ষণ। ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং অহিতাচার দ্বারা হৃদয়ে গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে, উহাতে রস জন্মিয়া ক্রিমি উৎপন্ন হইতে পারে; তখন তীব্রবেদনা, সূচিবিদ্ধবৎ পীড়া ও কণ্ডু প্রভৃতি উপস্থিত হয়।

ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের লক্ষণ। ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে বমনবেগ, মুখস্রাব, হৃদয়ে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, শূল, হৃদয়স্থিত রসের উদ্গীরণ, অন্ধকারবৎ দর্শন, অরুচি, চক্ষুর কৃষ্ণাভা ও শোথ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্লান্তিবোধ, দেহের অবসন্নতা, ভ্রম ও শোষ, এই সকল উপদ্রব সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগেই প্রকাশ পায়, ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে ইহাভিন্ন শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগের লক্ষণসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

হৃদ্রোগ-চিকিৎসা-বিধি

হৃদয় কিরূপ পদার্থ এবং উহা কোন্‌স্থানে অবস্থিত, প্রথমতঃ তাহাই পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, যেহেতু ঐ সকল জানিতে না পারিলে, উহার রোগ নিরূপণ করা সুকঠিন। সাধারণতঃ পদ্মের মুকুলের সহিত হৃৎপিণ্ডের তুলনা হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের আকার পদ্মের মুকুলের ন্যায়, প্রকৃত প্রস্তাবে উহাকে পদ্মের মুকুল বলিয়া সম্পূর্ণ ভ্রম হয়। বাম ও দক্ষিণ উভয় দিকে ফুস্‌ফুসের প্রান্ত ভাগ, তাহার মধ্যে হৃৎপিণ্ড অধোমুখে অবস্থিত, ঐ হৃৎপিণ্ড আবার অতি পাতলা চর্ম্ম দ্বারা আবৃত, ঐ সূক্ষ্ম চর্ম্ম ফেলিয়া দিলে, হৃদ্‌যন্ত্রটী মুকুলাকার দৃষ্ট হয়, ঐ মুকুল কাটিয়া ফেলিলে হৃদয়ের দ্বার ও হৃদয়ের কোষসকল দৃষ্টিগোচর হয়, কোষের গাত্রে আবার চর্ম্ম আছে। হৃদয় পৃষ্ঠের দিকেই গভীর, বক্ষের দিকে তত ভাসমান নহে, বক্ষের দিকে উপরিভাগে প্রথমে চর্ম্ম, চর্ম্মের নিম্নে কিয়দংশ মাংস অবস্থিত এবং মাংসের নিম্নে অস্থি বিদ্যমান, উহাকে চলিত ভাষায় পাঁজরা কহে। ঐ পাঁজরার নিম্নে বক্ষের প্রাচীর, তাহার নিম্নে কিয়দংশ স্থানে মেদ অবস্থিত, ঐ মেদের সহিত জালবৎ পদার্থ পরস্পর জড়িত ও হৃদয় অধোমুখে শায়িত আছে।

হৃদয়ে রক্তের শোধন-ক্রিয়া ফুস্ফুসের সাহায্যে অহরহঃ সম্পন্ন হইতেছে। হৃদয়ের বিশুদ্ধ রক্ত চরকে ওজঃ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ঐ রক্ত একটি নাড়ী হইতে বক্ষের দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং সেই নাড়ী দ্বারাই রক্ত হৃদয় হইতে শরীরের সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইতেছে। ইহাতে সংশয় হইতে পারে যে একটী নাড়ীরদ্বারা কিরূপে শরীরের সর্ব্বত্র রক্ত প্রবাহিত হয়? তদুত্তরে বক্তব্য এই—ঐ বৃহৎ নাড়ী হইতে অসংখ্য শাখা প্রশাখা অর্থাৎ সূক্ষ্ম নাড়ী শরীরের সর্ব্বত্র প্রসারিত রহিয়াছে, তদ্দ্বারাই হৃদয়ের রক্ত সকল স্থানে প্রবাহিত হইয়া থাকে। হৃদয় হইতে নাড়ী দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র রক্ত কিরূপে প্রবাহিত হয়, তাহা সঙ্ক্ষেপে বলা হইল, এক্ষণে ঐ রক্ত হৃদয়ে কিরূপে আইসে ও শোধিত হয়, তাহা বলা যাইতেছে;—ঐ বৃহৎ নাড়ীর পার্শ্ব হইতে আর একশ্রেণী নাড়ী অর্থাৎ শিরা দ্বারা রক্ত হৃদয়ে আসিয়া ফুস্ফুসের সাহায্যে শোধিত হয়, ঐ রক্ত বিপরীতগামী এবং মলিন, দুই প্রকার নাড়ীর রক্তের মধ্যে ইহাই প্রভেদ, উভয় নাড়ীই পাশাপাশি অবস্থিত। একটী দ্বারা পরিষ্কৃত রক্ত হৃদয় হইতে শরীরের সর্ব্বত্র চালিত হইতেছে এবং অন্য নাড়ী অর্থাৎ শিরা ও তাহার শাখা প্রশাখা অসংখ্য সূক্ষ্ম নাড়ীরদ্বারা শরীরের মলিন রক্ত হৃদয়ে আসিয়া শোধিত হইতেছে, মলিন রক্তবাহিনী শিরা সমূহের দুইটী মূল আছে, একটী দ্বারা হস্ত, মস্তক ও বক্ষের মলিন রক্ত হৃদয়ে আসিতেছে, অন্যটী দ্বারা উদর, উরু ও পাদদেশের মলিন রক্ত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছে, কিন্তু পাকস্থলী বা অন্ত্রের মলিন রক্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিম্নবাহিনী বৃহৎ শিরায় পতিত হয়না, একটি ভিন্ন শিরায় আসিয়া পতিত হয়, ঐ শিরার সহিত অর্শের বলির মিলন আছে, ঐ শিরা যকৃতে গিয়া শেষ হইয়াছে এবং যকৃতে অসংখ্য জালবৎ শিরা উহার সহিত মিলিত হইয়াছে, ঐ শিরা তিনটী শাখায় বিভক্ত হইয়া নিম্নবাহিনী বৃহৎ শিরার সহিত মিলিত হইয়াছে; এইরূপ শরীরস্থিত মলিন রক্ত ফুস্ফুসের সাহায্যে পরিষ্কার হইয়া আবার হৃদয়ে আসিতেছে, সেই পরিষ্কার রক্ত শিরাদ্বারা সর্ব্বশরীরে চালিত হইতেছে। সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে যে, শরীরস্থ রক্ত হৃদয়ের কোষ, অর্থাৎ রন্ধ্রে আসিয়া ফুস্ফুসের সাহায্যে পরিষ্কৃত হইয়া পুনরায় হৃদয়ের অন্য কোষ অর্থাৎ রন্ধ্রে আসিয়া বৃহৎ

নাড়ীদ্বারা সর্ব্ব শরীরে চালিত হইতেছে। এই সকল কারণে হৃদয় রক্তের মূলাধার স্বতই প্রতিপন্ন হইতেছে। নাড়ী ও শিরা সমূহের ক্রিয়া পরিষ্কার রূপে লিখিতে হইলে গ্রন্থ অতি বিস্তৃত হয়, সুতরাং কেবলমাত্র হৃদয়ের ক্রিয়া সংক্ষেপে এস্থলে বর্ণিত হইল।

হৃৎপিণ্ডে কোনরূপ পীড়া হইলে, তাহাকে হৃদ্রোগ বলা যায়। হৃদ্রোগ নানাকারণে হইতে পারে—আমবাত, সান্নিপাতিক জ্বর বা জ্বর-বিকার, যক্ষ্মা ও কাস, প্রভৃতি রোগে হৃদয়ে বেদনা প্রকাশ পায়; যে কোন কারণে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা বা অন্য কোন রূপ কষ্ট প্রতীয়মান হইলে, তাহাকে হৃদ্রোগ বলা যাইতে পারে। জ্বরাদিরোগের প্রথমাবস্থায় হৃদয়ে যে বেদনা হয়, তাহা হইতে হৃদ্রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু উহাতে হৃদয়ের অংশগত ক্রিয়ার তাদৃশ ব্যতিক্রম ঘটে না। আমবাতরোগ প্রবল হইলে, হৃদয়ে যেরূপ বেদনা প্রকাশ পায়, হস্ত, পদ, গুল্ফ, উরু, সন্ধি প্রভৃতি স্থানেও সেইরূপ বেদনা প্রকাশ পাইয়া থাকে। হৃদয়ের উপরি-ভাগে যে সূক্ষ্ম চর্ম্ম আছে, পার্শ্বশূল, বিসর্প ও সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি রোগে তাহাতে (হৃদয়ের আবরক সূক্ষ্মচর্ম্মে) শূল হইবার সম্ভাবনা আছে, ঐ সূক্ষ্মচর্ম্মে শূল হইলে, উহাতে রস সঞ্চিত হয় এবং রস সঞ্চিত হওয়ায় হৃদয়ের উপরিভাগে চাপ লাগে, হৃদয়ে চাপ লাগিলে রক্ত ফুস্‌ফুস্ হইতে হৃদয়ের বামকোষে সহজে আসিতে পারে না, সুতরাং রক্ত ঐরূপ বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় গলার শিরাসকল স্ফীত হয়, আবার গলার শিরা স্ফীত হওয়ায় রক্তের গতি রুদ্ধ হইয়া থাকে। হৃদয়াবরক চর্ম্মে শূল হইলে, সান্নি-পাতিক জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, পাকস্থলীর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে এবং তজ্জন্য বমন হইতে থাকে। হৃদয়াবরক সূক্ষ্মচর্ম্মে রস সঞ্চিত হইলে, হৃদয়ে চাপ পড়ে; সুতরাং মস্তকে প্রচুর রক্ত সঞ্চালিত হইতে পারে না, পরন্তু মস্তকে বায়ু প্রকুপিত হয়, আবার সূক্ষ্মচর্ম্মে রস সঞ্চিত হইলে, আহার গিলিবার সময় উহার উপর চাপ পড়ে বলিয়া অন্ননালীতেও চাপ পড়ে এবং তজ্জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়। হৃদয়ের কোষের দ্বার অর্থাৎ যে দ্বার হইতে কোষে রক্ত গমন করে, ঐ দ্বারে কোন রোগ হইলে কোষেও সেই রোগ জন্মে, কারণ হৃদয়ের দ্বার অবাধে ঠেলিয়া কোষের মুখের মধ্যে

রক্ত প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপে রক্তের গতি পুনঃপুনঃ প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

হৃদয়ের কোষদ্বারের রোগ জন্মিলে, রক্ত ফুস্‌ফুসে সহজে আসিতে পারে না এবং ফুস্ ফুস্ হইতে হৃদয়ের কোষেও অবাধে যাইতে পারে না; সুতরাং ফুস্‌ফুসে রক্ত জমিতে থাকে, তখন পার্শ্বশূল, পার্শ্বশোথ ও শ্বাস ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এইরূপে হৃদয়ের দক্ষিণ দ্বার অবরুদ্ধ হইলে, মলিনরক্ত হৃদয়ের দক্ষিণকোষ হইতে হৃদয়ের দক্ষিণ মুখে প্রবেশ করিতে পারে না; সুতরাং মলিনরক্ত দক্ষিণকোষে ক্রমশঃ সঞ্চিত হওয়ায় ফুস্‌ফুসের গায়ে চাপ লাগে, রক্ত অগ্রসর হইতে না পারায় মলিন রক্তবহা শিরায় সঞ্চিত হইতে থাকে; এবং শিরায় রক্ত সঞ্চিত হওয়ায় যকৃতের শিরাজালও সেই দূষিত রক্তদ্বারা ক্রমশঃ পূর্ণ হয়, তজ্জন্য যকৃতের বৃদ্ধি ও যকৃতে বেদনা উপস্থিত হয় এবং যকৃৎ ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। এইরূপে বৃক্কের শিরাসমূহে রক্ত সঞ্চিত হইলে, প্রস্রাব লাল এবং পরিমাণে অল্প হইয়া থাকে। পকাশয়ের শিরাসমূহে রক্ত সঞ্চিত হইলে, রক্তবমন বা বমন হইতে পারে। অন্ত্রের শিরাজালে এরূপ দূষিত রক্ত সঞ্চিত হইলে, রক্ত-ভেদ হয়। এক্ষণে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, হৃদয়ের দ্বার, হৃদয়ের আবরক সূক্ষ্মচর্ম্ম, হৃদয়ের দক্ষিণ-দ্বার, কোষ এবং মুখ ও হৃদয়ের বামদ্বার, বামমুখ এবং কোষে রোগ হইলে, শরীরের অন্যান্য যন্ত্রেও কতকগুলি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। যদিও হৃদ্রোগের সামান্য কয়েকটী লক্ষণমাত্র বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি যন্ত্রবিশেষে রোগ হইলে, কেবলমাত্র ঐ কয়েকটী লক্ষণ প্রকাশ পায় না, বাতাদি দোষভেদে আরও নানাবিধ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক লক্ষণসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বাতিক হৃদ্রোগ। বাতিক হৃদ্রোগের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অগ্রে রোগীকে বমন করাইয়া, দুগ্ধের সহিত অর্জ্জুনছালচূর্ণ প্রাতে সেবন করিতে দিবে, বৈকালে পিপ্পল্যাদিচূর্ণ, পুষ্করাদিচূর্ণ বা হরীতক্যাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিবে। গোধূমাদ্যযোগ এই রোগে সমধিক উপকারী। রোগ পুরাতন হইলে, চিন্তামণিরস বা প্রভাকর বটী প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরাদি উপদ্রব না থাকিলে, উষ্ণজলে স্নান ও পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। রোগের প্রথম অবস্থায় বমন ও লঙ্ঘন প্রশস্ত।

পৈত্তিক হৃদ্রোগ। পৈত্তিক হৃদ্রোগে অম্লপিত্তের লক্ষণ অনেকাংশে প্রকাশ পায়, প্রথমাবস্থায় বিরেচন ঔষধ প্রদান পূর্ব্বক দেহ শোধন করিয়া রোগীকে শ্রীপর্ণ্যাদি ক্বাথ বা অর্জ্জুনাদি ক্বাথ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, চিন্তামণি রস, প্রভাকরবটী ও অর্জ্জুনাদিক্ষীর সেবন করাইবে। জ্বরাদি উপদ্রব প্রবল থাকিলে তাহার চিকিৎসা যথা-নিয়মে করিবে।

শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগ। শ্লৈষ্মিকহৃদ্রোগে অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে বমন-কারক ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দেহ শুদ্ধ হইলে, পিপ্পল্যাদিচূর্ণ, ত্রিবৃতাদিচূর্ণ বা এলাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিবে।

সান্নিপাতিক হৃদ্রোগ। সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে প্রথমে লঙ্ঘন প্রদান করিয়া বাতাদি দোষের মধ্যে যাহার প্রবলতা দর্শন করিবে, সেই দোষ নাশক ঔষধ রোগীকে প্রদান করিবে। সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে, শ্বাস ও কাসাদি উপদ্রব নষ্ট হইলে, মধুসহ কুড় চূর্ণ বা সৈন্ধবলবণ ও যবক্ষারসহ দশমূলক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। দুগ্ধসহ গোরক্ষচাকুলের ছালচূর্ণ বা অর্জ্জুন-ছালচূর্ণ সেবন করাইলেও সমধিক উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে, কল্যাণসুন্দররস বা বিশ্বেশ্বর রস প্রভৃতি এবং শ্বদংষ্ট্র্যাদ্যঘৃত বা অর্জ্জুনঘৃত রোগীকে সেবন করাইবে।

ক্রিমিজন্য হৃদ্রোগ। এই রোগে যাহাতে ক্রিমি সকল অধোগামী হয়, তদ্রূপ চিকিৎসা একান্ত আবশ্যক। রোগের প্রথমাবস্থায় বিড়ঙ্গাদি-যোগ গোমূত্রসহ এবং তৎসঙ্গে শঙ্কর বটী বা রসায়ন প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে, সপ্তাহে ২.৩ দিন বিরেচক ঔষধ এবং পূর্ব্বোক্ত ঔষধ যথানিয়মে প্রয়োগ করিবে। ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগ কিছু বিলম্বে নিবৃত্ত হয়।

হৃদ্রোগে—উপদ্রব। হৃদ্রোগে শ্বাস, কাস, জ্বর,পার্শ্বশূল এবং ফুস্‌ফুসের বিবিধ গ্লানি প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহাদের চিকিৎসা মূলরোগের চিকিৎসার সহিত করা আবশ্যক। যে সমস্ত ঔষধে ফুস্‌ফুস্ এবং

ফুস্‌ফুসের আবরকের বেদনা নিবৃত্ত হয়, তাহার চিকিৎসা না করিলে কেবলমাত্র মূলরোগের চিকিৎসাদ্বারা তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না। শ্বাস, কাশ ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, দশমূলকাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন, এবং কল্যাণসুন্দররস, বিশ্বেশ্বররস, বৃহৎ বাসাবলেহ বা অগস্ত্যহরীতকী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক; এই অবস্থায় অগস্ত্যহরীতকী অতি উৎকৃষ্ট। জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, মৃত্যুঞ্জয়রস, জ্বরারি অভ্র বা মহালক্ষ্মীবিলাসরস প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে। এই সময় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের উপর রোগীর চিকিৎসার ভার অর্পণ করা আবশ্যক, কারণ রোগীকে অতি সাবধানে ঔষধ ও পথ্য প্রদান না করিলে, ফুস্‌ফুসের কার্য্য রোধ হইয়া সহসা বিপদ ঘটিতে পারে। ফুসফুসের পীড়া হইতে হৃদ্রোগ উপস্থিত হইলে, শ্বাস কাস নিবর্ত্তক ঔষধসমূহ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রদান করা কর্ত্তব্য।

হৃদ্রোগে-ঔষধ।

বিড়ঙ্গাদিযোগ। ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে বমন-বেগ, হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, অরুচি ও মুখ হইতে থুথু নির্গম প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও অপরাহ্নে গোমূত্রসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।

বিড়ঙ্গাদি যোগ। বিড়ঙ্গচূর্ণ ও কুড়চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা বা ॥০ তোলা।

হৃচ্ছূলান্তকযোগ। বাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা প্রকাশ পাইলে এবং ঐ বেদনা সমস্ত বক্ষঃস্থলে ও পৃষ্ঠদেশে ব্যাপ্ত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিতে দিবে।

হৃচ্ছূলান্তক যোগ। হরিণের শৃঙ্গ কুশদ্বারা বেষ্টিত করিয়া মাটী দ্বারা লেপন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে, অনন্তর শুষ্ক করিয়া ঘুটের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। মাত্রা—১ রতি হইতে ২।৩ রতি। বয়ঃক্রম অনুসারে এই ঔষধের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়।

গোধূমাদ্যযোগ। বাতিক বা পৈত্তিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা এবং ঐ বেদনা বক্ষঃদেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলে, পরন্তু তৎসঙ্গে তৃষ্ণা, দাহ ও

মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—দুগ্ধ।

গোধূমাদ্য যোগ। গমচূর্ণ ২ ভাগ, অর্জ্জুনছালচূর্ণ ২ ভাগ, এবং তৈল, গব্যঘৃত ও ইক্ষুগুড় সমভাগে মিলিত ১ ভাগ লইয়া অল্প জল সহ পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে সেবন করিতে দিবে।

তিক্তাদিযোগ। পৈত্তিক হৃদ্রোগে বক্ষঃস্থলে জ্বালা, তৃষ্ণা, দাহ, হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ চিনির জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা ভেদক।

তিক্তাদিযোগ। কটুকীচূর্ণ ও যষ্টিমধু চূর্ণ সমভাগে লইয়া পেষণ করিবে। মাত্রা ৶০ আনা বা ।০ আনা।

শ্রীপর্ণ্যাদি ক্বাথ। পৈত্তিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে গ্লানি, তৃষ্ণা, দাহ, কণ্ঠদেশ হইতে ধূমনির্গমবৎ বোধ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও মুখশোষ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথে ময়নাফল চূর্ণ, মধু ও ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা বমন হইলে বেদনা হ্রাস হয়।

শ্রীপর্ণ্যাদিক্বাথ। গাম্ভারীফল ও যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

হরীতক্যাদিচূর্ণ। বাতজ হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, হৃদয় ছিন্নপ্রায়বোধ এবং হৃদয়ের ঐ বেদনা বক্ষঃদেশে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

হরীতক্যাদি চূর্ণ। হরীতকী, বচ, রাস্না, পিপুল, শুঁঠ, শঠিরপালো এবং কুড়; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা।

পুষ্করাদিচূর্ণ। বাতজ হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা এবং ঐ বেদনা ক্রমশঃ সমস্ত বক্ষে ব্যাপ্ত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধ, কাঁজি, গব্যঘৃত ও সৈন্ধব লবণসহ সেবন করিতে দিবে।

পুষ্করাদি চূর্ণ। কুড়, টাবালেবুর মূল, শুঁঠ, শঠী ও হরীতকী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৶০ আনা হইতে ॥০ তোলা।

অর্জ্জুনাদি ক্ষীর। পৈত্তিক হৃদ্রোগে বক্ষঃস্থলে জ্বালা, তৃষ্ণা, দাহ,

হৃদয়ে গ্লানিবোধ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই দুগ্ধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অর্জ্জুনাদিক্ষীর। অর্জ্জুনছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা ও যষ্টিমধু; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিবে এবং দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া সেবন করিতে দিবে।

গোধূমাদ্য ক্ষীর। সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্যবেদনা, গাত্র-দাহ, ঘর্ম্ম, শরীরের শোষণবৎভাব ও বক্ষদেশে জ্বালা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ক্ষীর রোগীকে প্রত্যহ পান করিতে দিবে। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগেও ইহাদ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

গোধূমাদ্য ক্ষীর। গোধূম-চূর্ণ ১ ভাগ ও অর্জ্জুনছাল-চূর্ণ ১ ভাগ; উভয় একত্র করিয়া ঘৃত, চিনি ও কিঞ্চিৎজল সহযোগে পাক করিবে, যখন মোহনভোগের ন্যায় হইবে, তখন পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ত্রিবিতাদিচূর্ণ। শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে ভারবোধ, মুখ হইতে শ্লেষ্মস্রাব, অরুচি, জড়ত্ব ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ গোমূত্রসহ সেবন করিতে দিবে।

ত্রিবৃতাদি চূর্ণ। তেউড়ীমূল, শঠীর পালো, বেড়েলা, রাস্না, শুঁঠ, হরীতকী ও কুড়; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইবে। মাত্রা ।০ আনা।

এলাদিচূর্ণ। শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে ভারবোধ, মুখ হইতে কফস্রাব, অরুচি, জড়তা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ঘৃতের সহিত চাটিয়া সেবন করিতে দিবে।

এলাদিচূর্ণ। ছোটএলাইচ-চূর্ণ ও পিপুল-চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ। সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, হৃদয়ে ভারবোধ, মুখ হইতে কফস্রাব, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই চূর্ণ রোগীকে যবের ক্বাথসহ সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ। হিং, বচ, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, পিপুল, হরীতকী, রক্তচিতা, যবক্ষার ও সৌবর্চ্চল লবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ এবং কুড়চূর্ণ ২ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

পাঠাদ্যচূর্ণ। সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে অসহ্য বেদনা, হৃদয়ে ভারবোধ, দাহ, মুখ হইতে কফস্রাব, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পাঠাদ্যচূর্ণ। আকনাদি, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অম্লবেতস, দুরালভা, রক্তচিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শঠীরপালো, কুড়, তেঁতুলছাল, দাড়িমের-খোসা ও টাবালেবুর মূলের ছাল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ চারি আনা।

ককুভাদ্যচূর্ণ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিক হৃদ্রোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ হৃদয়ে শূল ও ভারবোধ, গ্লানি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজল সহ সেবন করিতে দিবে।

ককুভাদ্য চূর্ণ। অর্জ্জুনছাল, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরীতকী, শঠী, কুড়, পিপুল ও শুঁঠ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা।

হৃদ্রোগান্তকরস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, ভারবোধ এবং মুখ হইতে শ্লেষ্মনিঃসরণ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে ইহা উৎকৃষ্ট। অনুপান—মধু।

হৃদ্রোগান্তক রস। প্রস্তুতবিধি ৪৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হৃদয়ার্ণবরস। শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে ভারবোধ, হৃদয়ে বেদনা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ কাকমাচীফল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া; ইহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

হৃদয়ার্ণবরস। রস, গন্ধক এবং তামা; এই তিন দ্রব্য সমভাগে লইয়া ত্রিফলার কাথ এবং কাকমাচীর রসে যথাক্রমে একদিন মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

চিন্তামণিরস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে

হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, ভারবোধ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং ফুস্‌ফুসে উৎকট বেদনা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ শ্বাস ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ অতি উপকারী। প্রমেহদোষ থাকিলে, তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হয়। অনুপান—গমের কাথ।

চিন্তামণি রস। রস, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ ও শিলাজতু; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা; স্বর্ণ।০ আনা ও রূপা ॥০ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া রক্তচিতার রস, ভৃঙ্গরাজ-রস এবং অর্জ্জুন ছালের কাথে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

বিশ্বেশ্বররস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ হৃদয়ে ভারবোধ, ও অসহ্য বেদনা এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োজ্য। হৃদয়ের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ অর্থাৎ রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত ও তজ্জন্য ফুস্‌ফুসের ক্রিয়ার লাঘব হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ফুস্‌ফুসের রোগের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট। অনুপান—শুঁঠ ও বামনহাটীর মূলের কাথ।

বিশ্বেশ্বর রস। স্বর্ণ, অভ্র; লৌহ, বঙ্গ, রস, গন্ধক ও বৈক্রান্ত; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক কর্পূরের জলে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

শঙ্করবটী। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে অসহ্য বেদনা ও ভারবোধ এবং রোগীর অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। হৃদয়ে রক্তের গতি লাঘব হইলে এবং ফুস্‌ফুসের কার্য্য যথারীতি নির্ব্বাহ না হইলে ও তজ্জন্য কাস, শ্বাসাদি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে অত্যন্ত উপকার হয়। ফুস্‌ফুসের পীড়ার মধ্য ও পুরাতন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

শঙ্করবটী। রস ৪ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, লৌহ ৩ তোলা ও সীসাভস্ম ২ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক কাকমাচী, রক্তচিতা, আদা, জয়ন্তী, বাসকপাতা, বিল্বছাল ও অর্জ্জুন ছাল; ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

প্রভাকরবটী। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগের

নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে দাহ, মূর্চ্ছা, হৃদয়ের যন্ত্রণা, তৃষ্ণা ঘর্ম্ম, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রবল হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ইহা সমধিক উপকারী। অনুপান—অর্জ্জুনছালের কাথ ও মধু।

প্রভাকরবটী। স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বংশলোচন ও শিলাজতু; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অর্জ্জুন ছালের ক্বাথে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ৪ রতি।

শ্বদংষ্ট্রাদ্যঘৃত। বাতিক বা পৈত্তিক হৃদ্রোগের পুরাতন অবস্থায় হৃদয়ে অসহ্য জ্বালা, শূলবিদ্ধবৎ বেদনা, দাহ, মূর্চ্ছা, কণ্ঠদেশ হইতে ধূম নির্গমবৎ বোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন রোগের পুরাতন অবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ শ্বাস কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং রোগীর মেহদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। এই ঘৃত কৃশ ব্যক্তির পক্ষে শারীরিক বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক। ক্ষতকাস, শ্বাস, পৈত্তিক কাস, ও বাতিক কাস প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

শ্বদংষ্ট্রাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—গোক্ষুর, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, গাম্ভারীছাল, গন্ধতৃণ, কুশমূল, চাকুলে, পলাশমূল, ঋষভক ও শালপাণী, ইহাদের প্রত্যেকে ৮তোলা; জল ১৬সের, শেষ /৪সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—আলকুশীবীজ, ঋষভক, অশ্বগন্ধা, জীবন্তী, জীবক, শতমূলী, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, ইক্ষু-চিনি, মুণ্ডিরী, পদ্মেরনাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে।

বলাদ্য ঘৃত। বাতিক বা পৈত্তিক হৃদ্রোগের পুরাতন অবস্থায় হৃদয়ে অসহ্য বেদনা, দাহ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। হৃদ্রোগ বশতঃ কাস বা শ্বাস থাকিলে ও কাসের সহিত রক্ত নির্গমন হইলে, এই ঘৃত প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। পৈত্তিক-কাস ক্ষতজকাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগেও এই ঘৃত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অপরাহ্নে সেব্য। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বলাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—বেড়েলা-

মূল, গোরক্ষচাকুলে ও অর্জ্জুনছাল ; ইহারা সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ—১৬ সের। কল্কদ্রব্য—যষ্টিমধু /১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ॥৹ তোলা।

অর্জ্জুন ঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগের পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। হৃদ্রোগে এই ঘৃত অতি উপকারী ; সকল অবস্থাতেই ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

অর্জ্জুনঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্কাথ্যদ্রব্য—অর্জ্জুন-ছাল /৮ আট সের, জল ৬৪ সের ; শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—অর্জ্জুন-ছাল /১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা ॥৹ তোলা।

হৃদ্রোগে—কাস-চিকিৎসা।

বৃহৎ বাসাবলেহ। হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়ার ব্যাঘাত-বশতঃ কাস বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বৃহৎ বাসাবলেহ। প্রস্তুতবিধি ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অগস্ত্য হরীতকী। হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় শ্বাসের বেগ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

অগস্ত্যহরীতকী। প্রস্তুতবিধি ২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বসন্ততিলক। হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় হৃদয়ে বেদনা এবং তৎসঙ্গে কাস ও জ্বর থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বসন্ততিলক। প্রস্তুতবিধি ২৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হৃদ্রোগে—শ্বাস-চিকিৎসা।

শ্বাসকুঠাররস (মতান্তরে)। হৃদ্রোগের প্রথমাবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়া ও শ্বাসক্রিয়ার হ্রাস হইলে, এই ঔষধ রোগীকে কাসের তরল অবস্থায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বহেড়া ঘসা ও মধু।

শ্বাসকুঠার রস (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৫৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্বাসভৈরবরস। হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় হৃদয়ের ক্রিয়ার লাঘব হইলে, এবং তৎসঙ্গে কাস, শ্বাস, জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, কাসের তরলাবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শুঁঠ ও বামনহাটীর মূলের ক্বাথ।

শ্বাসভৈরব রস। প্রস্তুতবিধি ৫১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হৃদ্রোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

জ্বরারি অভ্র। হৃদ্রোগের প্রবলাবস্থায় শ্বাস, কাস ও তৎসঙ্গে জ্বরের মধ্যবিধ বেগ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

জ্বরারি অভ্র। প্রস্তুতবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহারাজবটী। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে বা ঐ জ্বর অল্পবেগে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে পানের রস সহ সেবন করাইবে।

মহারাজ বটী। প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ চূড়ামণিরস। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ের ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ কাস ও জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং ঐ জ্বর প্রত্যহ অল্প বেগে প্রকাশ পাইলে,এই ঔষধ পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ চূড়ামণিরস। প্রস্তুতবিধি ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হৃদ্রোগে—পথ্য।

হৃদ্রোগে পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগ ও কুলথ কলায়ের যুষ, জাঙ্গল ও মৃগ পক্ষীর মাংসের যুষ, পটোল, পুরাতন কুমড়া, কচি মুলা, বেগুণ, ক্ষুদ্র ও টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল, কাঁঠাল, আম, দাড়িম, কিস্‌মিস্‌, ঘোল, রসুন ও আদা প্রভৃতি দ্রব্য সুপথ্য। দূষিত জল, উষ্ণদ্রব্য, গুরুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, অম্লদ্রব্য ও পত্রশাক প্রভৃতি হৃদ্রোগে কুপথ্য।

বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রধ্নরোগ-চিকিৎসা।

বাতিকবৃদ্ধির লক্ষণ। বায়ুজনিত বৃদ্ধিরোগে কুরণ্ড রুক্ষ, অল্পকারণে বেদনাযুক্ত ও স্পর্শ করিলে বায়ুপূর্ণ চামড়ার থলিয়ার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

পৈত্তিকবৃদ্ধির লক্ষণ। পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগে কুরণ্ড পক্ক যজ্ঞডুমুর-ফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং উষ্ণ ও দাহযুক্ত হয়, পরন্তু পাকিয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকবৃদ্ধির লক্ষণ। কফজনিত বৃদ্ধিরোগে কুরণ্ড খুব বড়, শীতল, ভারবিশিষ্ট, চিক্কণ, কণ্ডূযুক্ত, কঠিন এবং অল্প বেদনান্বিত হয়।

রক্তজবৃদ্ধির লক্ষণ। রক্তজ বৃদ্ধিরোগে কুরণ্ড কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকাবৃত হয়, পরন্তু পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগের লক্ষণান্বিত হইয়া থাকে।

মেদোজবৃদ্ধির লক্ষণ। মেদোজ বৃদ্ধিরোগে কুরণ্ড মৃদু ও পক্কতাল-ফলসদৃশ নীল বর্ত্তুলাকার হয় এবং কফজ বৃদ্ধির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া-থাকে।

মূত্রজবৃদ্ধির লক্ষণ। নিয়ত মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, মূত্রজবৃদ্ধি-রোগ উৎপন্ন হয়। মূত্রজ বৃদ্ধিগ্রস্ত ব্যক্তির কুরণ্ড, গমনকালে জলপূর্ণ চর্ম্ম পুটকের ন্যায় ক্ষোভযুক্ত, মৃদু ও বেদনাবিশিষ্ট হয় এবং অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে, পরন্তু মূত্রকৃচ্ছ্র বৎ বেদনা হইয়া থাকে।

অন্ত্রবৃদ্ধিরোগের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ। বাত-প্রকোপক দ্রব্য আহার, শীতলজলে অবগাহন, মল ও মূত্রের সঞ্জাত বেগ-ধারণ বা অনুপস্থিত বেগ প্রদান, ভার-বহন, পথ-পর্য্যটন, বিষমভাবে অঙ্গ-প্রবর্ত্তন, বলপূর্ব্বক বিগ্রহ এবং ধনুরাদি আকর্ষণজনিত বিবিধ কর্ম্মদ্বারা বায়ু ক্ষুব্ধ হইয়া যখন ক্ষুদ্র অন্ত্রের কিয়দংশকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বস্থান হইতে অধোদিকে গমনপূর্ব্বক কুচকির সন্ধিতে উপস্থিত হয়, তখন ঐ সন্ধিস্থলে গ্রন্থিরূপ শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অন্ত্রবৃদ্ধি কহে। এই অন্ত্রবৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা না করিলে, অণ্ডকোষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত, স্ফীত, বেদনাযুক্ত এবং স্তম্ভিত হয়, পরন্তু অণ্ডকোষ টিপিলে শব্দের সহিত বায়ু উপরে উঠিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় পূর্ব্ব আকার ধারণ করে। এই রোগে বাতজ বৃদ্ধিরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ব্রধ্নের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ। অত্যন্ত অভিষ্যন্দি দ্রব্য, গুরুপাক অন্ন, শুষ্কদ্রব্য ও পচা মাংস প্রভৃতি ভক্ষণে বাতাদিদোষ সঞ্চিত হইলে, কুচ্কিতে গ্রন্থিবৎ শোথ উৎপন্ন হয় এবং প্রবল জ্বর, বেদনা, শরীরের অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাকে চলিত কথায় বাগী কহে।

বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রধ্নরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

কুপিত অধোগামী বায়ু কুচ্কি হইতে অণ্ডকোষে গমনপূর্ব্বক অণ্ডকোষ-বাহিনী ধমনীকে দূষিত ও বর্দ্ধিত করে, সুতরাং অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়। অণ্ডকোষ এইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, তাহাকে কুরণ্ড-রোগ বলে। কুরণ্ডরোগ সাত প্রকার। এই রোগে বায়ুই প্রকুপিত হয়, অতএব ইহা সম্পূর্ণ বাতজব্যাধি। মলমূত্রাদির বেগ-ধারণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, বাতজ অর্শঃ এবং বেগে দূরবর্ত্তী পথ গমনাগমন এই সকল কারণে সাধারণতঃ অধোগামী বায়ু প্রকুপিত হয় ও তাহার প্রকোপবশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্তজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষের উপরিভাগে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হয় এবং পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পিত্তজনিত বৃদ্ধিরোগে স্ফোটক উৎপন্ন হয় না, কিন্তু রক্তজ বৃদ্ধিরোগে স্ফোটক উৎপন্ন হয়, উভয়ের এইমাত্র প্রভেদ। মেদোজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ তালের ন্যায় বড় হয়, কিন্তু তাহার লক্ষণ কফজ বৃদ্ধির ন্যায়, সুতরাং কফজ-বৃদ্ধি ও মেদোজ বৃদ্ধি এই উভয়ের মধ্যে মেদোজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষের অত্যন্ত বৃদ্ধি-লক্ষণই একমাত্র প্রভেদ। এইরূপ মূত্রজবৃদ্ধি ও বাতজবৃদ্ধি এই উভয়ের মধ্যে মূত্রজ বৃদ্ধিরোগে মূত্রকৃচ্ছ্রবৎ বেদনাই একমাত্র প্রভেদ বা প্রধান লক্ষণ। যে কোন দোষেই বৃদ্ধিরোগ উৎপন্ন হউক, বায়ুর প্রকোপই তাহার প্রধান কারণ।

অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধিরোগ অপেক্ষা অধিক কষ্টপ্রদ ও অসাধ্য; প্রথম প্রকোপকালে চিকিৎসা করিলে রোগী কদাচিৎ আরোগ্য লাভ করে। এই রোগে বায়ুর প্রকোপ সাধারণ বৃদ্ধিরোগ অপেক্ষা সমধিক লক্ষিত হয়, তৎসঙ্গে অণ্ডকোষ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং উহা বায়ুদ্বারা পরিপূর্ণ হয়, টিপিলে বায়ু ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়। প্রথমাবস্থায় কুচ্কিতে

গ্রন্থিরূপ শোথ প্রকাশ পায় এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে, অণ্ডকোষ বৃদ্ধি পায়; তখন রোগ অত্যন্ত কঠিন হয়। এই উভয়রোগের মধ্যে প্রভেদ থাকিলেও চিকিৎসার বিশেষ প্রভেদ নাই; বাতজ বৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা করিলে, অন্ত্রবৃদ্ধিরোগের অনেক উপকার হয়। বৃদ্ধিরোগের প্রত্যেক অবস্থায় রোগীকে কোষ্ঠশোধক ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কোষ্ঠ-শোধক ঔষধ বা অন্নপানীয় সেবনে রোগীর দাস্ত পরিষ্কার হইলে, বায়ু অনুলোম হয়, বায়ু অনুলোম হইলে, পিত্ত ও শ্লেষ্মা হ্রাস পায়; সুতরাং তখন কেবল বাতাদিদোষ-প্রশমক ঔষধ সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার হয়।

বাতজ বৃদ্ধিরোগের প্রথমাবস্থায় বিরেচন ঔষধ অর্থাৎ আমবাতারি-বটিকা, সিংহনাদগুগ্‌গুলু বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু রোগীকে অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে অথবা গোমূত্রে গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে, পূর্ব্বোক্ত আমবাতারি বটিকা ও বাতারি প্রভৃতি ঔষধ কিছুদিন নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে; এবং যে সকল ক্রিয়াদ্বারা বায়ু প্রকুপিত হয়, সেই সমস্ত বিশেষতঃ বেগে গমনাগমন, মলমূত্রের বেগ ধারণ প্রভৃতি একবারে পরিত্যাগের ব্যবস্থা করিবে। পুরাতন অবস্থায় বৃহৎ সৈন্ধবাদিতৈল মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

পৈত্তিক-বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষে দাহ, ফুলা ও বেদনা থাকিলে, চন্দনাদি-প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং এরণ্ডতৈলসহ দশমূলকাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, উহাতে দাস্ত পরিষ্কার হইলে, বেদনা ও ফুলা হ্রাস হয়, বাতারি, আমবাতারি বটিকা বা বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ এই অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে; রোগ পুরাতন হইলে শতপুষ্পাদি ঘৃত বা দন্তীঘৃত প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে; এই অবস্থায় গুরুপাক দ্রব্য-সেবন ও বাত-বর্দ্ধক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগ হ্রাস পায়।

শ্লৈষ্মিক বৃদ্ধিরোগের প্রথমাবস্থায় বৃহৎ পঞ্চমূল গোমূত্রে পেষণ করিয়া উহাদ্বারা প্রলেপ দিবে এবং ত্রিকট্বাদি কাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই রোগে কাঁজিসহ আকন্দমূল পেষণ করিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে আরও উপকার হয় অথবা সর্ষপ ও

জনাছাল একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। রোগ পুরাতন হইলে, কিছুদিন নিয়মপূর্ব্বক আমবাতারি বটিকা, সিংহনাদগুগ্‌গুলু, প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে ব্যবস্থা করিবে। শ্লৈষ্মিক বৃদ্ধিরোগে শ্লেষ্মনাশক অথচ বায়ুবর্দ্ধক নহে, এরূপ দ্রব্য এবং অন্ন ও পানীয় সেবন ও উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল পান করা কর্ত্তব্য।

রক্তজ বৃদ্ধিরোগে রক্তমোক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয়, এই অবস্থায় জোঁক লাগাইয়া রক্তমোক্ষণ অতি উপকারী। দাহাদি প্রকাশ পাইলে, চন্দনাদি লেপ অথবা পঞ্চবল্কলের লেপ প্রদান করিবে, সেবনার্থ এরণ্ডতৈল-সহ দশমূলকাথ রোগীকে ব্যবস্থা করিবে। রোগ প্রবল হইলে, আমবাতারি-বটিকা বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। এইরূপ ভাবে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ হ্রাস পায়। রোগ পুরাতন হইলে, শতপুষ্পাদ্যঘৃত বা বৃহৎ দন্তীঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মেদোজ বৃদ্ধিরোগে স্বেদপ্রয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয়; গোময়পিণ্ডাদিদ্বারা স্বেদ দিয়া পরে সুরসাদি প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং ত্রিকট্বাদি কাথে যবক্ষার ও হিং মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, পরন্তু আমবাতারি বটিকা বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা আবশ্যক। এইরূপভাবে দীর্ঘকাল নিয়মপূর্ব্বক ঔষধ ও পথ্য সেবন করাইবে, নচেৎ উপকার-লাভ কঠিন। মেদোজ-বৃদ্ধিরোগে শ্লেষ্মনাশক দ্রব্য পান ও ভোজনের ব্যবস্থা করা বিশেষ কর্ত্তব্য।

মূত্রজ বৃদ্ধিরোগে প্রথমে স্বেদ-প্রদান করিবে, অনন্তর ত্বকের উপরিভাগ বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। এইরূপ স্বেদ-প্রদান ও বেষ্টন করিবার কিছুদিন পরে সূক্ষ্মমুখ অস্ত্রদ্বারা অণ্ডকোষের সেবনী (সেলাইয়ের) পার্শ্বে অধোভাগ এরূপভাবে বিদ্ধ করিবে, যাহাতে ঐ সেবনীতে আঘাত না লাগে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা জল বাহির হইলে, অনেক উপকার হয়। রোগ পুরাতন হইলে, বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল, বস্তিরূপে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে যে কোষ বৃদ্ধি পায়, সেই কোষের বিপরীত ভাগের শিরা বিদ্ধ করিবে অর্থাৎ বামকোষ বৃদ্ধি পাইলে, দক্ষিণকোষের শিরা এবং

দক্ষিণকোষ বৃদ্ধি পাইলে, বামকোষের শিরা বিদ্ধ করিবে, কিন্তু উভয়কোষ বৃদ্ধি পাইলে, উভয়দিকের শিরাই বিদ্ধ করিবে। এই রোগে শঙ্খদেশের (ললাটের) উপরিভাগে ও কর্ণের প্রান্তে যে শিরা আছে, তাহাও বিপরীত ভাবে বিদ্ধ করিয়া দিবে অর্থাৎ বামকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তস্থিত শিরা এবং দক্ষিণকোষ বৃদ্ধি পাইলে, অগ্নিদগ্ধ লৌহ-শলাকাদ্বারা দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও দক্ষিণকোষ বৃদ্ধি পাইলে, বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ফোস্কা করিবে। এই সমস্ত কার্য্য অত্যন্ত কষ্টকর হইলেও অত্যধিক উপকারী।

অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে সময় সময় বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হয় এবং তজ্জন্য উদরাধ্মান ও উদরে বেদনা প্রকাশ পায়। এইরূপ অবস্থায় ক্ষীরপাকের নিয়মানুসারে বেড়েলা-মূল দুগ্ধসহ পাক করিয়া ছাকিয়া উহাতে এরণ্ডতৈল প্রদান করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে; ইহাদ্বারা দাস্ত পরিষ্কার হইলে, অনেক উপকার হয়; এতদ্ভিন্ন বাতারি, আমবাতারি বটিকা বা বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই রোগে দাস্ত পরিষ্কার হইলে, রোগীর অনেক উপকার হয়; বাতানুলোমক ঔষধ ও পথ্য এই রোগে সর্ব্বদা প্রয়োগ করিবে।

যে কোন কারণে বায়ু প্রকুপিত হইলে ও কোষ্ঠবদ্ধ হইলে, রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ পুরাতন হইলে, খট্টাসাদি জন্তুর ক্রোড়স্থ চর্ম্মের দ্বারা থ'লের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া তাহাদ্বারা অণ্ডকোষ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিবে; ইহাতে কোষবৃদ্ধিও হ্রাস পাইয়া থাকে। রোগের পুরাতন অবস্থায় গন্ধর্ব্বহস্ততৈল প্রতিদিন অর্দ্ধ বা ১ তোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে এবং বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা প্রভৃতি ঔষধ যথানুপানে উহার ২ ঘণ্টা পরে সেবন করাইবে। এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা রোগ যাপ্য থাকে; কিন্তু আহারাদির নিয়ম ভঙ্গ হইলে বা রাত্রিজাগরণ ও পথ পর্য্যটন করিলে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া রোগ পুনরায় বৃদ্ধি পায়। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ ইহা অসাধ্য বলিয়াছেন।

বাতাদিদোষ সঞ্চিত হইলে, কুচ্‌কি স্ফীত হইতে আরম্ভ হয়, কুচ্‌কি ফুলিলে ক্রমশঃ জ্বর, বেদনা ও শরীরের অবসন্নতা প্রবল হইতে থাকে,

জ্বর প্রবল হইলে, ঐ স্থান অধিক ফুলিতে থাকে ও ফুলাস্থান লাল হইয়া উঠে এবং পাকিতে আরম্ভ হয়, সুতরাং তখন রোগীর গমনাগমনে ব্যাঘাত জন্মে, ইহাকে ব্রধ্নরোগ বা বাগী কহে। এই রোগ উপদংশ বা দূষিত মেহদোষ প্রভৃতি বিবিধ কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগে যাহাতে জ্বর বন্ধ হয়, এরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; জ্বর বন্ধ ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বেদনা ও ফুলা হ্রাস পাইতে থাকে; কিন্তু অধিক ফুলা ও বেদনা থাকিলে, প্রলেপ দ্বারা অনেক উপকার দর্শে। বটের আঠা ঐ স্থানে লেপন করিলে বা অজাজ্যাদি লেপ কিম্বা লাক্ষাদিলেপ যথানিয়মে প্রয়োগ করিলে, উপকার পাওয়া যায়। এই সময় হরীতক্যাদিক্বাথ প্রয়োগ করিলে রোগীর জ্বর প্রভৃতি দূরীভূত হয় ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইতে থাকে। ব্রধ্ন রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, কেবল প্রলেপ দ্বারা তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না; তখন পাকিবার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। পাকিলে পূষের সহিত দূষিত পদার্থ নির্গত হয়; পাকাইবার জন্য শিমূলের কাঁটা গোদুগ্ধে বাটিয়া বা ঘষিয়া প্রলেপ দিবে অথবা কবুতরের বিষ্ঠা ঐ স্থানে লাগাইবে, তোকমারি জলে ভিজাইয়া গরম করিয়া তদ্দ্বারা পুল্‌টিস দিলেও ঐ স্থান পাকিয়া উঠে, অনন্তর যখন ব্রধ্নের মুখ সাদা ও উহার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণাবোধ হইবে, তখন অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিবে। অস্ত্রকরার সুবিধা না থাকিলে, গোদন্ত ঘর্ষণ করিয়া লাগাইবে, ইহাতে ঐ স্থানের চামড়া পাতলা হয় এবং অল্পকাল মধ্যে উহা ফাটিয়া যায়; এইরূপে পূয নির্গত হইলে, ব্রণরোপণার্থ রোগীকে তিক্তকঘৃত বা মহাতিক্তঘৃত সেবন করিতে দিবে। ক্ষতস্থান নিমপাতা সিদ্ধ জল দ্বারা প্রতিদিন ২।১ বার ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিবে। অনন্তর ধৌত করা হইলে, নিম্বঘৃত বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া ক্ষতস্থানে প্রদান করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে।

বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রধ্নরোগে—ঔষধ।

চন্দনাদি লেপ। পৈত্তিক ও রক্তজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষে ফুলা, উষ্ণতা, বেদনা, এবং রোগীর জ্বরাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ অণ্ডকোষে লাগাইবে, কিন্তু রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ।

চন্দনাদিলেপ। রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বেণারমূল ও নীলশুন্দি; এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া অণ্ডকোষে লাগাইবে।

পঞ্চবল্কল প্রলেপ। পৈত্তিক বা রক্তজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষে ফুলা, দাহ ও রোগীর জ্বরাদি প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ অণ্ডকোষে লাগাইবে, কিন্তু রাত্রিতে প্রয়োগ করিবে না।

পঞ্চবল্কল প্রলেপ। বটছাল, অশ্বত্থছাল, যজ্ঞডুমুর ছাল, পাকুড় ছাল ও ~~বকুলছাল~~; এই পাঁচটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ লাগাইবে।

দারুলেপ। বাতিক, পৈত্তিক বা রক্তজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষে বেদনা, ফুলা, দাহ এবং রোগীর জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই লেপ দিবা ভাগে প্রদান করিবে।

দারুলেপ। দেবদারুর বীজ, এরণ্ডতৈল সহ মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

অগুর্ব্বাদি লেপ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লৈষ্মিক বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, ফুলা, প্রভৃতি থাকিলে এই প্রলেপ দিবাভাগে প্রয়োগ করিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট।

অগুর্ব্বাদিলেপ। আগরকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, কুড়, দেবদারু ও শুঁঠ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্র ও কাঁজির সহিত মর্দ্দন করিবে।

সুরসাদি লেপ। মেদোজ বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ অতি বৃহৎ হইলে ও তাহাতে বেদনা প্রভৃতি থাকিলে,এই প্রলেপ প্রদান করিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট।

সুরসাদিলেপ। তুলসী, নিসিন্দা, শ্বেতপুনর্ণবা, কটফল, বামনহাটী, কুলেখাড়া, কুচিলা, কালকাসুন্দে ও গন্ধতৃণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে।

অজাজ্যাদি লেপ। ব্রধ্নরোগে অর্থাৎ কুচ্‌কি ফুলিয়া তাহাতে বেদনা, এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও শরীরের অবসাদ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ দিবাভাগে প্রয়োগ করিবে।

অজাজ্যাদিলেপ। কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, গম ও কুল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাঁজিতে পেষণ করিবে।

লাক্ষাদি লেপ। ব্রধ্নরোগে অর্থাৎ কুচ্‌কি ফুলিয়া উঠিলে ও তৎসঙ্গে রোগীর জ্বরাদি প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ দিবাভাগে প্রয়োগ করিবে।

লাক্ষাদি লেপ। লাক্ষা, করঞ্জ বীজ, শুঁঠ, দেবদারু, গেরীমাটী, ও কুন্দুরুখোটী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ কাঁজিতে পেষণ করিবে।

নিম্বঘৃত। ব্রধ্নরোগে ব্রধ্ন অর্থাৎ বাগী পাকিলে, এই ঘৃত বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে।

নিম্বঘৃত। নিমপাতা জলে সিদ্ধ করিয়া ও বাটিয়া যথোচিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লইবে।

ঘৃতলেপ। বাতিক বা পৈত্তিকবৃদ্ধি অথবা অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, রোগীর জ্বর ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত মালিশ করিতে দিবে।

ঘৃতলেপ। গব্যঘৃত এবং তাহার চারিভাগের ১ ভাগ সৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রিত করিবে, পরে জীবিত শামুকের মাংস পরিত্যাগ করিয়া তাহার খোলার মধ্যে ঐ ঘৃত পূরণ করিবে, অনন্তর ৭ দিন রৌদ্রে রাখিয়া তদ্দারা অণ্ডকোষে মালিশ করিবে।

ত্রিকট্বাদি ক্বাথ। শ্লৈষ্মিক বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ অত্যন্ত বড়, ভারী, শক্ত ও অল্প অল্প বেদনাযুক্ত হইলে, এই ক্বাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ত্রিকট্বাদি ক্বাথ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

রাস্নাদি ক্বাথ। অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত এবং বায়ু-পূর্ণ চর্ম্ম পুটকের ন্যায় অনুমিত হইলে ও তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর বা অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথে এরণ্ডতৈল ॥০ তোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

রাস্নাদি ক্বাথ। রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা ও গোক্ষুর; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

হরীতক্যাদি ক্বাথ। ব্রধ্নরোগে অর্থাৎ কুচ্‌কি ফুলিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং রোগীর জ্বর, কাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার হয় ও জ্বর কমিয়া আইসে।

হরীতক্যাদি ক্বাথ। হরীতকী, বচ, শুঁঠ, ভেউড়ীমূল, সোণামুখী, ছোট এলাইচ, বড়-এলাইচ ও লবঙ্গ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বিল্বাদি চূর্ণ। ব্রধ্নরোগে অর্থাৎ কুচ্‌কি ফুলিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর বেদনা, জ্বর ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

বিল্বাদি চূর্ণ। বেল, কয়েৎবেল, শ্যোণা, রক্তচিতা, বৃহতী, কণ্টকারী, বিস্তারক, নাটা এবং শজিনা ; ইহাদের প্রত্যেকের মূলের চূর্ণ এবং শুঁঠ, রক্তচন্দন, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচ্‌লবণ, যবক্ষার ও বনযমানী ; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা।

ভক্তোত্তরীয় চূর্ণ। অন্ত্র-বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং বায়ু-পূর্ণ হইলে ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে। রোগের প্রথম বা মধ্যা-বস্থায় বাত ও বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, ইহা অতি উপকারী। এই ঔষধ বাতিকশূল, আমবাত ও শ্লীপদরোগে প্রয়োগ করা যায়।

ভক্তোত্তরীয় চূর্ণ। অভ্র, রস, গন্ধক, পিপুল, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচলবণ, যবক্ষার, সাজিমাটী, সোহাগারখৈ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিতাল, মনঃশিলা, যমানী, বনযমানী, শুল্‌ফা, জীরা, হিং, মেথী, রক্তচিতা, চৈ, বচ, দন্তী-মূল, তেউড়ীমূল, মুথা, শিলাজতু, লৌহ, রসাঞ্জন, সীমবীজ, পল্‌তা ও বিস্তারক বীজ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা লইয়া শোধিত ধুস্তুরবীজ ১০০টা চূর্ণ করিয়া সমস্ত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

বাতারি। অন্ত্রবৃদ্ধিরোগের প্রথম বা মধ্য অবস্থায় অণ্ডকোষ বায়ু-পূর্ণ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে প্রবল বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা ভেদক। অনুপান—আদার রস ও তিলতৈল।

বাতারি। রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, রক্তচিতা ৪ তোলা এবং শোধিত গুগ্‌গুলু ৪ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া এরণ্ডতৈলের সহিত মর্দ্দন করিবে। বটী ৵০ আনা।

বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা। অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বায়ুপূর্ণ প্রতীয়মান হইলে এবং শ্লেষ্মা ও বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। অনুপান—জল।

বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা। রস, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, কাঁসা, হরিতাল, তুতেভস্ম, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চৈ, বিড়ঙ্গ, বিস্তারক-বীজ, শঠী, পিপুলমূল, আকনাদি, ধনিয়া, বচ, এলাইচ, দেবদারু, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ,

সৌবর্চ্চললবণ, করকচ লবণ, সাম্ভরলবণ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া হরীতকীর কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

আমবাতারি বটিকা। বৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং বায়ুপূর্ণ অনুমিত হইলে ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা ও জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠ-শোধক।

আমবাতারি বটিকা। প্রস্তুতবিধি ৬০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিংহনাদগুগ্‌গুলু। বৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

সিংহনাদ গুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু। বৃদ্ধি এবং অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে, রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায়, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা তীব্রবিরেচক, অতএব রোগীর বল, বয়স ও কোষ্ঠের বলাবল বিবেচনাপূর্ব্বক সাবধানে প্রয়োগ করিবে। দাস্ত হইলে, অতি লঘু পথ্য সেবন করিতে দিবে; প্রত্যহ সেবন সহ্য না হইলে অথবা দাস্ত অধিক হইলে ২।১ দিন পরে পুনরায় সেবন করিতে দিবে। এইরূপ ভাবে সপ্তাহে ২।৩ দিন প্রয়োগ করা আবশ্যক। বৃদ্ধিরোগের প্রথম ও মধ্যাবস্থায় ইহা অতি উপকারী। এই ঔষধ প্রাতে সেবন করাইবে। অনুপান—উষ্ণজল।

বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শশিশেখররস। অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে বায়ুর আধিক্য বশতঃ নিদ্রার অভাব, উদরাধ্মান, উদরে বায়ু-পূর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ হরীতকী, আমলা ও বহেড়াভিজান জলসহ অথবা হরীতকীবাটা ও সৈন্ধবসহ সেবন করাইবে।

শশিশেখর রস। লৌহ, অভ্র ও রসসিন্দূর; এই সকল দ্রব্য একত্র ঘৃতকুমারী রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

শতপুষ্পাদিঘৃত। তক, পৈত্তিক, মেদোজবৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধিরোগের পুরাতন অবস্থায় অণ্ডকোষে বেদনা, ফুলা ও তৎসঙ্গে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, দাহ এবং অণ্ডকোষের উপরিভাগে ব্রণ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। অন্যান্য বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া ঘৃত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

শতপুষ্পাদি ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। বাসক, মুণ্ডিরী, এরণ্ডমূল, বিল্বপত্র ও কণ্টকারী, ইহাদের প্রত্যেকের রস /৪ সের অভাবে উহাদের প্রত্যেকে /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের; গোদুগ্ধ /৪ সের। কল্কদ্রব্য—শুল্ফা, পদ্মগুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, গুগ্‌গুলু, দারুচিনি, জটামাংসী, কুড়, তেজপাতা, এলাইচ, রাস্না, কাকড়াশৃঙ্গী, রক্তচিতা, বিড়ঙ্গ, অশ্বগন্ধা, শৈলজ, কটুকী, সৈন্ধব, তগরপাদুকা, কুড়চির ছাল ও আতইষ, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

দন্তীঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক, রক্তজবৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং অণ্ডকোষে ফুলা, বেদনা ও দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ব্রধ্নরোগের পুরাতন অবস্থায় কুচ্‌কির ফুলা হ্রাস না হইলে অথবা একরূপ অবস্থায় থাকিলে, এই ঘৃত প্রয়োগ করা আবশ্যক; ইহা কোষ্ঠ-শোধক এবং বাতনাশক। ভগন্দর ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগেও এই ঘৃত প্রয়োগ করা যায়। বৃদ্ধি বা অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে অন্যান্য ঔষধদ্বারা রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, এবং রোগ পূর্ব্ববৎ থাকিলে বা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, এই ঘৃত ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

দন্তীঘৃত। গব্যঘৃত ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—দন্তীমূল-১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ১৬ সের। তালমূলীর রস ১৬ সের। শিমুলমূলের রস ১৬ সের। কুড়চিছালের রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—দন্তীমূল, বেড়েলা, দ্রাক্ষা, পীতবেড়েলা, শতমূলী, সরলকাষ্ঠ, অনন্তমূল ও তেউড়ীমূল, ইহাদের প্রত্যেকে ৩২ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

সৈন্ধবাদ্যতৈল। মূত্রজ বৃদ্ধিরোগের পুরাতন বা মধ্য অবস্থায় অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা ও অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান

থাকিলে, এই তৈলদ্বারা অনুবাসন বস্তি অর্থাৎ পিচ্‌কারী সপ্তাহান্তর প্রয়োগ করিবে। ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া বায়ু অনুলোম হইলে, বেদনা ও ফুলা হ্রাস হয়। ব্রধ্নরোগের পুরাতন অবস্থায় ঐ তৈল দ্বারা ঐরূপ ক্রিয়া করিবে। আনাহ, অশ্মরী ও গুল্ম প্রভৃতি রোগে এই তৈলের পিচ্‌কারি প্রয়োগ করিলে সমধিক উপকার হয়।

সৈন্ধবাদ্য তৈল। এরণ্ডতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—সৈন্ধবলবণ, মদনফল, কুড়, শুলফা, বেতস, বচ, বালা, যষ্টিমধু, বামনহাটী, দেবদারু, শুঁঠ, কট্‌ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, চৈ, রক্তচিতা, শঠী, বিড়ঙ্গ, আতইষ, তেউড়ীমূল, রেণুকা, নীলবুহ্না, শালপাণী, বেলশুঁঠ, বনযমানী, পিপুল, দন্তীমূল ও রাস্না; এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যতৈল। অন্ত্রবৃদ্ধিরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা ও ফুলা থাকিলে, এই তৈল প্রতিদিন উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করাইবে এবং এই তৈল দ্বারা সপ্তাহান্তর পিচকারি প্রয়োগ করিবে। ব্রধ্নরোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা সেবন করাইলে উপকার হয়।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল। প্রস্তুতবিধি ৬১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গন্ধর্ব্বহস্ততৈল। অন্ত্রবৃদ্ধিরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বিরেচক ও অন্যান্য ঔষধ সেবনদ্বারা রোগীর বিশেষ উপকার না হইলে এবং অণ্ড-কোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বায়ুপূর্ণ হইলে, এই তৈল রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, বায়ু অনুলোম হয় এবং রোগ হ্রাস পায়। অল্পমাত্রায় সেবনে দাস্ত পরিষ্কার না হইলে, ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিবে।

গন্ধর্ব্বহস্ত তৈল। এরণ্ডতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—এরণ্ডমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শুঁঠ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যবধান /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—এরণ্ডমূল ৩২ তোলা ও আদা ২৪ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা।

মধ্যমনারায়ণতৈল। অন্ত্রবৃদ্ধি ও বাতিক, পৈত্তিক বা মূত্রজ বৃদ্ধি-

রোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা ও ফুলা থাকিলে, এই তৈল উষ্ণদুগ্ধসহ ৩০।৪০ ফোঁটা বা ততোধিক মাত্রায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং সপ্তাহান্তর এই তৈলদ্বারা বস্তি-প্রয়োগ অর্থাৎ পিচ্‌কারী প্রদান করিবে।

মধ্যমনারায়ণ তৈল। প্রস্তুতবিধি ৬২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব্রধ্ন ও বৃদ্ধিরোগে—সর্ব্বাঙ্গবেদনা-চিকিৎসা।

বাতগজাঙ্কুশ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক বা রক্তজ বৃদ্ধিরোগে অথবা ব্রধ্নরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর গাত্রবেদনা প্রবল হইলে, ইহার ১ বটী আদাররস ও মধুসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

বাতগজাঙ্কুশ। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাবাতগজাঙ্কুশ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক, ও রক্তজ বৃদ্ধি বা ব্রধ্নরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীর গ্রন্থিস্থলে প্রবল বেদনা হইলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

মহাবাতগজাঙ্কুশ। প্রস্তুতবিধি ৬০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব্রধ্ন ও বৃদ্ধিরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

মৃত্যুঞ্জয়রস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও মেদোজ বৃদ্ধি বা ব্রধ্ন-রোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর জ্বর প্রবল হইলে, এই ঔষধ আদার রস ও মধু-সহ প্রাতে এবং অবস্থাভেদে রাত্রিতে সেবন করিতে দিবে।

মৃত্যুঞ্জয় রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জয়াবটী। বাতিক, পৈত্তিক, রক্তজ ও মূত্রজ বৃদ্ধিরোগের প্রবলাবস্থায় জ্বর প্রবল হইলে, ইহার ১ বটী প্রাতে এবং অবস্থাভেদে সন্ধ্যাকালে পানের-রস ও মধু বা আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ পিপ্পল্যাদ্য কাথ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও মেদোজ বৃদ্ধিরোগের

প্রবলাবস্থায় জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে এবং তৎসঙ্গে গাত্র-বেদনা বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্কাথ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ পিপ্পল্যাদ্য ক্কাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রধ্নরোগে—পথ্য।

বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও ব্রধ্নরোগের নূতনাবস্থায় রোগীর জ্বর, কাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রবল হইলে, তাহাকে লঘুপথ্য প্রদান করিবে; কিন্তু জ্বরাদি উপদ্রব হ্রাস পাইলে বা অল্প জ্বর থাকিলে, মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে সহ্যমত গমের বা সুজীর রুটী আহার করিতে দিবে। পুরাতন রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন, ঝিনার খাড়া, পটোল, কচি বেগুণ, মূলা, গব্যঘৃত, উষ্ণজল এবং আমবাত রোগে যে সমস্ত দ্রব্য সুপথ্য, তাহাই বৃদ্ধি ও অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে ব্যবস্থা। দধি, মাষকলাই, মৎস্য, দুগ্ধ, পিষ্টক, পুঁইশাক ও গুরুপাক দ্রব্য এই রোগে কুপথ্য, সুতরাং পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

শ্লীপদরোগ-চিকিৎসা

শ্লীপদের সাধারণ লক্ষণ। প্রথমতঃ জ্বরের সহিত কুচ্‌কিতে শোথ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ পদে উপস্থিত হইলে, তাহাকে শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ কহে।

বাতিক শ্লীপদের লক্ষণ। বাতজ শ্লীপদ কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, স্ফুটিত ও তীব্রবেদনাযুক্ত হয়, ইহাতে সহসা বেদনা উপস্থিত হয় ও সর্ব্বদা জ্বর থাকে।

পৈত্তিক শ্লীপদের লক্ষণ। পৈত্তিক শ্লীপদ কোমল, পীতবর্ণ ও দাহযুক্ত হয় এবং তাহাতে জ্বর প্রকাশ পায়।

শ্লৈষ্মিক শ্লীপদের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ কঠিন, চক্‌চকে, শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ এবং ভারযুক্ত হইয়া থাকে।

শ্লীপদের অসাধ্য লক্ষণ। যে শ্লীপদ উইয়ের স্তূপের ন্যায় বহু শিখর যুক্ত এবং কণ্টকবৎ গ্রন্থিদ্বারা ব্যাপ্ত ও বৎসরাতীত হইয়াছে তাহা অসাধ্য,

অথবা স্রাবযুক্ত এবং অত্যন্ত বর্দ্ধিত ও পূর্ব্বোক্ত সমস্ত লক্ষণযুক্ত শ্লীপদরোগও অসাধ্য।

শ্লীপদরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

শ্লীপদরোগকে চলিত কথায় গোদ কহে। পদ শিলাবৎ অর্থাৎ প্রস্তরের ন্যায় হইলে, তাহাকে শ্লীপদ কহে, কিন্তু অনেকে ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন—কেবল পদেই শ্লীপদ হয় না, হস্ত, কর্ণ, নেত্র, শিশ্ন, ওষ্ঠ এবং নাসাতেও ঐ রোগ উৎপন্ন হয়; পরন্তু গ্রীবা, জঙ্ঘা, উরু, কুচ্কি, পদ, জত্রু এবং হস্তস্থিত শ্লীপদ মাংস ও মেদাশ্রিত। অতএব কেবলমাত্র পদেই শ্লীপদ উৎপন্ন হয়, একথার সার্থকতা দৃষ্ট হইতেছে না।

জলের দোষই শ্লীপদরোগের একটী মুখ্য কারণ। যে দেশে নদী, খাল প্রভৃতির অভাব এবং বদ্ধ কূপ বা পাতকূয়ার জলই যাহাদের একমাত্র পানীয় অথবা পচা দুর্গন্ধবিশিষ্ট কিম্বা পঙ্কিল জল যাহারা সর্ব্বদা পান করে কিম্বা গ্রীষ্মাদি সমস্ত ঋতুতেই যে দেশ স্বভাবতঃ শীতল, সেই সমস্ত দেশে প্রায়শঃ শ্লীপদরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্লীপদ ও আমবাতের মধ্যে বাহ্য লক্ষণে অনেক সাদৃশ্য আছে, আমবাতে পায়ের সমস্ত অংশে শ্লীপদের ন্যায় ফুলা প্রকাশ পায় না, পায়ের গ্রন্থি বা গাঁইট সমূহে অধিক বেদনা ও ফুলা প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, কিন্তু শ্লীপদরোগে পায়ের সমস্ত অংশ প্রস্তর খণ্ডবৎ প্রতীয়মান হয় এবং বাতাদি দোষভেদে শ্লীপদের নানাপ্রকার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। আমবাতের ন্যায় শ্লীপদরোগেও কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান থাকে। আমবাত সন্ধিগত হইলে এবং রোগী ঐ রোগে সম্যকরূপে আক্রান্ত হইলে, গমনাগমনশক্তি একবারে লোপ হয়; কিন্তু শ্লীপদরোগের বৃদ্ধির অবস্থায়ও রোগীর গমনাগমনশক্তির ঐরূপ নষ্ট হয় না। আমবাতে যেরূপ জ্বর প্রকাশ পায়, শ্লীপদেও সেইরূপ জ্বর হইয়া থাকে। কিন্তু উভয়রোগের ঔষধ প্রায় তুল্যগুণবিশিষ্ট, যে সকল ঔষধে আমবাত নষ্ট হয়, তাহার অনেক ঔষধে শ্লীপদ প্রশমিত হয় এবং শ্লীপদনাশক অনেক ঔষধে আমবাত নষ্ট হয়।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ শ্লীপদেই শ্লেষ্মার আধিক্য

থাকে, যেহেতু পদের ভার ও স্ফীততা শ্লেষ্মা ভিন্ন প্রকাশ পায় না। সর্ব্ব-প্রকার শ্লীপদরোগে কোষ্ঠশোধক ঔষধ প্রয়োগ একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ অহিতাচরণ বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ হইলেই রোগ বৃদ্ধি পায়, সুতরাং যাহাতে প্রত্যহ ২।৩ বার দাস্ত হয়, এরূপ ঔষধ প্রতিদিন ব্যবস্থা করিবে, তদ্ব্যতীত বাতশ্লেষ্ম-নাশক অন্নপানীয় এবং বাতাদি দোষভেদে প্রলেপ প্রয়োগ করাও একান্ত প্রয়োজন। বাহ্য প্রলেপ ও আভ্যন্তরিক ঔষধ উভয়ই এক সময়ে প্রয়োগ করা উচিত; তাহা হইলে সমধিক উপকার দর্শে। রোগ পুরাতন হইলে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিয়ম পালনপূর্ব্বক ঔষধ সেবন না করাইলে, এই রোগ প্রায়শঃ দূরীভূত হয় না, অনেকস্থলে একবার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়।

বাতিক শ্লীপদরোগের প্রথমাবস্থায় বায়ুর প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, উষ্ণ স্বেদ প্রয়োগ করিবে এবং বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু ২।৩ দিন অন্তর প্রাতে সেবন করিতে দিবে, উহাদ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, রোগ অনেকাংশে মন্দীভূত হয়; অনন্তর মদনাদি প্রলেপ বা সিদ্ধার্থ-প্রলেপ প্রয়োগ এবং তৎসঙ্গে মহারাস্নাদিক্বাথ ও কণাদিচূর্ণ বা পিপ্পল্যাদি-চূর্ণ রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে, এইরূপ নিয়মে প্রলেপ ও ঔষধ প্রয়োগদ্বারা অল্পদিনের শ্লীপদ শীঘ্র হ্রাস পাইয়া থাকে। রোগ পুরাতন হইলে, কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য দুই দিন অন্তর প্রাতে বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু ও অন্যান্যদিন প্রাতে আমবাতারি বটিকা সেবন করিতে দিবে এবং বৈকালে কৃষ্ণাদ্যমোদক বা পিপ্পল্যাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে ও পায়ে পূর্ব্ববৎ প্রলেপ প্রদান করিবে; কিন্তু রোগ বৎসরাতীত হইলে এবং রোগীর প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত ঔষধ এবং শ্লীপদকেশরী প্রত্যহ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ ও প্রলেপ প্রদান অতি আবশ্যক; অনন্তর শ্লীপদ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে রোগীকে প্রত্যহ বিড়ঙ্গাদি-তৈল ২০।৩০ ফোঁটা মাত্রায় পান ও মর্দ্দন করিতে দিবে। বাতিক শ্লীপদ গুল্‌ফদেশের চারি অঙ্গুলি উপরে শিরা বিদ্ধ করিলে সমধিক উপকার হয়।

পৈত্তিক শ্লীপদরোগে নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তন্মধ্যে

প্রবৃদ্ধাবস্থায় দাহ ও ঐ স্থান হইতে স্রাব প্রায়শঃ নির্গত হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় প্রলেপ প্রদান করা আবশ্যক। মঞ্জিষ্ঠাদিলেপ বা বলাদ্যলেপ যথানিয়মে প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে এবং জ্বরাদি উপদ্রব থাকিলে, জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রদান করিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এরণ্ডতৈলে ভর্জ্জিত হরীতকীচূর্ণ গোমূত্রসহ সেবন করিতে দিবে অথবা শ্লীপদ-গজকেশরী প্রত্যহ সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন ও শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, রোগীকে অন্ততঃ সপ্তাহে ২।১ বার বৃহৎ সিংহনাদগুগ্‌গুলু এবং শ্লীপদ স্রাব ও দাহযুক্ত হইলে অমৃতাদিক্কাথ সেবন করান কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় ত্রিকট্বাদিচূর্ণ, কৃষ্ণাদ্যমোদক প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইলেও সমধিক উপকার হয়। উপদ্রবসমূহ হ্রাস হইলে, রোগীকে সৌরেশ্বরঘৃত প্রতিদিন সেবন করিতে দিবে; এই নিয়মে দীর্ঘকাল চিকিৎসা দ্বারা রোগ হ্রাস পাইয়া থাকে। গুল্‌ফের অধোগত শিরাবিদ্ধ করিয়া দিলে এই রোগ হ্রাস হয়।

শ্লৈষ্মিক শ্লীপদরোগে রোগীর শ্লীপদ-স্থানে উষ্ণস্বেদ এবং সিদ্ধার্থ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, আমবাতাদি বটিকা বা শ্লীপদ-গজকেশরী প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। ত্রিকট্বাদিচূর্ণ, কণাদিচূর্ণ বা পিপ্পল্যাদ্যচূর্ণ ও মহালক্ষ্মীবিলাস রোগীকে যথারীতি সেবন করাইবে। জ্বর থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় রস বা মহাজ্বরাঙ্কুশ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। রোগ পুরাতন হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, সপ্তাহে ২।১ দিন তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ এবং ঐ সমস্ত চূর্ণ ও বটিকা রোগীকে যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে এবং অঙ্গুষ্ঠের প্রধান শিরা বিদ্ধ করিয়া দিবে।

মেদ ও মাংসাশ্রিত শ্লীপদরোগে মহালক্ষ্মীবিলাস বা শ্লেষ্ম-শৈলেন্দ্ররস এবং নিত্যানন্দরস ও সৌরেশ্বর ঘৃত প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। মৃদু বিরেচক ঔষধ ও ত্রিকট্বাদি চূর্ণ, কৃষ্ণাদি চূর্ণ বা কৃষ্ণাদ্য মোদক প্রভৃতি ঔষধও মেদ ও মাংসাশ্রিত শ্লীপদরোগে সমধিক উপকারী।

শ্লীপদরোগে—ঔষধ।

ধুস্তূরাদিলেপ। শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ কঠিন ও শ্বেত বা পাণ্ডুবর্ণ পরিলক্ষিত

হইলে, এই প্রলেপ রোগ স্থানে প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রথম, মধ্য বা পুরাতন সর্ব্বাবস্থায়ই ইহা উপকারী।

ধুস্তূরাদি লেপ। ধুতুরামূল, এরণ্ডমূল, নিশিন্দা, শ্বেতপুনর্ণবা, শজিনা ও সরিষা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে।

মঞ্জিষ্ঠাদি প্রলেপ। পৈত্তিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে দাহ বা স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে।

মঞ্জিষ্ঠাদি প্রলেপ। মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রাস্না, কেলেকড়া ও পুনর্ণবা, এই সকল সমভাগে লইয়া কাঁজিতে মর্দ্দন করিবে।

সিদ্ধার্থ প্রলেপ। বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা ও যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকিলে, অথবা ঐ স্থান কঠিন বোধ হইলে, এই প্রলেপ প্রতিদিন প্রয়োগ করিবে, রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় ইহা অতি উপকারী।

সিদ্ধার্থ প্রলেপ। শ্বেতসরিষা, শজিনা, দেবদারু ও শুঁঠ; এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে মর্দ্দন করিবে।

বলাদ্যপ্রলেপ। বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, অসহ্য যন্ত্রণা, দাহ, জ্বর ও স্রাব প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে, পুরাতন অবস্থায়ও ইহা ব্যবহারে উপকার হয়।

বলাদ্য প্রলেপ। বেড়েলামূল, তালসাড়ার রসে মর্দ্দন করিয়া লইবে।

মদনাদি প্রলেপ। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, দাহ ও যন্ত্রণা অনুমিত হইলে, এই প্রলেপ প্রতিদিন প্রয়োগ করিবে, ইহা রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় প্রয়োগ করিলে, সমধিক উপকার হয়।

মদনাদি প্রলেপ। ময়নাফল, মোম ও সামুদ্রলবণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মহিষ দুগ্ধের ননীতে মর্দ্দন করিবে।

শাখোটক ক্বাথ। মাংস ও মেদোদোষে গ্রীবা, কুচকী ও জঙ্ঘা

প্রভৃতি স্থানে শ্লীপদ প্রকাশ পাইলে, এই কাথে গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

শাখোটক কাথ। শেওড়াছাল ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

মহারাস্নাদি কাথ। বাতিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে অসহ্য বেদনা, যন্ত্রণা ও রোগীর জ্বরভাব প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই কাথ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করা যায় এবং ইহা সেবনে শ্লৈষ্মিক শ্লীপদের উপকার হয়।

মহারাস্নাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ৫৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কণাদিচূর্ণ। বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা ও ভারবোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ কাঁজির সহিত সেবন করাইবে।

কণাদি চূর্ণ। পিপুল, বচ, দেবদারু, পুনর্ণবা ও বেলছাল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান যথাবিধি শোধিত বিস্তারক বীজ চূর্ণ; এই সকল একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৩ রতি।

পিপ্পল্যাদ্যচূর্ণ। বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা বা ভারবোধ হইলে, এই চূর্ণ রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় কাঁজিসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদ্য চূর্ণ। পিপুল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, শুঁঠ ও পুনর্ণবা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা ও যথারীতি শোধিত বিস্তারক বীজচূর্ণ ১১২ তোলা লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা।

ত্রিকট্বাদিচূর্ণ। বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা ও ভারবোধ এবং রোগীর জ্বরভাব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ কাঁজির সহিত তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সন্ধিগত আমবাতে অর্থাৎ হস্তপদাদির সন্ধিস্থানে বেদনা ও ফুলা থাকিলে, অতি উপকারী।

ত্রিকট্বাদি চূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চই, দারুহরিদ্রা বরুণছাল, গোক্ষুর, মুণ্ডিরী, গুলঞ্চের পালো; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান শোধিত বিস্তারক বীজচূর্ণ, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা।

কৃষ্ণাদ্যমোদক। বাতিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা ও অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় ইহা অতি উপকারী। অনুপান—জল।

কৃষ্ণাদ্য মোদক। পিপুল ২ তোলা, রক্তচিতা ৪ তোলা ও দন্তীমূল ৮ তোলা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এবং ২০টা হরীতকীর চূর্ণ ও পুরাতন গুড় ১৬ তোলা একত্র করিয়া উপযুক্ত মধুসহ মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ।০ আনা।

আমবাতারিবটিকা বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা ও অন্যান্য উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা নূতন ও পুরাতন উভয় অবস্থায়ই প্রযোজ্য।

আমবাতারি বটিকা। প্রস্তুতবিধি ৬০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্‌গুলু। বাতিক, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, অসহ্য যন্ত্রণা, ভারবোধ ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে জলসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অবস্থাভেদে সপ্তাহে ২।৩ দিন প্রয়োগ করিবে।

বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লীপদ গজকেশরী। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, জ্বালা, অসহ্য যন্ত্রণা ও ভারবোধ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশোধক, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায়ও উপকারী। প্লীহারোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও জ্বর বিদ্যমান থাকিলেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

শ্লীপদগজকেশরী। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিষ, যমানী, রস, গন্ধক, রক্তচিতা, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ ও শোধিত জয়পালবীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ভীমরাজ, গোক্ষুর, জম্বীর ও আদার রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

নিত্যানন্দরস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক এবং মেদ ও মাংসগত শ্লীপদরোগে, শ্লীপদে বেদনা, দাহ, যন্ত্রণা, ভারবোধ ও স্রাব প্রকাশ পাইলে,

এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লীপদ রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এবং অর্ব্বুদ, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—জল।

নিত্যানন্দরস। হিঙ্গুলোত্থরস, গন্ধক, তাম্র, কাঁসা, বঙ্গ, হরিতাল, তুতিয়া, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, লৌহ, বিড়ঙ্গ, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচ্‌লবণ, সাম্ভারলবণ, চৈ, পিপুলমূল, ধনিয়া, বচ, শঠী, আকনাদি, দেবদারু, এলাইচ, বিস্তারক বীজ, তেউড়ীমূল, রক্তচিতা ও দন্তীমূল; এই সমুদয়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া হরীতকীর কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

মহালক্ষ্মীবিলাস। শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অত্যন্ত শক্ত ও ভার-বিশিষ্ট হইলে এবং তজ্জন্য জ্বর, কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, রোগের প্রথম, মধ্য বা পুরাতন সর্ব্বাবস্থায়ই ইহা প্রয়োগ করা যায়।

মহালক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সৌরেশ্বরঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক এবং মেদ ও মাংসাশ্রিত শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, যন্ত্রণা, দাহ ও স্রাব থাকিলে, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সর্ব্ব-বিধ শ্লীপদরোগে এবং অপচী, গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ ও অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগেও বিভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—দুগ্ধ।

সৌরেশ্বর ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। কাঁজি /৪ সের। দধির মাত /৪ সের। কল্কদ্রব্য—নিসিন্দা, দেবদারু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সাম্ভার লবণ, করকচ্‌লবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা, চৈ, পিপুলমূল, গুগ্‌গুলু, ধনিয়া, বচ, যবক্ষার, আকনাদি, শঠী, এলাইচ ও বিস্তারক-বীজ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ।৹ তোলা হইতে ১ তোলা।

বিড়ঙ্গাদিতৈল। বাতিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পুরাতন অথবা বেদনা ও যন্ত্রণাবিহীন হইলে, এই তৈল রোগস্থানে মর্দ্দন এবং উষ্ণ দুগ্ধ-সহ সেবন করিতে দিবে।

বিড়ঙ্গাদি তৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—বিড়ঙ্গ, মরিচ, আকন্দমূল, শুঁঠ, রক্তচিতা, দেবদারু, হোগলা, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, কাঁচকচ্‌লবণ ও সাম্ভারলবণ; এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের, পাকার্থ জল ষোল-সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

শ্লীপদরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

মৃত্যুঞ্জয়রস। বাতিক বা শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য জ্বর বৃদ্ধি পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

মৃত্যুঞ্জয় রস। প্রস্তুতবিধি ৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জয়াবটী। পৈত্তিক শ্লীপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য প্রবল জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ সেবন করাইবে।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গোধাবতী যোগ। শ্লীপদরোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য অল্প জ্বর অনেক দিন হইতে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ জলসহ সেবন করিতে দিবে।

গোধাবতী যোগ। গোয়ালিয়ালতার মূল ১ ভাগ ও মাষকলাই ৩ ভাগ একত্র জলসহ পেষণ করিয়া লইবে। মাত্রা ।।০ তোলা।

শ্লীপদরোগে—পথ্য।

শ্লীপদরোগে জ্বরাদি প্রবল হইলে, লঙ্ঘন বা লঘুপথ্য ব্যবস্থা করিবে। জ্বর পুরাতন হইলে, মধ্যাহ্নে অন্ন ও রাত্রিতে লঘুপাক পথ্য দিবে। এই-রোগে সাধারণতঃ পুরাতন ষষ্টিক বা রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন এবং কুলথ-কলায়, পটোল, বেগুণ, শজিনার ডাটা, করলা, পুনর্ণবা, কচিমূলা, পলতা, ডুমুর ও অন্যান্য শ্লেষ্মনাশক দ্রব্য রোগীকে ভোজনার্থ প্রদান করিবে। উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণ জল পান শ্লীপদরোগে উপকারী।

পিষ্টক, দধি, ছানা, মৎস্য, গুড় ও অন্যান্য মিষ্টদ্রব্য শ্লীপদরোগে অপথ্য, সুতরাং পরিত্যাজ্য।

কার্শ্য, স্থৌল্য ও মেদোরোগ-চিকিৎসা।

কার্শ্যের নিদান পূর্ব্বক লক্ষণ। দূষিত বায়ু, রুক্ষ অন্ন ও পানীয়, উপবাস, অতি অল্প ভোজন, অত্যধিক বমন ও বিরেচন, শোক ও মল-মূত্রাদির বেগ-ধারণ, নিদ্রার বেগ ধারণ, নিয়ত রোগ-যন্ত্রণা, প্রত্যহ মৈথুন, ব্যায়াম, পরিমিত ভোজনের অল্পতা, ভয়, ধন ও বন্ধুবিয়োগাদি এবং চিন্তা, এই সকল কারণে শরীর কৃশ হইয়া থাকে। পরন্তু কৃশব্যক্তির কটি, উদর ও গ্রীবা-দেশ শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গ শিরাজালে ব্যাপ্ত এবং চর্ম্ম ও অস্থি শুষ্ক হয় এবং সর্ব্বসন্ধি ও মুখ ক্রমশঃ স্থূল হইতে থাকে।

স্থৌল্যের লক্ষণ। মেদ ও মাংস অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় স্ফিক্‌দেশ, উদর ও স্তন বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয় এবং গমন-কালে ঐ সকল স্থান চালিত হয়, ইহাকে স্থৌল্যরোগ কহে।

মেদোরোগের নিদান পূর্ব্বক লক্ষণ। শারীরিক পরিশ্রমাসক্ত ও দিবা-নিদ্রাশীল ব্যক্তির শ্লেষ্মাজনক দ্রব্য ভোজন দ্বারা ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা পরিপাক না হইলে, সেই মধুর অপক্ক রসের স্নেহ হইতে মেদো নামক পদার্থের বৃদ্ধি হেতু এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে ক্ষুদ্র শ্বাস, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, নিদ্রাধিক্য, অকস্মাৎ উচ্ছ্বাসাবরোধ, অবসন্নতা, ক্ষুধাবৃদ্ধি, ঘর্ম্ম, শরীরের দুর্গন্ধ, বলের হ্রাস ও মৈথুনের অল্পতা ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কার্শ্য, স্থৌল্য ও মেদোরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

ভুক্তদ্রব্য-স্থিত মধুর অপক্ক রসের বৃদ্ধিবশতঃ তাহার স্নেহভাগ হইতে মেদ উৎপন্ন হয়। মানব-শরীরে এই মেদের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে, রস ও রক্তাদি বাহি স্রোতঃসমূহ রুদ্ধ হয়, সুতরাং শরীরস্থ অন্যান্য ধাতু পরিপুষ্ট হইতে পারে না, পরন্তু মেদের বৃদ্ধিবশতঃ মনুষ্য সকল কার্য্যে অসক্ত হইয়া পড়ে। এই মেদ সকল প্রাণীরই উদর ও সূক্ষ্ম অস্থি সমূহে অবস্থিত, এই জন্যই মেদস্বী ব্যক্তির উদর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যতীত প্রায় সমস্ত রোগেই ক্ষুধা-মান্দ্য হইয়া থাকে, কিন্তু মেদোরোগাক্রান্ত ব্যক্তির

ক্ষুধা অতিশয় প্রবল হয়। তাহার কারণ কি?—প্রাকৃতিক ঘটনার উপর দৃষ্টি- করিলে সহজেই ইহার মীমাংসা হইতে পারে। যেমন কুম্ভকারের পয়ন কর্দ্দমাবৃত হইলে, তন্মধ্যস্থিত বায়ুর বহির্গমন ক্রিয়া রোধ হয় এবং তজ্জন্য পয়ন-মধ্যগত অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ মেদোধাতুর বৃদ্ধি বশতঃ তাহার প্রবাহ সমূহ অবরুদ্ধ হওয়ায় বায়ু কোষ্ঠ-মধ্যেই অবস্থান করে, সুতরাং কোষ্ঠাগ্নি সন্ধুক্ষিত হইয়া ভুক্তদ্রব্যকে শোষণ করে, এই জন্যই মেদস্বী ব্যক্তির ভুক্তদ্রব্য শীঘ্রই পরিপাক হয় ও পুনর্ভোজনে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এই রোগে প্রত্যহ যথাসময়ে ভোজন করা কর্ত্তব্য, কারণ ভোজন-কালের ব্যতিক্রমবশতঃ নানাবিধ বাতজনিত পীড়া উপস্থিত হইতে পারে।

মেদোরোগের সহিত কতিপয় ব্যাধি সচরাচর উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রমেহ বা বহুমূত্রাদি রোগ ইহার সঙ্গে উৎপন্ন হইতে দেখা যায় এবং ঐ সকল ব্যাধি প্রায়শঃ দুঃসাধ্য বলিয়া গণ্য হয়। অগ্নি ও বায়ুর অবরোধ বশতঃ কোষ্ঠ-বদ্ধতা, কটি, পৃষ্ঠ ও গ্রীবা প্রভৃতি স্থানে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ এই রোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বায়ু ও মেদোধাতুর বৃদ্ধিবশতঃ তৎসঙ্গে শ্লেষ্মাও বৃদ্ধি হয় এবং অগ্নি হ্রাস পাইয়া থাকে, তখন মেদোরোগ হইতে সামান্য কারণে প্রমেহ ও বহুমূত্রাদি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেদোধাতুর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, অনেক সময় মনুষ্য কার্য্যে একেবারে অসক্ত হইয়া পড়ে, এই অবস্থায় শারীরিক পরিশ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পথ-পর্য্যটন, মধু-পান ও রাত্রি- জাগরণ অতি উপকারী। এই রোগে যাহাতে প্রত্যহ ৩। ৪ বার দাস্ত পরি- ষ্কার হয় ও অগ্নি সবল থাকে, এরূপ-দ্রব্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

রোগের প্রথমাবস্থায় বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মভেদে সিংহনাদ গুগ্‌গুলু বা বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্‌গুলু প্রয়োগ করিবে। বাতশ্লেষ্মাধিক মেদোরোগের নূতনাবস্থায় মধুসহ পঞ্চমূল্যাদি ক্বাথ, চব্যাদি শক্তু বা ত্র্যষণাদ্য গুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ যথারীতি সেবন করাইবে। রোগ পুরাতন হইলে বাড়বাগ্নিলৌহ, নবকগুগ্‌গুলু বা ব্যোষাদ্য শক্তু প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে, পিত্ত বা পিত্ত শ্লেষ্মাধিক্য থাকিলে, বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ, অমৃতাদি- গুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে, রোগ পুরাতন হইলে লৌহ- রসায়ন; ত্র্যষণাদ্য লৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। এই রোগে

গাত্রে দুর্গন্ধ হইলে, পত্রাদিলেপ গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে, স্থৌল্য-নাশক ঔষধ প্রয়োগেও গাত্রের দুর্গন্ধ হ্রাস পাইয়া থাকে। মেদোরোগাক্রান্ত-ব্যক্তির প্রমেহ ও বহুমূত্র প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, ক্রমশঃ মেদ হ্রাস হয় বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত রোগ মেদস্বী ব্যক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া থাকে; সুতরাং ঐ অবস্থায় ঐ সমস্ত রোগের চিকিৎসা করাও একান্ত কর্ত্তব্য।

মেদঃ ও মাংস এই উভয়ের বৃদ্ধি হইলে, মনুষ্য অতি স্থূলকায় হয়, গমনাগমনে ও শারীরিক পরিশ্রমে কষ্ট বোধ করে, সুতরাং ঐ অবস্থায় সম্ভবমত শারীরিক পরিশ্রম ও মেদোরোগের চিকিৎসা করা উচিত। মেদোনাশক ঔষধ সেবনে স্থৌল্য হ্রাস পাইয়া থাকে।

কার্শ্য অর্থাৎ কৃশতা বিবিধ কারণে উৎপন্ন হয়। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বাতজনিত রোগ বিদ্যমান থাকিলে শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে থাকে। প্রমেহ, ধাতুক্ষয়াদি হইতে কৃশতা প্রকাশ পায়। ধন, বান্ধবাদি বিয়োগে শোকবশতঃ কৃশতা জন্মে। যথাসময় সুনিদ্রা না হইলেও বায়ুর প্রকোপ বশতঃ শরীর ক্রমশঃ কৃশ হইতে থাকে; প্রত্যহ রতিক্রিয়া দ্বারা শুক্রের ক্ষয় হইলে, শরীর বাতাধিক হয় ও অন্যান্য ধাতুর ক্ষীণতাবশতঃ শরীর কৃশ হইয়া থাকে। মানব-শরীর কৃশ হওয়ার এইরূপ বিবিধ কারণ দৃষ্ট হয়। কৃশতারোগে বাতপিত্তাদি ভেদে রসায়ন বা বাজীকরণোক্ত ঔষধ সেবন করাইলে, কৃশতা দূরীভূত হয়, অনেক স্থলে মূলীভূত রোগনাশক ঔষধ সেবনেও কৃশতা নষ্ট হইয়া থাকে। অতি মৈথুনাদি জনিত কৃশ ব্যক্তির পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য এবং অশ্বগন্ধাঘৃত বা অমৃতপ্রাশঘৃত প্রভৃতি সেবন এবং গাত্রে অশ্বগন্ধাতৈল মর্দ্দন আবশ্যক; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি স্বভাবতঃ কৃশ এবং সূক্ষ্ম বা কোমল অস্থিবিশিষ্ট ও দুর্ব্বল, তাহাদিগের পক্ষে কোনও ঔষধে তাদৃশ উপকার হয় না। সর্দ্দি থাকিলে বাতাদি দোষ-সংশমক ও মাংসাদি বর্দ্ধক ঔষধ ও পুষ্টিজনক খাদ্য সেবন করাইতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়। কৃশ ব্যক্তির পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয় নিতান্ত আবশ্যক।

কার্শ্য, স্থৌল্য ও মেদোরোগে—ঔষধ।

পঞ্চমূল্যাদি ক্বাথ। বাতশ্লৈষ্মিক মেদোরোগে মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, রোগের প্রথমাবস্থায় এই কাথ মধুসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চমূল্যাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিফলাদি ক্বাথ। পিত্তশ্লেষ্মপ্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং পিত্তজনিত ঘর্ম্ম, দাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথে লৌহচূর্ণ ৩ রতি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে।

ত্রিফলাদি ক্বাথ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পদ্মগুড়ুচী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পত্রাদিলেপ। মেদোরোগাক্রান্ত ব্যক্তির গাত্রে দুর্গন্ধ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে।

পত্রাদি লেপ। তেজপত্র, বালা, অগুরু, শ্বেতচন্দন ও বেণারমূল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জল দ্বারা মর্দ্দন করিবে।

শৈলেয়াদি লেপ। মেদ ও মাংসের বৃদ্ধিহেতু শরীর অতি স্থূল হইলে, এই প্রলেপ তাহার গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে। ইহাতে মেদো-রোগও বিনষ্ট হয়।

শৈলেয়াদি লেপ। শিলাজতু, কুড়, আগরকাষ্ঠ, দেবদারু, রেণুকা, মুথা, আমপাতা, জামপাতা, কয়েৎবেলপাতা, ছোলঙ্গলেবুর পাতা, বেলের পাতা, সরলকাষ্ঠ, পিড়িংশাক, বাবুই তুলসী ও লবঙ্গ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ধুতুরা পাতার রসে পেষণ করিবে।

ত্রিফলাদ্যচূর্ণ। বাতশ্লেষ্মপ্রবল রোগীর স্থৌল্য বৃদ্ধি পাইলে এবং বায়ুর প্রকোপ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ তৈল ও লবণসংযুক্ত করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

ত্রিফলাদ্য চূর্ণ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।০ আনা।

ত্র্যুষণাদ্যচূর্ণ। বাতশ্লেষ্মপ্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং মেদজনিত প্রমেহাদি রোগ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

ত্র্যুষণাদ্য চূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতা, মুথা, বিড়ঙ্গশাস ও বচ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইবে এবং সর্ব্বচূর্ণ সমান গুগ্‌গুলু লইয়া ঘৃতসহ মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ। পিত্ত ও শ্লেষ্মপ্রবল ব্যক্তির মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, রোগের প্রথমাবস্থায় এই ক্বাথ মধুসহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ। বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, যবক্ষার, কান্তলৌহ, যব ও আমলকী; এই সকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

নবকগুগ্‌গুলু। কফ-প্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধ ও বাত প্রভৃতি তৎসঙ্গে প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই ঔষধ উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে।

নবক গুগ্‌গুলু। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রক্তচিতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্ব সমান শোধিত গুগ্‌গুলু; একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ॥০ তোলা।

অমৃতাদিগুগ্‌গুলু। মেদ ও মাংসের বৃদ্ধিবশতঃ শরীর অতি স্থূল হইলে, এই ঔষধ মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা ভগন্দর ও পিড়কারোগ নাশক।

অমৃতাদি গুগ্‌গুলু। পদ্মগুড়ূচীর পালো ১ ভাগ, ছোট এলাইচ ২ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ ভাগ, কুড়্‌চির ছাল ৪ ভাগ, ইন্দ্রযব ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, আমলা ৭ ভাগ ও শোধিত গুগ্‌গুলু ৮ ভাগ; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ॥০ তোলা।

চব্যাদিশক্তু। বাতশ্লেষ্ম প্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং অগ্নি বিকৃতি ভাবাপন্ন হইলে, এই ঔষধ দধির মাতসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

চব্যাদি শক্তু। চৈ, জীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৌবর্চ্চললবণ, হিং ও রক্তচিতা; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ॥০ তোলা এবং যবের ছাতু ৬৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—চারি-আনা বা অর্দ্ধতোলা।

ব্যোষাদ্যশক্তু। বাতশ্লেষ্ম বা শ্লেষ্মপ্রবল রোগীর মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অথবা মেদস্বী ব্যক্তির প্রমেহরোগ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ জলসহ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহা কুষ্ঠ, অর্শ ও কামলা প্রভৃতি রোগেও অতি উপকারী।

ব্যোষাদ্য শক্তু। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, শজিনাছাল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কট্‌কী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, আতইষ, শালপাণী, হিং, কেউমূল, যমানী, রক্তচিতা, সচল লবণ ও জীরা; ইহাদের চূর্ণ ১ ভাগ, ধনে চূর্ণ ২ ভাগ এবং তিলতৈল, ঘৃত ও মধু ইহাদের প্রত্যেকে সমস্ত চূর্ণের সমভাগ ও ছাতু সমস্ত চূর্ণের ১৬ গুণ লইয়া একত্র মিলিত করিবে। মাত্রা—চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা।

বাড়বাগ্নিলৌহ। শ্লেষ্মপ্রধান মেদোরোগ বা মেদ ও মাংসের বৃদ্ধি বশতঃ স্থৌল্য প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা শোথ এবং শূলরোগে শ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বাড়বাগ্নি লৌহ। রসসিন্দুর, হরিতাল, লৌহ ও তাম্র; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আকন্দপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

বাড়বাগ্নিরস। মেদ ও মাংসের বৃদ্ধিবশতঃ স্থৌল্য বৃদ্ধি পাইলে, এই ঔষধ মধুসহ সেবন করিতে দিবে। শ্লেষ্ম-প্রবল রোগীর পক্ষে ইহা সমধিক উপকারী।

বাড়বাগ্নিরস। রস, গন্ধক, তামা ও হরিতাল; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া আকন্দক্ষীরে একদিন মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

লৌহরসায়ন। মেদ ও মাংস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রোগী অতি স্থূলকায় হইলে অথবা পিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মাধিক ব্যক্তির মেদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং রোগ পুরাতন হইলে, এই ঔষধ দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মজনিত বিবিধ পীড়া, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, অর্শঃ, ভগন্দর, মূর্চ্ছা ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগে অবস্থাবিশেষে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে, ইহার একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহা সেবনে যেমন স্থৌল্য হ্রাস পায়, সেইরূপ মেদোরোগও নষ্ট হয়।

লৌহরসায়ন। পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু, তালমূলী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, খদিরকাষ্ঠ, বাসকছাল, তেউড়ীমূল, মুণ্ডিরী, সিজমূল, নিশিন্দা, রক্তচিতা ও শঠী; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা, পাকার্থ জল ৮০ সের, শেষ ২০ সের। এই ক্কাথ ছাকিয়া লইয়া তাহার সহিত পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু এবং তীক্ষ্ণ লৌহভস্ম ৯৬ তোলা, পুরাতন ঘৃত /৪ সের ও ইক্ষুচিনি ৬৪ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া তাম্রপাত্রে মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে, পাক শেষ হইলে শীতলাবস্থায় উহাতে মধু /২ সের, শিলাজতু ১৬ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, বিড়ঙ্গ ২৪ তোলা এবং মরিচ, রসাঞ্জন, পিপুল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও হিরাকস; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা।

অমৃতার্ণব রস। বায়ু ও পিত্তপ্রধান ব্যক্তির বিবিধরোগে শরীর অতিকৃশ হইলে, তাহাকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রমেহ, মূর্চ্ছা,

এবং অপস্মারাদিরোগেও কৃশ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনু-পান—গব্যদুগ্ধ ও অশ্বগন্ধাচূর্ণ।

অমৃতার্ণব রস। রসসিন্দুর ৩ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ ও গুলঞ্চের পালো ১ ভাগ; এই সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুসহ মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৶০ আনা।

কার্শ্যহরলৌহ। বাতপিত্ত প্রধান ব্যক্তির বিবিধরোগে শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অগ্নি-বৃদ্ধি ও পিত্ত-জনিত বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়। অনুপান—দুগ্ধ, পিত্ত প্রধান রোগে ভৃঙ্গ-রাজের রস।

কার্শ্যহর লৌহ। শ্বেতপুনর্ণবা, দন্তী, অশ্বগন্ধা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী. আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা, রক্তচিতা, শতমূলী ও বেড়েলা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্ব-সমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

অশ্বগন্ধাঘৃত। বায়ুর প্রকোপ বশতঃ শরীর কৃশ হইলে অথবা শরীরে বাতজনিত ব্যাধি দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকিলে, এই ঘৃত অপরাহ্নে উষ্ণ-দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা মাংস ও বলবৰ্দ্ধক এবং কোষ্ঠশুদ্ধি-কারক।

অশ্বগন্ধা ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত। বায়ু ও পিত্তশ্লেষ্ম প্রবল ব্যক্তির বিবিধ রোগে শরীর অতিশয় কৃশ ও বলহীন হইলে, এই ঘৃত অপরাহ্নে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে; কাস, শ্বাস, জীর্ণজ্বর, প্রভৃতি রোগে শরীর কৃশ হইলে, ইহা সেবনে সম্যক্ উপকার হয়, এতদ্ভিন্ন এই ঘৃত অত্যন্ত বলবৰ্দ্ধক ও ইন্দ্রিয়শক্তির স্থিরতা সম্পাদক।

বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত। প্রস্তুতবিধি ২৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অশ্বগন্ধাতৈল। বায়ু বা বাতপিত্ত প্রবল ব্যক্তির বিবিধ রোগে শরীর অতি কৃশ হইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে। বাত-জনিত রোগে এই তৈল অতি উপকারী।

অশ্বগন্ধা তৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—অশ্ব-গন্ধা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোদুগ্ধ /১ সের। কল্কদ্রব্য—অশ্বগন্ধা এক সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

মেদোরোগে—প্রমেহ-চিকিৎসা।

বিড়ঙ্গাদিলৌহ। মেদোরোগের প্রবলাবস্থায় রোগীর বহুমূত্র বা মেহরোগ এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ। বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া মুথা, পিপ্পলী, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি ও বেড়েলা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ-চূর্ণ ঘৃতসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ৪ রতি।

ত্র্যূষণাদ্য লৌহ। মেদঃপ্রবল রোগীর প্রমেহ বা বহুমূত্র বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। মেদ ও মাংস প্রবল স্থৌল্যরোগে প্রমেহদোষ বিদ্যমান থাকিলে, ইহা সেবন করান যায়। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সিদ্ধিবীজ, চৈ, রক্তচিতা, বিট্ লবণ, উদ্ভিদলবণ, সোমরাজী, সৈন্ধবলবণ ও সৌবর্চ্চল লবণ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান-লৌহ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৫ রতি।

কার্শ্য, স্থৌল্য ও মেদোরোগে—পথ্য।

মেদোরোগে যবের রুটি, কাঙ্গুনিধান্যের তণ্ডুল, কুলথ কলায়, মসুর, অড়হর, বুট ও মুগ প্রভৃতি ডাইল, কটুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, চিঙ্গড়ী-মাছ, পোড়া বেগুণ, পত্রশাক, সরিষার তৈল, তিল তৈল ও রুক্ষদ্রব্য প্রভৃতি উপকারী এবং উষ্ণজলপান ও উষ্ণজলে স্নান করা বিধেয়।

প্রত্যহ শীতল জলে স্নান, শালি তণ্ডুলের অন্ন, গমের রুটি, ছানা, মাখন, ঘৃত, ইক্ষুচিনি, মাষকলাই, মৎস্য, মাংস ও ঘৃতাদি পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু দ্রব্য মেদোরোগে কুপথ্য। দিবা-নিদ্রা ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতিও এই রোগে কুপথ্য, সুতরাং নিষিদ্ধ।

মেদোরোগে যে সমস্ত পথ্য ও অপথ্য উক্ত হইল, স্থৌল্যরোগেও সেই সমস্ত দ্রব্য সুপথ্য এবং কুপথ্য।

কৃশ ব্যক্তির পক্ষে শালি তণ্ডুলের অন্ন, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত ও ছানা প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য সেবন, সুগন্ধি দ্রব্য-সেবন এবং মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য

হিতকর। মেদোরোগীর পক্ষে যাহা কুপথ্য, কৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাহাই সুপথ্য এবং মেদোরোগীর পক্ষে যাহা সুপথ্য, কৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাহাই কুপথ্য।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগ-চিকিৎসা

শীতপিত্তরোগের সংপ্রাপ্তিপূর্ব্বক লক্ষণ। শীতল বায়ু সেবন বশতঃ শ্লেষ্মা ও বায়ু দূষিত ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া ত্বক্ ও রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয়পূর্ব্বক শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগ উৎপাদন করে। শীত-পিত্ত, উদর্দ্দ এবং কোঠরোগে গাত্রে বোল্‌তাদংশনজনিত ফুলার ন্যায় শোথ বা ফুলা প্রকাশ পায়। এই রোগত্রয়ে অত্যধিক কণ্ডু অর্থাৎ চুল্‌কণা, সূচীবিদ্ধ-বৎ বেদনা, বমন, জ্বর ও দাহ, এই সকল উপসর্গ বিদ্যমান থাকে। শীতপিত্ত-রোগে বায়ুর এবং উদর্দ্দরোগে কফের আধিক্য থাকে।

উদর্দ্দরোগের বিশিষ্ট লক্ষণ। উদর্দ্দরোগে যে শোথ জন্মে, তাহার মধ্যভাগ নিম্ন, চতুষ্পার্শ্ব উন্নত, গোলাকৃতি, রক্তবর্ণ এবং কণ্ডুযুক্ত হয়। ইহা হিমসংজাত ও শ্লৈষ্মিক ব্যাধি।

কোঠরোগেরবিশিষ্ট লক্ষণ। বমনক্রিয়াদ্বারা সম্যক্‌রূপে বমন না হইলে অথচ পিত্ত ও শ্লেষ্মা বহির্গমনোন্মুখ হইলে, ভুক্তান্নের অনির্গমন বশতঃ শরীরে রক্তবর্ণ কণ্ডুবিশিষ্ট মণ্ডলাকার বহুসংখ্যক যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কোঠ কহে, কোঠ উদ্গত হইয়া কিছুকাল পরে বিলীন হয়, পরন্তু পুনর্ব্বার উদ্গত হয় না। কিন্তু এই কোঠ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন ও বিলীন হইলে, উৎকোঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

স্পর্শবাতের লক্ষণ। স্পর্শবাতে শরীরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, স্পর্শ-শক্তির অভাব এবং গাত্রে চক্রাকৃতি চিহ্নসকল প্রকাশ পায়।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ এবং কোঠ, এই তিনটী চর্ম্মগতরোগ এবং পিত্তের প্রকো-পই এই রোগত্রয়ের কারণ। পিত্ত বিবিধ কারণে প্রকুপিত হয় এবং পিত্তদ্বারা

বিবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। শীতপিত্তাদিরোগে প্রথমতঃ বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়, অনন্তর তাহারা পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া পিত্তকে দূষিত করে এবং সেই দূষিত পিত্ত আবার চর্ম্ম ও রক্তাদি আশ্রয় করে, তখন চর্ম্মে বোল্‌তা দংশনজনিত শোথের ন্যায় ফুলা প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, দূষিত পিত্ত চর্ম্ম ও রক্তকে আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। সর্ব্বদেহস্থ চর্ম্মে যে ভ্রাজকপিত্ত অবস্থিত আছে; উহাদ্বারা দেহের কান্তি সম্পাদিত ও মর্দ্দিত তৈলাদির শোষণক্রিয়া সমাধা হয়। এই রোগে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভ্রাজক পিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হয় না। জ্বরাদি রোগের ন্যায় শীতপিত্তাদিরোগে বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পায়, অনেকস্থানে জ্বর প্রকাশ পাইবার ২।১ দিন পরে কোঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন জ্বরের উপসর্গ বলিয়া চিকিৎসকের ভ্রম উপস্থিত হয়; কিন্তু ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশের সহিত জ্বর প্রকাশ পাইলে, রোগনির্ণয়ে তাদৃশ কষ্ট হয় না। জ্বর প্রকাশ পাইবার পর ২।৩ দিন কোঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া পুনরায় হ্রাস পাইতেও দেখা যায়।

অনেকস্থলে শীতপিত্তের সহিত অম্লপিত্তের লক্ষণের সাদৃশ্য থাকায় রোগ নিরূপণে ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। অম্লপিত্তরোগেও বমন ও গাত্রে কণ্ডু প্রভৃতি প্রকাশ পায়, শীতপিত্তাদিরোগেও বমন ও কণ্ডু প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, শীতপিত্তরোগে মণ্ডলাকার কোঠ যেরূপ প্রকাশ পায়, অম্লপিত্তরোগে সেইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না; এবং অম্লপিত্তরোগে বমন, হস্ত ও পদাদি জ্বালা প্রভৃতি যেরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই রোগে সেইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

শীতপিত্ত এবং উদর্দ্দরোগ একজাতীয় হইলেও ইহাদের মধ্যে বাতাদি-দোষের ভেদ লক্ষিত হয়। শীতপিত্তরোগে বায়ুর আধিক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু উদর্দ্দরোগে শ্লেষ্মার আধিক্য প্রকাশ পায়। অনেকে উদর্দ্দকেই শীতপিত্ত বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে বাতিক শীতপিত্ত, বাতিক উদর্দ্দ ও শ্লৈষ্মিক শীতপিত্ত শ্লৈষ্মিক উদর্দ্দ, কিন্তু এরূপ মন্তব্য সমীচীন নহে, কারণ শীতপিত্ত বাতাধিক এবং উদর্দ্দ শ্লেষ্মাধিক ব্যাধি।

শীতপিত্ত বা উদর্দ্দরোগের প্রথমাবস্থায় পলূতা ও নিমছালের কাথে

মদনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করাইবে, ইহাতে বমন হইলে, অনেক উপকার হয়, কিন্তু বমন অসহ্য হইলে, নবকার্ষিক ক্বাথ বা অমৃতাদি-ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। তাহাতে দাস্ত পরিষ্কার না হইলে, ত্রিফলার ক্বাথে গুগ্‌গুলু ।০ আনা এবং পিপুলচূর্ণ ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। জ্বর না থাকিলে, দূর্ব্বা ও কাঁচা হলুদ একত্র বাটিয়া গাত্রে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। জ্বর থাকিলে জয়াবটী, জয়ন্তীবটী, প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। জ্বর হ্রাস না হইলে, কণ্ডু, দাহ প্রভৃতি উপসর্গও প্রশমিত হয় না, সুতরাং জ্বরের ঔষধ প্রদান কর্ত্তব্য; এই অবস্থায় অন্ন-পথ্য বন্ধ করিয়া লাজ-মণ্ড বা খৈর মণ্ড প্রদান করিবে।

রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় কোষ্ঠ-বদ্ধতা থাকিলে, হরিদ্রাখণ্ড, বা বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। দাহ ও নিদ্রার অভাব প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে বীরেশ্বর রস ও শ্লেষ্মপিত্তান্তকরস ব্যবস্থা করিবে। জ্বর না থাকিলে, গুড়ূচীতৈল বা বৃহৎগুড়ূচীতৈল সর্ব্বাঙ্গে মালিশের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে দাহ ও ঘর্ম্ম বিনষ্ট হয় এবং সুনিদ্রা হয়। রোগ অতি পুরাতন হইলে, বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড, মহাতিক্তঘৃত বা পঞ্চতিক্তঘৃত সেবন এবং গাত্রে বৃহৎ গুড়ূচীতৈল মালিশ করিলে সমধিক উপকার হয়।

কোঠরোগে উদর্দ্দরোগের ন্যায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কোঠের নূতনাবস্থায় গাত্রে বিবিধ প্রলেপ প্রদান করিবে এবং হরিদ্রাখণ্ড, বৃহৎ-হরিদ্রাখণ্ড প্রভৃতি যেসমস্ত ঔষধ উক্ত হইয়াছে, তাহাই সেবন করিতে দিবে। মধ্যে মধ্যে বিরেচক ঔষধদ্বারা রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক এবং বিরেচক ঔষধ তীব্রবীর্য্য না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। রোগ পুরাতন হইলে, মহাতিক্তকঘৃত বা পঞ্চতিক্তঘৃত সেবন ও সোমরাজী-তৈল গাত্রে মালিশের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

স্পর্শবাতরোগে শরীরের স্পর্শশক্তির হ্রাস হয় এবং শীতপিত্তের ন্যায় মণ্ডলাকার চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে; সুতরাং বায়ুর প্রকোপ বশতঃ এই রোগকে বাতরোগ মধ্যে এবং পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পিত্তরোগ-মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠ-শোধক ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য; অনন্তর কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, রসাদিবটী বা পলা-

শাদি বটী ও আর্দ্রকখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই রোগে, বাতরাজতৈল ও বৃহৎ গুড়ূচীতৈল প্রভৃতি অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে—ঔষধ।

দূর্ব্বাদি লেপ। শীতপিত্তরোগে গাত্রে চক্রাকার শোথ প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে কণ্ডূ ও দাহ বিদ্যমান থাকিলে, ইহা রোগীর গাত্রে প্রলেপবৎ লাগাইবে। এই ঔষধ উদর্দ্দরোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু জ্বর প্রবল থাকিলে, শীতপিত্ত বা উদর্দ্দরোগে প্রয়োগ করিবে না।

দূর্ব্বাদি লেপ। কচি দূর্ব্বা ও কাঁচাহলুদ সমভাগে লইয়া কিঞ্চিৎ জলসহ মর্দ্দন করিবে।

সিদ্ধার্থ লেপ। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ বা কোঠরোগে গাত্রে চক্রাকার শোথ এবং কণ্ডূ, দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিবে, কিন্তু ঐসমস্ত রোগে জ্বর থাকিলে, ইহা প্রয়োগ নিষেধ। শীতপিত্তাদিরোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিদ্ধার্থ লেপ। রাই সরিষা, কাঁচা হলুদ, চাকুন্দেবীজ ও কৃষ্ণতিল; এই কয়েকটী দ্রব্য একত্র সর্ষপ তৈলের সহিত মর্দ্দন করিবে।

অমলাদি যোগ। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগের প্রথমাবস্থায় গাত্রে মণ্ডলাকার শোথ, দাহ ও কণ্ডূ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ গব্যঘৃত সহ সেবন করিতে দিবে। জ্বর প্রবল থাকিলে সেবন নিষেধ।

আমলাদি যোগ। আমলা ও নিমপাতা সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৵৹ আনা।

নবকার্ষিক যোগ। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ এবং কোঠরোগের প্রথমাবস্থায়, সজ্বরে বা বিজ্বরে গাত্রে মণ্ডলাকৃতি শোথ, দাহ, কণ্ডূ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে দাস্ত পরিষ্কার হয়। ইহা বাতাশ্রিত অর্শঃ ও ভগন্দরে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—জল।

নবকার্ষিক যোগ। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, শোধিত

গুগ্‌গুলু ১০ তোলা ও পিপ্পলীচূর্ণ ২ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মর্দ্দন করিবে। বটী চারি আনা।

যমানিকাদ্য যোগ। শীতপিত্ত, উদর্দ্ধ ও কোঠরোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর বা বিজ্বরে গাত্রে মণ্ডলাকার শোথ, দাহ, কণ্ডূ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

যমানিকাদ্য যোগ। যমানী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

অমৃতাদি ক্বাথ। শীতপিত্ত, উদর্দ্ধ ও কোঠরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় গাত্রে মণ্ডলাকার শোথ, দাহ, জ্বালা ও কণ্ডূ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে; ইহা কোষ্ঠশোধক, শীতপিত্তাদিরোগে জ্বর থাকিলে, তাহাও ইহা প্রয়োগে নষ্ট হয়।

অমৃতাদি ক্বাথ। পদ্মগুড়ূচী, বাসকছাল, পল্‌তা, মুথা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণবেতের মূল, নিমপাতা, কাঁচাহলুদ ও দারুহরিদ্রা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা, জল-৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

নবকার্ষিক ক্বাথ। শীতপিত্ত, উদর্দ্ধ ও কোঠরোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় গাত্রে মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন, কণ্ডূ ও দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে।

নবকার্ষিক ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরিদ্রাখণ্ড। শীতপিত্ত, উদর্দ্ধ বা কোঠরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় গাত্রে মণ্ডলাকৃতি শোথ, কণ্ডূ ও দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণদুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। খোস্, বিস্ফোট, দদ্রু প্রভৃতি রোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ সেবনে শরীরের বর্ণ অতি উজ্জ্বল হয়।

হরিদ্রাখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড। শীতপিত্ত ও কোঠ প্রভৃতি রোগ দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে এবং মণ্ডলাকৃতি শোথ, কণ্ডূ, দাহ ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে, ইহা সেবনে

দাস্ত পরিষ্কার হয়। পামা, বিচর্চ্চিকা ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ড। প্রস্তুতবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আর্দ্রকখণ্ড। উদর্দ্দ, কোঠ ও স্পর্শবাত প্রভৃতি রোগে মণ্ডলাকার চিহ্ন প্রকাশ পাইলে এবং কণ্ডূ প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় সেবন করিতে দিবে। ইহা স্পর্শবাতে সমধিক উপকারী, বিশেষতঃ তমকশ্বাস, বাতিক গুল্ম, উদাবর্ত্ত ও শোথ প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণজল।

আর্দ্রক খণ্ড। আদার রস ৪ সের, গব্যঘৃত /১ সের, গব্যদুগ্ধ /৮ সের ও ইক্ষুচিনি/৪ সের, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিবে; ঘন হইলে মৃদু অগ্নিতাপে উহাতে পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, রক্তচিতা, বিড়ঙ্গ, মুথা, নাগেশ্বরেণু, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা ও শঠীর-পালো; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

বীরেশ্বর রস। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ বা কোঠরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ হস্তপদাদি জ্বালা ও দাহ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং বায়ুর প্রকোপ বশতঃ নিদ্রার অভাব, শরীরের দুর্ব্বলতা ও শ্লেষ্মাধিক্য বশতঃ বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পটোলের রস ও মধু বা ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু।

বীরেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ৪০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মপিত্তান্তকরস। শীতপিত্ত বা কোঠরোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ হস্তপদাদি জ্বালা কণ্ডূ এবং বাতের প্রকোপ বশতঃ নিদ্রার অভাব ও শরীরের কৃশতা এবং উদর্দ্দরোগে শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ পটোলের রস ও মধু বা ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু-সহ সেবন করিতে দিবে।

শ্লেষ্মপিত্তান্তক রস। প্রস্তুতবিধি ৪০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসবটিকা। স্পর্শবাতরোগে শরীরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও স্পর্শ-শক্তির অভাব হইলে এবং গাত্রে চক্রাকৃতি শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা স্পর্শশক্তির উৎপাদক। অনুপান—হরীতকীচূর্ণ।

রসবটিকা। পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১২ তোলা, কুচিলাবীজ ১০ তোলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন, রক্তচিতা, মুথা, বচ, অশ্বগন্ধা, রেণুক, বিষ, কুড়, পিপুল-মূল ও নাগেশ্বর ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ও পুরাতন গুড় ২৪ তোলা ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া জলদ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

পলাশাদিবটী। স্পর্শবাতরোগে স্পর্শশক্তির লোপ ও তৎসঙ্গে গাত্রে-সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও চক্রাকার শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পক্ষাঘাত এবং সর্ব্বাঙ্গবাত প্রভৃতি রোগে ও বাতরক্তে এই ঔষধ অতি উপকারী। বিশেষতঃ ইহা স্পর্শশক্তির উৎপাদক। অনুপান—হরীতকীচূর্ণ ও জল।

পলাশাদি বটী। পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা, যথানিয়মে কজ্জলী করিয়া ৩ দিন পলাশ-বীজের কাথ দ্বারা মর্দ্দন করিবে, পরে কুচিলা-চূর্ণ ১ তোলা উহাতে প্রদান করিয়া পঞ্চপিত্তে ৭ বার ভাবনা দিবে। বাতরোগে প্রয়োগ করিতে হইলে, জলদ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি হইতে ৬ রতি।

গগণাদিবটী। শীতপিত্ত ও স্পর্শবাতরোগে দাহ, ভ্রম ও নিদ্রা-হ্রাস প্রভৃতি পিত্তবৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় এই ঔষধ ঘৃত ও মধুসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা পিত্তাশ্রিত বাতরোগে অতি উপকারী।

গগণাদি বটী। রস, গন্ধক, অভ্র, অমৃতীকরণ নিয়মানুসারে জারিত তাম্র, মুণ্ডলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক ; এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া যষ্টিমধুর কাথে মর্দ্দন করিবে, অনন্তর বাসক, কিস্‌মিস্‌ ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ; ইহাদের প্রত্যেকের রস বা কাথদ্বারা যথাক্রমে ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। বটী ৩ রতি।

তিক্তকঘৃত। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগের পুরাতন অবস্থায় গাত্রে দাহ ও মণ্ডলাকার শোথের উৎপত্তি এবং বমন প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। এই ঘৃত ঐসমস্তরোগের পক্ষে অতি উপকারী।

তিক্তকঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাতিক্তকঘৃত। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগের পুরাতন অবস্থায়

গাত্রে চক্রাকার শোথ, দাহ, কণ্ডু ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। শীতপিত্তাদিরোগে এই ঘৃত অতি উপকারী। ইহা বিসর্প, বিস্ফোট, যক্ষ্মা ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মহাতিক্তক ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গুড়ূচীতৈল। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে গাত্রে চক্রাকার শোথ, কণ্ডু ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে, নিদ্রার অভাব হইলে, মাথায় মালিশ করাইয়া স্নান করাইবে। স্পর্শবাতরোগেও বায়ু ও পিত্তজনিত বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মর্দ্দনে বিশেষ উপকার হয়।

গুড়ূচী তৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ গুড়ূচীতৈল। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগের পুরাতন অবস্থায় গাত্রে মণ্ডলাকার শোথ, কণ্ডু ও দাহ প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। ইহাতে বাত ও পিত্ত উভয় প্রশমিত হয়। নিদ্রার অভাব ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, তৈল মাথায় মালিশ করা যাইতে পারে। ইহা কুষ্ঠ ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগে অতি উপকারী। স্পর্শবাতরোগে গাত্রে চক্রাকার শোথ দৃষ্ট হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যায়।

বৃহৎ গুড়ূচী তৈল। প্রস্তুতবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতরাজতৈল। স্পর্শবাতরোগে স্পর্শশক্তির হীনতা হইলে, রোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল রোগীকে প্রত্যহ মালিশ করিতে দিবে, ক্রমান্বয় ২।৩ ঘণ্টা মালিশ করিয়া পরে উষ্ণ জলদ্বারা অঙ্গ ধৌত করা উচিত। এই তৈল বাতরক্ত, পক্ষাঘাত ও সর্ব্বাঙ্গবাত প্রভৃতি রোগে অতি উপকারী।

বাতরাজ তৈল। তিলতৈল ১৬ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল; শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শ্বেতবেড়েলা, পীত বেড়েলা, ভেরেণ্ডা, গোরক্ষচাকুলে, সোঁদাল, পদ্ম-

গুড়ূচী, আলকুশী, সোমরাজী, ফুলেখাড়া, নাটাকরঞ্জ, শ্বেতপুনর্ণবা; রক্তচিতা, নিম, মহানিম, চিরতা ও কুড়চি; ইহাদের প্রত্যেকে ৮০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এরণ্ড মূলের স্বরস ১৬ তোলা, ধুতুরার স্বরস ১৬ তোলা। মেষশৃঙ্গীর ক্বাথ ১৬ তোলা। সীজের রস ১৬ তোলা, আকন্দ রস ১৬ তোলা, পালিধা পাতাররস ১৬ তোলা, শত-মূলীর রস ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কদ্রব্য—রাস্না, চিরতা, আতইষ, দেবদারু, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী, অনন্তমূল, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড়, জটামাংসী, শৈলজ, রক্তচন্দন, দুরালভা, ধাইপুষ্প, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর, তেজপাতা, যমানী, শুল্ফা, কুড়, পিপুল, রক্তচিতা, গেঁঠেলা, বেণারমূল, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা। গন্ধপাকের দ্রব্য যথাসম্ভব প্রদান করিবে। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

জয়াবটী। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে জ্বর প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে দাহ ও গাত্রে কণ্ডু প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ পানের রস ও মধু অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, উচ্ছেপাতার রস ও মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যার পর সেবন করিতে দিবে।

জয়াবটী। প্রস্তুতবিধি ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৈদ্যনাথ বটী। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ বা কোঠরোগে জ্বর প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে দাহ, গাত্রকণ্ডূ ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার উচ্ছেপাতার রস বা উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা মৃদুবিরেচক।

বৈদ্যনাথ বটী। রস ॥০ তোলা, ও গন্ধক ॥০ তোলা, কজ্জলী করত তাহার সহিত কটকী-চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া উচ্ছেপাতার রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী মটর প্রমাণ। একবারে ২।৩ বটী সেব্য।

বাতপিত্তান্তকরস। শীতপিত্ত, উদর্দ্দ বা কোঠরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর অল্প জ্বরবেগ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে পিত্তজনিত বিবিধ

উপসর্গ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ তাহাকে পানের রস ও মধুসহ অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে।

বাতপিত্তান্তক রস। প্রস্তুতবিধি ৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শীতপিত্তে—বমন-চিকিৎসা।

আমলাদ্যযোগ। শীতপিত্তরোগের প্রথমাবস্থায় দাহ, গাত্রে মণ্ডলাকার শোথ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে বমন থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

আমলাদ্য যোগ। আমলকী, কিসমিস্, ইক্ষুচিনি ও মধু; ইহাদের প্রত্যেকে আট তোলা লইয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা-অর্দ্ধ তোলা বা ১ তোলা।

বৃষধ্বজরস। শীতপিত্তরোগের প্রবল অবস্থায় জ্বর, দাহ ও গাত্রে চক্রাকার শোথ লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে বমন প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ শালপাণীর রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃষধ্বজ রস। প্রস্তুতবিধি ৩২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে—পথ্য।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে রোগীকে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ ও কুলথ কলায়ের যুষ, কাক্‌রোল, করলা, শজিনা, মূলা, হিঞ্চাশাক ও বেতেরডগা এবং পিত্তশ্লেষ্মনাশক তিক্ত ও কটুদ্রব্য অবস্থাভেদে সেবন করিতে দিবে। রোগীর জ্বর প্রবল হইলে, অন্ন-পথ্য বন্ধ করিয়া খৈরমণ্ড, মুগযুষ, মিছরী প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। এই সকল রোগে মৎস্য, জলজপ্রাণীর মাংস, দিবা-নিদ্রা, স্নান, রৌদ্র-সেবন, স্নিগ্ধ, অম্ল, মধুর ও কষায়-রসবিশিষ্ট দ্রব্য কুপথ্য, সুতরাং রোগীর পরিত্যাজ্য।

উপদংশ ও ফিরঙ্গ-চিকিৎসা।

পদংশ ও সিফিলিসের পার্থক্য।

ইংরাজীতে যাহাকে সিফিলিস্ কহে, তাহারই চলিত নাম উপদংশ বা গর্ম্মি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাকে উপদংশ বলা কোন প্রকারেই সঙ্গত নহে, ফিরঙ্গ বা গর্ম্মি বলাই সুসঙ্গত। কারণ আয়ুর্ব্বেদে চরক ও সুশ্রুতসংহিতায় যে রোগ উপদংশ নামে প্রখ্যাত, সেই রোগ এবং সিফিলিস একই প্রকৃতির ব্যাধি নহে, উভয়ই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পীড়া; বরং ভাবপ্রকাশোক্ত ফিরঙ্গ-রোগের নিদান ও উপসর্গের সহিত সিফিলিসের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, এই জন্যই মনে হয়, চরক সুশ্রুতাদি মুনিগণের প্রাদুর্ভাব-কালে ফিরঙ্গ বা সিফিলিস্ রোগের অস্তিত্ব এদেশে ছিল না, ইয়োরোপীয় জাতি সমূহের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ রোগ এদেশে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে, এবং ভাবমিশ্র তৎকালে ভাবপ্রকাশ নামক স্বীয় সংগ্রহ-গ্রন্থে অতি সঙ্ক্ষেপে উহার নিদানাদি বর্ণন করিয়া ফিরঙ্গ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উপদংশ ও সিফিলিস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাধি, তবে পুরুষের শিশ্নদেশ, আয়ুর্ব্বেদোক্ত উপদংশ রোগের প্রভব-ক্ষেত্র, সম্ভবতঃ এই সাদৃশ্য আছে বলিয়াই লোকে সিফিলিস্ রোগের উপদংশ নাম কল্পনা করিয়াছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যেও কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, সিফিলিস্ ও উপদংশ একই জাতীয় ব্যাধি, কিন্তু এইরূপ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। যাঁহারা এই ধারণা পোষণ করেন, তাঁহাদের ভ্রম-নিরসনের জন্য নিম্নে উভয় রোগের বৈধর্ম্ম্য প্রদর্শিত হইল। সিফিলিসের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার বিবরণ পাঠ করিলে সিফিলিসের সহিত উপদংশরোগের পার্থক্য কি, তাহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

১। আয়ুর্ব্বেদোক্ত উপদংশ রোগের কারণ পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শিশ্ন-দেশ ব্যাহত হইলেই উপদংশ রোগ জন্মে, কিন্তু সিফিলিস্ সংক্রামক ব্যাধি, সিফিলিসের বীজ বসন্ত-বীজের ন্যায় নানা উপায়ে নানাপথে স্ত্রী-দেহে, পুরুষ-শরীরে এবং নপুংসকের গাত্রে সংক্রমিত হইতে পারে। উপদংশ পুরুষ শরীরগত ব্যাধি, পুরুষের শিশ্নে উহা জন্মিয়া থাকে; স্ত্রীদিগের শরীরে ঐ রোগ জন্মিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, কিন্তু

সিফিলিস স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই হইতে পারে, 'এমনকি যদি নপুংসকের শরীরের কোনও স্থান অস্ত্রদ্বারা বিন্দুমাত্র ছেদ ভেদ করিয়া, সেই ব্রণিত স্থানে সিফিলিসের বীজাধান করা যায়, তাহা হইলে, সেই ক্লীবের শরীরেও উক্তরোগের সঞ্চার হয়। যদি কর-তল বা করাঙ্গুলিতে সর্ষপ-প্রমাণও ক্ষত থাকে এবং সেই হস্ত সিফিলিস রোগগ্রস্ত-অপত্য-পথে প্রবেশ করাইয়া সন্তান প্রসব করান হয়, তাহা হইলে, প্রসব-কর্ত্তা বা কর্ত্রীকে সিফিলিস-রোগে আক্রান্ত হইতে হয়; এইরূপে অনেক ডাক্তার ও ধাত্রীকে উক্তকারণে সিফিলিস্ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

২। উপদংশ ও সিফিলিস্ এই উভয় রোগের রূপগত পার্থক্যও আছে। উপদংশ শোথপূর্ব্বকব্যাধি, কিন্তু সিফিলিস শোথপূর্ব্বক ব্যাধি নহে, শরীরে সিফিলিসের বীজ সংক্রমণ করিলে, কয়েক দিন পর্য্যন্ত কোন লক্ষণই প্রকাশ করে না, তৎপর লিঙ্গ বা যোনিদেশে বিশিষ্ট আকারের ক্ষত প্রকাশ পায়, তবে গর্ম্মির ঘা প্রবল হইলে অবশ্যই শোথযুক্ত হয়; কিন্তু শোথপূর্ব্বক ও শোথযুক্ত উভয়ই ভিন্নার্থবোধক শব্দ। আবার সিফিলিসে গাত্র-দেশে নানা আকারের বিবিধপ্রকার ইরাপ্সন্ অর্থাৎ পিড়কা, গ্রন্থি, কণ্ডূ এবং শোথ ও ক্ষত প্রকাশ পায়, তৃতীয় অবস্থায় তালুক্ষত, অস্থি-বেদনা ও নাসা-ভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পায়, কিন্তু উপদংশে নানা আকারের ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং শাস্ত্রে উপদংশরোগে উক্ত লক্ষণ-সকল কুত্রাপি উক্ত নাই।

৩। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে ফিরঙ্গরোগের নিদান ও লক্ষণ যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতি সঙ্ক্ষিপ্ত, সিফিলিস্ রোগের অবস্থা বিশেষ মাত্র—আনুপূর্ব্বিক অবস্থা বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, সিফিলিসের নিদান ও তৃতীয় অবস্থার লক্ষণের সহিত ফিরঙ্গরোগের নিদান ও উপদ্রবের মিল আছে, একারণ ফিরঙ্গরোগই যে প্রকৃত পক্ষে সিফিলিস্ বা গর্ম্মি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪। ভাবপ্রকাশ, সংগ্রহ হইলেও উৎকৃষ্ট ও প্রামাণ্য, সুতরাং ভাবমিশ্রের মতামত উপেক্ষা করা যায় না। ভাবপ্রকাশ পাঠ করিলে জানা যায়, উপদংশ ও ফিরঙ্গ যে পৃথক্ ব্যাধি তৎসম্বন্ধে ভাবমিশ্র বিশেষ বিচার পূর্ব্বক

অসন্দিগ্ধচিত্তেই তৎকৃত ভাবপ্রকাশে উভয় রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা পৃথক্ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

৫। সিফিলিস বা গর্ম্মিরোগে পারদ প্রয়োগ করিলে, তাহার দুইটি মুখ্য-ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়। ১। ক্ষত শুষ্ক হওয়া। ২। সিফিলিসের বীজ নষ্ট হওয়া। সিফিলিস্ রোগে পারদের ব্যবহার (সেবন ও ভাপরা) এদেশে বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। এমন কি ভাবমিশ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী চিকিৎসকেরাও যে, ফিরঙ্গরোগে পারদ ব্যবহার করিতেন, সে কথা ভাবমিশ্র নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, উপদংশ সংক্রামক বা বিষাক্ত ব্যাধি নহে, এবং ঐ রোগে পারদ-ব্যবহারের কোনই প্রয়োজন নাই, আর তজ্জন্যই ভাবপ্রকাশে উপদংশরোগে পারদের ব্যবহার লিপিবদ্ধ হয় নাই, কিন্তু ফিরঙ্গরোগে পারদ সেবনের ও পারদের ভাপরা গ্রহণের বিধান আছে।

৬। কেহ কেহ ভাবপ্রকাশের উক্তিতে উপেক্ষা প্রকাশ পূর্ব্বক বলেন,— "সংহিতায় যে উপদংশরোগের উল্লেখ আছে, তাহাই কালক্রমে স্ত্রী-শরীরে সংক্রমিত হইয়াছে ও ক্রমশঃ নানাপ্রকার অত্যাচারবশতঃ বর্দ্ধমান হইয়া বর্ত্তমানে এতাদৃশ সংক্রামক ও বিষাক্ত হইয়া পড়িয়াছে।" এই যুক্তির কোন ভিত্তি নাই। যাহার সংক্রামকতা নাই—বিষ নাই অথবা বীজ নাই, এমন কি শরীরৈকদেশ বা শিশ্নব্যতীত অন্যকোন অঙ্গ আক্রমণ করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই; সেই রোগ অন্যব্যক্তির শরীরে সংক্রমণ করিবে, ইহাও কি কখনও সম্ভব? উপদংশ স্থানিকব্যাধি, শিশ্নেই জন্মগ্রহণ করে এবং রোগ-সত্ত্বে অত্যাচার করিলে বর্দ্ধিত হইয়া শিশ্নকেই ক্ষয় করিতে পারে, কিন্তু সিফিলিসের ন্যায় অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি আক্রমণ করে না। উপদংশে যে স্ফোটকের উৎপত্তি হয়, তাহাও কেবল শিশ্নদেশেই হয়, অন্যকোন অঙ্গে হয় না এবং ঐ স্ফোটকই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ক্ষততে পরিণত হয়।

৭। উপদংশ-চিকিৎসায় ধ্বজ-মধ্যে শিরাবিদ্ধ ও জলৌকাদ্বারা রক্ত-মোক্ষণ করিবার বিধান আছে। ইহাতেও বুঝা যায় যে, উপদংশ পুরুষ-শরীরগত ব্যাধি এবং উপদংশেও রক্তদূষিত হয়; কিন্তু এইরূপ রক্তদুষ্টি

দ্বারা প্রমাণ হয় না যে,উপদংশই গর্ম্মি,কারণ গর্ম্মির রক্তদুষ্টি সর্ব্বাঙ্গীণ ও সবিষ এবং উপদংশের রক্তদুষ্টি স্থানিক ওনির্ব্বিষ। গর্ম্মির রক্তদুষ্টি হইতে গাত্রেপিড়কা প্রভৃতি বহির্গত হয়,এমন কি পরিণামে কুষ্ঠ পর্য্যন্ত হইতে পারে,কিন্তু উপদংশে সেসব কিছুই হয় না। বাতরক্তে যেরূপ রক্ত দূষিত হয়, উপদংশের রক্তদুষ্টিও কিয়দংশে তদ্রূপ। এই জন্যই উপদংশেও শিরা বিদ্ধ করিবার বিধান আছে, বাতরক্তেও সূচী, শিঙ্গা ও জলৌকাদ্বারা রক্তমোক্ষণের বিধান আছে। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যেও যথেষ্ট প্রভেদ,—উভয় রোগে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রক্তমোক্ষণ করা হয় না। বাতরক্ত স্থানান্তর প্রসরণশীল ব্যাধি, একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রসারিত হইতে পারে এবং তদ্ধেতু রোগী বিপন্ন হইতে পারে, একারণে তৎপ্রতীকারার্থ রক্তমোক্ষণের বিধান, কিন্তু উপদংশ স্থানান্তর প্রসরণশীল ব্যাধি নহে; লিঙ্গনাল হইতে অন্যত্র প্রসারিত হইয়া অন্য অঙ্গ আক্রমণ করিবে, সে আশঙ্কা নাই, কেবল বর্দ্ধনশীল মাত্র; লিঙ্গনালস্থ শোথ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে, পরিণামে উহা পাকিতে ও ক্ষয় হইতে না পারে, তজ্জন্যই রক্তমোক্ষণের বিধান।

৮। ডাক্তারীর সহিত সমন্বয় করিতে গেলে হস্তাভিঘাতাদি কারণে যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে, সিঙ্গেল আল্‌ছার বা হারপেচ বলা যাইতে পারে। আর উপদংশোক্ত দুষ্ট যোনি সংস্পর্শে যে ক্ষত হয়, তাহাকে সফ্‌ট স্যাঙ্কার বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই উভয়ই স্থানিক ব্যাধি; সিফিলিসের ন্যায় সংক্রামক বা বিষাক্ত নহে। উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে অতি সহজেই আরোগ্য হয়। ইহাদের প্রভাবে সিফিলিসের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীণ রক্তদুষ্টি হয় না, তবে বাগী হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদে উপদংশে বাগী হয়, এ কথার উল্লেখ না থাকিলেও সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে রসগ্রন্থি দ্বারা ক্ষতস্থানের রস শোষিত হইলে, তাহা সমীপবর্ত্তী বঙ্ক্ষণ-গ্রন্থিতে উপনীত হয় এবং তাহার পরিণামে বাগী হইতে ও পাকিতে পারে। কিন্তু সিফিলিসের ন্যায় সবিষ বাগী হয় না। সবিষ বাগী সিফিলিস হইতে হয়, আয়ুর্ব্বেদে সিফিলিসেরও উল্লেখ নাই, বাগীরও উল্লেখ নাই, ফিরঙ্গেরও বাগীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য চিকিৎসাগ্রন্থে সফ্‌ট স্যাঙ্কারে যে বিউবোর উল্লেখ আছে, তাহাই ব্রধ্ন। কারণ বিউবো শব্দে ব্রধ্ন ও বাগী উভয়ই বুঝায়, ব্রধ্ন শব্দেও বাগী

বুঝায়, বাগী দুই প্রকার সবিষ ও নির্ব্বিষ। অত্যন্ত অভিষ্যন্দি ও গুরুপাক দ্রব্য এবং শুষ্ক ও পচা মাংস ভক্ষণাদি কারণে যে বাগী জন্মে, তাহা নির্ব্বিষ, আর সিফিলিস প্রভৃতি কারণে রক্তদুষ্টি বশতঃ যে বাগী জন্মে, তাহা সবিষ। উপদংশে ক্ষত ও ব্রণ ব্যতীত রক্তদুষ্টির কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না, কিন্তু সিফিলিসে সর্ব্বাঙ্গীণ রক্তদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পায়, এমন কি অতি সাবধানে দীর্ঘকাল চিকিৎসিত না হইলে সময় সময় বা বৃদ্ধাবস্থায় রক্তদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পায়, বা আজীবন ঐ বিষ প্রচ্ছন্ন ভাবে শরীরে অবস্থান করিয়া অবশেষে সন্তানসন্ততিগণকে আক্রমণ করে। (ক) হস্তাভিঘাতাদি কারণে যে সিঙ্গেল আল্‌ছার বা ক্ষত হয়, তাহা প্রথমাবস্থায় ফুস্কুড়ির ন্যায় হয় ও জলপূর্ণ থাকে, অনন্তর ২।১ দিন পরেই পূঁয পরিপূর্ণ হয় ও ক্রমশঃ ঐ ফুস্কুড়িগুলি একত্র সংযুক্ত হইয়া একটী লম্বাকার বৃহৎ ক্ষততে পরিণত হইয়া থাকে। (খ) সফ্‌ট্ স্যাঙ্কার অর্থাৎ কোমল ক্ষত, ইহা সাধারণতঃ কোমলস্পর্শ, অধিক পূযাদি স্রাবযুক্ত ও সংখ্যায় একের অধিক হইয়া থাকে।

৯। সিফিলিসে বঙ্ক্ষণ-সন্ধি অর্থাৎ কুচ্‌কির উপরিভাগে বাগী হয়, কিন্তু উপদংশে যে বাগী হয়, তাহা বঙ্ক্ষণ সন্ধি অর্থাৎ কুচ্‌কিতেই হইয়া থাকে।

১০। বাহ্যদৃষ্টিতে উপদংশের শোথ, স্ফোটক ও ক্ষত প্রভৃতি সিফিলিসের শোথ ও স্ফোটক প্রভৃতি অপেক্ষাও বৃহৎ এবং ভয়ানক দেখায়, কিন্তু উহা সংক্রামক নহে। পরন্তু সাধারণ ক্ষত-চিকিৎসার নিয়মে চিকিৎসা করিলে এবং ২।১টী পাচন (ক্বাথ) বা ঘৃত প্রয়োগেই ঐ রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

উপদংশের নিদান ও লক্ষণ।

উপদংশ রোগের নিদান বা কারণ। লিঙ্গনালে হস্তের আঘাত (হস্ত-মৈথুনাদি) অত্যধিক অনুরাগ বা কলহাদি বশতঃ লিঙ্গে নখদন্তাদির আঘাত, লিঙ্গ ধৌত না করা, অধিক মৈথুন, দুষ্টযোনি-গমন, ক্ষারযুক্ত উষ্ণজল দ্বারা লিঙ্গ ধৌত করা অথবা ব্রহ্মচারিণী গমনাদি বিবিধ কারণে এই রোগ জন্মে। উপদংশ পাঁচ প্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ।

বাতিক উপদংশের লক্ষণ। বাতিক উপদংশরোগে লিঙ্গনালের আচ্ছাদক চর্ম্মের নীচে, উন্নত মাংসবেষ্টনের নিম্নে বা উপরে স্ফোটক (ফুস্কুড়ি) সকল জন্মে এবং উহা সূচী দ্বারা বিদ্ধ বা ভেদবৎ বেদনা যুক্ত হয় ও দপ্ দপ্ করিতে থাকে।

পৈত্তিক উপদংশের লক্ষণ। পৈত্তিক উপদংশে (লিঙ্গনালে পূর্ব্বোক্ত স্থানে) পীতবর্ণ ও দাহযুক্ত স্ফোটকসকল জন্মে এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক উপদংশের লক্ষণ। কফজ উপদংশে লিঙ্গনালের পূর্ব্বোক্ত স্থানে স্ফোটকসকল অত্যন্ত শোথযুক্ত লক্ষিত হয় এবং ঐ স্ফোটক চুলকাইতে ইচ্ছা হয় ও উহা হইতে শুক্লবর্ণ গাঢ় স্রাব হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক উপদংশের লক্ষণ। বাতিক,পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক উপদংশের যে সকল লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ত্রিদোষজ উপদংশে সেই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা অসাধ্য।

রক্তজ উপদংশের লক্ষণ। রক্তজনিত উপদংশে স্ফোটকসকল মাংসের ন্যায় তাম্রবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ লক্ষিত হয় এবং তাহা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। এই উপদংশে পৈত্তিক উপদংশের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

উপদংশ রোগের অসাধ্য লক্ষণ। যেব্যক্তি উপদংশরোগউৎপন্নমাত্র চিকিৎসিত না হইয়া স্ত্রীসংসর্গে রত থাকে; কালক্রমে তাহার লিঙ্গনালের শোথ পাকিয়া তাহাতে কীট জন্মে ও ক্রিমি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া লিঙ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন অণ্ডকোষমাত্র অবশিষ্ট থাকে, এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।

লিঙ্গার্শের লক্ষণ। লিঙ্গের উপর মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন ও উপর্য্যুপরি সংস্থিত হইলে, তাহার আকৃতি কুক্কুটের (মোরগের) মাথার চূড়ার ন্যায় হয়, এই রোগকে লিঙ্গার্শ কহে। এই রোগ অণ্ডকোষের অভ্যন্তরে ও কুচ্‌কির সন্ধিস্থলে উৎপন্ন হয়, ইহা বেদনাহীন ও পিচ্ছিল। লিঙ্গার্শরোগ ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং দুশ্চিকিৎস্য।

উপদংশ-চিকিৎসা-বিধি।

উপদংশ পুরুষ-শরীরগত ও স্থানিক ব্যাধি, শিশ্নদেশেই জন্মে, সিফিলিসের ন্যায় এই রোগে শরীরের অন্য কোনদেশ আক্রান্ত হয় না এবং উপদংশরোগগ্রস্ত পুরুষের সহবাসদ্বারা স্ত্রীশরীরে এই রোগ সংক্রমণ করে না। কোন কারণে শিশ্নদেশ আহত হইলে, এই রোগ জন্মে।

হস্তাভিঘাতান্নখদন্তপাতাদধাবনাদত্যুপসেবনাদ্বা।
যোনি-প্রদোষাচ্চভবন্তি শিশ্নে পঞ্চোপদংশা বিবিধাপচারৈঃ॥

মাধবনিদানম্।

লিঙ্গনালে হস্ত, নখ বা দন্তের আঘাত লাগিলে, লিঙ্গনাল ধৌত না করিলে, অধিক মৈথুন করিলে অথবা দুষ্ট যোনিতে উপগত হইলে কিম্বা অন্যান্য বিবিধ অপচার দ্বারা শিশ্নদেশে পাঁচ প্রকার উপদংশরোগ জন্মে।

অনেকে মনে করেন, "যোনিপ্রদোষাৎ" শব্দদ্বারা গর্ম্মিরোগগ্রস্ত যোনিদেশকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আবার অনেকে "বিবিধাপচারৈঃ" শব্দদ্বারাও ঐরূপ অর্থ প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন। কিন্তু মাধবনিদানের টীকাকার বিজয়রক্ষিত বলেন,—

"নখদন্তপাতাদিতি বলবদনুরাগোদয়াৎ কলহাদিবশাদ্বা, শিশ্নে মেহনে নখদন্তপাতঃ। অধাবনাদপ্রক্ষালনাৎ, অত্যুপসেবনাদিতি ব্যবায়স্যাত্যন্তসেবনাৎ, যোনিপ্রদোষাদিতি দীর্ঘকর্কশরোমাদিযোগাৎ যোনিদুষ্টৈঃ, বিবিধাপচারৈরিতি ক্ষারোষ্ণসলিলপ্রক্ষালনব্রহ্মচারিণীগমনাদিভিঃ।"

এতদ্দ্বারা ঐরূপ অর্থ যাঁহারা করেন, তাঁহাদের ভ্রম খণ্ডিত হইতেছে। বিজয়রক্ষিতের ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিলেও সুশ্রুতোক্ত দুষ্টযোনি সংস্পর্শে বড়জোর বাগী পর্য্যন্ত হইতে পারে।

উপদংশ, শোথপূর্ব্বক ব্যাধি, উল্লিখিত কোন কারণে শিশ্ন আহত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে শোথ উৎপন্ন হয়, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুশ্রুত বলেন—

—*** "মেঢ়মাগম্য প্রকুপিতা দোষাঃ ক্ষতেঽক্ষতে বা শোথমুপজনয়ন্তি তমুপদংশমিত্যাচক্ষতে।" অর্থাৎ হস্তাভিঘাতাদি কারণে শিশ্নদেশে আঘাত

লাগিলে, প্রকুপিত দোষ শিশ্নদেশ আশ্রয় করিয়া ক্ষত বা অক্ষত অবস্থায় শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে উপদংশ কহে।

লিঙ্গনালের আচ্ছাদক চর্ম্মের নীচে উন্নত মাংস বেষ্টনের নিম্নে বা উপরে উপদংশের জন্মস্থান। উন্নত মাংস-বেষ্টনের উপরেও আঘাত লাগিতে পারে, নিম্নদেশেও লাগিতে পারে, তবে উর্দ্ধভাগ, নিম্নভাগ অপেক্ষা অতিশয় কোমল বলিয়া, উর্দ্ধদেশ অল্প আঘাতে আহত হইবার অধিক সম্ভাবনা, বিশেষতঃ নিদানোক্ত দুষ্ট যোনি সম্পর্কে যে উপদংশ জন্মে, তাহা প্রায়শঃ মাংসবেষ্টনের উপরেই জন্মিয়া থাকে।

ডাক্তারীর সহিত সমন্বয় করিতে গেলে, উপদংশে দুষ্টযোনি সম্পর্কে যে ক্ষত হয়, তাঁহাকে Soft Chancre অর্থাৎ কোমলক্ষত এবং উপদংশ রোগকে False Syphilis অর্থাৎ বিষবিহীন কিম্বা অপ্রকৃত সিফিলিস বলা যাইতে পারে, ইহা স্থানিক পীড়া, ইহার পরিণামে বড় জোর বাগী পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই ক্ষত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোমল থাকে, এই জন্যই ইহাকে Soft Chancre কহে। ঐ ক্ষত হইতে প্রথম, দুই একদিন জলের ন্যায় তরলরস নির্গত হয়, পরে পূয নির্গত হইতে থাকে। এই পূয যদি কোন কারণে যথারীতি নির্গত হইতে না পারে ও রসগ্রন্থিদ্বারা শোষিত হয়, তাহা হইলেই বঙ্ক্ষণ-প্রদাহ উৎপন্ন হয় ও বাগী জন্মিয়া থাকে। উপদংশজনিত বাগী ও ক্ষত এবং সিফিলিসের বাগী ও ক্ষত এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। উপদংশের বাগী অতি কোমল, শীঘ্র পাকে ও উহা হইতে পূয নির্গত হয়, কিন্তু সিফিলিসের বাগী অতিশয় শক্ত, অতি যত্নেও পাকে না; বা পাকিলেও যথেষ্ট পূযাদি নির্গত হয় না। উপদংশের ক্ষত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোমল অবস্থায় থাকে, কিন্তু সিফিলিসের ক্ষত দুই একদিনের পর হইতেই স্বভাবতঃ কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়।

উপদংশরোগে বাতাদি দোষভেদে বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। প্রথমতঃ ক্ষতস্থানে প্রলেপ-প্রয়োগ ও ক্ষত-স্থান ধৌত করিবে এবং রোগীর যাহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এইরূপ ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রথমাবস্থায় জ্বর না হইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কারণ জ্বর হইলে ক্ষতস্থান সহসা পাকিয়া উঠিতে, এবং নানারূপ যন্ত্রণা প্রবল হইতে পারে;

সুতরাং যাহাতে জ্বর হইতে না পারে ও না পাকে এবং শিশ্নক্ষয় হইতে না পারে, তাহার প্রতিকারে চেষ্টিত হইবে। দিনে ২।৩ বার ত্রিফলার (হরীতকী, আমলা ও বহেড়ার) কাথদ্বারা বা নিমপাতাসিদ্ধ জল দ্বারা লিঙ্গস্থিত ক্ষতস্থান ধৌত করা উচিত, কিন্তু লিঙ্গস্থ ক্ষত পাকিয়া উঠিলে জয়ন্ত্যাদি কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে; অনন্তর অন্তর্ধূমে ভস্মীভূত ত্রিফলা-চূর্ণ মধুসহ মাড়িয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবে; কিম্বা নিম্বঘৃত যথা-রীতি লাগাইবে। বাতিক উপদংশে নিচুলাদিলেপ, পৈত্তিক উপদংশে গৈরিকাদিলেপ, রক্তজউপদংশে রসাঞ্জন চূর্ণ মধুসহ লেপন করিবে এবং সান্নিপাতিক উপদংশে সৌরাষ্ট্র্যাদ্যলেপ ও কফজ উপদংশে শাললেপ প্রয়োগ করিবে। এই সময় আভ্যন্তরিক ঔষধ অর্থাৎ পটোলাদিকাথ বা অমৃতাদি-কাথ প্রয়োগ করা আবশ্যক। রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি ও রক্তদোষ দূরীকরণার্থ বরাদিগুগ্‌গুলু অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে উল্লিখিত কাথ দ্বারা ক্ষত-স্থান ধৌত করিয়া বাতাদি দোষভেদে ক্ষতস্থানে প্রলেপ ও সেবনোপযোগী ঔষধ যথারীতি কয়েকদিন প্রয়োগ করিলে, ক্ষতস্থান শুকাইয়া যায়। আবশ্যক হইলে, কোশাতকীতৈল বা আগারধূমাদ্য তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই সকল ঔষধে দাহ, পাক বা স্রাব হ্রাস না পাইলে কিম্বা বল, পুষ্টি ও রক্ত পরিষ্কারের জন্য করঞ্জাদ্যঘৃত বা ভূনিম্বাদ্য-ঘৃত সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

লিঙ্গার্শ-চিকিৎসা-বিধি।

লিঙ্গের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন ও সঞ্চিত হইলে, তাহাকে লিঙ্গার্শ কহে। এই রোগ উৎপন্ন হইলে, অর্শোরোগের ন্যায় ক্ষার-প্রয়োগ দ্বারা ঐ মাংসাঙ্কুর দগ্ধ করিবে অথবা অস্ত্রদ্বারা ঐ অঙ্কুর ছেদন করিবে। পরে উপদংশরোগে যে সমস্ত ঔষধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিবে; অর্থাৎ সৌরাষ্ট্র্যাদ্যলেপ, করবীলেপ প্রভৃতি বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া ঐ ক্ষতস্থানে প্রদান করিবে এবং আবশ্যক হইলে, পটোলাদিকাথ সেবন করিতে দিবে; অথবা ঐ সময় রোগীর জ্বরভাব লক্ষিত হইলে, ভূনিম্বাদিকাথ বা অমৃতাদিকাথ সেবন করিতে দিবে। ঐ সমস্ত ঔষধে ক্ষতস্থান শুষ্ক

হইলে, কিছুদিন অমৃতাগুঘৃত বা ভূনিম্বাগু ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রোগ একবার হ্রাস হইয়াও পুনঃপুনঃ বর্দ্ধিত হইতে পারে, অতএব যাহাতে রক্ত শোধিত হয়, এরূপ ঔষধ-প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক। রোগের প্রথমাবস্থায় স্বর্জ্জিকাগুচূর্ণ প্রয়োগ করিলে মাংসস্থিত অঙ্কুর নষ্ট হয়, সুতরাং প্রথমতঃ উহাই প্রয়োগ করা উচিত। উহাতে উপকার না হইলে, অস্ত্রদ্বারা অর্শ ছেদন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবে চিকিৎসার দ্বারা রোগ দূরীভূত হয়। এই রোগের নূতন ও পুরাতন অবস্থায় যাহাতে রোগীর জ্বর না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। লিঙ্গার্শরোগ পুরাতন হইলে, ক্ষতসংশোধক ও শোণিতশোধক ঔষধ অর্থাৎ পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্গুলু বা অমৃতাগুঘৃত প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। ত্রিদোষজ লিঙ্গার্শরোগে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে, অনেকাংশে উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু একবারে আরোগ্য হয় না।

ফিরঙ্গনিদানম্।

ফিরঙ্গ-সংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যদ্ভবেৎ।
তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধির্ব্যাধিবিশারদৈঃ ॥ ১ ॥
গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ঞ্জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
ফিরঙ্গিণোঽঙ্গসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যা প্রসঙ্গত: ॥
ব্যাধিরাগন্তুকো হ্যেষ দোষাণামত্র সংক্রমঃ।
ভবেত্তল্লক্ষয়েত্তেষাং লক্ষণৈর্ভিষজাং বরঃ ॥ ২ ॥
ফিরঙ্গিণ্যা প্রসঙ্গতঃ ইতি বিশেষার্থম্।

ফিরঙ্গের নিদান। ফিরঙ্গদেশে এই রোগ অধিক পরিমাণে জন্মে, একারণ ইহাকে ফিরঙ্গরোগ কহে। ১।

ফিরঙ্গরোগগ্রস্ত ব্যক্তির গাত্র-সংস্পর্শ, বিশেষতঃ ফিরঙ্গরোগগ্রস্তা রমণীর সহিত সংসর্গ করিলে, ফিরঙ্গ নামক এই গন্ধরোগ উৎপন্ন হয়। এই আগন্তুক-রোগে পশ্চাৎ দোষের অনুবন্ধ হয়, অতএব দোষানুসারে এইরোগের বাতাদিভেদে লক্ষণ স্থির করিবে। ২।

ফিরঙ্গোপদ্রবাঃ।

কার্শ্যং বলক্ষয়ো নাসাভঙ্গো বহ্নেশ্চ মন্দতা।
অস্থিশোষঽস্থিবক্রত্বং ফিরঙ্গোপদ্রবা অমী ॥ ৩ ॥
"ভাবপ্রকাশঃ"

ফিরঙ্গরোগের উপদ্রব। কৃশতা, বলক্ষয়, নাসাভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিশোষ এবং অস্থি-বক্রতা, এই কয়েকটি ফিরঙ্গরোগের উপদ্রব। ৩।

ফিরঙ্গরোগের লক্ষণ ভাবপ্রকাশে যাহা আছে, তাহা অতি সঙ্ক্ষিপ্ত, এজন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসা-গ্রন্থ হইতে এস্থলে ফিরঙ্গের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার বিস্তৃত লক্ষণ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া গেল।

প্রথম অবস্থা। ইহা এক প্রকার সংক্রামক ব্যাধি। ফিরঙ্গরোগগ্রস্তা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে, প্রাথমিক ক্ষত উৎপন্ন হয়। ফিরঙ্গরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির গাত্র সংস্পর্শ করিলে বা তাহার রক্ত কিম্বা স্ফোটকাদি হইতে স্রাবিত রস অথবা ক্ষতস্থানের রস অন্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলেও, এই রোগ জন্মে। কিন্তু কু-সঙ্গম ব্যতীত প্রাথমিক ক্ষত উৎপন্ন হয় না।

অধিকাংশ পাশ্চাত্য চিকিৎসক বলেন, সিফিলিসরোগগ্রস্তা রমণীর সহিত সহবাস-কালে পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের উপচর্ম্মের ত্বক্ বিদীর্ণ হইয়া (ফাটিয়া) তন্মধ্যে যোনিদেশস্থ কোমল ত্বক্ হইতে নিঃসৃত রসের বিষ প্রবেশ করে। কেহ কেহ বলেন, ত্বক্ বিদীর্ণ না হইয়াও পুংজননেন্দ্রিয়ে ঐ বিষ সংলগ্ন ও সূক্ষ্ম শিরাদ্বারা শোষিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। অনন্তর কয়েকদিন পরে ঐস্থানে একটি ফুস্কুড়ি বহির্গত হয়। ক্রমশঃ ঐ ফুস্কুড়ির আকার বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে, উহার মূলভাগ রক্তাভ হয়, অগ্রভাগ অতি কোমল হয়, ঐ ফুস্কুড়ি তরল পূযে পরিপূর্ণ হয় এবং উহার অগ্রভাগস্থিত ত্বক্ উঠিয়া যাওয়ায়, ঐস্থানে ক্ষত অর্থাৎ ঘা প্রকাশ পায়; পরন্তু ঐ ক্ষত বৃদ্ধি পাইয়া ৩। ৪ দিনের মধ্যে একটী মটরের আকারে পরিণত হয়। ক্ষতস্থান, ত্বক্ হইতে ঈষৎ উচ্চ বা ত্বকের সমান আয়তন বিশিষ্ট ও তাহার চতুর্দ্দিক রক্তবর্ণ চক্রাকার হয়; অনন্তর ক্ষতস্থান যতই

আয়তনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, পার্শ্বস্থিত রক্তাভ বেষ্টনও তত উচ্চ, প্রশস্ত ও দৃঢ় হইতে থাকে। আবার ক্ষতস্থানের আয়তনের যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তেমনি তাহার নিম্নদেশ হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে। ইহাকেই True Syphilis (প্রকৃত সিফিলিস) বা Hard Chancre (হার্ড স্যাঙ্কার) অর্থাৎ কঠিন ক্ষত বলে। এই ক্ষত প্রথম দুই একদিন কোমল থাকে, কিন্তু তৎপরেই স্বীয় প্রকৃতিগত কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। হার্ড স্যাঙ্কার, সাধারণতঃ কঠিন স্পর্শ, অল্প স্রাবযুক্ত এবং সংখ্যায় একটিমাত্র হইয়া থাকে। এইরূপে ফিরঙ্গরোগাক্রান্ত পুরুষের সহিত সহবাস করিলে স্ত্রীলোকেরও যোনি ওষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রায়শঃ ফিরঙ্গ-রোগ প্রকাশ পায়।

যখন প্রথম ফাট দেখা দেয় বা সূক্ষ্মচর্ম্ম উঠিয়া যায়, তখন যথারীতি চিকিৎসা করিলে, রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না, কিন্তু প্রায়শঃ তাহা ঘটে না। সুতরাং ঐ ক্ষত হইতে কয়েক দিন পরে কুচ্‌কির উপরিভাগে এক বা ততোধিক গ্রন্থি বৃদ্ধি পাইয়া, একটী সুপারীর ন্যায় আকার ধারণ করে ও অত্যন্ত শক্ত হয়; চলিত কথায় ইহাকে বাগী কহে। এই রোগে প্রায়শঃ একটী বাগী হয় না, দুই কুচ্‌কীতে দুইটি হয়। প্রথমাবস্থায় উহা সহজে পাকে না এবং উহাতে বেদনাও অনুভূত হয় না, ক্রমশঃ অল্প বেদনা প্রকাশ পায় ও উপরিস্থিত ত্বক্ মসৃণ হয় এবং ১০। ১৫ দিন কাহারও কাহারও একমাস পরেও উহা পাকিয়া উঠে। ব্রণ-চিকিৎসায় যে সমস্ত ঔষধ কথিত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিলেও বাগী আরোগ্য হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় না।

দ্বিতীয় অবস্থা। প্রাথমিক ক্ষত প্রকাশ পাইবার ২। ৩ বা ৪ মাস পরে, রোগের প্রথম অবস্থার প্রবল প্রকোপ হ্রাস হয় ও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। দুর্ব্বল ব্যক্তির অল্পদিনে এবং সবল ব্যক্তির অনেক দিন পরে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই সময় সবল ব্যক্তি প্রায়শঃ অসুখ-বোধ করে না, কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তি নানাবিধ অসুখ-বোধ করে, তন্মধ্যে জ্বর একটী লক্ষণ, কিন্তু ঐ জ্বর সকলের হয় না, পরন্তু শরীরের অবস্থাভেদে বা রোগের প্রবলতার তারতম্যে কাহারও বা প্রবল হয় ও কিছুদিন পর্য্যন্ত

প্রকাশ পায় এবং কাহারওবা মৃদুভাবে প্রকাশ পায় ও কিছু বেশীদিন স্থায়ী হয়। এই সময়ে গাত্রে পিড়কা প্রকাশ পায়, ইহাকে ইংরাজীতে ইরাপ্‌সন্ কহে। এই পিড়কার উত্থানের সহিত জ্বর হ্রাস পাইয়া থাকে, কিন্তু রোগী প্রবল শিরঃপীড়া অনুভব করে এবং ঐ শিরঃপীড়া আবার নিয়মিত সময়ে প্রত্যহ প্রকাশ পায় ও ফিরঙ্গজনিত বিবিধ উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে; পৃষ্ঠদেশে বেদনা ও সন্ধিস্থলে ফুলা বর্ত্তমান থাকে। জ্বরাদি প্রকাশ না পাইলেও কোন কোন স্থলে পিড়কা প্রকাশ পাইয়া থাকে; এই পিড়কা আবার ভিন্ন ভিন্ন আকারের লক্ষিত হয়। ফিরঙ্গের এই দ্বিতীয় অবস্থায় শিরঃপীড়া ও কেশপাত বা টাক এবং চর্ম্মে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ফিরঙ্গরোগের পরিণামে কুষ্ঠ, মূর্চ্ছা, আক্ষেপ ও বাতব্যাধি প্রভৃতি বহুবিধ উৎকট পীড়া উৎপন্ন হয়। রোগ প্রবল হইলে, স্নায়ু-শূল যক্ষ্মা, ও হৃদ্রোগ পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে। ফিরঙ্গরোগে ক্ষত স্থান পরিষ্কার না রাখিলে, তাহা হইতে নিঃসৃত পূঁয তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে লাগিলে, সেই স্থানেও ক্ষত হয়। স্ত্রীলোকের ফিরঙ্গরোগ হইলে, লজ্জাবশতঃ তাহারা প্রকাশ করে না; সুতরাং যোনির উঁপরিভাগ বৃদ্ধি ও যোনিওষ্ঠ বৃহৎ, বিকৃত ও পিণ্ডাকৃতি হইয়া থাকে এবং তাহার অভ্যন্তরভাগ হইতে দুর্গন্ধ ও রস নির্গত হয়। এইরূপে প্রায় ১॥০ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ অবস্থা প্রকাশ পায়, ইহার পর রোগিণী বিশেষ কষ্ট অনুভব করে না; কোন কোনস্থলে ১॥০ বৎসরের পরও এই অবস্থা দৃষ্ট হয় এবং করতলে ও পদতলে পিড়কা প্রকাশ পাইয়া থাকে। দ্বিতীয় অবস্থার ভোগ-কাল দেড় হইতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত।

তৃতীয় অবস্থা। ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থা অত্যন্ত কষ্টপ্রদ ও সাংঘাতিক, যেহেতু ঐ অবস্থায় চর্ম্ম, চর্ম্মের নিম্নভাগ, অস্থি, অস্থিসংযুক্তমাংসাদি, মস্তিষ্ক, শোণিতবাহিনী শিরা এবং আভ্যন্তরিক অন্যান্য যন্ত্রাদি আক্রান্ত হইয়া থাকে। যকৃৎ অত্যধিক পীড়িত হয়, চর্ম্ম মলিন হয়, কোমল চর্ম্ম ও চর্ম্মের নিম্নপ্রদেশে ক্ষত হইতে থাকে এবং স্ফোটক প্রকাশ পায়, চর্ম্ম ফাটিয়া ক্লেদ নির্গত হয়; ক্ষত-বৃদ্ধিহেতু অনেকস্থলে রোগীর তালু-দেশ আক্রান্ত হয়, নাসারন্ধ্র ও শ্বাসপ্রশ্বাস পথ রুদ্ধ হয়। অতঃপর

রোগ যতই পুরাতন হয়, রোগীর অবস্থাও ততই শোচনীয় হইতে থাকে। পুরাতন হইলে, মস্তিষ্ক, ফুস্ফুস্, যকৃৎ, নেত্র, অন্নবহা-নাড়ী, ধমনী, মূত্রগ্রন্থি, অণ্ডকোষ ও হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে, রোগী সহসা প্রলাপ বা অসম্বন্ধ বাক্য প্রয়োগ করে ও প্রলাপ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে রোগীর শিরঃপীড়া, স্মরণশক্তিলোপ, স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন বা স্বভাব-বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইবার পর রোগী মৃগীরোগ বা পক্ষাঘাত দ্বারা আক্রান্ত হয় বা অবস্থা-বিশেষে পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ফুস্ফুস্ আক্রান্ত হইলে, পার্শ্ববেদনা, কাস ও জ্বরাদি সময় সময় প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু এই অবস্থা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। যকৃৎ আক্রান্ত হইলে, নানাপ্রকার পিত্ত-দুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পায়, কারণ যাহার সহিত রক্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই যকৃৎ পিত্তের প্রধান স্থান। পিত্ত পঞ্চবিধ এবং তাহার আশ্রয় স্থান ও নামও পৃথক্ ও পঞ্চবিধ। (১) রঞ্জক নামক পিত্ত যকৃতে অবস্থান করে, সুতরাং রক্তদুষ্টি বশতঃ রক্তের আধার যকৃৎ আক্রান্ত হইলে, রঞ্জকপিত্তও দূষিত হয় ও তখন বিশুদ্ধ যথোচিত রক্তোৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মে। (২) পাচক পিত্ত অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিতি করিয়া ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক-ক্রিয়া সম্পাদন করে, যকৃতের সহিত অগ্ন্যাশয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; সুতরাং রক্তদুষ্টি বশতঃ যকৃৎ আক্রান্ত হইলে, অগ্ন্যাশয় নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মে। এইরূপে যকৃৎ আক্রান্ত হইলে পরিপাক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য, শরীরের ঈষৎ পাণ্ডুতা, পূর্ব্বাপেক্ষা কৃশতা, উদরীর লক্ষণ প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে, যকৃতের আকার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সর্ব্ব শরীরে শোথ প্রকাশ পায় ও তাহার সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গও উপস্থিত হয়; এবং পরিণামে রোগীর প্রাণপর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে। (৩) সাধক পিত্ত হৃদয়ে অবস্থান করে ও তাহার প্রভাবে বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি উৎপন্ন হয়, কিন্তু রক্ত-দুষ্টি বশতঃ হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে, বুদ্ধি ও মেধা বা স্মৃতি বিনষ্ট হয়, হৃদয়ে বিবিধ অসুখ বোধ হয় এবং তাহা বর্দ্ধিত হইলে, সহসা রোগী মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে পারে। (৪) আলোচক পিত্ত চক্ষুর্দ্বয়ে অবস্থিতি করিয়া দর্শন-ক্রিয়া সম্পন্ন করে, রক্তদুষ্টির পরিণামে নেত্র

আক্রান্ত হইতে পারে, এবং তজ্জন্য চক্ষুর্জ্যোতি বা চক্ষুও নষ্ট হইতে পারে। (৫) ভ্রাজকপিত্ত সর্ব্ব-দেহস্থ চর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া দেহের কান্তি সম্পাদন ও দেহে মর্দ্দিত তৈল প্রভৃতি স্নেহ-দ্রব্যের শোষণ ও পরিপাক ক্রিয়া সমাধা করে, রক্তদুষ্টিবশতঃ চর্ম্ম বিশিষ্ট রূপে আক্রান্ত হইলে, ভ্রাজক পিত্ত এরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, যে তখন দেহমর্দ্দিত তৈলাদি পরিপাক করিবার তাহার আর ক্ষমতা থাকে না, পরন্তু চর্ম্ম শিথিল ভাবাপন্ন হয়। অন্নবহা নাড়ী আক্রান্ত হইলে, ঐ নাড়ী সঙ্কুচিত হয় ও পাকাশয়ে ফিরঙ্গ-ক্ষত প্রকাশ পাইয়া থাকে। ধমনী সকল আক্রান্ত হইলে, ধমনীর গাত্র স্ফীত হয় এবং ক্রমশঃ ঐ স্ফীতি বর্দ্ধিত হয়। অণ্ডকোষ আক্রান্ত হইলে, উহাতে বৃহৎ গ্রন্থি ও সময় সময় বিবিধ যন্ত্রণা ও উপরিস্থিত চর্ম্মের উপরে ফুসকুড়ি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ফিরঙ্গের এই ত্রিবিধ অবস্থা বর্ণিত হইল। ইহার প্রথম অবস্থায় যথা-বিধি চিকিৎসা করিলে, রোগ সহজেই আরোগ্য হয়, পরন্তু দ্বিতীয়াবস্থা আসিতে পারে না এবং দ্বিতীয় অবস্থায় কিছু দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিলে, রোগ আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় আরোগ্যলাভ সুকঠিন। প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় অনেকস্থলে সামান্য চিকিৎসা দ্বারা রোগ আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা প্রকৃত আরোগ্য নহে, কিছুকাল যাপ্য থাকে মাত্র, তৎপরে আবার পুনঃপুনঃ আক্রমণ করে। এমত অবস্থায় সুদীর্ঘকাল সুচিকিৎসক ও সুনিয়মের অধীন থাকিয়া যথারীতি চিকিৎসিত হওয়া প্রয়োজন।

পৈতৃক ফিরঙ্গ। স্বামী বা স্ত্রী ফিরঙ্গরোগে আক্রান্ত হইলে, তদব-স্থায় উভয়ের সহবাসে যদি গর্ভ সঞ্চার হয়, তাহা হইলে অনেক স্থলে গর্ভ-ধারিণীর ৫ম বা ৬ষ্ঠ মাসে গর্ভস্রাব হইয়া থাকে অথবা পূর্ণ গর্ভাবস্থায় মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। জীবিত সন্তান প্রসূত হইলে, এক মাস বা দেড় মাসের মধ্যেই শিশুর শরীর কৃশ হয় ও নাসারন্ধ্রে বিবিধ পীড়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন কোনস্থলে শ্লেষ্মা মিশ্রিত পূয নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হয়। পরন্তু, শ্বাসক্রিয়ার অবরোধ এবং সর্দ্দি হইয়াছে, এইরূপ প্রতীয়মান হয়, শিশু ক্রমশঃ মলিন হয়, কিছুক্ষণ পরে চমকিয়া উঠে এবং এই অবস্থায়

অল্পদিনের মধ্যই কটির নিম্নভাগে, গুহ্যদেশের চতুর্দ্দিকে ও পদে তাম্রবর্ণ স্ফোটক প্রকাশ পায় এবং ঘাড়ে, গলায় ও অন্যান্য সন্ধিতে দাগ লক্ষিত হয়। ঐ স্ফোটক সকল গোলাকার এবং শুষ্ক ত্বক্ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। কুচ্কির চর্ম্ম উঠিয়া যায়, মুখের অভ্যন্তরে বা বাহিরে ক্ষত প্রকাশ পায়, শিশু ক্রমশঃ শীর্ণ ও মলিন্ হইয়া পড়ে, তাহাদের ওষ্ঠ ও নাসিকা ফাটিয়া যায়, চর্ম্ম বৃদ্ধের ন্যায় আকুঞ্চিত হয়, দন্তের বিকৃতি হয়, দন্তের অগ্রভাগ চেরা ও ছুঁচের ন্যায় সরু হয়, শিশু প্রায়শঃ সর্দ্দিদ্বারা আক্রান্তবৎ ফোঁস ফোঁস্ শব্দ করে। এই সময় যথারীতি চিকিৎসা না করিলে অনেকস্থলে শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে; পরন্তু জীবিত থাকিলে, অস্থি ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রের বিকৃতি হয় এবং বয়স্ক হইয়া যে কয়েকদিন জীবিত থাকে ও অতি কষ্টে দিনাতিপাত করে।

ফিরঙ্গে-শৈত্য ক্রিয়া। ফিরঙ্গের প্রথম অবস্থায় অনেকে গরম হইয়াছে মনে করিয়া ডাবের জল, চিনি বা মিশ্রীর সরবৎ প্রভৃতি পান ও অধিক পরিমাণে তৈল মর্দ্দন করিয়া শীতল জলের দ্বারা রীতিমত স্নান করেন। কেহ বা উদরাধ্মান হইলে উদরে তৈল মালিশ এবং মস্তকে ও উদরে জলের ধারা ব্যবহার করেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন্ না যে, ফিরঙ্গরোগে এইরূপ শৈত্যক্রিয়া করা ও মৃত্যুকে আহ্বান করা একই কথা। ফলতঃ ফিরঙ্গরোগে শৈত্যক্রিয়া ও তৈল মর্দ্দন প্রভৃতি একেবারেই নিষিদ্ধ। আয়ুর্ব্বেদীয় রক্ত পরিষ্কারক পাক তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া ঈষৎ উষ্ণজলে স্নান করা যাইতে পারে। প্রত্যহ স্নান না করিলেই ভাল হয়। তবে প্রত্যহ স্নান না করিলে, যদি নিতান্তই কষ্ট হয়, তবে উষ্ণজলে প্রত্যহ স্নান করা উচিত। সর্ব্বদা একটি গেঞ্জি ব্যবহার করিবে, যতদূর সম্ভব বা সহ্য হয় গরমে থাকা উচিত। অম্লদ্রব্য, দধি ও মাষকলায়ের দাইল এককালে বর্জ্জন করিবে। ফিরঙ্গরোগে শৈত্যক্রিয়া বা উক্ত কুপথ্য সেবন করিলে, যকৃৎ ক্রিয়াহীন ও পরিপাক শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, পরন্তু গ্রহণী ও নানাবিধ কঠিন বাতব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ফিরঙ্গে—গাত্র-গুরুতা। গাত্র-গুরুতা ফিরঙ্গরোগের একটী প্রধান

বা বিশিষ্ট লক্ষণ। সাধারণতঃ দেহে যত অধিক ফিরঙ্গ-বিষ বর্ত্তমান থাকে, দেহও ততই অধিক ভারবোধ হয়, কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় যখন যকৃৎ একবারে শক্তিহীন, পরিপাক-শক্তির দুর্ব্বলতা ও উদরাময় উপস্থিত হয়, তখন ফিরঙ্গ-বিষ দেহে অল্প পরিমাণে অবস্থিতি করিলেও শরীর অত্যধিক ভার হয়। এই অবস্থায় স্নান একবারেই বন্ধ করা উচিত। শীতল বায়ু ও পূর্ব্বদিক হইতে আগত বায়ু গায়ে লাগাইবে না। সর্ব্বদা গায়ে জামা রাখিবে ও সুপথ্য সেবন করিবে, পথ্যের পরিমাণ অত্যল্প হওয়া উচিত। দুই বেলা অন্ন-পথ্য সহ্য না হইলে, রাত্রিতে রুটী বা লুচি খাইতে দিবে, তাহা রীতিমত পরিপাক না হইলে, যাহাকে ইংরাজীতে পার্ল-বার্লি কহে, তাহাই পথ্য দিবে, উহা যব-ব্যতীত আর কিছুই নহে, উহা দ্বারা মণ্ড প্রস্তুত করিলেও চলিতে পারে। দগ্ধ পিত্তের পক্ষে যবমণ্ডের ন্যায় সুপথ্য, আর কিছু নাই বলিলেও চলে। দুগ্ধ যতটুকু সহ্য হয়, ততটুকু দিবে। মিষ্টদ্রব্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে, মিষ্টদ্রব্য ব্যবহারে অত্যন্ত শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হয়, পরিপাক শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও পাতলা দাস্ত হয়। পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই অবস্থায় অগ্নিবর্দ্ধক ও শোষণ গুণ বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিলে, যকৃতের ক্রিয়া ও পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত হয় ও রোগ ক্রমশঃ প্রশমিত হইতে থাকে।

ফিরঙ্গ বা গর্ম্মির পরিণাম। ফিরঙ্গ বা গর্ম্মি একটী উৎকটসংক্রামক-ব্যাধি। অন্যান্য ব্যাধি উৎপন্ন হইলে, কালক্রমে বিবিধ ঔষধ ও পথ্যদ্বারা দূরীভূত হয় এবং তাহার দোষও সম্যক্‌রূপে নির্ম্মূল হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ বা গর্ম্মির বিষ একবার শরীরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বশরীর, বিশেষতঃ রসরক্তাদি ধাতুতে পরিব্যাপ্ত হইলে সহজে দূরীভূত হয় না, পরন্তু স্থায়ী হইলে, সন্তান-সন্ততির শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং বংশপরম্পরাক্রমে ক্রিয়া করিতে থাকে। এইরূপ কয়পুরুষ যাবৎ এই বিষ দেহে বর্ত্তমান থাকে, তাহা অবশ্যই স্থির করা কঠিন। একবার এই রোগে আক্রান্ত বা এই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে ও যথারীতি চিকিৎসিত না হইলে, পুনঃপুনঃ আক্রমণের আশঙ্কা থাকে। চিরজীবন অতি কষ্টে অতিবাহিত হয়, চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, নানাবিধ উৎকট ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। ফলতঃ ইহার ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করিলে আতঙ্ক হয়, লিখিতে গেলে হস্ত

কম্পিত হয়। ক্ষণিক সুখের পরিণাম কিরূপ দুঃখময়, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা বিশেষ অবগত আছেন। ইহার প্রভাবে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব একবারে বিনষ্ট হয়, মনুষ্য পশুত্বে বা জড়ত্বে পরিণত হয়, পরন্তু সংসারের সুখ চিরদিনের জন্য নষ্ট ও সুখের পরিবর্ত্তে মানব চিরদুঃখের সহচর হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে ফিরঙ্গের পরিণামে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। প্রথম অবস্থায় রোগ সামান্য হইলেও উহা ক্রমশঃ অত্যন্ত কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে। ফিরঙ্গ-বিষ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ করিলে, এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। ফিরঙ্গরোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বা স্ফোটকাদি হইতে স্রাবিত রস, অথবা ক্ষতস্থানের রস শরীরে প্রবিষ্ট হইলেও এই রোগ জন্মে।

যাহার পরিণাম এইরূপ ভয়াবহ, সেই পাপকর্ম্মে কেন লোকের প্রবৃত্তি জন্মে—কেন অমৃতজ্ঞানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লোক হলাহল পান করে—কেন পতঙ্গবৎ ক্রীড়ার সামগ্রী মনে করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করে, এ প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হয়। হায় মূঢ় মানব! ক্ষণিক সুখের পরিণাম চিন্তা করিলে আজ তোমার এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। বাস্তবিক সৃষ্টিকর্ত্তা কি ক্ষণিক সুখের বা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই মানব-জাতির ও শুক্রধাতুর সৃজন করিয়াছেন? তাহা নহে, কেবলমাত্র দেহ ও সৃষ্টিরক্ষার জন্যই উহার সৃজন করিয়াছেন। যদি দেহ ও সৃষ্টি-রক্ষাই শুক্রধাতু-সৃষ্টির কারণ হয়, তবে বুঝিতে হইবে, উহার অপব্যবহার, ভগবানের আদেশ-লঙ্ঘনেরই নামান্তর এবং তাঁহার আদেশ-লঙ্ঘনই মহাপাপের কারণ ও সেই মহাপাপ হইতেই মহাদুঃখের উৎপত্তি হয়।

রোগ-গোপনের ফল। যাঁহারা লজ্জা বা গুরুজনের ভয়ে প্রকাশ না করিয়া রোগটীকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া ফেলেন, তাঁহাদিগকে এইমাত্র বলিতে পারি, এই রোগের পরিণামে এমন উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, যে তখন আর কিছুই গোপন রাখা যায় না; সুতরাং প্রথমে গোপন করিয়া চিকিৎসিত না হইলে, কেবল চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট হয় মাত্র। যাঁহারা রোগ গোপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ হইতে চিরজীবনের জন্য বঞ্চিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

ফিরঙ্গ-চিকিৎসা-বিধি।

ফিরঙ্গরোগের ত্রিবিধ অবস্থায় বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ প্রত্যহ দুইবার নিমপাতা-সিদ্ধ জল বা ত্রিফলার কাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া নিম্বঘৃত মলমের ন্যায় পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া লাগাইবে ও উত্তমরূপ ক্ষতস্থান বান্ধিয়া রাখিবে। যাহাতে ক্ষত পরিষ্কার থাকে এবং জননেন্দ্রিয়ের শোথ বর্দ্ধিত হইতে বা পাকিতে না পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ক্ষত বা শোথ পাকিয়া উঠিলে, জয়ন্ত্যাদি কাথদ্বারা ক্ষত ও জননেন্দ্রিয় দুইবেলা ধৌত করিবে ও নিম্বঘৃতদ্বারা পূর্ব্ববৎ বস্ত্রখণ্ড মাখাইয়া ক্ষতস্থান বান্ধিয়া রাখিবে। ইহাদ্বারা দাহ ও পাক প্রশমিত হয়। ক্ষতস্থান খোলা রাখা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

প্রথম অবস্থায় মশল্লার জল ব্যবহারই একমাত্র সুব্যবস্থা। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার হয় এবং জ্বর, বাগী ও গাত্রে পীড়কা বহির্গত হওয়ার আশঙ্কা তিরোহিত হয়, অথচ ফিরঙ্গ-বিষ সমূলে বিনষ্ট হয়। আমরা শত শত স্থলে ইহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বর্গীয় চিকিৎসক-শিরোমণি ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয় আজীবন ইহা প্রয়োগ করিয়াছেন; এখনও অনেকেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যদি ঐ সকল মশল্লা সংগৃহীত হওয়ার পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রস-চূর্ণ দুইবেলা ও একবার অনন্তাদ্যবলেহ অথবা পটোলাদিকাথ বা অমৃতাদিকাথ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় রস-চূর্ণ সেবন বা ভাপরা দ্বারাও অসীম উপকার হয়।

এই সময় স্নান ও আহারের উপর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক; মৎস্য, মাংস ও তৈলাদি ব্যবহার একবারে নিষিদ্ধ; রাত্রিতে অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়া সহ্যমত লুচী বা রুটী পথ্য করিলে আরও উপকার হয়। প্রত্যহ বা সহ্যমত উষ্ণজলে স্নান করা আবশ্যক। এই অবস্থায় স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস বিশেষ উপকারী। ক্ষতস্থান শুষ্ক হইলেও অন্ততঃ ছয়মাস নিয়মপূর্ব্বক স্নান আহারাদি করা আবশ্যক এবং অনন্তাদ্যবলেহ বা অনন্তাদ্যঘৃত ক্রমান্বয় ৬। ৭ মাস বা ততোধিক কাল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; রোগীর স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা সর্ব্বদা আবশ্যক; স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে, ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

প্রথমাবস্থায় ক্ষতপ্রকোপ বশতঃ রোগীর জ্বর হইলে, ভূনিম্বাদি কাথ বা দুরালভাদি কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বর সত্ত্বে অন্নাহার বন্ধ করিয়া সুজীর রুটী বা অন্যান্য লঘুপাক দ্রব্য পথ্য দেওয়া উচিত, অনন্তর জ্বর হ্রাস পাইলে, পূর্ব্ববৎ অন্ন পথ্য প্রদান করিবে; এই জ্বর পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইতে না পারে, তজ্জন্য জ্বর ও ক্ষতনাশক ঐ সকল কাথ রোগীকে সেবন করান কর্ত্তব্য। এই রোগে যাহাতে প্রত্যহ যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে। প্রথমাবস্থায় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিয়মপূর্ব্বক ঔষধ ও পথ্য সেবন বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু দ্বিতীয়াবস্থার লক্ষণ শরীরভেদে বা রোগের প্রবলতার তারতম্যে প্রথমাবস্থায় লক্ষিত হইলে, দ্বিতীয়াবস্থার ঔষধই প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় অবস্থায় গাত্রে পীড়কার উৎপত্তি, জ্বর, সন্ধিস্থান ফুলা, চর্ম্ম ও মাংসাদি ক্ষত ও তাহার পকতা বশতঃ কুষ্ঠরোগ প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। এই অবস্থায় পারদ সংযুক্ত ঔষধের ধূম-প্রয়োগ অর্থাৎ ভাপরা সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। ভাপরা দ্বারা গাত্রের পিড়কা লয়প্রাপ্ত হইলে, পরে অন্যান্য উপদ্রবের জন্য পৃথক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় সিন্দূরাদ্য ধূম ও বদরাদ্যধূম অতি উপকারী; পীড়কা ও ক্ষত অধিক হইলে, বলাদিধূম নিয়মপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে এবং ঐ সকল ঔষধের নিয়ম রক্ষা করিতে উপদেশ দিবে; কিন্তু ফিরঙ্গ অতি প্রবল হইলে, যখন কুষ্ঠরোগের লক্ষণ দেখা দেয় বা চর্ম্ম ও মাংস স্খলিতপ্রায় হয়, তখন রোগীকে রসশেখর বা ভৈরবরস সেবন করাইবে, উহাতে রোগীর মুখরোগ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ দন্তমূল স্ফীত, লাল ও দন্তমূল হইতে ক্লেদনির্গমন বা মুখ হইতে লালাস্রাব হইলে, বক্ষ্যমাণ মুখরোগের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে এবং অম্লদ্রব্য, দধি প্রভৃতি সেবন করাইবে না, ঔষধের নিয়ম রক্ষা করিয়া কিছুদিন ঔষধ ও পথ্য সেবন করিলে ইহা দ্বারা সমধিক উপকার পাওয়া যায়; এইরূপ স্থলে পারদসংযুক্ত ঔষধ ভিন্ন উপকার-লাভ অসম্ভব; গাত্রস্থিত স্ফোটক বা ক্ষত হ্রাস হইলে কিছুকাল অনন্তাদ্যবলেহ বা অনন্তাদ্যঘৃত সেবন করাইবে। ফিরঙ্গের বিষ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শরীরে স্থায়ী হয়, এমতাবস্থায় ১।২ বৎসর ঔষধ প্রয়োগ না করিলে বিষ দূরীভূত হয় না।

দ্বিতীয় অবস্থায় ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হইলে এবং যক্ষ্মারোগ প্রকাশ পাইলে, পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু সেবন করান আবশ্যক; শিরোরোগ ও বাত উপস্থিত হইলে ঐ ঘৃত সেবনে উপকার হয়। মূর্চ্ছা এবং আক্ষেপ প্রবল ও রোগী দুর্ব্বল হইলে, বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত সেবন করিতে দিবে, এই অবস্থায় পুষ্টিকর পথ্য সেবন ও স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করা অতি আবশ্যক। সহবাস, রৌদ্র-তাপ ও কুপথ্য একবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। রোগী বাতাক্রান্ত হইলে, যখন গমনাগমনের শক্তি হ্রাস হয়, তখন অমৃতাগুগ্‌গুলু, যোগরাজগুগ্‌গুলু বা কৈশোরগুগ্‌গুলু প্রভৃতি সেবন এবং মহাপিণ্ডতৈল বা বিষতিন্দুকতৈল গ্রন্থিস্থলে মর্দ্দন করিতে দিবে; ঐ সকল প্রয়োগে প্রত্যহ ২।৩ বার দাস্ত পরিস্কার হইলে, রোগ মন্দীভূত হয়, এবং রোগীর অনেকাংশে উপকার হয়। এই বাত সুকঠিন, অনেক স্থলে পক্ষাঘাত প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বাতব্যাধির চিকিৎসায় এই রোগ দূরীকৃত হয় না, শারিবাদ্যকাথ ও পলাশাদিবটী এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিষতিন্দুকতৈল বা হংসাদি ঘৃত রোগস্থানে মর্দ্দনে বাতের অনেক উপকার হয়। কিন্তু শরীরের রক্ত শোধিত না হইলে, কেবলমাত্র ঐ সমস্ত তৈল ও ঘৃতদ্বারা স্থায়ী উপকার হয় না, সুতরাং অনন্তাদ্য ঘৃত ও শারিবাদ্য অবলেহ প্রভৃতিও ঐ সঙ্গে সেবন আবশ্যক। ফিরঙ্গের তৃতীয় অবস্থায়, অস্থি ও তৎসংযুক্ত মাংসাদি, যকৃৎ, চর্ম্মের অভ্যন্তরদেশ, তালুদেশ ও নাসারন্ধ্র প্রভৃতি আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগ অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে, তখন ভূনিম্বাদ্যঘৃত, পঞ্চতিক্তঘৃত বা মহাতিক্তঘৃত যথানিয়মে কিছুকাল সেবন করাইলে, ঐ ক্ষত অনেকাংশে হ্রাস হয়। অনন্তাদ্যঘৃত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সেবন করান আবশ্যক। তালু, ওষ্ঠ বা নাসারন্ধ্রে ক্ষত হইলে, বৃহৎ পঞ্চতিক্ত ঘৃত, বা মহাতিক্তক ঘৃত উৎকৃষ্ট ঔষধ। যে সকল ঔষধ ক্ষত-নিবারক, রক্তপরিস্কারক ও ব্রণরোপক, তাহাই এই রোগে প্রশস্ত। যাহাতে শরীরের রক্ত বিশোধিত হয়, তদ্রূপ ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। রোগের পুরাতন অবস্থায় স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া, ঐ সমস্ত ঔষধ দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলে, রোগ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

ফিরঙ্গে বান্ধা ঔষধ। বান্ধাবান্ধি নিয়মে ঔষধ সেবন করাকে বান্ধা ঔষধ কহে। বান্ধা ঔষধ বলিতে সাধারণতঃ লবণ, জল ও স্নান বন্ধ করিয়া

ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া ঔষধ সেবন করা বুঝায়। ইহাতে কেবল দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে হয়, লবণ ব্যবহার, বাহিরে বহির্গত হওয়া, স্নানকরা ও তৈল মর্দ্দন করা একবারেই নিষিদ্ধ। ফিরঙ্গরোগে বান্ধাবান্ধি নিয়মে সাধারণতঃ পারদ-ঘটিত ঔষধ ও চোয়ান মশল্লার জলই ব্যবহৃত হয় ও তদ্দ্বারা সমধিক ফললাভ হয়। ঐ নিয়মে চোয়ান মশল্লার জল বা সালসা সেবন করা যায়, ইহাই বান্ধা সালসা নামে অভিহিত। "সালসা" শব্দটী ইংরাজী, তবে আমরা অনেকাংশে ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া এক্ষণে বাঙ্গলা শব্দের সামিল হইয়া পড়িয়াছে; আবার "মশল্লার জল' শব্দটীর উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদে নাই, উহা মিশ্র ঔষধ। য়্যালোপ্যাথি, হাকিমী ও কবিরাজী এই তিন জাতীয় ঔষধেরসংমিশ্রণে উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বহু পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায়, মুসলমান রাজত্বের অবসানের পর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় হিন্দু চিকিৎসকেরা উহা প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন, এবং তাঁহারা "মশল্লার জল" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ব্রধ্ন ও বিউবো। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ব্রধ্নরোগের অর্থ এবং চলিত নাম বাগী, কুচ্‌কী উঠা বা কুচ্‌কী আওড়ান। ব্রধ্ন নূতন রোগ নহে, বঙ্ক্ষণ-সন্ধি অর্থাৎ কুচ্‌কিতেই উহা উৎপন্ন হয় এবং উহাই বহুকাল হইতে বাগী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থোক্ত "বিউবো" শব্দের অর্থও বাগী, পরন্তু ঐ বাগী অর্থে আজ কাল লোকে সাধারণতঃ সিফিলিসের বাগী বুঝিয়া থাকে, কিন্তু পাশ্চাত্য-চিকিৎসাগ্রন্থোক্ত "বিউবো" কেবল সিফিলিসবশতঃ অথবা বঙ্ক্ষণ সন্ধিতেই উৎপন্ন হয় না, বঙ্ক্ষণ-সন্ধিতে, বঙ্ক্ষণ-সন্ধির উপরিভাগে এবং বগলে পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কোন প্রকার আঘাত লাগিলে বা সফ্‌ট্ স্যাঙ্কার প্রভৃতি কারণে বঙ্ক্ষণ-সন্ধিতে হয়, সিফিলিসরোগে বঙ্ক্ষণ-সন্ধির উপরে হয় ও বিউবোনিক প্লেগে কুচ্‌কীতে ও বগলে হইয়া থাকে, ইত্যাদি। ফতলঃ "বিউবো" স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কারণে স্থানবিশেষে উৎপন্ন হয় ও যে স্থানে উৎপন্ন হয়, সেই স্থানের নামসহ, তাহাকে সেই স্থানের "বিউবো" বলা হয় এবং যে রোগের সহিত উৎপন্ন হয়, সেই রোগটি বিষাক্ত হইলে, তাহাকে বিষাক্ত ও সেই রোগ নির্ব্বিষ হইলে, তাহাকেও নির্ব্বিষ বলা হয়।

অত্যভিষ্যন্দি ও গুরুপাক দ্রব্য এবং শুষ্ক পচা মৎস্য বা মাংস ভক্ষণ

করিলে, ব্রধ্ন জন্মে। কিন্তু ঐ সকল কারণ ব্যতীত সহসা পা পিছ্লাইয়া গেলে, অথবা কুচ্কীতে কোন প্রকার আঘাত লাগিলেও যে, বঙ্ক্ষণ-সন্ধি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইতে পারে, তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বদা প্রত্যক্ষও করা যায়। অথচ আয়ুর্ব্বেদে ঐ সকল কারণের এবং যে কারণেই হউক সিফিলিস ও প্লেগ প্রভৃতি বিষাক্ত রোগ ও তদুপসর্গসমূহের উল্লেখ নাই। ভাবপ্রকাশে ফিরঙ্গের যে সকল উপসর্গ বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও বাগীর কোনই উল্লেখ নাই। এ অবস্থায় যদি "বিউবো"কে সবিষ ও নির্ব্বিষ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদোক্ত ব্রধ্নকে নির্ব্বিষ ব্রধ্ন এবং ফিরঙ্গ ও প্লেগ প্রভৃতি বিষাক্ত রোগ হইতে যে বাগী জন্মে, তাহাকে সবিষ ব্রধ্ন আখ্যা দেওয়া যায়, তাহা কি অসঙ্গত হয়? আমাদের মনে হয়, এইরূপ করিলে বিউবোর সহিত ব্রধ্নরোগের সমন্বয় হইতে পারে এবং ব্রধ্ন ও বিউবো সম্বন্ধে যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহারও মীমাংসা হয়।

ইতিপূর্ব্বে উপদংশে যে বাগীর উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাকে নির্ব্বিষ ব্রধ্ন বা কুচ্কী উঠা বলা যাইতে পারে। উপদংশে ব্রধ্ন ও জ্বর হয়, একথার উল্লেখ না থাকিলেও, কোন কোন স্থলে যে হইতে পারে, তাহার বিশ্বাসযোগ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমার সমব্যবসায়ী কোন বিজ্ঞ বন্ধু বলেন, উপদংশে বাগী ও জ্বর হয়, তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু পাকিতে দেখেন নাই।

ফিরঙ্গে ব্রধ্ন অর্থাৎ বাগী। বাগী ফিরঙ্গের একটী প্রধান লক্ষণ বা উপসর্গ। অন্যান্য কারণে যে বাগী হয়, তাহা কুচ্কীতে হয়, কিন্তু ফিরঙ্গরোগে যে বাগী হয়, তাহা কুচ্কীর উপরে হয়, অত্যন্ত শক্ত হয় ও শীঘ্র পাকে না, এবং গ্রন্থি সকল বড় ও শক্ত হইয়া থাকে। বাগী উঠিলে বসাইবার চেষ্টা না করিয়া পাকাইবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য, বসাইতে গেলে স্বভাব-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হয়,—বহির্গমনোন্মুখ দূষিত রক্ত ও বিষ শরীরে থাকিয়া যায়, পরন্তু তজ্জন্য নানাবিধ উৎকট ব্যাধি উপস্থিত হইয়া থাকে।

ফিরঙ্গে—গুল ব্যবহার। একটী মধ্যমাকৃতি লৌহ পেরেক অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ফিরঙ্গরোগীর দক্ষিণ বা বাম হাটুর দুই অঙ্গুলি নিম্নে বৃহৎ অস্থির পার্শ্বে আস্তে আস্তে উহা লাগাইয়া ফোস্কা করিতে হয়, অনন্তর দুই এক দিন পরে ফোস্কা গলিয়া গেলে একটী মোমের গুটী প্রস্তুত করিয়া ঐ ক্ষত

স্থানে বসাইয়া বান্ধিয়া রাখিতে হয়। ক্রমে ক্ষতস্থান একটু বড় ও গভীর হইলে মোমের গুটী ফেলিয়া একটী নিমকাঠের গুটী বসাইতে হয়, ইহাকেই চলিত কথায় গুল বা গোল কহে। অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ইহার সমধিক প্রচলন দৃষ্ট হয়, পরন্তু অনেক শিক্ষিত চিকিৎসকও ইহার সমর্থন করেন; কিন্তু আমরা ইহার পক্ষপাতী নহি। আমাদের বিশ্বাস ইহা দ্বারা ফিরঙ্গ বিষ দূরীভূত বা বহির্গত হয়ই না, বরং উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার সাধিত হয়,—সাধ্যরোগ যাপ্য ও যাপ্যরোগ ক্রমশঃ অসাধ্য হইয়া পড়ে; কারণ গুল ব্যবহারে অত্যধিক স্রাব হেতু শরীরে শোণিতের পরিমাণ অল্প হইয়া যায়, সুতরাং শরীর রুক্ষ হইয়া পড়ে, তখন শৈত্যক্রিয়া না করিলে, ক্ষতস্থানে জ্বালা, বেদনা বা ক্ষত স্থান হইতে ক্লেদের পরিবর্ত্তে রক্তস্রাব হইতে থাকে, সেই জন্যই গুল ব্যবহারের পর শৈত্যক্রিয়া অর্থাৎ মাষকলায়ের দাইল, খেসারীর দাইল ও অম্লদ্রব্য-ভোজন এবং দুই তিনবার স্নানের ব্যবস্থা করা হয়। এ অবস্থায় গুলের ব্যবহার সমীচীন কিনা, তাহা অনুভব করা কঠিন নহে। গুল-সত্ত্বে ফিরঙ্গের চিকিৎসা করিতে হইলে, হঠাৎ উহা বন্ধ করা উচিত নহে। বন্ধ করিলে প্রবল বাত ও শিরঃপীড়া হইতে পারে। এই অবস্থায় মশল্লার জলও ব্যবহার্য্য নহে, ব্যবহার করিলে, শরীর অত্যন্ত রুক্ষ হয় ও তজ্জন্য নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়। দুইবেলা দুইবার রস-চূর্ণ ব্যবহার ও রাত্রিতে উষ্ণ দুগ্ধসহ অনন্তাদ্য ঘৃত সেবন করান উচিত। দীর্ঘকাল এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিলে শরীর অনেক সুস্থ হইতে পারে। ফিরঙ্গ-রোগে গুলের ব্যবহার অনুচিত হইলেও শ্লেষ্মপ্রধান অনেক রোগে ইহা দ্বারা প্রভূত উপকার হইতে দেখা যায়। শ্লৈষ্মিক শিরঃপীড়া, আমবাত বা গ্রন্থিস্থলের ফুলা ও বেদনা অথবা শ্লেষ্মা দ্বারা যকৃৎ-অবরোধ বা তজ্জনিত অক্ষুধা প্রভৃতিতে গুল অতি উপকারী।

ফিরঙ্গে—মশল্লারজল। ফিরঙ্গ অতি কঠিন ব্যাধি, তাহাতে দ্বিমত নাই, কিন্তু তথাপি বহুকাল চিকিৎসা করিয়া যে সামান্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, রোগ প্রকাশ পাইবামাত্রই সুনিয়মে থাকিয়া চিকিৎসিত হইলে, আরোগ্য-লাভ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের মতে রোগ প্রকাশ পাইলে হতাশ না হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রথমতঃ

মশল্লার জল সেবন করা উচিত। ফিরঙ্গের প্রথম অবস্থায় অন্যান্য ঔষধ সেবন না করিয়া ইহা সেবন করিলে শীঘ্রই ফিরঙ্গ-বিষ নির্ম্মূল ও শরীর নীরোগ হয়। ইহার ফল স্থায়ী এবং ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট করিবার শক্তিও অসাধারণ অথচ ইহা নির্দ্দোষ। পারদে যেমন লালাস্রাব প্রভৃতি দোষ বর্ত্তমান আছে, ইহাতে তাহা নাই। তবে কেবল অতিশয় অগ্নিমান্দ্য বা পাতলা দাস্ত হইলে, ইহা সহ্য হয় না। ফিরঙ্গ-ক্ষত প্রকাশ পাইলে, যথারীতি দুইবেলা ক্ষত ধৌত, ক্ষত-স্থানে ঔষধ প্রয়োগ ও মশল্লার জল সেবন করাইবে। ক্ষত শুষ্ক বা সর্ব্ব-শরীরস্থ পীড়কা অদৃশ্য হইলে, অন্ততঃ তিন মাস যাবৎ দুইবেলা মশল্লার জল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে যেমন রীতিমত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, তেমনি নিয়ম-রক্ষা এবং সুপথ্য ও স্নান সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া উচিত। নিয়ম-রক্ষা না করিলে বা কুপথ্য সেবন করিলে আরোগ্য-লাভে বিলম্ব ঘটে। দুই তিন দিন অন্তর উষ্ণজলে স্নান করা উচিত, কিন্তু তাহাতে সুনিদ্রার ব্যাঘাত বা কষ্টবোধ হইলে প্রত্যহ করা যায়। তৈল মর্দ্দন, তৈলপক্ক ব্যঞ্জন-ভক্ষণ, ঠাণ্ডা জলে স্নান ও কোন্ প্রকার শীতলদ্রব্য সেবন করিতে দিবে-না। ঘৃতপক্ক দাইল বা ব্যঞ্জন পথ্য দিবে। জ্বর না থাকিলে ও গাত্রে ফিরঙ্গ জনিত পীড়কা বা স্ফোটক বহির্গত হইলে, সর্ব্বাঙ্গে বৃহৎ মরিচাদিতৈল এবং মস্তকে সরিষার তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিতে দিবে। এই তৈল রক্ত-পরিষ্কারক। সাধারণতঃ কুষ্ঠরোগাধিকারোক্ত চোনার পাকের তৈলই এই অবস্থায় সমধিক উপকারী। জ্বর থাকিলে তৈল মর্দ্দন ও স্নান একেবারে বন্ধ রাখিবে, কিন্তু মশল্লার জল সেবন বন্ধ করিবে না। জ্বর বন্ধ করিবার জন্য পৃথক ঔষধের প্রায়শঃ প্রয়োজন হয় না। তবে যদি জ্বর বন্ধ করিবার নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ভূনিম্বাদিক্কাথ বা অমৃতাদিকাথ সেবন করান কর্ত্তব্য। স্ত্রীসঙ্গম, অম্লদ্রব্য, দধি, মাষকলায়ের দাইল ও শৈত্য ক্রিয়া এককালে পরিত্যাগ করিবে। এই নিয়মে তিন চারি মাস মশল্লার জল ও পথ্য সেবন করিলে, সহজে আরোগ্য-লাভ করা যায়।

ফিরঙ্গে—পারদের ব্যবহার। ফিরঙ্গরোগে পারদ একটী অদ্বিতীয় ঔষধ। ফিরঙ্গ-বিষ নিশ্চিতরূপে সমূলে বিনষ্ট করিতে ও তজ্জনিত ক্ষত শুষ্ক করিতে ইহার ন্যায় শক্তিশালী ঔষধ এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু

তৎসত্ত্বেও পারদ একবারে নির্দ্দোষ ঔষধ নহে, পারদ ব্যবহারে কতকগুলি উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, সুতরাং তৎপ্রতীকারের জন্য স্বর্ণ-লৌহ ঘটিত পুষ্টিকর কোনও ঔষধ পারদ ব্যবহারকালে একবেলা ব্যবহার করা উচিত। একই পারদ বিভিন্ন প্রকারে ও বিভিন্ন ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যায়। খড়ী সহযোগে মর্দ্দিত পারদ (রস চূর্ণ) ও চাউলমুগরার তৈলদ্বারা মলম প্রস্তুত করিয়া বগলে ও কুচ্‌কীতে মালিশ করা যায়, নানাবিধ অনুপান সহযোগে ভক্ষণ করা যায়, পারদ কুলপাতার চূর্ণসহ মিশ্রিত করিয়া কলিকার মধ্যে ভরিয়া তামাকের ন্যায় মুখদ্বারা বা নাসারন্ধ্র দ্বারা ধূমপান-রূপে ব্যবহার করা যায়। পারদ সংযুক্ত ঔষধের ধূম গ্রহণ বা ভাপরা লওয়া যায়। পারদ ঘটিত ঔষধ অর্থাৎ ভৈরবরস প্রভৃতি লবণ জল বন্ধ করিয়া বান্ধা সালসা ব্যবহারের নিয়মে সেবন করা যায়। কিন্তু যে প্রকারেই প্রয়োগ করা হউক, পারদের ক্রিয়া প্রায় একই, সেই দন্তমূল-স্ফীতি, লালা-স্রাব ও মুখ-ভার হইবেই, তবে অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিলে অল্প হয় ও বেশী মাত্রায় ব্যবহার করিলে বেশী হয়; এইমাত্র প্রভেদ; এই জন্য অতি অল্প মাত্রায়ই উহা প্রয়োগ করা উচিত। আমরা রস-চূর্ণ অত্যল্প মাত্রায় ভক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার হইতে দেখিয়াছি এবং উহার প্রয়োগই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও ভাল বিবেচনা করি। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে কিম্বা পারদসেবনে প্রবৃত্ত হইয়া শৈত্য ক্রিয়া করিলে দন্তমূল স্ফীত ও তাহা হইতে রক্তস্রাব হয়, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী উত্তেজিত হয়, মুখ ভার হয় বা ফোলে ও মুখ হইতে লালা বা থুথু নিঃসৃত হয় এবং যকৃতের উপর সমধিক ক্রিয়া করে। এই অবস্থায় মুখ-রোগ অর্থাৎ যাহাকে চলিত কথায় মুখ আসিয়াছে কহে, তাহার লক্ষণ সমধিক লক্ষিত হয়, কিন্তু নিয়ম রক্ষার সহিত নির্দ্দিষ্ট অল্প মাত্রায় সেবন করিলে কেবলমাত্র দন্তমূল ঈষৎ স্ফীত হয় বা উহা টিপিলে ঈষৎ রক্ত নির্গত হইতে পারে অথবা দন্ত-বেষ্টন ঈষৎ রক্তাভ হয় মাত্র। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, রস-চুর্ণ অতি অল্প মাত্রায় দীর্ঘকাল প্রয়োগ করিলেই বেশী উপকার হয়, অথচ মুখ আসে না, সামান্য থুথু নির্গত হয় ও দন্ত-মূল ঈষৎ স্ফীত হয় মাত্র। এইরূপ লক্ষণ লক্ষিত হইলে, ঔষধ বন্ধ করিয়া আবার ২। ৪ দিন পরে প্রয়োগ

করিতে হয়। রস-চূর্ণ এরূপ ভাবে প্রয়োগ করা উচিত, যাহাতে অল্প লালাস্রাব হয়। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, অধিক লালা-স্রাব ও দন্তমূলে ক্ষত হইতে পারে। রস-চূর্ণ ব্যবহার্য্য ঔষধ,—ইংরাজীতে ইহাকে হাইর্ড্রাজ্ কম্-ক্রীটা কহে। ডাক্তারগণ সর্ব্বদা ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পারদ স্বভাবতঃ বিরেচন গুণবিশিষ্ট ও যকৃতের উপর সমধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে, সুতরাং ফিরঙ্গে রক্তদুষ্টি বশতঃ যকৃৎ অত্যধিক পীড়িত ও তজ্জন্য অগ্নিমান্দ্য-হেতু পাতলা দাস্ত হইলে কিম্বা পারদ স্বভাবতঃ বিরেচন গুণবিশিষ্ট বলিয়া অগ্নিমান্দ্য ও পাতলা দাস্ত হইলে, রসচূর্ণ আফিম সহযোগে মধু ও দুগ্ধ অনুপানে ব্যবহার করা উচিত। যাহাদের দাস্ত পরিষ্কার হয় না, তাহাদের পক্ষে রসচূর্ণ আফিং সহ ব্যবহার্য্য নহে। কেবল মধু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া দুগ্ধ অনুপানে ব্যবহার্য্য।

ফিরঙ্গে—পারদের ভাপরা। সংস্কৃতে যাহা ধূপ-প্রয়োগ নামে অভিহিত, চলিত কথায় তাহাকে ভাপরা কহে। ভাপরার নিয়ম এই—একখানি খাটিয়ায় উপর রোগীকে উপবেশন করাইবে এবং পরিষ্কার কাপড়দ্বারা মশারীর ন্যায় প্রস্তুত করিয়া, তদ্দ্বারা রোগীর চতুর্দ্দিকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করিবে, যেন ঔষধের ধূম বহির্গত হইতে না পারে, অনন্তর নির্ধূম জ্বলন্ত কাঠের কয়লার অগ্নি একখানি শরাতে রাখিয়া, তদুপরি ঔষধ নিঃক্ষেপ করিয়া খাটিয়ার নীচে রাখিবে ও রোগী উলঙ্গ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে তাহার ধূম লাগাইবে, কিন্তু নাসারন্ধ্র, মুখ ও চক্ষুদ্বয় বাহিরে রাখিবে। কারণ মুখ প্রভৃতি বাহিরে না রাখিলে, যখন ধূম উত্থিত হইতে থাকে, তখন ঐ ধূম অত্যধিক সঞ্চিত হইলে-সহসা শ্বাস-রোধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। দুই একটী ঘটনা এই রূপ ঘটিয়াছে বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম। ধূম গ্রহণের পর ঘর্ম্ম হইলে, শুষ্ক কাপড়দ্বারা তাহা মুছিয়া ফেলিবে। শীঘ্র আরামের জন্য ভাপরার ঔষধ বেশী লইবে না। পরিমাণ মত গ্রহণ করিবে। একবারে বেশী ব্যবহার না করিয়া বরং পরিমাণ মত লইয়া ২।১ দিন বেশী ব্যবহার করাই সঙ্গত। সাধারণতঃ ৩।৪ দিন ধূম লাগাইলেই হয়। তবে সন্দেহস্থলে ২।১ দিন বেশী লাগাইলেও ক্ষতি নাই। ভাপরা ফিরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত হইতে দ্বিতীয় অবস্থায় যে পর্য্যন্ত ঐ বিষ রক্ত ও মাংসগত থাকে, অর্থাৎ অস্থি বা আভ্যন্তরিক

যন্ত্রাদি আক্রমণ না করে, সেই পর্য্যন্ত উপকারী, কিন্তু অস্থি বা আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি আক্রান্ত হইলে, ভাপরার পরিবর্ত্তে রসচূর্ণ ব্যবহার করাই উচিত। বদরাদিধূম, সিন্দূরাদিধূম ও রসাদিধূম এই তিন প্রকার ভাপরা ঔষধ-প্রয়োগ প্রণালীতে লিখিত হইল।

ফিরঙ্গে—টোট্‌কা। অনেকের বিশ্বাস টোট্‌কা ঔষধ সেবন করিলে বা ক্ষতস্থানে লাগাইলে ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয়, কি আমরা এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এ কথার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাই নাই, বরং দেখিয়াছি টোট্‌কা সেবন করিয়া ও লাগাইয়া আরোগ্যলাভের পরিবর্ত্তে চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস যে ফিরঙ্গ ক্ষত আরোগ্য হইলেই রোগ আরোগ্য এবং ফিরঙ্গবিষ নষ্ট হয়, কিন্তু এই বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক, প্রথম অবস্থায় অন্ততঃ তিন চারি মাস মশল্লার জল সেবন না করিলে, রক্ত পরিষ্কার বা রোগ আরোগ্য হয় না। ক্ষতনাশক ঔষধ প্রয়োগে কিছু দিনের জন্য ক্ষত শুষ্ক হইলেও পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়।

ফিরঙ্গে—অপকারী ঔষধ। ফিরঙ্গরোগ আরোগ্য না হইলে রসায়ন ও বাজীকরণের কোনও ঔষধ পৃথক্ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহাতে শুক্রবৃদ্ধি হইয়া কামপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হওয়াতে সঙ্গমের ইচ্ছা জন্মে।

ফিরঙ্গে—সহবাস। ফিরঙ্গরোগাক্রান্ত ব্যক্তির ফিরঙ্গবিষ যাবৎ সমূলে বিনষ্ট না হয়, তাবৎ সহবাস এককালে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। কারণ ফিরঙ্গ-বিষ পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তবেও অবস্থান করে, সুতরাং ঐরূপ দূষিত শুক্র ও শোণিতদ্বারা গর্ভসঞ্চার হইলে, তজ্জাত সন্তান সন্ততিও ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। পরন্তু, গর্ভ সঞ্চার না হইলেও, সহবাসের ফলে ঐ বিষ পুরুষ হইতে স্ত্রীদেহে ও স্ত্রীহইতে পুরুষের দেহে প্রবেশ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

একটী রোগীর বিবরণ। গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে, এই আশঙ্কায় আমরা এই গ্রন্থে এ যাবৎ কোনও রোগীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করি-নাই, কিন্তু যাঁহার বিবরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় অনুরোধে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও লিখিত হইল। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে

ফিরঙ্গরোগাক্রান্তা রমণীর সহবাসে ইহার ফিরঙ্গ হয়। জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত হওয়ার কয়েক দিন পরেই বাম ও দক্ষিণ কুচ্‌কী ফুলিয়া উঠে ও ক্রমশঃ ফুলা এবং বেদনা বৃদ্ধি হইয়া ৩।৪ দিনের মধ্যেই তাহা বাগীতে পরিণত হয়। তখন লজ্জা ও গুরুজনের ভয় বশতঃ নানাবিধ প্রলেপ দ্বারা ঐ বাগী বসাইয়া দেওয়া হয় ও লিঙ্গের ক্ষতও শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হওয়ার পর কোমরে বেদনা হয়, এ অবস্থায়ও মূলরোগের কোন ঔষধ ব্যবহার করা হয় নাই, কেবল বেদনার জন্যই নানা প্রকার তৈল মালিশ করা হয়। কিন্তু মালিশে সময় সময় বেদনার একটু লাঘব হইত মাত্র, মূল রোগের কোনই উপকার হয় নাই। এই সময় হইতে সাধারণভাবে স্নান আহার চলিতে থাকে, মধ্যে মধ্যে ক্ষত হয় ও শুকাইয়া যায়, সাধারণভাবে ঔষধও কিছু কিছু সেবন করা হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার হয় নাই। একটু সুখের বিষয় এই যে, বাল্যকাল হইতেই ইঁহার গ্রহণীরোগ ছিল বলিয়া ফিরঙ্গ হওয়ার পর হইতে ইনি কখনও কোনও প্রকার কুপথ্য সেবন করেন নাই।

যাহা হউক এই ভাবে ২।৩ বৎসর অতিবাহিত হইলে, বামপায়ে গুল লওয়া হয়, কিন্তু গুল নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেওয়া হয় নাই বলিয়া কিয়দ্দিবস পরেই উহা হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ বেদনা বৃদ্ধি হইয়া এমন অবস্থা হইল যে গুল আর রাখিতে না পারিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সময় হইতে ক্রমশঃ পেটের পীড়া, অক্ষুধা, আক্ষেপ ও শরীর-ভার প্রবল হইতে থাকে, এবং এইভাবে অচিকিৎসায় ও কুচিকিৎসায় ইনি কষ্টের সহিত আরও ১০।১২ বৎসর কাটাইলেন, কিন্তু তৎপর তিন বৎসর যাবৎ একপ্রকার অচল হইয়াছিলেন, তখন প্রবল পেটের পীড়া, অত্যধিক আক্ষেপ, অত্যন্ত গাত্র-গুরুতা ও অনিদ্রা প্রভৃতি উপস্থিত হইল, ক্ষুধা একবারেই হইত না, যকৃৎ একবারেই ক্রিয়াহীন হইয়াছিল, বার্লি পর্য্যন্ত হজম হইত-না, বাতে অর্দ্ধাঙ্গ আক্রান্ত হইয়াছিল, গাত্র গুরুতা এমন প্রবল ছিল যে, উঠিয়া দাঁড়াইতেও অত্যন্ত ক্লেশ হইত, এক পা হাটিবার শক্তি ছিলনা, আক্ষেপ সর্ব্বদাই হইত, এক মুহূর্ত্তও বিরাম ছিল না, অবশেষে উহা হইতে ঝাকি বা ঝুইল এমন প্রবল হইয়াছিল যে, সর্ব্বদাই পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত একটা ঝাকি মারিত এবং যেন কেহ ঠেলিয়া ফেলিতেছে, এইরূপ বোধ

হইত, নিঃশ্বাস ছাড়িতেও ক্লেশ হইত। মস্তকে একটী অনতিগভীর ক্ষত হইয়াছিল, তাহা হইতে রক্তপুয নির্গত হইত। এই সময়ে আমি তাঁহার চিকিৎসার জন্য আহূত হই এবং রস-চূর্ণ, গ্রহণীশার্দ্দূল, বাতনিসূদন, পলাশাদিবটী প্রয়োগ করি, এইরূপে তিন চারিমাস যাবৎ চিকিৎসাদ্বারা অনেক উপকার হইয়াছে, ফল যেরূপ হইয়াছে, তাহা অবস্থানুসারে অল্প নহে, তবে তাঁহার রোগ একবারে আরোগ্য হইবে; সে আশা তাঁহারও নাই বা আমারও নাই।

উপদংশ, লিঙ্গার্শ ও ফিরঙ্গরোগে—ঔষধ।

নিচুলাদিলেপ। বাতিক উপদংশে স্ফোটক কৃষ্ণবর্ণ ও স্রাবযুক্ত হইলে এবং তাহাতে অসহ্য বেদনা ও যন্ত্রণা প্রকাশ পাইলে, ক্ষতস্থান নিমপাতাসিদ্ধ জল বা ত্রিফলার কাথ দ্বারা ধৌত করিয়া ঐ স্থানে এই লেপ দিনে ২।৩ বার লাগাইবে, রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ।

নিচুলাদি লেপ। হিজলবীজ, এরণ্ড-বীজ, যব ও গোধূম, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃতসহ মিশাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া ক্ষত স্থানে প্রদান করিবে।

গৈরিকাদিলেপ। পৈত্তিক উপদংশে স্ফোটক পীতবর্ণ হইলে এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে ও ঐ স্থানে জ্বালা প্রকাশ পাইলে, নিমপাতা-সিদ্ধ জল বা ভৃঙ্গরাজ রস অথবা নিম্বাদি কাথ দ্বারা ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া দিনে ২।৩ বার ক্ষতস্থানে এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু রাত্রিতে প্রয়োগ করিবে না।

গৈরিকাদি লেপ। গেরিমাটী, রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও নীলসুন্দি; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ শতধৌত ঘৃতে মিশ্রিত করিয়া তাহাদ্বারা প্রলেপ দিবে।

পদ্মাদিলেপ। পৈত্তিক উপদংশে স্ফোটক পীতবর্ণ ও তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে এবং ঐ স্থানে জ্বালা প্রকাশ পাইলে, নিম্বাদি কাথ বা নিম-পাতাসিদ্ধ জলদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে ২।৩ বার এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ।

পদ্মাদিলেপ। পদ্ম, নীলসুন্দি, পদ্মের মৃণাল, শালছাল, অর্জ্জুনছাল, বেতস ও যষ্টিমধু; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করতঃ তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে।

দারুহরিদ্রাদিলেপ। শ্লৈষ্মিক উপদংশরোগে স্ফোটক বৃহদাকার শুক্লবর্ণ ও কণ্ডূযুক্ত হইলে, এবং লিঙ্গ ফুলিয়া উঠিলে ও স্ফোটক হইতে গাঢ়স্রাব হইলে, জয়ন্ত্যাদিকাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে ২।৩বার এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ।

দারুহরিদ্রাদি লেপ। দারুহরিদ্রার ত্বক্, শঙ্খনাভি, রসাঞ্জন, লাক্ষা, গোময়ের রস, তিলতৈল, মধু, ঘৃত ও দুগ্ধ; এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া, মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

শাললেপ। শ্লৈষ্মিক উপদংশরোগে স্ফোটক বৃহৎ, শুক্লবর্ণ, কণ্ডূযুক্ত এবং গাঢ় স্রাবযুক্ত হইলে ও লিঙ্গ ফুলিয়া উঠিলে জয়ন্ত্যাদি কাথ বা ত্রিফলার কাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে ২।৩ বার এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

শাললেপ। শাল, পিয়াশাল, লতাশাল, বচ ও দারুচিনি, এই সকল দ্রব্য মদ্যদ্বারা পেষণ ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

রসাঞ্জনলেপ। রক্তজ উপদংশে স্ফোটকসকল মাংসবৎ তাম্রবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে এবং স্ফোটক হইতে ক্লেদ নির্গত ও স্ফোটকস্থানে দাহ প্রকাশ পাইলে, ক্ষতস্থান ভৃঙ্গরাজের রস বা নিম্বাদি কাথদ্বারা ধৌত করিয়া দিনে ২।৩ বার এই লেপ প্রয়োগ করিবে, ইহা সর্ব্ববিধ উপদংশে উপকারী।

রসাঞ্জনলেপ। রসাঞ্জন উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইবে, অনন্তর মধুসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

নারস্থিলেপ। বাতিক, পৈত্তিক বা রক্তজ উপদংশে স্ফোটক বিভিন্ন বর্ণের হইলে এবং তাহাতে বেদনা, স্রাব ও জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নিমপাতাসিদ্ধ জল বা ত্রিফলার কাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিনে ২।৩ বার এই প্রলেপ প্রদান করিবে।

নরাস্থিলেপ। মনুষ্যের কপালের অস্থি চূর্ণ করিয়া তাহা দ্বারা ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিবে। ইহা উপদংশের ক্ষত নিবারণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সৌরাষ্ট্র্যাদ্যলেপ। সান্নিপাতিক উপদংশরোগে স্ফোটক সকল বিবিধ বর্ণের লক্ষিত হইলে এবং তাহাতে বেদনা, স্রাব ও জ্বালা থাকিলে এবং লিঙ্গ ফুলিয়া উঠিলে, ক্ষতস্থান ত্রিফলার কাথদ্বারা ধৌত করিয়া দিনে ২।৩ বার এই প্রলেপ প্রদান করিবে।

সৌরাষ্ট্র্যাদ্য লেপ। সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, গেরিমাটী, তুত্তেভস্ম, হীরাকস, সৈন্ধব, লোধ, রসাঞ্জন, হরিতাল, মনঃশিলা, রেণুকা ও এলাইচ; ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া জলে মিশাইয়া প্রলেপ প্রদান করিবে।

করবীলেপ। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক উপদংশে স্ফোটকসকল কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ লক্ষিত হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, জ্বালা, ক্লেদ ও স্রাব থাকিলে, ভৃঙ্গরাজের রস বা ত্রিফলার কাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া ঐস্থানে এই প্রলেপ দিনে ২।৩ বার প্রয়োগ করিবে।

করবীলেপ। করবীমূল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তাহাদ্বারা প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

জয়ন্ত্যাদি ক্কাথ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ উপদংশে স্ফোটকসকল পাকিলে, এই ক্কাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

জয়ন্ত্যাদি ক্কাথ। জয়ন্তী-পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহাদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে। এইরূপ করবী, আকন্দ অথবা সোন্দালপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জলদ্বারাও ক্ষতস্থান ধৌত করা যাইতে পারে।

স্বর্জ্জিকাদ্য চূর্ণ। লিঙ্গার্শরোগে লিঙ্গের উপরিস্থিত মাংসাঙ্কুর বর্দ্ধিত হইলে এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার লাগাইবে।

স্বর্জ্জিকাদ্য চূর্ণ। সাজিমাটী, তুতে, শৈলজ, রসাঞ্জন, সৌবীরাঞ্জন, মনঃশিলা ও হরিতাল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে।

নিম্বাদি ক্কাথ। পৈত্তিক বা রক্তজ উপদংশে স্ফোটকসকল পীতবর্ণ এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে, এই ক্কাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

নিম্বাদি ক্কাথ। নিমছাল, অর্জ্জুনছাল, অশ্বত্থছাল, কদমছাল, শালছাল, জামছাল, বটছাল, যজ্ঞডুমুরছাল ও বেতসছাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৪ তোলা, জল এক /১ সের, শেষ এক পোয়া। বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাকিয়া লইবে।

পটোলাদি ক্কাথ। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ উপদংশে বিভিন্নবর্ণের স্ফোটক প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে অসহ্য বেদনা, জ্বালা যন্ত্রণা ও ক্লেদ-নির্গমন প্রভৃতি লক্ষিত হইলে বা স্ফোটকসকল পাকিয়া উঠিলে, এই

ক্বাথে শোধিত গুগ্‌গুলু চারি আনা ও হরীতকী, আমলা এবং বহেড়াচূর্ণ সমভাগে মিলিত ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা রক্ত ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

পটোলাদি ক্বাথ। পলতা, কটুকী, নিমছাল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পদ্মগুড়ূচী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

নিম্বঘৃত। উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত হইলে, অথবা ফিরঙ্গে বাগী পাকিলে, এই ঘৃত বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া ক্ষত স্থানে লাগাইবে।

নিম্বঘৃত। প্রস্তুতবিধি ১৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কোশাতকীতৈল। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ বা সান্নিপাতিক উপদংশে এবং ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে ও দ্বিতীয় অবস্থায় বিবিধ বর্ণের স্ফোটক এবং তজ্জনিত ক্ষত শুষ্ক না হইলে, এই তৈল ক্ষত-স্থানে লাগাইবে, সর্ব্বাঙ্গে বা স্থানবিশেষে স্ফোটক প্রকাশ পাইলে, এই তৈল প্রয়োগ করিলেও সমধিক উপকার হয়।

কোশাতকী তৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—তিতঝিঙ্গা-বীজ, তিতলাউ-বীজ ও শুঁঠ; ইহাদের সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল-১৬ সের। যথাবিধি তৈল পাক করিয়াছাকিয়া লইবে।

আগারধূমাদ্যতৈল। বাতিক পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ ও সান্নিপাতিক উপদংশে এবং ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় বিবিধ বর্ণের পীড়কা বা ক্ষত প্রকাশ পাইলে, এই তৈল ঐ স্থানে প্রদান করিবে, সর্ব্বাঙ্গে বা স্থানবিশেষে স্ফোটক থাকিলে ও তাহা হইতে পূযাদি নির্গত হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করিলে, পূয-ক্ষরণ নিবৃত্তি ও ক্ষত শুষ্ক হয়। ফিরঙ্গের প্রথমাবস্থায় ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

আগার ধূমাদ্য তৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—গৃহধূম ২॥৵৩ রতি, হরিদ্রা ২১।/ আনা, মদ্য-বীজ ৩২৸৵৩ রতি। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

জম্বাদ্যতৈল। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ

উপদংশে লিঙ্গনালে নানাবিধ স্ফোটক উৎপন্ন হইলে এবং ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে বিবিধ বর্ণের পীড়কা প্রকাশ পাইলে, এই তৈল ঐ স্থানে প্রয়োগ করা যায়, সর্ব্বাঙ্গে বা কোনও স্থানে স্ফোটক বা তজ্জনিত ব্রণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল মালিশ করিলে ক্ষত শুষ্ক হয়। ধূম-প্রয়োগ বা রস-প্রধান ঔষধ সেবনান্তে ক্ষতস্থানে এই তৈল প্রয়োগ করিবে।

জম্বাদ্য তৈল। তিলতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—জাম-পাতা, বেতস-পাতা, আমলকী-পাতা, ডহরকরঞ্জ-পাতা, পদ্মপাতা, নীলঝুন্টি-পাতা, এলাইচ, আম্রবীজশাস, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, লাক্ষা, কেলেকড়া, লোধ, রক্তচন্দন ও তেউড়ী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। ছাগীমূত্র ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

শারিবাদ্য ক্বাথ। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ উপ-দংশে এবং ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত ও দ্বিতীয়াবস্থায় সর্ব্ব-শরীরে পীড়কা বা স্থানবিশেষে ক্ষত প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে, ইহা রক্ত ও কোষ্ঠ পরিষ্কারক। ইহা সেবনকালে মৎস্য, মাংস বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

শারিবাদ্য ক্বাথ। অনন্তমূল, তোপচিনি, নিমছাল, কট্‌কী, পল্‌তা, গুলঞ্চ, ধনে ও ছাতিমছাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাদি ক্বাথ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ উপদংশে বিভিন্নবর্ণের স্ফোটক প্রকাশ পাইলে বা ক্ষত হইলে এবং ঐস্থানে অসহ্য বেদনা, যন্ত্রণা বা ক্ষত ও তৎসন্নিহিত স্থান হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে অথবা ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় সমস্ত গাত্রে বিভিন্নবর্ণের পীড়কা লক্ষিত হইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায়ও এই ক্বাথ প্রয়োগে শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হয় ও বিশেষ উপকার হয়। কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় না।

অমৃতাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বরাদিগুগ্‌গুলু। বাতিক, পৈত্তিক, রক্তজ ও সান্নিপাতিক উপদংশ-রোগে বিভিন্ন বর্ণের স্ফোটক উৎপন্ন হইলে অথবা ক্ষত হইতে ক্লেদ নির্গমন,

অসহ্য বেদনা, যন্ত্রণা, জরভাব প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে ও রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, কিম্বা ফিরঙ্গরোগের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে ; ইহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং ফিরঙ্গের রক্ত-দোষ দূরীভূত হইয়া থাকে।

বরাদি গুগ্‌গুলু। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিম, অর্জ্জুন, অশ্বথ, খদির, শাল ও বাসক, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বচূর্ণ-সমান শোধিত গুগ্‌গুলু লইয়া ঘৃতসহ মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ তোলা। দাস্ত পরিষ্কার না হইলে ২ তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে।

অনন্তাদ্যবলেহ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ উপদংশরোগে রক্তের শোধনার্থ, অথবা ফিরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়াবস্থায় পীড়কা ও স্ফোটকসকল হ্রাস এবং ক্ষত নিবৃত্ত হইলে, এই ঔষধ শরীরের রক্তশোধনার্থ প্রতিদিন রোগীকে সেবন করিতে দিবে। স্ফোটক বা ব্রণের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না। ফিরঙ্গের তৃতীয় অবস্থায় নাসা, কর্ণ, মুখ প্রভৃতি স্থানে ক্ষত প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। অনুপান—দুগ্ধ।

অনন্তাদ্যবলেহ। অনন্তমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ ছাকিয়া পুনরায় পাক করিয়া ঘন হইলে, গুলঞ্চের পালো, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, জীবন্তী, মুগাণী, মাষাণী, তেউড়ীমূল, কট্‌কী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও ছোটএলাইচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা ঐ ক্বাথে প্রদান করিয়া হাতা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—॥০ তোলা হইতে ১ তোলা।

অনন্তাদ্যঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ-উপদংশরোগে রক্ত-শোধনার্থ এবং ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় ক্ষত, পীড়কা ও স্ফোটক হ্রাস হইলে কিম্বা অল্পমাত্র বিদ্যমান থাকিলে অথবা নাসিকা, বিশেষতঃ মুখ বা ওষ্ঠাদির ক্ষত পুরাতন হইলে, রোগীকে এই ঔষধ রক্ত-শোধনার্থ উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। রক্তদোষ জনিত বিবিধরোগে এই ঔষধ সেবনে উপকার হয়। ইহা পুষ্টি ও বলবর্দ্ধক।

অনন্তাদ্য ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—অনন্তমূল

/৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—অনন্তমূল, আমলকী, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শতমূলী, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মৌলফুল, যষ্টিমধু, মুরামাংসী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সোণামুখী, গোক্ষুরবীজ, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল-ছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, তালমূলী, তেউড়ীমূল রাখালশসা, নীলমূল ও আলকুশী-বীজ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা।

ভূনিম্বাদ্যঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ উপদংশে ও ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় বিবিধবর্ণের স্ফোটক ও ক্ষত প্রকাশ পাইলে অথবা ঐ ক্ষত শুষ্ক হইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ফিরঙ্গরোগবশতঃ রোগীর নাসিকা, মুখ ও অন্যান্য যন্ত্রে ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ইহা সেবনে উপকার হয়। এই ঘৃত পচন-নিবারক ও পিত্তনাশক। কুষ্ঠরোগেও ইহা সেবনে উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ভূনিম্বাদ্য ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—চিরতা, নিমছাল, পল্‌তা, ডহরকরঞ্জ-বীজ, জাতীপত্র, খদির ও শাল ছাল; ইহাদের প্রত্যেকে /১সের এবং হরীতকী, আমলা ও বহেড়া সমভাগে মিলিত /১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

ফিরঙ্গরোগে—পারদের ব্যবহার।

রসচূর্ণ। ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু ফিরঙ্গরোগে রক্তহীন, দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় ব্যক্তিকে অথবা গণ্ডমালা ও যক্ষ্মারোগীকে কিম্বা অতিরিক্ত মদ্যপানাসক্ত ব্যক্তিকে ইহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থায় যখন অত্যধিক উদরাময় বা গ্রহণী উপস্থিত হয়, তখন রোগী অত্যন্ত রক্তহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ঐ অবস্থায় ইহা অতি অল্প মাত্রায় লইয়া আফিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ফলতঃ ঐ সকল অবস্থায় অধিক লালা নিঃসরণ হইয়া যাহাতে রোগীর দুর্ব্বলতা আরও বর্দ্ধিত না হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। ইহা শিশু, বালক ও

গর্ভবতী স্ত্রীকেও ব্যবস্থা করা যায়। ইহা স্বভাবতঃ ভেদক, সুতরাং বহুদিন ব্যবহারে অধিক ভেদ হইতে পারে, যদি ঐরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, উপযুক্ত পরিমাণ আফিম মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। প্রাথমিক ক্ষত, দ্বিতীয় অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিলেও, ইহা প্রয়োগে শীঘ্রই ক্ষত কোমল ও শুষ্ক হয়। দন্তমাঢ়ী যখন ঈষৎ স্ফীত এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে লাল দাগ ও তাহা টিপিলে কিম্বা স্বভাবতঃ তাহাতে বেদনা হইবে ও লালা নিঃসরণ অথবা ছেপ কিম্বা থুথু নির্গত হইবে, তখনি উহা বন্ধ করিয়া একটী মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে। স্বভাবতঃ কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে না দিলেও চলে। ঐ অবস্থায় আটকষায়ের জলদ্বারা কুল্লি করিতে দিবে। পরন্তু ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ রোগী স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, পুনর্ব্বার প্রয়োগ করিবে। এইরূপে মধ্যে মধ্যে বন্ধ রাখিয়া এক বৎসর যাবৎ প্রয়োগ করা উচিত। রস-চূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বর্ণ ও লৌহ ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাহা হইলে রসচূর্ণ ভক্ষণ জনিত লালাস্রাব প্রভৃতি হইতে রোগীর দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইতে পারে না। পরন্তু উহা দ্বারা পারদের দোষও বিনষ্ট হয়।

রসচূর্ণ। প্রথমতঃ ঘৃতকুমারী, রক্তচিতার মূল, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলার ক্বাথদ্বারা তিন দিন পারদ মর্দ্দন করিবে, পরে জলে ধৌত করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এইরূপে শোধিত পারদ ২ তোলা ও খড়ী ৪ তোলা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া নিশ্চন্দ্র করিবে। সাধারণতঃ দুই দিন মর্দ্দন করিলেই নিশ্চন্দ্র হয়।

রসচূর্ণের মাত্রা ও অনুপান। ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় কিম্বা পৈতৃক ফিরঙ্গরোগে সন্তান আক্রান্ত হইলে ও স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় ফিরঙ্গের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, রস-চূর্ণের ব্যবহার প্রশস্ত কল্প। মাত্রা—পূর্ণবয়স্কদিগের পক্ষে অর্দ্ধ রতি হইতে এক রতি। দশ বৎসর হইতে ১৬ বৎসর বয়স্কদিগের পক্ষে সিকি রতি হইতে অর্দ্ধ রতি, ৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসর বয়স্কদিগের পক্ষে সিকি রতি এবং ৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত $\frac{১}{৮}$ রতি। অবস্থাবিশেষে মাত্রা বৃদ্ধি করা যায়। অনুপান—স্তন্যপায়ী শিশুগণের পক্ষে স্তনদুগ্ধ ও মধু। অন্য সকলের পক্ষে দুগ্ধ ও মধু। রস-চূর্ণের সহিত আফিং মিশ্রিত করিতে হইলে, উহা রসচূর্ণের $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$ বা $\frac{১}{৮}$ ভাগ মাত্রায় মিশাইবে।

রসগুগ্‌গুলু। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর গাত্রে বিভিন্ন বর্ণের পিড়কা প্রকাশ পাইলে এবং পিড়কা হইতে ক্লেদ নির্গমন, গাত্র-বেদনা ও জ্বরভাব প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, অথবা প্রথমা অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ক ও ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হওয়ার জন্য এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। দ্বিতীয় অবস্থায় মুখে, নাসিকাভ্যন্তরে ও তৃতীয় অবস্থায় শরীরের বিবিধ যন্ত্রে ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ সেবন করিয়া অতি সাবধানে স্নান আহার করা কর্ত্তব্য; যে পরিমাণে অন্ন ভোজন করা রোগীর অভ্যাস, প্রথমদিনে তাহার এক চতুর্থাংশ অন্ন ভোজন করিবে; দ্বিতীয়দিনে অর্দ্ধেক অন্ন ভোজন করিবে; তৃতীয়দিনে বার আনা পরিমাণে আহার করিবে। ইক্ষু-গুড়সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও মসূর ডাইল রোগীকে আহার করিতে দিবে। লবণসংযুক্ত ডাইল বা ব্যঞ্জনভোজন নিষিদ্ধ, লবণের পরিবর্ত্তে ইক্ষুচিনি, মশল্লার পরিবর্ত্তে লবঙ্গ, সাজীরা, জীরা ও হিং প্রয়োগ করিবে। এই বটিকা প্রত্যহ দুই বেলা দুইবারে ৪টী করিয়া সেব্য। সর্ব্বশুদ্ধ ১৪ দিন, এই নিয়মে ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ যাহাতে দন্ত-সংলগ্ন না হয়, তজ্জন্য ময়দার চুলির মধ্যে রাখিয়া গিলিয়া সেবন করা উচিত। অনুপান—দুগ্ধ।

রসগুগ্‌গুলু। শোধিত পারদ ১০০ রতি, ইক্ষুচিনি ৩০০ রতি, শোধিত মহিষাক্ষগুগ্‌গুলু ৪০০ রতি ও গব্যঘৃত ১০০ রতি, এই সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া ২০০ শত বটী করিবে।

ভৈরব রস। ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ক ও ফিরঙ্গ-বিষ বিনাশের জন্য এবং দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর গাত্রে বিভিন্ন-বর্ণের পিড়কা এবং পিড়কা হইতে ক্লেদ নির্গমন, জ্বরভাব, গাত্র-বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রত্যহ ইহার ৩টী বটী সেবন করাইবে, চতুর্থদিন হইতে এক একটী বটী প্রয়োগ করিবে। এই নিয়মে ১৪ দিন এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে ইক্ষুচিনি ও অল্প ঘৃতসংযুক্ত উষ্ণ অন্ন ভোজন করিতে দিবে। জলপান ও জলস্পর্শ একেবারে নিষিদ্ধ। তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে ইক্ষু ও দাড়িমের রস রোগীকে পান করিতে দিবে; মলত্যাগ অন্তে রোগীর উষ্ণজলদ্বারা শৌচ করা ও তৎক্ষণাৎ শুষ্ক কাপড়দ্বারা জল

মুছিয়া ফেলা উচিত। রৌদ্র, বায়ু ও অগ্নি তাপ বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। বর্ষা বা শীতঋতু এই ঔষধ সেবন করিবার উপযুক্ত সময়। ঔষধ সেবন করিয়া মুখ আসিলে মুখ রোগের নিয়মানুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে। ঔষধ সেবন-কালে পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, ভারবহন, অধ্যয়ন, সহবাস ও দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করা উচিত। কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা পান চর্ব্বণ করিতে দিবে এবং যাহাতে কফ নষ্ট হয় অথবা বায়ু ও পিত্ত বর্দ্ধিত না হয়, এরূপ ক্রিয়া করিবে। লবণ, অম্লদ্রব্য, দিবা-নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, স্ত্রীলোকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত বন্ধ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ নিয়মে ১৪ দিন ঔষধ সেবন করা হইলে, উষ্ণজলে স্নান ও জাঙ্গল-প্রাণীর মাংসরস আহার করিতে দিবে, যে পর্য্যন্ত শরীর পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম নিষিদ্ধ। অনুপান—দুগ্ধ।

ভৈরব রস। শোধিত পারদ ১০০ রতি ও ইক্ষুচিনি ৩০০ রতি, এই উভয় দ্রব্য লৌহপাত্রে নিমের দণ্ড দ্বারা ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া উহাতে শ্বেত খদিরচূর্ণ ১০০ রতি প্রদান করিয়া ২০টী বটিকা প্রস্তুত করিবে; এবং গোধূম চূর্ণ সহযোগে রাখিয়া দিবে।

রসশেখর। ফিরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত অবস্থায় ও দ্বিতীয়াবস্থায় রোগীর সর্ব্বশরীরে পিড়কা বা ক্ষত হইলে এবং নাসিকা, মুখপ্রভৃতি স্থানে ক্ষত ও তজ্জন্য বেদনা থাকিলে, অথবা ক্ষতস্থান হইতে ক্লেদ নির্গমন বা অন্যান্য লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ রক্তদুষ্টিহেতু রোগীর যকৃৎ অত্যধিক পীড়িত, অগ্নি দুর্ব্বল ও দাস্ত পাতলা হইলে, রোগীকে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ইহার ২টী বটিকা সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিয়া রোগীর অতি সাবধানে স্নান আহার করা কর্ত্তব্য। অম্লদ্রব্য, দধি, মৎস্য, মাংস ও ফল ভক্ষণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভৈরবরসের নিয়মানুসারে পথ্য করা উচিত। অনুপান—দুগ্ধ।

রসশেখর। পারদ ২ রতি ও আফিং ১২ রতি, এই দুইটী দ্রব্য লৌহপাত্রে রাখিয়া নিম্বদণ্ড দ্বারা তুলসীপাতার রসে মাড়িবে, অনন্তর তাহার সহিত হিঙ্গুল ২ রতি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার তুলসীপাতার রসে মর্দ্দন করিবে, পশ্চাৎ জয়িত্রী, জায়ফল; খোরাসানীযমানী ও আকরকরা, ইহাদের প্রত্যেকের ৩২ রতি এবং সকলের দ্বিগুণ খদির উহার সহিত মিশ্রিত ও তুলসীপাতার রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া চণকাকৃতি বটী করিবে।

রসচূর্ণ-মর্দ্দন। রসচূর্ণ যে অবস্থায় সেরনের ব্যবস্থা করা যায়, সেই অবস্থায় মর্দ্দনের ব্যবস্থাও করা যায়। মাত্রা একই। কিঞ্চিৎ চাউলমুগরার তৈল সহযোগে একবার ১০।১৫ দিনের মলম প্রস্তুত করিয়া বগলে বা কুচকিতে দুইবেলা মালিশ করিতে হয়। মলম গাঢ় করিবার জন্য কিঞ্চিৎ মোম মিশ্রিত করিয়া লইবে।

ফিরঙ্গরোগে-পারদের ভাপরা।

বদরাদিধূম। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় রোগীর সমস্ত গাত্রে পিড়কা এবং দ্বিতীয় অবস্থার অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ধূম সর্ব্বাঙ্গে লাগাইবে; এই ধূম, ক্রমান্বয় ৪।৫ দিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় ক্ষত শুষ্ক ও ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হওয়ার জন্য ইহা প্রয়োগ করা যায়। এই ধূম যাহাতে সর্ব্বাঙ্গে লাগে, এইরূপ ভাবে রোগীকে উপবেশন করাইবে। ধূম প্রয়োগে ঘর্ম্ম হইলে, শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য; শাক, অম্ল, দধি, তৈল-মর্দ্দন ও তৈল-পক্ক ব্যঞ্জন এবং ফল-ভক্ষণ প্রভৃতি একবারে পরিত্যাজ্য। উষ্ণজলে গাত্র ধৌত এবং ঘৃতপক্ক মুগ বা বুটের ডাইল ও অন্নভোজন করা কর্ত্তব্য।

বদরাদি ধূম। কুলের ছাল, আকন্দমূলছাল, আপাঙমূল, বামনহাটী ও বিশুদ্ধ হিঙ্গুল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা লইয়া মিশ্রিত করিবে, অনন্তর নির্ধূম কাঠের কয়লার অগ্নিতে প্রদান করিয়া ঐ ধূম সর্ব্বাঙ্গে লাগাইবে।

সিন্দূরাদিধূম। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বা স্থানবিশেষে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এবং ঐ পিড়কা হইতে ক্লেদ নির্গমন, অসহ্য জ্বালা, সর্ব্বশরীরে বেদনা ও জ্বর-বোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীর গাত্রে এই ধূম প্রাতে ও সন্ধ্যায় লাগাইবে। যে পর্য্যন্ত স্ফোটক হইতে ক্লেদ নির্গমন দূরীভূত ও স্ফোটক শুষ্ক না হয়, তাবৎ এই ক্রিয়া করিবে। ফিরঙ্গরোগের প্রথম অবস্থায় ক্ষত শুষ্ক ও ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হওয়ার জন্য ইহা প্রয়োগ করা যায়। ধূম প্রদানকালে রোগী বস্ত্রবেষ্টিত হইয়া, এই ধূম সর্ব্বাঙ্গে লাগাইবে। এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া, শাক, অম্ল, দধি,

গাত্রে তৈল-মর্দ্দন, ফল-ভক্ষণ ও তৈল-পক্ব ব্যঞ্জন প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং উষ্ণজল দ্বারা গাত্র-ধৌত করিবে।

সিন্দুরাদি ধূম। উৎকৃষ্ট রসসিন্দুর, শোধিত পারদ, তুতে হরিতাল, মনঃশিলা, মুদ্রাশঙ্খ, বিট্‌লবণ, সোহাগার খৈ, শ্বেত আকন্দের মূল ও মরিচ; ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ৶০ আনা এবং হিঙ্গুল ১৷০ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া ঘৃতে মর্দ্দন করিবে, অনন্তর নির্ধূম কাষ্ঠের কয়লার অগ্নিতে প্রদান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ধূম লাগাইবে।

রসাদিধূম। ফিরঙ্গরোগের প্রাথমিক ক্ষত শুষ্ক ও ফিরঙ্গ বিষ নষ্ট হওয়ার জন্য অথবা ফিরঙ্গের দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে বিবিধবর্ণের পিড়কা ও ক্ষত, ক্ষত হইতে ক্লেদনির্গমন, জ্বরভাব ও বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ধূম রোগীর সর্ব্বাঙ্গে লাগাইবে। ইহা গলিত কুষ্ঠরোগেও উপকারী।

রসাদিধূম। শোধিত পারদ, বঙ্গ, খদির, হরীতকী ভস্ম, কচি কলার ফুলভস্ম ও সুপারী-ভস্ম, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং হিঙ্গুল, হরিতাল, গন্ধক, তুতে, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দেবদারু, বকমকাষ্ঠ ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৶০ আনা। এই সমুদয় চূর্ণ একত্র করিয়া একটি লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডদ্বারা আমরুলের রস, তুলসীপাতার রস এবং পুরাতন গুড় ও ঘৃতসহ ক্রমান্বয়ে মর্দ্দন করিয়া ৬টী বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী অগ্নিতে প্রদান করিবে।

পারদ ব্যবহারে—মুখরোগ। ধূমপ্রয়োগে বা রসচূর্ণ বেশী মাত্রায় অর্থাৎ ২রতি হইতে ৪ রতি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিলে, মুখ আইসে, তখন মুখফোলা, দাঁতের মাঢ়ী স্ফীত হওয়া বা দন্ত-মূল হইতে রক্তস্রাব ও মুখ হইতে লালা নিঃসরণ প্রভৃতি মুখরোগের উপসর্গ উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় বক্ষ্যমান মুখরোগের চিকিৎসার ন্যায়, তাহার চিকিৎসা করিবে। সাধারণতঃ আটকষায়ের জলদ্বারা কুলি করিলেও রোগ প্রশমিত হয়। আট কষায় যথা—আম-ছাল, জামছাল, যজ্ঞডুমুর-ছাল, বটছাল, বকুল-ছাল, আমলকী ছাল, হরীতকী ও অশ্বত্থছাল; এই ৮টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৪ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ ১ পোয়া। এই জলদ্বারা দুই বেলা দুই বার করিয়া কুলি করিবে।

ফিরঙ্গে—মশল্লার জল।

নিম্বাদিক্বাথ। ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় প্রত্যহ দুইবার এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। ইহা রোগের প্রথম অবস্থায়

প্রয়োগ করিলে, বাগী ও দ্বিতীয় অবস্থার লক্ষণ উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা বিলুপ্ত হয়। রোগ আরোগ্য হইলেও কিছুকাল সেবন করা উচিত। প্রথমাবস্থায় তিন চারি মাস ব্যবহার না করিলে বিষ সমূলে নষ্ট হয় না। রসচূর্ণ ব্যবহারের সঙ্গে ব্যবহার করিলে, অথবা পারদদুষ্ট রোগীকে সেবন করাইলে পারদের দোষ নষ্ট হয়। কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় ফিরঙ্গজনিত উদরাময়ে ইহা সহ্য হয় না, কারণ ঔষধের দ্রব্যগুলি অত্যন্ত পিত্তবর্দ্ধক ও বিরেচক।

নিম্বাদিক্কাথ। নিমছাল, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, পল্‌তা, তোপ-চিনি, রেউচিনি, চিরতা, যষ্টিমধু, সাচিফরাস. কালাদানা, রক্তচন্দন, কাবাবচিনি, গুলঞ্চ ও বাসক-ছাল; ইহাদের প্রত্যেকে এক আনা (ছয়রতি) এবং কুমরিয়া কাঁটার মূল ও অনন্তমূল প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। কুমরিয়া কাঁটার মূলের অভাবে সালসার শিকড় অর্দ্ধ তোলা বা অনন্তমূল ১ তোলা দেওয়া যায়। একবেলা দ্বিগুণ মাত্রায় প্রস্তুত করিয়া দুই বেলা সেবন করা যায়। দাস্ত পরিষ্কার না হইলে, তেউড়ীচূর্ণ, সোণামুখী, সোন্দালের শাস বা জঙ্গীহরীতকীচূর্ণ চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা যেমন সহ্য হয় প্রক্ষেপ দিবে।

অনন্তাদ্যক্কাথ। ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় এই ক্কাথ প্রযোজ্য। প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিলে বাগী ও দ্বিতীয় অবস্থার লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে না। প্রথম অবস্থায় নিয়মস্থ রহিয়া দুই তিন মাস সেবন করিলেই ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট ও শরীর সুস্থ হয়। তৃতীয় অবস্থায় নানাবিধ চর্ম্মরোগ ও বাত নষ্ট করে। স্বর্গীয় ৺ গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজ মহাশয় ফিরঙ্গরোগে ইহা প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতেন, আমরাও বহুকাল যাবৎ প্রয়োগ করিয়া ইহার সুফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ২০ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে সেবন করাইয়াছি, তাঁহাদের শরীর অদ্যাপি সুস্থ আছে, ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থার কোন লক্ষণ কদাপি প্রকাশ পায় নাই, বা তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ এই রোগে আক্রান্ত হয় নাই। আমরা দৃঢ়তার সহিত ইহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিই। রোগীর পূর্ব্ব হইতে গ্রহণী বা উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে অথবা তৃতীয় অবস্থায় উদরাময় বা গ্রহণী হইলে ব্যবহার্য্য নহে। কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায়ই প্রযোজ্য। ইহা রক্ত-পরিষ্কারক, বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক এবং ফিরঙ্গ-বিষ ও পারার দোষ নষ্ট করিতে অদ্বিতীয়। বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা সমধিক শক্তিশালী।

অনন্তাদ্যক্বাথ। অনন্তমূল, তোঁপচিনি, সাচিফরাস, গোয়েকম, যষ্ঠিমধু, কলম্বা, তেজোবল, আটমোরা, গোলাপফুল, বীজবন্ধ, বিহিদানা, কালাদানা, হরীতকী ও সোন্দাইল, ইহাদের প্রত্যেকে ✓০ আনা এবং কাবাবচিনি,আকরকরা, রেউচিনি ও সোনামুখী ; ইহাদের প্রত্যেকে এক আনা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। দ্বিগুণ পরিমাণে ঔষধ লইয়া দ্বিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা থাকিতে নামাইয়া দুইবেলা সেবন করা যায়। অনন্তমূলাদি আঠারটি দ্রব্যের প্রত্যেকে দেড় আনা হিসাবে লইয়া বাকী পাঁচ আনা সালসার শিকড় মিশাইলে ঔষধ অধিকতর ফলপ্রদ হয়।

কিরাতাদিক্বাথ। ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় যে কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ প্রাথমিক ক্ষত, পিড়কা বহির্গমন, তালুক্ষত, অক্ষুধা, অগ্নিমান্দ্য, উদরাধ্মান, অনিদ্রা, কোষ্ঠকাঠিন্য, নানাবিধ বাত, রক্তাল্পতা, দুর্ব্বলতা, বুক দুর্ দুর্ করা, আক্ষেপ, গাত্র-গুরুতা, এবং রক্ত ও মাংসাদি ধাতু ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি আক্রান্ত হইলে ও বিষাক্ত মেহরোগ বিদ্যমান থাকিলে, ইহা অতি উপকারী। ইহা শারীরিক বল ও পুষ্টি বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়, কিন্তু গ্রহণী বা উদরাময় সত্ত্বে প্রয়োগ নিষেধ।

কিরাতাদিক্বাথ। চিরতা, দেবদারু, গেয়েকম্‌, সাচিফরাস, তোপচিনি, আকরকরা, দারুচিনি, তেজপত্র, শুঁঠ, বচ, আটমোরা, যষ্ঠিমধু, জটামাংসী, কলম্বা, কাবাবচিনি, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, পিপুল, জঙ্গীহরীতকী, গেঠেলা, যমানী, দারুচিনি, মৌরী, পিপুল, মরিচ, সোমরাজীবীজ, বড়এলাচি, লবঙ্গ, গজপিপুল, শালপাণী, চাকুলে, অশ্বগন্ধা, নিমছাল, বেলছাল, রেউচিনি, সোণামুখী, গোক্ষুর, রক্তচন্দন, গোলাপফুল, পুনর্ণবা, কটকী, ভেরেণ্ডার মূল, বেড়েলা, গুলঞ্চ, দেবদারু, বচ, সোন্দালের শাস, জঙ্গীহরীতকী, সালসার শিকড় ও অনন্তমূল ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহাকে চোয়াইয়া লইলে, তাহাকে চোয়ান মশল্লার জল কহে। চোয়াইতে হইলে উহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা কুট্টিত করিয়া আট সের জলে একদিন ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন বকযন্ত্রে চোয়াইয়া দুই সের জল গ্রহণ করিবে। মাত্রা দুই তোলা॥ প্রত্যহ দুইবার সেব্য।

লবঙ্গাদিক্বাথ। ফিরঙ্গরোগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যে কোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু গ্রহণী বা উদরাময় থাকিলে প্রয়োগ নিষেধ।

লবঙ্গাদিক্বাথ। লবঙ্গ, দারুচিনি, বড়এলাইচ, তেজপত্র, তেজোবল, তোপচিনি, মৌরী, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, দেবদারু, চিরতা, নিমছাল, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, গোলাপফুল ও রেউচিনি

ইহাদের প্রত্যেকে এক আনা এবং অনন্তমূল অর্দ্ধ তোলা ও সালসার শিকড় অর্দ্ধ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহাকে চোয়াইয়া লইলে চোয়ান মণল্লার জল কহে। চোয়াইতে হইলে উক্ত ১৬ দ্রব্যের প্রত্যেকে ২ তোলা এবং অনন্তমূল ৮ তোলা ও সালসার শিকড় ৮ তোলা, কুট্টিত করিয়া পূর্ব্বদিন ভিজাইয়া রাখিবে, পরদিন বকযন্ত্রে চোয়াইয়া দেড়সের জলগ্রহণ করিবে।

হালুয়া। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় প্রবল প্রকোপ হ্রাস-হইলে, অথচ অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ইহা রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু উদরাময় বা গ্রহণী বিদ্যমানে সেবন নিষেধ। ইহা রক্ত পরিষ্কারক এবং বল, পুষ্টি, শুক্র, রক্ত ও জীবনীশক্তি বর্দ্ধক। অনুপান—দুগ্ধ।

হালুয়া। গোলাপফুল, সাচিফরাস, রেউচিনি, কলম্বা, কালাদানা, সোণামুখী, তোপচিনি, আকরকরা, বাদাম, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, শালেমমিশ্রী, বিহিদানা, চাউলমুগরার শাস, অনন্ত মূল ও শালসার শিকড়; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, ঘৃত ৪ তোলা, গব্যদুগ্ধ ৩২ তোলা ও চিনি ৩২ তোলা। প্রথমতঃ দুগ্ধের সহিত চিনি গুলিয়া ছাকিয়া লইবে, পরে ঘৃত কটাহে রাখিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে জাল দিবে ও ঘৃত পাক হইলে চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ তাহাতে নিক্ষেপ করিবে, অনন্তর কিঞ্চিৎ গাঢ় হইলে চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে ও যখন দেখিবে জল রহিত হইয়া গাঢ় হইয়াছে, তখন নামাইয়া ঘৃতপাত্রে রাখিবে। জল থাকিলে পচিবার সম্ভাবনা। আর খর পাক হইলে গুণহীন হয়। অতএব সাবধানে পাক করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা।

উপদংশ ও ফিরঙ্গে—ব্রধ্ন-চিকিৎসা।

লাক্ষাদিকাথ। উপদংশরোগে বা ফিরঙ্গরোগের প্রথম ও দ্বিতীয়াবস্থায় কুচ্‌কি ফুলিয়া উঠিলে, এই প্রলেপ কুচ্‌কিতে প্রয়োগ করিবে।

লাক্ষাদিলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হরীতক্যাদি ক্বাথ। উপদংশরোগে বা ফিরঙ্গরোগের প্রথম ও দ্বিতীয়াবস্থায় কুচ্‌কি ফুলিয়া উঠিলে ও তাহার সহিত জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

হরীতক্যাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাগী বসাইবার জন্য গন্ধবিরজার প্রলেপ অথবা মধু ও চুণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দেওয়া যায়। তদুপরি তিসি বা মসিনার পুল্‌টিস্ দিলে আরও ভাল

হয়। তিসির পুল্‌টিসে পাকাইবার এবং বসাইবার উভয় শক্তিই বর্ত্তমান,—যেটী পাকিবার পাকে ও যেটী বসিবার বসে। তিসি খোলায় করিয়া আগুণে অল্প ভাজিয়া গরম থাকিতে চূর্ণ করিয়া জল মিশ্রিত করিবে ও পুনর্ব্বার আগুণে গরম করিয়া বস্ত্রখণ্ডের একপ্রান্তে স্থাপন পূর্ব্বক অন্য প্রান্তদ্বারা আবৃত করিয়া বাগীর উপরে রাখিয়া বন্ধন করিবে, পুল্‌টীস ঠাণ্ডা হইলে, পুনর্ব্বার আর একটী প্রস্তুত করিয়া ঐরূপে লাগাইবে, এইরূপে যাবৎ না বসে বা পাকে, তাবৎ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। পুল্‌টিসে ফোড়া পাকে, চতুষ্পার্শ্বস্থ পূয ও ক্লেদ একস্থানে সঞ্চিত হয় এবং ফোড়ার উপরিস্থ চর্ম্ম পাতলা হয়। এমন কি অনেক স্থলে পুলটীসের গুণে অনেক সময়ে অন্যান্য ফোড়া স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু চামড়া পুরু হইলে, অনেক সময় বিদীর্ণ হইতে বিলম্ব হয় বা বিদীর্ণ হয় না। কিন্তু ফিরঙ্গজনিত বাগী স্বয়ং বিদীর্ণ হওয়া দূরে থাকুক সহজে পাকেই না। সুতরাং স্বয়ং বিদীর্ণ হইবে, এই জন্য অপেক্ষা করা শ্রেয়স্কর বা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। এ অবস্থায় অস্ত্র-চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণই কর্ত্তব্য, কারণ বিলম্বে মধ্যস্থ রস বা পূয গাঢ় হইলে অন্যদিকে গমন করে ও নালী হয়। পুলটীসের কার্য্য প্রলেপ দ্বারাও হইতে পারে, যে সকল দ্রব্য সাধারণতঃ পিচ্ছিল, তাহা বাটিয়া একটু ঘৃত মিশ্রিত করত নরম কলার পাতায় রাখিয়া গরম করিয়া পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিলেও ফোড়া পাকে,—চতুর্দ্দিকস্থ পূয একত্র হয় ও স্বয়ং বিদীর্ণ হয়। মাষকলাই, খেসারীর দাইল, শিমূলের ছাল, বেড়েলার পাতা, পুঁইগাছের পাতা ও ঘৃত, লাল জবাফুল, তেঁতুল ও ঘৃত, তোকমারি এবং অন্যান্য যে সকল দ্রব্য পিচ্ছিল, তাহাদেরই ঐ সকল গুণ আছে। ফোড়ার চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিবে, কিন্তু মুখে দিবে না, মুখে ফোড়া বিদীর্ণ হওয়ার ঔষধ একটু পুরু করিয়া লাগাইবে। শিমূলের কাঁটা ঘসিয়া ফোড়ার মুখে লাগাইলে, ফোড়া ফাটিয়া যায়, গোরুর দাঁত ঘসিয়া লাগাইলে খুব শীঘ্র ফাটে, পায়রার টাট্‌কা বিষ্ঠা, খেসারির দাইলবাটা প্রভৃতিরও ফোড়া বিদীর্ণ করিবার শক্তি আছে। অনন্তর বিদীর্ণ বা অস্ত্র করা হইলে, নিম্বঘৃত সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া ক্ষতমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া পৃথক্ বস্ত্র দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে। এইরূপে ক্ষত শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত দিনে দুইবার নিমপাতা সিদ্ধ

জলে ক্ষত ধৌত করিবে ও নিম্বঘৃত বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া তদ্দারা ক্ষতস্থান বান্ধিয়া রাখিবে।

উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

ভূনিম্বাদিক্বাথ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা রক্তজ উপদংশে কিম্বা ফিরঙ্গরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় ক্ষত বা পীড়কাজনিত জ্বর প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে, ইহা সেবনে ফিরঙ্গজনিত জ্বর বিনষ্ট ও ক্ষত শুষ্ক হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় না।

ভূনিম্বাদি ক্বাথ। চিরতা, বাসক ছাল, কট্‌কী, পল্‌তা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন ও নিমছাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা॥

অমৃতাদিক্বাথ। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ উপদংশ-রোগে অথবা ফিরঙ্গরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় ক্ষত বা পিড়কাজনিত জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহা ব্রণ-রোপক এবং ক্ষত সংশোধক, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট করিতে সক্ষম নহে।

অমৃতাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দুরালভাদিক্বাথ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ উপদংশরোগে কিম্বা ফিরঙ্গরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় বিভিন্ন বর্ণের পিড়কা বা ক্ষতজনিত জ্বর প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা জ্বর নষ্ট হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় না।

দুরালভাদি ক্বাথ। দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, প্রিয়ঙ্গু, চিরতা, বাসক ও কট্‌কী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ফিরঙ্গরোগে—আমবাত-চিকিৎসা।

অমৃতাগুগ্‌গুলু। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে বা স্থানে-স্থানে পিড়কা কিম্বা তৃতীয় অবস্থায় গাত্রে স্ফোটক বা তজ্জনিত ক্ষত প্রকাশ পাইলে অথবা সেই ক্ষত শুষ্ক হইলে, যদি রোগীর গ্রন্থিস্থলে অসহ্য বেদনা ব ফুলা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেব করিতে দিবে। ইহা সেবনে রক্ত-শুদ্ধি হয় এবং সন্ধিগত বেদনা প্রশমি

হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ সহজে নষ্ট হয় না; পক্ষান্তরে ফিরঙ্গ-বিষ শরীরে বর্ত্তমান না থাকিলে, কখনই তজ্জনিত আমবাত হয় না। এই জন্য রস চূর্ণ বা মশল্লার জলের সহিত এই ঔষধও এক বেলা প্রয়োগ করা উচিত। পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে, ফিরঙ্গজনিত আমবাতে কেবলমাত্র এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, তদ্দ্বারা সাময়িক উপকার হয়, কিন্তু ফিরঙ্গ-বিষ নষ্ট হয় না। গুগ্‌গুলু, মশল্লারজল ও রস-চূর্ণ, তিনটী ঔষধই স্বভাবতঃ বিরেচক, সুতরাং বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য অবস্থায়ই ইহারা সমধিক উপকারী।

অমৃতাগুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৫৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কৈশোরকগুগ্‌গুলু। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে বিবিধবর্ণের পিড়কা এবং তৃতীয় অবস্থায় স্ফোটক বা তজ্জনিত ক্ষত প্রকাশ পাইলে, কিম্বা পিড়কা, স্ফোটক বা ক্ষত না থাকিলে, যদি গ্রন্থিস্থল স্ফীত ও বেদনাবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। অমৃতা গুগ্‌গুলুর ন্যায় ইহা রসচূর্ণ বা মশল্লার জল সেবনের সঙ্গে প্রত্যহ এক-বেলা প্রয়োগ করিবে।

কৈশোরক গুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৭০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যোগরাজগুগ্‌গুলু। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থার যাবতীয় লক্ষণ হ্রাস পাইলে অথচ গ্রন্থিস্থলে বেদনা ও ফুলা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ উষ্ণ জলসহ রোগীকে অমৃতাগুগ্‌গুলুর ন্যায় প্রতিদিন একবেলা রস-চূর্ণ বা মশল্লার জল সেবনের সঙ্গে সেবন করিতে দিবে।

যোগরাজ গুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাপিণ্ডতৈল। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় গাত্রে পিড়কা বা স্ফোটক কিম্বা তজ্জনিত ক্ষত প্রকাশ পাইলে অথবা ঔষধ দ্বারা তাহা হ্রাস হইলে এবং সন্ধিস্থলে বেদনা ও ফুলা বিদ্যমান থাকিলে, এই তৈল রোগস্থানে প্রতিদিন ২।৩ ঘণ্টা মালিশ করিয়া উষ্ণজলদ্বারা ধৌত করিবে।

মহাপিণ্ড তৈল। প্রস্তুতবিধি ৭১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফিরঙ্গরোগে—পিড়কা ও কুষ্ঠ-চিকিৎসা।

চাউলমুগরারতৈল। ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থায় কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং পৈতৃক ফিরঙ্গে সন্তান-সন্ততির নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই তৈল পানে ও মর্দ্দনে মহোপকার সাধিত হয়। ইহা ফিরঙ্গ-বিষ নাশ করিতে সক্ষম। যে সকল চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠ অন্যান্য ঔষধে আরোগ্য হয় নাই, তাহা এই তৈল পানে ও মর্দ্দনে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। যেস্থলে রোগী প্রকৃত রোগ (ফিরঙ্গ) গোপন করিয়াছে, সেই স্থলেই ইহা মর্দ্দনে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে, কেবল ব্যাধিত স্থানে মালিশ করিলে বা লাগাইলেই চলে। নিয়মস্থ রহিয়া ইহা পান ও মর্দ্দন করিলে, কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়। মাত্রা—৫ ফোটা হইতে ১৫ ফোটা। দুইবেলা সেব্য। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

বৃহৎ মরিচাদিতৈল। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় অবস্থায় গাত্রে পিড়কা বহির্গত অথবা তৃতীয় অবস্থায় নানাপ্রকার চর্ম্মরোগ বা কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশের এবং গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে। ইহা যেমন রক্ত-দোষ নাশক, তেমনি চর্ম্মগত নানাবিধ রোগ ও কুষ্ঠ-ব্যাধি-বিনাশক। চিকিৎসক শিরোমণি ৺স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন, তদীয় ভ্রাতা অন্নদাপ্রসাদ সেন ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সেন মহোদয়গণ ঐসকল অবস্থায় এই তৈলই ব্যবস্থা করিতেন।

বৃহৎ মরিচাদিতৈল। সর্ষপতৈল ১৬ সের। যথাবিধি মূর্চ্ছা পাক করিবে। গোমূত্র ৬৪ সের। কল্কদ্রব্য—মরিচ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, আকন্দ-ক্ষীর, গোময়-রস (গোবরের-রস), দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, বিশালা (রাখালশশা), শ্বেতকরবীর মূল, হরিতাল, মনঃশিলা, রক্তচিতারমূল, লাঙ্গলী, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেরবীজ, শিরীষছাল, ইন্দ্রযব, নিমছাল, দাড়িমছাল, সীজেরক্ষীর, গুলঞ্চ, সোন্দালের শাস, ডহরকরঞ্জ-বীজ, মুথা, খদিরকাষ্ঠ, পিপুল, বচ ও লতাফট্কী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা ও কাঠ-বিষ ১৬ তোলা; সমস্ত একত্র কুট্টিত করিয়া তৈলে প্রদান পূর্ব্বক গোমূত্রসহ পাক করিবে। পাক শেষ হইলে ছাকিয়া লইবে।

ফিরঙ্গরোগে—পক্ষাঘাত-চিকিৎসা।

পলাশাদিবটী। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয়াবস্থায় পক্ষাঘাতের

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রতিদিন জলসহ সেবন করিতে দিবে। বরিশালের প্রবীণ চিকিৎসকেরা এই অবস্থায় ইহা প্রায়শঃ ব্যবস্থা করেন।

পলাশাদিবটী। হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া পলাশবীজের ক্বাথে ৩ দিন ভাবনা দিয়া তাহাতে শোধিত কুচিলা-বীজ চূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিবে। বটী ৪ রতি বা ৫ রতি।

হংসাদিঘৃত। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অবস্থায় শরীরের কোন অংশ অসাড় অথবা শুষ্ক হইলে অর্থাৎ পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত ব্যাধিতস্থানে যথারীতি ২।৩ ঘণ্টা মর্দ্দন করিতে দিবে। সন্ধিস্থল স্ফীত ও কোন স্থান অসাড় বোধ হইলে, এই ঘৃত মর্দ্দনে সমধিক উপকার হয়। বরিশালের বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহা বাতরোগে মহোপকারী বলিয়া প্রায়শঃ ব্যবস্থা করেন।

হংসাদি ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিষতিন্দুকতৈল। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় রোগীর সন্ধিস্থলে বেদনা অথবা শরীরের কোন অঙ্গ অসাড় বোধ হইলে, এই তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। ২।৩ ঘণ্টা মালিশ করিয়া উষ্ণ জলদ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে সমধিক উপকার হয়।

বিষতিন্দুক তৈল। প্রস্তুতবিধি ৭১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফিরঙ্গরোগে—যক্ষ্মা, কাস ও হৃদ্রোগ-চিকিৎসা।

পঞ্চতিক্তঘৃত। ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থায় ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হইলে ও যক্ষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ কাস, অল্প জ্বর, শ্বাস ও পার্শ্ব-বেদনা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা নানাবিধ বাত, পিত্ত এবং ক্ষতনাশক ও রক্তশোধক। উপদংশে রক্তশুদ্ধির জন্য ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু। ফিরঙ্গরোগের তৃতীয় অবস্থায় ফুস্‌ফুস্ এবং হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে, কাস ও যক্ষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, ঐ

অবস্থায় এই ঘৃত অত্যন্ত উপকারী। পঞ্চতিক্তঘৃত দ্বারা বিশেষ উপকার বা কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে, ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহাতে নানাবিধ বাতজ ও পিত্তজ ব্যাধি বিনষ্ট এবং সর্ব্বাঙ্গগত ক্ষত শুষ্ক ও রক্তশুদ্ধি হয়। অনু-পান—উষ্ণদুগ্ধ।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৭০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ফিরঙ্গরোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।

বৃহৎ পীযূষবল্লীরস। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় উদরাময় বা গ্রহণী প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ মুথার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে ফিরঙ্গ-বিষও কিয়দংশ নষ্ট হয়।

বৃহৎ পীযূষবল্লী। প্রস্তুতবিধি ৩৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গ্রহণীশার্দ্দূলরস। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় উদরাময় বা গ্রহণী প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে মুথার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে রক্তদুষ্টি এবং ফিরঙ্গ-বিষও কিয়দংশে বিনষ্ট হয়।

গ্রহণীশার্দ্দূলরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও স্বর্ণ ভস্ম ৵০ আনা এবং লবঙ্গ শিমপাতা, জাতীফল, জৈত্রী, ও ছোটএলাইচ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। প্রথমতঃ স্বর্ণ ভস্ম পারদসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে, পরে অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জলদ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক ঝিনুকের মধ্যে রাখিয়া মৃত্তিকালিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া ঘুটের অগ্নিতে পুটপাক করিবে। যখন মুষার বহির্ভাগ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইবে, তখন পাক সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মাত্রা ৫ রতি।

ফিরঙ্গরোগে—শিরঃপীড়া, মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ-চিকিৎসা।

বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত। ফিরঙ্গরোগে মূর্চ্ছা, আক্ষেপ বা শিরোরোগ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে উষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাচৈতসঘৃত। ফিরঙ্গরোগে মূর্চ্ছা, আক্ষেপ বা শিরঃপীড়া প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে উষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

মহাচৈতস ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৬৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত)। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় যকৃৎ অত্যধিক পীড়িত ও তজ্জন্য পাতলা দাস্ত হইলে অথচ শিরঃপীড়া ও মূর্চ্ছা প্রকাশ পাইলে, ঘৃতের পরিবর্ত্তে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। কারণ ঐ অবস্থায় ঘৃত সহ্য হয় না। অনুপান—পানের রস এবং মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস (নারদোক্ত)। প্রস্তুতবিধি ৮০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ফিরঙ্গরোগে—বৃদ্ধি-চিকিৎসা।

দন্তীঘৃত। ফিরঙ্গরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, এই ঘৃত রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ব্রধ্ন অর্থাৎ বাগী হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যায় ও সমধিক উপকার হয়।

দন্তীঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৭৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শতপুষ্পাদিঘৃত। ফিরঙ্গরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

শত পুষ্পাদি ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৭৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে-পথ্য।

উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, লুচি, রুটী, যবমণ্ড, বুট ও মুগের ডাইল এবং পলতা, পটোল, কচিমূলা, আলু, বেগুণ, থোড়, মোচা, ডুমুর, কাচকলা, কপি প্রভৃতি দ্রব্যের ঘৃতপক্ব ব্যঞ্জন রোগীকে পথ্য দিবে। এই রোগে তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য অর্থাৎ উচ্ছে, করলা, বেতাগ্র, নিম্বপত্র ও সেফালিকাপত্র প্রভৃতি সুপথ্য। এতদ্ব্যতীত শজিনাশাক, পুনর্ণবাশাক, ঘৃত, দুগ্ধ, যবমণ্ড, ছাগ বা মুরগীর মাংসের যুষ, মধু ও কূপের জল, এই উভয় রোগে উপকারী। ফিরঙ্গ ও উপদংশের সর্ব্বাবস্থায় তরকারী ঘৃতপক্ব হইলেই ভাল হয়। কিন্তু ফিরঙ্গে যকৃৎ অত্যধিক পীড়িত ও তজ্জন্য পাতলা দাস্ত হইলে, ঘৃত বা ঘৃতসংযুক্ত ব্যঞ্জনাদি সহ্য হয় না। তৈলপক্ব ব্যঞ্জন, তৈলমর্দ্দন, গুরুপাক দ্রব্য অর্থাৎ যাহা সহজে হজম হয় না, অম্লদ্রব্য, দধি, ঘোল, মিষ্টদ্রব্য বিশেষতঃ গুড়, এই সমস্ত ফিরঙ্গ ও উপদংশরোগে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ফিরঙ্গ ও উপদংশরোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, মধ্যাহ্নে অন্ন বা

রুটী এবং রাত্রিতে লঘুপাক দ্রব্য অর্থাৎ যবমণ্ড প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। এতদ্ব্যতীত সঙ্গম, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মল-মূত্রাদির বেগ-ধারণ ও শারীরিক পরিশ্রম ফিরঙ্গরোগে এককালে পরিত্যাজ্য।

গলগণ্ডাদিরোগ-চিকিৎসা।

গলগণ্ডের সাধারণ লক্ষণ। গলদেশে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অণ্ডকোষবৎ যে দৃঢ় শোথ লম্বিতভাবে অবস্থান করে, তাহাকে গলগণ্ড কহে।

বাতিক গলগণ্ডের লক্ষণ। বাতিক গলগণ্ড সূচীবিদ্ধবৎ বেদনান্বিত ও কৃষ্ণবর্ণ শিরাজালে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং ঐ গলগণ্ড কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ ও কঠিন লক্ষিত হয় এবং উহা ক্রমশঃ অর্থাৎ দীর্ঘকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও কদাচিৎ পাকিয়া থাকে; পরন্তু উহাতে রোগী মুখের বিরসতা, তালু ও গলদেশ শুষ্কপ্রায় অনুভব করে।

শ্লৈষ্মিক গলগণ্ডের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক গলগণ্ড, ভারযুক্ত ও শরীরের তুল্য বর্ণবিশিষ্ট, শীতল এবং আকারে বৃহৎ লক্ষিত হয় ও উহা চুলকাইতে ইচ্ছা হয়। এই গলগণ্ড দীর্ঘকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও দীর্ঘকালে পাকিয়া থাকে এবং কদাচিৎ উহাতে বেদনা প্রকাশ পায়। এই রোগে রোগী মুখের মধুরতা, তালু ও গলদেশ কফদ্বারা লিপ্তপ্রায় অনুভব করে।

মেদোজ গলগণ্ডের লক্ষণ। মেদোজনিত গলগণ্ড স্নিগ্ধ, ভারযুক্ত, দুর্গন্ধ ও অল্প বেদনাযুক্ত, পাণ্ডুবর্ণ এবং লাউর ন্যায় লম্বমান হয় ও তাহা চুলকাইতে ইচ্ছা জন্মে, উহার মূলভাগ আকারে ছোট থাকে, পরন্তু শরীরের বৃদ্ধির সহিত উহার বৃদ্ধি ও শরীরের ক্ষয়ের সহিত উহারও ক্ষয় হইয়া থাকে। এই রোগে রোগীর মুখে স্নিগ্ধভাব ও গল-নলীতে সর্ব্বদা শব্দ হয়।

গলগণ্ডের অসাধ্য লক্ষণ। গলগণ্ড এক বৎসরের অধিক কাল-জাত হইলে এবং রোগী কষ্টের সহিত শ্বাস প্রশ্বাস করিলে ও তৎসঙ্গে অরুচি, দুর্ব্বলতা এবং স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, তাহার রোগ অসাধ্য।

গণ্ডমালার লক্ষণ। বাহু-মূল, ঘাড়, গলা বা কুচ্কিতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বদরের ন্যায় কিম্বা আমলকীর ন্যায় যে বহুসংখক গ্রন্থি, মালার সদৃশ প্রকাশ পায় এবং দীর্ঘকাল পরে ঈষৎ পাকে, তাহাকে গণ্ডমালা কহে।

অপচীর লক্ষণ। গণ্ডমালার গ্রন্থি-সমূহের মধ্যে কোনও কোনও গ্রন্থি পাকে ও তাহা হইতে স্রাব হয়, কতকগুলি লুপ্ত হয় ও কতকগুলি নূতন আকার ধারণ করিয়া উত্থিত হয় এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অবস্থান করে, এই অবস্থায় তাহাকে অপচী বলা যায়।

অপচীর সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ। নাসাস্রাব, পার্শ্বশূল, কাস, জ্বর, বমন প্রভৃতি উপদ্রববিহীন অপচীরোগ সাধ্য এবং ঐ সমস্ত উপদ্রবযুক্ত অপচী অসাধ্য।

গ্রন্থির লক্ষণ। বাতাদিদোষ কুপিত হইয়া মাংস, রক্ত, মেদ ও শিরাকে দূষিত করিয়া গোলাকার উন্নত গ্রন্থিবৎ শোথ উৎপাদন করিলে, তাহাকে গ্রন্থি কহে। গ্রন্থি পাঁচ প্রকার যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, মেদোজ এবং শিরাজ গ্রন্থি।

বাতিক গ্রন্থির লক্ষণ। বাতিক গ্রন্থিরোগে আকর্ষণ, ছেদন, সূচী-দ্বারা বিদ্ধপ্রায় অনুভব এবং মন্থন ও বিদারণবৎ বেদনা হয়, ঐ গ্রন্থিগুলি কৃষ্ণবর্ণ, কোমল ও বস্তিবৎ বিস্তারিত হয় এবং বিদীর্ণ হইলে, স্বভাবিক রক্ত-স্রাব হইয়া থাকে।

পৈত্তিক গ্রন্থির লক্ষণ। পৈত্তিক গ্রন্থি রক্ত বা পীতবর্ণ লক্ষিত হয় এবং উহাতে অত্যন্ত দাহ, অত্যন্ত তাপ বিদ্যমান থাকে, শৃঙ্গদ্বারা চূষণবৎ বেদনা ও জ্বালা হয় ও অগ্নিদগ্ধ স্থানের ন্যায় ঐস্থান পাকিয়া থাকে এবং উহা বিদ্ধ করিলে অত্যন্ত দূষিত কাল রক্ত বহির্গত হয়।

শ্লৈষ্মিক গ্রন্থির লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি শীতল, স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত পাষাণবৎ কঠিন এবং অল্প বেদনা ও অত্যন্ত কণ্ডুযুক্ত হয়, পরন্তু বিলম্বে বৃদ্ধি পায় এবং বিদীর্ণ হইলে শুক্লবর্ণ গাঢ় পূয নির্গত হয়।

মেদোজ গ্রন্থির লক্ষণ। মেদোজ গ্রন্থি স্নিগ্ধ,বৃহৎ, কণ্ডু ও বেদনাযুক্ত

হয় এবং শরীরের বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি হয় ও শরীর হ্রাস হইলে, গ্রন্থিও হ্রাস পাইতে থাকে; পরন্তু বিদীর্ণ হইলে, তিল-চূর্ণ বা ঘৃতের ন্যায় মেদঃস্রাব হইয়া থাকে।

শিরাজ গ্রন্থির লক্ষণ। বলবান্ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ বা অতিরিক্ত ব্যায়াম হেতু দুর্ব্বল ব্যক্তির বায়ু প্রকুপিত হইয়া শিরাসমূহকে আকৃষ্ট, সঙ্কুচিত, শোষিত এবং সংহত করিয়া শীঘ্রই উন্নত এবং গোলাকার গ্রন্থি উৎপাদন করে, তাহাকে শিরাজ গ্রন্থি কহে। এই গ্রন্থিতে যদি বেদনা থাকে, তাহা হইলে উহা কষ্টসাধ্য, এবং যদি বেদনা না থাকে অথচ স্থির ও বৃহৎ হয়, তাহা হইলে, উহা অসাধ্য, এতদ্ব্যতীত মর্ম্মস্থান জাত শিরাজগ্রন্থি রোগও অসাধ্য।

অর্ব্বুদের সংপ্রাপ্তিপূর্ব্বক সামান্য লক্ষণ। কুপিত দোষ রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া দেহের কোনও স্থানে গ্রন্থি অপেক্ষা বৃহৎ, গোলাকার, স্থির অথচ অল্প বেদনাযুক্ত মাংসের উচ্চতা সম্পাদন করিলে, তাহাকে অর্ব্বুদ কহে। ইহার মূল বৃহৎ ও গাঢ় হয়, পরন্তু বিলম্বে বৃদ্ধি হয় ও পাকে না।

অর্ব্বুদের বিশিষ্ট লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ, মাংসজ, এবং মেদোজ এই ছয় প্রকার অর্ব্বুদ উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে বাতাদি দোষ-জনিত অর্ব্বুদে বাতজাদি গ্রন্থির লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ বাতিক গ্রন্থির ন্যায় বাতিক অর্ব্বুদের লক্ষণ, পৈত্তিক গ্রন্থির ন্যায় পৈত্তিক অর্ব্বুদের লক্ষণ, শ্লৈষ্মিক গ্রন্থির ন্যায় শ্লৈষ্মিক অর্ব্বুদের লক্ষণ এবং মেদোজ গ্রন্থির ন্যায় মেদোজ অর্ব্বুদের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

রক্তার্ব্বুদের লক্ষণ। কুপিত দোষ রক্ত ও শিরাসমূহকে সঙ্কুচিত এবং সংহত করিয়া অল্পপাক ও স্রাবযুক্ত মাংসপিণ্ড উৎপাদন করিলে, ঐ মাংসপিণ্ড মাংসাঙ্কুর দ্বারা পরিবৃত হইয়া অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়; অথবা পরিণামে উহা হইতে সর্ব্বদা দূষিত রক্ত স্রাব হয়, ইহাকে রক্তার্ব্বুদ কহে; এই রোগ অসাধ্য, রক্তার্ব্বুদে রক্ত-ক্ষয় হইলে, রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয়।

মাংসার্ব্বুদের লক্ষণ। মুষ্ট্যাঘাতাদি জন্য কোনও অঙ্গ পীড়িত হইলে, মাংস দূষিত হইয়া বেদনা রহিত, স্নিগ্ধ, শরীরের সমান বর্ণযুক্ত পাষাণ-

খণ্ডের ন্যায় অথচ সচল গ্রন্থিবৎ শোথ উৎপাদন করে; ইহাকে মাংসার্ব্বুদ কহে, ইহা পাকে না। মাংসাশী ব্যক্তির মাংস দূষিত হইলে, মাংসার্ব্বুদের মূল গাঢ় হয়।

অর্ব্বুদের অসাধ্য লক্ষণ। বাতজাদি সাধ্য অর্ব্বুদের মধ্যে যে অর্ব্বুদ হইতে সর্ব্বদা স্রাব হয় এবং যে অর্ব্বুদ মর্ম্ম-স্থানে বা স্রোত্রাদির (নাসা বা কর্ণরন্ধ্র প্রভৃতির) মধ্যে উৎপন্ন হয় অথবা যে অর্ব্বুদ অচল, তাহা অসাধ্য। একটী অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইলে, তাহার উপরে যদি আর একটী অর্ব্বুদ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সেই অর্ব্বুদকে অধ্যর্ব্বুদ কহে; একত্রই হউক বা ক্রমান্বয়ই হউক, দুইটী অর্ব্বুদ সংলগ্ন হইয়া উৎপন্ন হইলে, উহাকে দ্বিরর্ব্বুদ কহে, উহাও অসাধ্য।

অর্ব্বুদরোগে কফ ও মেদের আধিক্য, দোষের স্থিরতা এবং গ্রন্থির কাঠিন্য হেতু স্বভাবতই সর্ব্বপ্রকার অর্ব্বুদ প্রায়শঃ পাকে না।

গলগণ্ডাদিরোগ-চিকিৎসা-বিধি।

বায়ু, শ্লেষ্মা ও মেদ দূষিত হইয়া গলদেশ ও মন্যাদ্বয়কে (ঘাড়ের দুই পার্শ্ব) আশ্রয় করিয়া বায়ু, কফ বা মেদের লক্ষণযুক্ত অণ্ডকোষবৎ শোথ উৎপাদন করিলে, তাহাকে গলগণ্ড কহে। ফলতঃ দূষিত বায়ু, দূষিত শ্লেষ্মা বা মেদ দ্বারা গলদেশে লম্বমান শোথ হইলে, গলগণ্ড রোগ উৎপন্ন হয়। গলগণ্ড ত্রিবিধ, বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও মেদোজ। ত্রিবিধ গলগণ্ডে বাতাদি দোষভেদে পৃথক্ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। পৈত্তিক গলগণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় না।

মেদ ও কফ প্রকুপিত হইয়া বাহুমূল, মন্যা, গলা বা কুচ্‌কিতে আমলকী বা কুলের ন্যায় আকার বিশিষ্ট মালার সদৃশ বহুগ্রন্থি উৎপাদন করিলে, তাহাকে গণ্ডমালা কহে। গণ্ডমালার গ্রন্থিসকল পরিণামে পাকিয়া যখন স্রাব হইতে থাকে, তখন উহাই আবার অপচীনামে অভিহিত হয়, ফলতঃ গণ্ডমালা ও অপচী একই রোগ। অপচী কিছুকাল স্থায়ী হইলে, আবার ক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত হয় ও ক্ষয়ের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিতে হয়, তবে চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিতে কাহাকেও দেখা যায় নাই।

বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া, মেদ, মাংস, রক্ত ও শিরাসমূহকে দূষিত

করিয়া গোলাকার উন্নত শোথ উৎপাদন করিলে, তাহাকে গ্রন্থিরোগ কহে। গলগণ্ডাদি রোগেও যেমন বায়ু, শ্লেষ্মা ও মেদ দূষিত হয়, এই রোগেও তদ্রূপ ঐ তিনটী দূষিত হয়, কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত গলগণ্ডাদি রোগ হইতে ইহার লক্ষণ সম্পূর্ণ পৃথক্, পরন্তু শরীরের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত ইহার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত গ্রন্থি বিদ্ধ করিলে, দোষবিশেষে বিভিন্ন পদার্থ উহা হইতে নির্গত হইতে দেখা যায়; উহা আকারে গোল ও কিঞ্চিৎ উন্নত হয়। অর্ব্বুদের সহিত গ্রন্থির অবয়বগত অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু গ্রন্থি অপেক্ষা অর্ব্বুদ আকারে বড় হয় ও বিলম্বে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও মেদোজ অর্ব্বুদের সহিত বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও মেদোজ গ্রন্থির লক্ষণের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মাংসার্ব্বুদ ও রক্তার্ব্বুদের লক্ষণ পৃথক্, উহাতে যেরূপ মাংস ও রক্ত দূষিত হয়, গ্রন্থিরোগে সেইরূপ হয় না, মাংস বা রক্তের দোষবশতঃ শরীরের স্থান বিশেষে এই অর্ব্বুদ প্রকাশ পাইয়া থাকে। গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও অপচী হইতে গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ ভিন্ন শ্রেণীর রোগ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে চিকিৎসার সাদৃশ্যবশতঃ প্রাচীন চিকিৎসকগণ উহাদিগকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। গলগণ্ড ও গণ্ডমালার মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য না থাকিলেও, একই ঔষধ দ্বারা উভয় রোগ নিবৃত্তি পাইয়া থাকে, এই জন্যই চিকিৎসা-বিষয়ে উহারা একই শ্রেণীর অন্তর্গত।

গলগণ্ডরোগের প্রথমাবস্থায় বায়ুর প্রবলতা থাকিলে, হস্তিকর্ণপলাশের মূল আতপ তণ্ডুলের জলে মর্দ্দন করিয়া গলগণ্ডে প্রলেপ দিবে অথবা পানা-ভস্ম সর্ষপতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে। রোগ পুরাতন হইলে, অমৃতাদ্যতৈল রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক গলগণ্ড রোগের নূতনাবস্থায় সর্ষপাদিলেপ প্রয়োগ বা পক্ব তিক্ত লাউয়ের রসে বিট্‌লবণ ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে সমধিক উপকার হয়। পানা-ভস্ম গোমূত্রে পাক করিয়া ছাকিয়া রোগীকে পান করিতে দিলেও বেশ উপকার হয়। গলগণ্ডরোগে মেদের আধিক্য থাকিলে, ঐ গলগণ্ডে হুড়্‌হুড়ে ও রসোনের পুলটিস প্রদান করিবে, ঐ পুলটিস প্রদান করিলে গলগণ্ড পাকে ও ফাটিয়া যায় এবং উহা হইতে পূষরক্তাদি নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু বায়ুর প্রবলতা থাকিলে প্রায়শঃ ঐ প্রলেপে তাদৃশ উপকার হয় না।

রোগ পুরাতন হইলে ; তুম্বীতৈল নস্যরূপে প্রয়োগ করিবে এবং লক্ষ্মীবিলাস-রস, মহালক্ষ্মীবিলাস বা শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যথানিয়মে তৈল ও ঔষধ প্রয়োগ করিলে, রোগ অনেকাংশে হ্রাস পায়। অনেকে মনে করেন যে, এই রোগ উৎপন্ন হইলে কিছুতেই আরোগ্য হয় না, কিন্তু এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক. দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পথ্যাশী হইয়া ঔষধ সেবন করিলে, রোগ আরোগ্য হয়, তবে রোগ পুরাতন হইলে, অবশ্যই একেবারে আরোগ্য হয় না, তথাপি যথারীতি ঔষধ ও সুপথ্যদ্বারা রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কর্ণদ্বয়ের বহিঃস্থ সন্ধিস্থলে যে ৩টী শিরা আছে, তাহা উপর্য্যুপরি বিদ্ধ করিলেও, গলগণ্ডরোগ অনেকাংশে হ্রাস হয়।

গণ্ডমালারোগের নূতনাবস্থায় তণ্ডুলোদকে কাঞ্চনছাল পেষণ করিয়া তাহাতে শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে অথবা শুঁঠচূর্ণের সহিত কাঞ্চনছালের কাথ কিম্বা মধুর সহিত বরুণছালের কাথ রোগীকে পান করিতে দিবে। রোগ প্রথম প্রবল হইলে, কাঞ্চনার গুগ্‌গুলু রোগীকে সেবন করিতে দিবে। স্কন্ধ ও গলদেশস্থিতরোগ পুরাতন হইলে শাখোটকতৈল বা নির্গুণ্ডীতৈল মর্দ্দন বা নস্যরূপে গ্রহণ করিতে দিবে।

অপচীরোগের প্রথমাবস্থায় শোভাঞ্জনাদ্যলেপ বা সর্ষপাদিলেপ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া রোগস্থানে প্রয়োগ করিবে এবং কাঞ্চনারগুগ্‌গুলু সেবন করিতে দিবে। এই রোগে ব্যোষাদ্যতৈলের নস্য প্রয়োগে, বিশেষ উপকার হয়। এতদ্ভিন্ন চন্দনাদিতৈল পান ও গুঞ্জাদ্যতৈল স্থানিক মালিশ করিলে, সমধিক উপকার পাওয়া যায়।

গ্রন্থিরোগের পক্ক ও অপক্ক অবস্থায় পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অপক্কা-বস্থায় যাহাতে ঐ ফুলা হ্রাস হয়, তাদৃশ প্রলেপ প্রয়োগ করিবে ; কিন্তু পক্ক হইলে উহা বিদ্ধ করিয়া ক্ষত-নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যদি গ্রন্থিরোগ ঔষধ প্রয়োগে হ্রাস না হয়, তাহা হইলে শস্ত্রদ্বারা উহাকে বিদ্ধ করিয়া ব্রণনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাতিক গ্রন্থিরোগের অপক্কা-বস্থায় হিংস্রাদ্যলেপ প্রয়োগ করিবে ; ঐ প্রলেপ কিছুদিন প্রয়োগ করিলে গ্রন্থিসকল মিলাইয়া যায়। এই সময় কাঞ্চনার গুগ্‌গুলু প্রত্যহ সেবন করিতে

দিলে, রোগের পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। পৈত্তিক গ্রন্থিরোগে জলৌকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া মধুকাদ্য-প্রলেপ গ্রন্থিতে প্রয়োগ করিবে এবং কাঞ্চনারগুগ্‌গুলু সেবন করিতে দিবে। শ্লৈষ্মিক গ্রন্থিরোগীকে দাস্ত প্রদান করিয়া স্বেদ-প্রয়োগ করিবে; অনন্তর গ্রন্থিগুলি অঙ্গুলিদ্বারা টিপিয়া দিবে। বিকঙ্কতাদিপ্রলেপ, ইহাতে প্রয়োগ করিলে, সমধিক উপকার হয়। দণ্ত্যাদি প্রলেপ প্রয়োগ করিলে গ্রন্থিসকল ফাটিয়া যায়। এই অবস্থায় কাঞ্চনারগুগ্‌গুলু প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়।

অর্ব্বুদরোগে গ্রন্থিরোগের ন্যায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে; বাত্তিক অর্ব্বুদরোগে স্বেদ প্রদান ও রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য; নুহ্যাদি স্বেদ এই অবস্থায় অতি উপকারী। রোগ পুরাতন হইলে, কাঞ্চনারগুগ্‌গুলু সেবন করিতে দিবে। পিত্তার্ব্বুদে রোগীকে প্রথমতঃ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পরে সর্জ্জরসাদ্যলেপ প্রদান করিবে। শ্লৈষ্মিক অর্ব্বুদে শঙ্খাদিলেপ, মূলকাদ্যলেপ বা শিগ্রুকাষ্ঠলেপ প্রদান করিবে; বটদুগ্ধাদিলেপ বা গন্ধাদিলেপও রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় প্রদান করা যাইতে পারে। শ্লৈষ্মিক অর্ব্বুদ দীর্ঘকালজাত হইলে, কাঞ্চনার গুগ্‌গুলু রোগীকে সেবন করাইবে।

অধ্যর্ব্বুদরোগে বটদুগ্ধাদিলেপ বা গন্ধাদিলেপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। মর্ম্মস্থানজাত অর্ব্বুদরোগে উপোদিকা লেপ প্রয়োগ করিবে। অর্ব্বুদরোগে, এই সমস্ত প্রলেপ প্রয়োগে অর্ব্বুদের মাংস নরম হয় ও অনেকস্থলে ঐসকল প্রলেপ দ্বারাই রোগ হ্রাস পায়। অবস্থাবিশেষে উহার কোনও অংশ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলে, অবশিষ্টাংশ দগ্ধ বা শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে। অর্ব্বুদ উৎপাটনকালে বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ কার্য্য করিবে; নচেৎ উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হইতে পারে।

গলগণ্ডাদিরোগে—ঔষধ।

গিরিকর্ণিকাযোগ। শ্লৈষ্মিক গলগণ্ড কণ্ডুযুক্ত ও আকারে বৃহৎ হইলে এবং শ্লৈষ্মিক লক্ষণ অর্থাৎ মাথায় ভারবোধ ও মুখের মিষ্টতা প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ ঘৃতসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গিরিকর্ণিকা যোগ। সাদা অপরাজিতার মূল শিলায় পেষণ করিবে। মাত্রা ৵৫ আনা।

মণ্ডূরযোগ। বাতিক গলগণ্ডে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও উহার চতুর্দ্দিক কৃষ্ণবর্ণ শিরাজালদ্বারা ব্যাপ্ত হইলে, বিশেষতঃ বায়ুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ মধুর সহিত মিশাইয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

মণ্ডূর যোগ। মহিষীর মূত্রে মণ্ডূর একমাস ভিজাইয়া রাখিবে, অনন্তর উহাকে মূষা-মধ্যে রাখিয়া দগ্ধ করিয়া লইবে।

হিংস্রাদিলেপ। বাতিক গ্রন্থিরোগের প্রথমাবস্থায় সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও গ্রন্থিসমূহের কৃষ্ণাভা লক্ষিত হইলে, এই প্রলেপ লাগাইবে।

হিংস্রাদি লেপ। কেলেকড়া, কটকী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, শ্যোণাছাল, বিল্বছাল, অগুরু, শজিনা ও তালমূলী; এই সকল দ্রব্য গোপিত্তে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে।

মধুকাদ্যলেপ। পৈত্তিক গ্রন্থি পীতবর্ণ বা লালবর্ণ লক্ষিত হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও তাপ বিদ্যমান থাকিলে, এই প্রলেপ প্রদান করিবে।

মধুকাদ্য লেপ। যৌলফুল, জামছাল, অর্জ্জুন ছাল ও বেতস; এই কয়েকটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে।

বিকঙ্কতাদি লেপ। শ্লৈষ্মিক গ্রন্থিরোগে গ্রন্থিগুলি অত্যন্ত কঠিন, অল্প বেদনাযুক্ত ও তাহাতে কণ্ডূ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ গ্রন্থির উপর প্রয়োগ করিবে।

বিকঙ্কতাদি লেপ। বৈঁচ, সোন্দাল, কুঁচমূল, কেলেকড়া ও ইঙ্গুদী বৃক্ষের ছাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে উত্তম রূপে পেষণ করিবে।

দন্ত্যাদিলেপ। শ্লৈষ্মিক গ্রন্থিসকল কঠিন, স্বাভাবিক বর্ণ ও অল্প-বেদনাবিশিষ্ট হইলে, এবং তাহাতে অত্যন্ত কণ্ডূ প্রকাশ পাইলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে। মেদোজ গ্রন্থিরোগেও গ্রন্থিসকল স্নিগ্ধ এবং বৃহৎ লক্ষিত হইলে, এই প্রলেপ প্রদান করা যায়; এই প্রলেপ প্রয়োগে গ্রন্থি ফাটিয়া যায়।

দন্ত্যাদি লেপ। দন্তীমূল, রক্তচিতার মূল, সীজের ক্ষীর, আকন্দের ক্ষীর, গুড়, ভেলার-আঠা ও হিরাকস; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে।

সর্জ্জিকাদ্যালপ। শ্লৈষ্মিক গ্রন্থিসকল কঠিন, অল্প বেদনা ও অত্যন্ত কণ্ডূযুক্ত হইলে এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, গ্রন্থির উপর এই

প্রলেপ প্রয়োগ করিবে; মেদোজ গ্রন্থিসকল স্নিগ্ধ ও বৃহৎ হইলে এবং তাহাতে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই লেপ প্রদান করা যায়। ইহা প্রয়োগে গ্রন্থি ফাটিয়া যায়।

সর্জ্জিকাদ্য লেপ। সাজিমাটী, মূলাভস্ম ও শঙ্খভস্ম; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে।

সর্জ্জরসাদি লেপ। পৈত্তিক অর্ব্বুদ রক্ত বা পীতবর্ণ লক্ষিত হইলে এবং তাহাতে তাপ বিদ্যমান থাকিলে, এই প্রলেপ অর্ব্বুদের উপর প্রয়োগ করিবে।

সর্জ্জরসাদি লেপ। ধূনা, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, লোধ, রসাঞ্জন ও যষ্টিমধু; এই সকল দ্রব্য উত্তম রূপে পেষণ করিবে এবং মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

শঙ্খাদি লেপ। শ্লৈষ্মিক অর্ব্বুদ স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট ও অত্যন্ত কঠিন হইলে এবং তাহাতে অল্প বেদনা ও অত্যন্ত কণ্ডূ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। মাংসজ ও অধ্যর্ব্বুদরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

শঙ্খাদি লেপ। শঙ্খচূর্ণ, হরিদ্রাভস্ম ও মূলার ক্ষার; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উপর্য্যুপরি অর্ব্বুদের উপর প্রলেপ দিবে।

শিগ্রুকাদি লেপ। শ্লৈষ্মিক অর্ব্বুদ স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট এবং তাহাতে অত্যন্ত কণ্ডূ ও অল্প বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে।

শিগ্রুকাদি লেপ। শজিনার বীজ, মূলার বীজ, সর্ষপ, তুলসী, যব ও করবীর মূল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘোলসহ মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

বটদুগ্ধাদি লেপ। শ্লৈষ্মিক অর্ব্বুদ স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট এবং বৃহৎ হইলে ও তাহাতে কণ্ডূতা এবং অল্প বেদনা বিদ্যমান থাকিলে অথচ অর্ব্বুদ প্রবল ভাবে কোন স্থান আক্রমণ করিলে, এই প্রলেপ অর্ব্বুদের উপর লাগাইলে, ৭ দিন মধ্যে ঐ অর্ব্বুদ দূরীভূত হয়। মাংসজ ও অধ্যর্ব্বুদরোগে ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বটদুগ্ধাদি লেপ। বটের ক্ষীর, কুড় ও পাঙ্গা লবণ; একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে।

গন্ধাদি লেপ। বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বা মাংসার্ব্বুদের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই লেপ অর্ব্বুদের উপর প্রদান করিলে, উপকার পাওয়া যায়।

গন্ধাদি লেপ। গন্ধক, মনঃশিলা, শুঁঠ ও সীসকভস্ম, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তাহাতে কাকলাসের রক্ত মিশ্রিত করিয়া লেপ দিবে।

উপোদিকা লেপ। মর্ম্মস্থানে অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ অর্ব্বুদের উপর প্রয়োগ করিবে।

উপোদিকা লেপ। পুঁইপাতা, কাঁজি ও ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

হরিদ্রাদি লেপ। মেদোজ অর্ব্বুদ, স্নিগ্ধ ও বৃহৎ হইলে এবং তাহাতে কণ্ডু ও বেদনা বিদ্যমান থাকিলে, এই প্রলেপ অর্ব্বুদের উপর প্রয়োগ করিবে।

হরিদ্রাদি লেপ। হলুদ, লোধ, রক্তচন্দন, ঝুল ও মনঃশিলা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে।

স্নুহ্যাদি স্বেদ। বাতিক অর্ব্বুদে অত্যন্ত বেদনা ও অর্ব্বুদ কৃষ্ণবর্ণ এবং কোমল লক্ষিত হইলে, এই স্বেদ তাহার উপর প্রয়োগ করিবে।

স্নুহ্যাদি স্বেদ। সীজ ও মঞ্জিষ্ঠা সমভাগে লইয়া পেষণপূর্ব্বক উষ্ণ করতঃ শুক বস্ত্রে বন্ধন করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে।

নিষ্পাবাদি লেপ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও মেদোজ অর্ব্বুদ-রোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ অর্ব্বুদে লাগাইয়া অধিক-ক্ষণ রাখিবে, তৎপর যখন দেখিবে যে মক্ষিকা সন্তান প্রসব করিয়াছে, এবং অর্ব্বুদের অধিকাংশ ভক্ষণ করিয়াছে, তখন অর্ব্বুদের অবশিষ্টাংশ ছেদন করিয়া অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে, অবশিষ্ট অল্পাংশ সীসা, তামা বা লৌহ নির্ম্মিত পাত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ক্ষার, অগ্নি-প্রয়োগ বা শস্ত্র দ্বারা উৎপাটন করিবে, কিন্তু শস্ত্র-প্রয়োগ-কালে রোগীর বলের উপর দৃষ্টি রাখিবে। অর্ব্বুদ স্বয়ং পাকিয়া উঠিলে, পাকের নিয়মানুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে, অর্থাৎ ব্রণ-নিবারক ঔষধ তাহাতে প্রয়োগ করিবে।

নিষ্পাবাদি লেপ। শিম, খইল, কুলখকলায় ও অধিক পরিমিত মাংস; এই সকল দ্রব্য দধির সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

কাঞ্চনার গুগ্‌গুলু। গলগণ্ড, অপচী, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদরোগে বাতিক পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক লক্ষণ প্রবল হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি এবং অগ্নি সবল হয়। গলগণ্ডাদি রোগের প্রথম বা মধ্য অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করান যায়। এই ঔষধ ভগন্দর ও ব্রণ প্রভৃতি রোগে সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, মুণ্ডিরীর ক্বাথ, খদির কাষ্ঠের ক্বাথ বা হরীতকীর ক্বাথ।

কাঞ্চনার গুগ্‌গুলু। কাঞ্চন-ছাল ৪০ তোলা এবং শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা, হরীতকী, বহেড়া ও আমলা; ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা, বরুণ-ছাল ২ তোলা, তেজপাতা, এলাইচ ও দারুচিনি, ইহাদের প্রত্যেকে ৷৷০ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে, অনন্তর সমস্ত চূর্ণের সমান শোধিত গুগ্‌গুলু লইয়া ঘৃত সহ মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৷৷০ তোলা।

রৌদ্ররস। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও মাংসজ অর্ব্বুদরোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে। মেদোজ অর্ব্বুদরোগেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

রৌদ্ররস। পারদ ও গন্ধক সমপরিমাণে লইয়া কজ্জলীকরত তাহার সহিত পান, পলাশ-ছাল, পুনর্ণবা; গোমূত্র ও পিপুল-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর মূষামধ্যে রাখিয়া লঘু পুটে পাক করিবে। মাত্রা ১ রতি।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু। গণ্ডমালা এবং পৈত্তিক ও রক্তজ অর্ব্বুদ বা অপচীরোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং রোগ পুরাতন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ প্রতিদিন অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে ২।১ বার দাস্ত পরিষ্কার হয় এবং ব্রণাদির দোষ সংশোধন হয়।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু। প্রস্তুতবিধি ৭০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তুম্বী তৈল। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক গলগণ্ডরোগ পুরাতন হইলে এবং গলগণ্ডে অল্প বেদনা ও কণ্ডু বিদ্যমান থাকিলে, প্রত্যহ প্রাতে অল্পমাত্রায় এই তৈলের নস্য প্রদান করিবে।

তুম্বীতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। পাকা তিতলাউয়ের রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, বচ, রাস্না, রক্তচিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হিং ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

শাখোটক তৈল। স্কন্ধ, গলা ও গ্রীবাদেশস্থিত শিরাদ্বয়ে গণ্ডমালা উৎপন্ন হইলে এবং তাহা দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে।

শাখোটকতৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—শেওড়া-ছাল /৮ সের, জল, ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শেওড়া-ছাল /১ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

নির্গুণ্ডী তৈল। স্কন্ধ, গলা ও গ্রীবাদেশস্থিত শিরাদ্বয় আশ্রয় করিয়া গণ্ডমালা উৎপন্ন হইলে এবং তাহা দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে। গণ্ডমালারোগে মাথায় ভার বোধ বা বেদনা বিদ্যমান থাকিলে, তাহাও, ইহাতে দূরীভূত হয়।

নির্গুণ্ডী তৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। নিশিন্দাপাতার রস ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—ঈষলাঙ্গলার মূল /১ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বিম্বাদি তৈল। স্কন্ধ, গলা ও গ্রীবাদেশস্থিত শিরাদ্বয় আশ্রয় করিয়া গণ্ডমালা প্রকাশ পাইলে এবং তাহা দীর্ঘকাল জাত হইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে।

বিম্বাদি তৈল। কটুতৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—তেলাকুচার মূল, করবী-মূল ও নিশিন্দা ; ইহারা সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

ব্যোষাদ্যতৈল। গলা, স্কন্ধদেশ ও গ্রীবার শিরাদ্বয় আশ্রয় করিয়া অপচীরোগ প্রকাশ পাইলে এবং রোগ পুরাতন অথচ রোগীর শরীর বাত-শ্লেষ্মপ্রধান হইলে, প্রত্যহ প্রাতে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে।

ব্যোষাদ্য তৈল। কটুতৈল /৪ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব ও দেবদারু ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

অমৃতাদ্যতৈল। বাতিক গলগণ্ডরোগে প্রবল বেদনা বিদ্যমান থাকিলে এবং রোগ পুরাতন হইলে, এই তৈল ২০।৩০ ফোঁটা মাত্রায় উষ্ণ-দুগ্ধসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অমৃতাদ্য তৈল। তিল তৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—পদ্মগুড়ূচী, নিমছাল, হংসপদী, কুড়চিছাল, পিপুল, বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলা ও দেবদারু; ইহাদের প্রত্যেকে /১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পূর্ব্বোক্ত ৮টী দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

সিন্দূরাদিতৈল। গলগণ্ডরোগে এবং কুচ্‌কি, স্কন্ধ ও গলা প্রভৃতি স্থানে অপচী প্রকাশ পাইলে অথচ রোগ পুরাতন হইলে, এই তৈল রোগস্থানে মালিশ করিতে দিবে।

সিন্দূরাদি তৈল। কটু তৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কেশুত্যার রস ১৬ সের ও চাকুন্দে মূল /॥০ আধসের মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাকশেষে ছাকিয়া সিন্দূর /॥০ আধসের তাহাতে প্রদান করিবে ও ছাকিয়া লইবে।

গুঞ্জাদ্যতৈল। অপচীরোগে গ্রন্থিসমূহ পাকিলে, এই তৈল গ্রন্থিতে মর্দ্দন করিতে দিবে। ইহা প্রয়োগে পক্কতা দূরীভূত হয় এবং সেই স্থানে পুনরায় গ্রন্থি উৎপন্ন হয় না। পুরাতন অবস্থায় গ্রন্থির উপর মালিশ করিলে, গ্রন্থিসকল ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া থাকে। তৈল মর্দ্দনকালে ঐ তৈলে পিপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, করকচলবণ, সাম্ভারলবণ ও সৌবর্চ্চল লবণ, এই সকল সমভাগে প্রক্ষেপ দিয়া লইবে। এই তৈল, অর্ব্বুদ ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

গুঞ্জাদ্য তৈল। কটু তৈল /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—কুঁচমূল, করবীমূল, বিস্তারক, আকন্দের আঠা ও সরিষা প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত /১ সের, গোমূত্র- /১৬ সের। এই তৈল ১০ বার এইরূপ ভাবে পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

অপচীরোগে—জ্বর-চিকিৎসা।

ভূনিম্বাদি ক্বাথ। অপচীরোগে অল্পজ্বর প্রকাশ পাইলে ও গণ্ডমালার গ্রন্থিসমূহ পাকিয়া উঠিলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে ক্ষত হ্রাস হয়।

ভূনিম্বাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৮৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

অমৃতাদি ক্বাথ। অপচীরোগে অল্প জ্বর ও গ্রন্থিসকলের পকতা বৃদ্ধি পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অমৃতাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ৭০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গলগণ্ডাদিরোগে জ্বর ও কাসাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, নবজ্বর-চিকিৎসার উপদ্রবানুসারে চিকিৎসা করিবে এবং তদনুসারে লঙ্ঘনাদি প্রয়োগ করিবে; সুতরাং উপদ্রব চিকিৎসা পৃথকরূপে বর্ণিত হইল না। অপচীরোগের পরিণাম, ক্ষয়। তখন ক্ষয়রোগের চিকিৎসা করা উচিত, কিন্তু এই অবস্থায় উপনীত হইলে, রোগীর জীবনের আশা থাকে না।

গলগণ্ডাদিরোগে—পথ্য।

গলগণ্ডাদিরোগে জ্বর, কাসাদি উপদ্রব প্রবল হইলে, তদনুসারে পথ্য দিবে, সাধারণ অবস্থায় পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগডাইল, পটোল, শাজনা, করলা, বেতের ডগা এবং অন্যান্য কটু ও রুক্ষদ্রব্য পথ্য দিবে।

ক্ষীর, দধি, ছানা, চিনি, আনুপদেশজ মাংস, পিষ্টক, অম্ল-দ্রব্য, মধুর-দ্রব্য, ও গুরুপাক-দ্রব্য, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ রোগাক্রান্ত-ব্যক্তিকে কখন সেবন করিতে দিবে না।

ভগন্দর-চিকিৎসা।

ভগন্দরের সাধারণ লক্ষণ। গুহ্যদেশের পার্শ্বে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে বেদনাদায়ক পীড়কা উৎপন্ন হইয়া বিদীর্ণ হইলে, তাহাকে ভগন্দর কহে।

শতপোনকের নিদানপূর্ব্বক লক্ষণ। কষায় ও রুক্ষদ্রব্য সেবনদ্বারা বায়ু অতি কুপিত হইলে, গুহ্য-দেশে যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, প্রথমাবধি তাহার চিকিৎসা না করিলে, উহাতে প্রবল বেদনা হয় ও উহা পাকিয়া উঠে, উহা বিদীর্ণ হইলে, অরুণবর্ণ ফেন নিঃসৃত হয় এবং ক্ষত-মুখ হইতে মল, মূত্র, শুক্র নির্গত হইয়া থাকে; পরন্তু ঐ ব্রণ বহুমুখবিশিষ্ট হইয়া শতপোনক

অর্থাৎ চালুনীর আকারে পরিণত হইলে, তাহাকে শতপোনক কহে। ইহাই বাতিক ভগন্দর।

উষ্ট্রগ্রাবের লক্ষণ। পিত্তের প্রকোপবশতঃ গুহ্যদেশের পার্শ্বে যে পীড়কা উৎপন্ন হয়, তাহা শীঘ্র পাকে ও তাহা হইতে উষ্ণ ও দুর্গন্ধ পূযাদি স্রাব হয়। উষ্ট্রের গ্রীবার ন্যায় ইহার আকার বক্র হয় এই জন্য এই ভগন্দরকে উষ্ট্র-গ্রীব কহে। ইহাই পৈত্তিক ভগন্দর।

পরিস্রাবীর লক্ষণ। পরিস্রাবী ভগন্দরে কণ্ডূ, স্রাব ও অল্প বেদনা বিদ্যমান থাকে এবং উহা শ্বেতবর্ণ ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট হয়। ইহাই শ্লৈষ্মিক ভগন্দর।

শম্বূকাবর্ত্ত ভগন্দরের লক্ষণ। শম্বূকাবর্ত্ত ভগন্দরে পূর্ব্বোক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক ভগন্দরের ন্যায় বর্ণ, বেদনা ও স্রাব বিদ্যমান থাকে; প্রথম পীড়কাবস্থায় ইহার আকার গো-স্তনের ন্যায় লক্ষিত হয়, পরে ভগন্দরে পরিণত হইলে, শম্বূকাবর্ত্তের (শম্বূকের প্যাচের) ন্যায় লক্ষিত হয়, এই জন্য ইহাকে শম্বূকাবর্ত্ত কহে। ইহাই ত্রিদোষজ ভগন্দর।

উন্মার্গীর লক্ষণ। নখ ও কণ্টকাদিদ্বারা গুহ্যদেশ ক্ষত হইলে, যদি তাহার যথারীতি চিকিৎসা না করা যায়, তাহা হইলে, শোষ (নালী) উৎপন্ন হইয়া ক্রিমি জন্মে; অনন্তর ঐ ক্রিমিসকল উহা বিদীর্ণ করিয়া বহুমুখযুক্ত ব্রণ উৎপাদন করে; ইহাকে উন্মার্গী ভগন্দর কহে।

ভগন্দরের অসাধ্য লক্ষণ। সর্ব্ববিধ ভগন্দরই কষ্টসাধ্য অর্থাৎ কষ্টে আরোগ্য হয়, কিন্তু ত্রিদোষজ অর্থাৎ শম্বূকাবর্ত্ত এবং ক্ষতজ অর্থাৎ উন্মার্গী ভগন্দর অসাধ্য। ভগন্দর হইতে মল, মূত্র ও শুক্র নির্গত হইলে, সেই ভগন্দরও অসাধ্য।

ভগন্দর-চিকিৎসা-বিধি।

গুহ্যদেশের পার্শ্বে দুই অঙ্গুলি পরিমিতস্থানে ভগন্দর জন্মে। এই রোগে গুহ্যদেশ, ভগ ও বস্তি ভগের (যোনির) ন্যায় বিদীর্ণ হয়, এইজন্য ইহাকে ভগন্দর কহে। ভগন্দররোগ পঞ্চবিধ; একদোষজ অর্থাৎ বাত্তিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, এবং ত্রিদোষজ ও ক্ষতজ। ইহা দ্বিদোষজ

বা রক্তজ হয় না। বাতাদিদোষের প্রকোপবশতঃ ভগন্দর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক ভগন্দরে প্রথমে নির্দ্দিষ্টস্থানে একটী পীড়কা অর্থাৎ চলিত ভাষায় যাহাকে ফুস্কুড়ি বলা যায়, তাহাই উৎপন্ন হয়, তখন উহা তাদৃশ কষ্টপ্রদ হয় না, সময়ে সময়ে চুলকায় মাত্র; সুতরাং যাহারা ঐ ব্যারামের প্রকৃত মর্ম্ম পরিজ্ঞাত নহে, তাহারা প্রথমতঃ উহাকে গ্রাহ্য করে না; কিন্তু পরিণামে এই রোগই মারাত্মক হইয়া পড়ে; শরীরের অন্যান্যস্থানে এইরূপ একটী ফুস্কুড়ি হইলে, অবশ্য তাহা কষ্টপ্রদ হয় না, কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্টস্থানে এইরূপ ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি উৎপন্ন হইলে, তাহা পরিণামে অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করে। পীড়কা উৎপন্ন হইলে, তখনই তাহার প্রতীকার করিলে, অনেকস্থলে রোগ আরোগ্য হয় বা বৃদ্ধি পাইতে পারে না। প্রথমাবস্থায় পীড়কায় শোথ অর্থাৎ ফুলা লক্ষিত হইলে, উহার শোষণ করিবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ পীড়কার শোথ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বা পাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়। এই জন্য পীড়কার শোথ উপস্থিত হইবামাত্র রোগীকে উপবাস এবং বিরেচক ঔষধ প্রদান করা আবশ্যক, বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে, বাতাদিদোষ হ্রাস হয় ও ফুলা অনেকাংশে প্রশমিত হইয়া থাকে। এইরূপভাবে কয়েকদিন উপবাস বা লঘুপথ্য ভোজন এবং বিরেচক ঔষধ প্রদান করিলে পীড়কা পাকিতে পারে-না। কিন্তু শোথবৃদ্ধি হইলে উপবাস ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না, এমতাবস্থায় জলোকাদ্বারা ঐস্থানের রক্তমোক্ষণ করিলে সমধিক উপকার হয়, দূষিতরক্ত নির্গত হইলে, পাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি ঐ রক্ত সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ পাকিতে আরম্ভ হয়। ভগন্দর পাকিয়া উঠিলে, কোন্‌দিকে নালী হইয়াছে, তাহা এষণী নামক যন্ত্রদ্বারা অন্বেষণ করিয়া তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ করিবে এবং বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া উহার চিকিৎসা করিবে। এই অবস্থায় নালীতে বর্ত্তি প্রয়োগ ও রোপক প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। ভগন্দর পাকিয়া উঠিলে স্নুহ্যাদিবর্ত্তি নালীতে প্রয়োগ করিবে, ঐ বর্ত্তি প্রয়োগে নালীর মধ্যস্থিত পূযরক্তাদি নির্গত হয়। এই সময় ত্রিফলার

কাথদ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে এবং ব্রণশোধনার্থ বাহ্য প্রলেপ ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাহ্য প্রলেপদ্বারা ব্রণশুদ্ধ হয় ও ক্লেদ নির্গত হইয়া যায়; আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগে বাতাদিদোষ প্রশমিত হয় ও রক্তদোষ হ্রাস হয়, সুতরাং ভগন্দর শীঘ্রই দূরীভূত হইয়া থাকে। রসাঞ্জনাদিলেপ, তিলাদিলেপ, কুষ্ঠাদিলেপ, ত্রিবৃতাদিলেপ, ব্রণের সংশোধনার্থ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। খদিরাদি কাথ, নবকার্ষিক গুগ্‌গুলু, সপ্তবিংশতিকগুগ্‌গুলু, ব্রণগজাঙ্কুশরস প্রভৃতি ঔষধ বাতাদিদোষভেদে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত ব্রণের ক্ষত শুষ্ক না হয়, তাবৎ ব্রণ ধৌত ও প্রলেপপ্রয়োগ এবং আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ একান্ত কর্ত্তব্য। রোগীর জ্বর, কাসাদি উপদ্রব প্রকাশ না পায়, তাহার উপর মনোযোগ করা কর্ত্তব্য; কারণ ঐসকল উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, রোগ বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে, স্নান ও আহার প্রভৃতির নিয়ম পালন করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য; ব্রণের মধ্যে নালী হইলে ঐরোগ বড়ই কষ্টকর হয় বা অনেকস্থলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সুতরাং যাহাতে নালী না হইতে পারে, তজ্জন্য প্রত্যহ ব্রণ ধৌত করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগ পুরাতন হইলে, বিষ্যন্দনতৈল প্রয়োগ ও পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলু সেবন করাইবে। ঐ তৈল ব্রণস্থানে লাগাইলে ও ঘৃত সেবন করিলে ব্রণশোথ সংশোধিত হয় ও ক্ষত শুকাইয়া যায়; এই সময় জ্বরাদি উপদ্রব প্রকাশ পাইলে, ঘৃত সেবন না করাইয়া জ্বর ও ক্ষতনিবারণার্থ পৃথক ঔষধ সেবন করান আবশ্যক; কিন্তু প্রলেপ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। ব্রণের নালী ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পাইলে রোগী অচীরাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে পারে; সুতরাং সাবধানে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

ভগন্দররোগে—ঔষধ।

তিলাদ্যলেপ। বাতিক, পৈত্তিক বা ক্ষতজ ভগন্দরের ব্রণে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে ও তাহা হইতে অত্যন্ত ক্লেদ নির্গত হইলে, এই প্রলেপ ব্রণে প্রদান করিবে। ব্রণ হইতে রক্ত নির্গত হইলে, ইহা প্রয়োগে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। ব্রণে নালী হইলে তাহাতে এই প্রলেপ প্রয়োগে সমধিক উপকার হয়। উপদংশরোগেও এই প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়।

তিলাদ্য লেপ। কৃষ্ণতিল, নিমপাতা, হরীতকী, লোধ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড় ও ঝুল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে এবং উষ্ণ করিয়া ইহা দ্বারা প্রলেপ দিবে।

তিলাদ্যলেপ (মতান্তরে)। বাতিক, শ্লৈষ্মিক বা ক্ষতজ ভগন্দরে ব্রণ পাকিলে এবং উহাতে বেদনা ও ঐ স্থান হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে, এই প্রলেপ প্রতিদিন প্রয়োগ করিবে, ইহাতে শীঘ্রই ব্রণ-শোধিত হয়।

তিলাদ্য লেপ (মতান্তরে)। কৃষ্ণতিলেরশাস, লতাফট্‌কী, কুড়, ঈশ্‌লাঙ্গলা, অপরাজিতার মূল, শুল্‌ফা, তেউড়ীমূল ও দন্তীমূল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া ব্রণে প্রয়োগ করিবে।

স্নুহ্যাদি বর্ত্তি। ভগন্দররোগে ব্রণে নালী হইলে, এই বর্ত্তি নালীতে প্রদান করিবে।

স্নুহ্যাদি বর্ত্তি। সীজের ক্ষীর, আকন্দেরক্ষীর ও দারুহরিদ্রার চূর্ণ সমভাগে লইয়া উহা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ক্ষীর সহযোগে বর্ত্তি না হইলে অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া লইবে।

রসাঞ্জনাদি লেপ। বাতিক বা পৈত্তিক ভগন্দরে ব্রণে সূক্ষ্ম-নালী হইলে ও উহা হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে, এই লেপ ঐস্থানে প্রদান করিবে, ইহাদ্বারা ভগন্দর শোধিত হয়।

রসাঞ্জনাদি লেপ। রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিমপাতা, তেউড়ী, লতাফট্‌কী ও দন্তী; এই সকল মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ প্রস্তুত পূর্ব্বক দিবাভাগে প্রদান করিবে।

ত্রিবৃতাদিলেপ। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক ভগন্দরে ব্রণ হইতে অত্যধিক ক্লেদ নির্গত হইলে অথবা উহাতে বেদনা, জ্বালা প্রভৃতি অনুভূত হইলে, এই প্রলেপ ব্রণের উপর প্রদান করিবে। ইহাতে ক্ষতস্থান শুষ্ক হয়।

ত্রিবৃতাদি লেপ। তেউড়ী-মূল, তিলের শাস, হাতিশুঁড়া ও মঞ্জিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিলায় পেষণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করিবে।

কুষ্ঠাদিলেপ। শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভগন্দরে ব্রণ হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে ও তাহাতে বেদনা থাকিলে, এই লেপ প্রদান করিবে। ইহা প্রয়োগে ক্ষতস্থান শীঘ্রই শুষ্ক হয়।

কুষ্ঠাদি লেপ। কুড়, তেউড়ীমূল, তিলশাস, দন্তীমূল, পিপুল, সৈন্ধব, মধু, হরিদ্রা,

হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও তুত্তেভস্ম; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ প্রদান করিবে।

বিড়ালাস্থিলেপ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভগন্দরে ব্রণ উৎপন্ন হইলে, ব্রণস্থানে এই প্রলেপ প্রদান করিলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

বিড়ালাস্থি লেপ। বিড়ালের হাড় ত্রিফলার কাথে ঘর্ষণ করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

খদিরাদি ক্বাথ। বাতিক, পৈত্তিক বা সান্নিপাতিক ভগন্দরে ব্রণ হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে ও তাহাতে বেদনা প্রকাশ পাইলে অথবা নালী হইলে, এই কাথে বিড়ঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

খদিরাদি ক্বাথ। খদিরকাষ্ঠ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাদি ক্বাথ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা ক্ষতজ ভগন্দরের ব্রণ হইতে ক্লেদ নির্গমন, তৎসঙ্গে অল্প জ্বরভাব ও কাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

অমৃতাদি কাথ। প্রস্তুতবিধি ১০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সপ্তবিংশতিক গুগ্‌গুলু। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভগন্দরে রোগীর ব্রণে বেদনা, ব্রণ হইতে ক্লেদ, পূযাদি নির্গমন, অল্প-জ্বর ও কাস প্রভৃতি লক্ষণ এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই ঔষধ মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে বায়ু, পিত্তাদি অনুলোম হয়।

সপ্তবিংশতিক গুগ্‌গুলু। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চের পালো, রক্তচিতা, শঠী, এলাইচ, পিপুলমূল, দেবদারু, রক্তচন্দন, চৈ, রাখাল-শসার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্ লবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও গজপিপ্পলী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ শোধিত গুগ্‌গুলু। গুগ্‌গুলু ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহার সহিত অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতপাত্রে রাখিবে। মাত্রা—॥০ তোলা।

নবকার্ষিকগুগ্‌গুলু। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ ভগন্দর রোগীর ব্রণ হইতে ক্লেদ নির্গমন, ব্রণে অত্যন্ত বেদনা, গাত্র-বেদনা

ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে বায়ু ও পিত্তের অনুলোম হয়।

নবকার্ষিক গুগ্‌গুলু। হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে দুই তোলা ও শোধিত গুগ্‌গুলু ১০ তোলা। প্রথমতঃ গুগ্‌গুলু ঘৃত দ্বারা মর্দন পূর্ব্বক তাহার সহিত অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতসহ মর্দন করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা।

ব্রণগজাঙ্কুশরস। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভগন্দররোগে ব্রণে বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর, গাত্র-বেদনা ও কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় মধুসহ মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে।

ব্রণগজাঙ্কুশ রস। হিঙ্গুল, গেরিমাটী, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, শোধিত গুগ্‌গুলু, পারদ, গন্ধক, কুঙ্কুম, সৈন্ধবলবণ, আতইষ, চৈ, শরপুঙ্খা, বিড়ঙ্গ, যমানী, গজপিপ্পলী, মরিচ, আকন্দমূল, বরুণমূল, শ্বেতধুনা ও হরীতকী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কটুতৈলে মর্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

ভগন্দরহররস। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা ক্ষতজ ভগন্দরের মধ্যাবস্থায় বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—মধু।

ভগন্দরহর রস। পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ একত্র কজ্জলী করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে ৩ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক সমুদয়ের সমান তাম্র এবং লৌহ মিশ্রিত করিবে। অনন্তর মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করতঃ একটী ভস্ম-পরিপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া অগ্নির স্বেদ প্রদান করিবে, পরে কাগজীলেবুর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। বটী ১ রতি।

তাম্রপ্রয়োগ। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ ভগন্দর-রোগীর ব্রণ-ক্ষত পুরাতন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে ঘৃত ও মধুসহ মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে।

তাম্রপ্রয়োগ। ৮ তোলা পরিমিত তাম্রপাতা অগ্নিতে পোড়াইয়া আকন্দের ক্ষীর, নিসিন্দারস, গোক্ষুরের ক্বাথ ও সীজের ক্ষীর, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে তিন তিন বার নিমজ্জিত করিবে। অনন্তর পারদ ৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা উভয়ে একত্র কজ্জলী করতঃ, ঐ কজ্জলীকে জম্বীরের রসে মাড়িয়া তদ্দ্বারা ঐ তাম্রপাতা লেপন করত মূষার মধ্যে রাখিয়া ঐ মূষা আবার লেপন করিয়া পাঁচবার ক্রমান্বয় ঘুটিয়ার অগ্নিতে লঘুপুটে পাক করিবে। মাত্রা ১ রতি।

পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ ভগন্দরে ব্রণ দীর্ঘকাল হইতে প্রকাশ পাইলে ও ক্ষত শুষ্ক না হইলে, এই ঘৃত রোগীকে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে, এই ঘৃত সেবনে নালী ঘা পূর্ণ ও ক্ষত শুষ্ক হয় এবং বায়ু ও পিত্ত প্রশমিত হয়। ভগন্দররোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ গুলু। প্রস্তুতবিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহাতিক্তক ঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক ক্ষতজ ও সান্নিপাতিক ভগন্দরে দীর্ঘকাল হইতে ব্রণ প্রকাশ পাইলে ও ক্ষত শুষ্ক না হইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতপিত্তের প্রকোপ থাকিলে, এই ঘৃত অতি উপকারী। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

মহাতিক্তক ঘৃত। প্রস্তুতবিধি ৪১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিষ্যন্দন তৈল। বাতিক, পৈত্তিক ও সান্নিপাতিক ভগন্দরের পুরাতন অবস্থায় ব্রণ হইতে ক্লেদ নির্গত ও ব্রণের ক্ষত অত্যন্ত গভীর হইলে, এই তৈল ক্ষতস্থানে লাগাইবে।

বিষ্যন্দন তৈল। তিল তৈল /৪ সের। কল্কদ্রব্য—রক্তচিতা, আকন্দ, তেউড়ীমূল, আকনাদি, কাকডুমুর, করবীর মূল, সীজ, বচ, বিষলাঙ্গলীয়া, হরিতাল, সাজিমাটী ও লতাফট্‌কী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

সোমরাজী তৈল। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা ক্ষতজ ভগন্দর পুরাতন হইলে, এবং ক্ষতস্থান শুষ্ক না হইলে, এই তৈল ক্ষতস্থানে লাগাইবে, ক্ষতস্থানে নালী ঘা হইলে, তাহাও এই তৈল প্রয়োগে দূরীভূত হইয়া থাকে।

সোমরাজী তৈল। কটু তৈল /৪ সের। কল্কদ্রব্য—সোমরাজী বীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, ডহরকরঞ্জ-বীজ, চাকুন্দে-বীজ ও সোন্দাল-পত্র; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

বৃহৎ সোমরাজী তৈল। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক বা ক্ষতজ ভগন্দরের নূতন বা পুরাতনাবস্থায় এই তৈল ক্ষত বা নালীতে প্রয়োগ

করিবে, ইহাতে ক্ষত শুষ্ক হয় এবং নালী পরিপূর্ণ হয়। ইহা ব্রণের শোধনার্থ উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহৎ সোমরাজী তৈল। কটুতৈল ১৬ সের। ক্কাথ্যদ্রব্য—সোমরাজী ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। চাকুন্দে বীজ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—রক্তচিতা, ঈষলাঙ্গলা, শুঁঠ, কুড়, হরিদ্রা, ডহরকরঞ্জ-বীজ, হরিতাল, মনঃশিলা, হাফরমালী, আকন্দ-ক্ষীর, করবী-মূল, ছাতিমমূলের ছাল, গোময়-রস, খদিরকাষ্ঠ, নিমপাতা, মরিচ ও কালকাসুন্দে, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে।

ভগন্দররোগে-পথ্য।

পক্ক বা অপক্ক উভয়বিধ ভগন্দররোগে শালিধান্যের তণ্ডুল, মুগ, জাঙ্গল ও মৃগপক্ষীর মাংস-রস, পটোল, শজিনা, বেতের ডগা, কচিমূলা, ঘৃত ও তিক্তদ্রব্য হিতকর। রোগীর জ্বর হইলে লঘুপাক দ্রব্য পথ্য করা কর্ত্তব্য; রোগ সম্যক্ প্রকারে আরোগ্য হইলেও একবৎসর পর্য্যন্ত বিরুদ্ধ দ্রব্য বা গুরুদ্রব্যভোজন, রৌদ্র-সেবা, ব্যায়াম, সহবাস, যুদ্ধ ও অশ্বগজাদির পৃষ্ঠে আরোহণ প্রভৃতি ত্যাগ আবশ্যক।

তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ।